ব্রাহ্ম-সমাজের ইতিবৃত্ত।

অপরা ঋগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽ
থর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পোব্যাকরণং
নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি।
অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।

মুণ্ডকোপনিষৎ।১।৫।

সত্যমেব জয়তে

৩.মু।১।৬।

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL. LIBRARY. RAJA RAMMOHANPUR.

কলিকাতা।

ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে মুদ্রিত।

১৭৯৩।

ST - VERF

ST - VERF

29122
8 JUN 1970

ভূমিকা।

কৃতবিদ্য সভ্যমণ্ডলীর মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের নাম এক্ষণে আর অপরিচিত নহে, এবং বর্ত্তমান সময়ে ইহা অনেক সচ্চরিত্র ধর্ম্মানুসন্ধায়ী সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। যে সকল দেশহিতৈষী স্বাধীন চিন্তাশীল মনুষ্য হৃদয়ের সহিত জনসমাজের হিত-কামনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা ইহার কার্য্য প্রণালীর প্রতি অতি আগ্রহের সহিত সতৃষ্ণনয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছেন। এই জন্য ব্রাহ্মসমাজের ও ব্রাহ্মধর্ম্মের উৎ-পত্তি, উন্নতি ও পরিবর্ত্তন বিষয়ক বিস্তারিত বিবরণ এক্ষণে প্রকাশ করা আবশ্যক বোধ করিয়া এই ইতিহাস খানি লিখিত হইল। ১৭৫১ শক হইতে ১৭৯২ শকের ১০ মাঘ পর্য্যন্ত এক চল্লিশ বৎসরের বিবরণ যত দূর সংগ্রহ করিতে পারা গেল তাহাই ইহাতে সন্নিবেশিত করা গিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ যেরূপ একটি মহৎ ব্যাপার, করু-ণাময় ঈশ্বরের দুরবগাহ গভীর জ্ঞানকৌশল ও দয়ার যে সকল প্রত্যক্ষ ঘটনা ইহাতে সংঘটিত হইয়াছে তাহাতে ইহাকে বিশ্বাসী জগতের নিকট সত্য ধর্ম্মের জীবন্ত ধর্ম্মপুস্তক রূপে গণ্য করা যাইতে পারে। কিন্তু ঈদৃশ

উন্নত পবিত্র বিষয় উৎকৃষ্ট রূপে বর্ণনা করিতে যেরূপ ভাব, চিন্তা ও অভিজ্ঞতা আবশ্যক করে তাহার অনেক অভাব ইহাতে লক্ষিত হইবে। কেবল এই মাত্র আশা যে যত দিন কোন উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা এই ইতিহাস রচিত না হইতেছে, তত দিন এখানি ব্রাহ্মবন্ধুগণের নিকট সমাদরে পরিগৃহীত হইতে পারে। অন্ততঃ ইহাতে যে সকল ঐতিহাসিক সত্য নানা স্থান হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে, ভবিষ্যতে যখন কোন কোন ব্যক্তি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন এই সকল তাঁহার পক্ষে কিয়ৎ পরিমাণে সুবিধার বিষয় হইয়া রহিল। লেখকের অপারকতা ইহাতে যাহা প্রকাশ পাইবে তদ্বিষয়ে তিনি নিজেও অনবগত নহেন, এবং তিনি বাস্তবিকই বিশ্বাস করেন যে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের পাণ্ডুলিপি ভিন্ন ইহা প্রকৃত ইতিহাস নামের উপযুক্ত নহে। ব্রাহ্মসমাজের নেতাগণের যাঁহার যাহা প্রাপ্য তাঁহার বিশ্বাসানুসারে তিনি তাহা প্রদান করিয়াছেন। ব্যক্তিগত প্রীতি বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সত্যের অনুসরণ করিতে যত দূর সক্ষম হইয়াছেন লেখক তাহাতে ত্রুটি করেন নাই; তবে তাঁহার যাহা অপক্ষপাত ও ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বিশ্বাস অনেকের নিকট তাহা কঠোর, সঙ্কীর্ণ এবং পক্ষপাত বলিয়া বোধ হইতে পারে; কেন না মনুষ্যের মানসিক অবস্থা ও সময়ানুসারে সত্য ও ন্যায় বাক্য সকল অহঙ্কার এবং কঠোর বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক,

জনসমাজে নিরপেক্ষ উদার বলিয়া পরিগণিত হইবা
জন্য বিশ্বাসের বিপরীত মত প্রকাশ করাও কোনরূ
সংগত হইতেছে না। প্রশস্তহৃদয় সত্য-প্রিয় পাঠ
গণের সহজ জ্ঞানে প্রকৃত অবস্থা প্রকাশিত হইবে।

লেখকের ভ্রমবশতঃ যদি কোন গুরুতর বিষয় ইহা
লিখিত না হইয়া থাকে, কিম্বা এক জনের প্রাপ্য অপ
ব্যক্তিকে প্রদত্ত হইয়া থাকে, সহৃদয় পাঠকগণ তা
দেখাইয়া দিলে এবং তাহা সত্য হইলে আদর ও কৃতজ্ঞ
তার সহিত সে বাক্য গৃহীত হইবে; এবং বারান্তরে
দোষ সংশোধন পক্ষে কোন উপেক্ষা প্রদর্শিত হইবে না
কোন কোন গুরুতর ঘটনা বিশেষ করিয়া লিখিতে গি
অনেক অপ্রিয় সত্য প্রকটিত হইয়াছে; সে সম
গোপন রাখিলে হয়ত লেখক আপনাকে নিরাপদে রাখি
পারিতেন, কিন্তু তাহা হইলে মূল উদ্দেশ্য হইতে তাঁহা
অনেক দূরে পড়িতে হয়। যেহেতু লেখকের শিষ্টাচা
ভদ্রতা প্রকাশ হওয়া তত প্রার্থনীয় নহে বাস্তবিক ঘট
সকল লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা যত দূর আবশ্যক। অতএ
কেহ যেন ইহাতে দুঃখিত না হন এবং অপ্রিয় সত্য
পরিণামে মঙ্গলদায়ক বোধ করত লেখককে ক্ষমা করেন
ইহাতে ব্রাহ্মজীবন, ব্রাহ্মধর্ম্মের ও ব্রাহ্মসমাজের ক্রমশ
পরিবর্ত্তন ও উন্নতি দেখিয়া পাঠকবৃন্দ মানবপ্রকৃতির
সত্যের আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল বুঝিতে পারিবেন। যাহ

হউক যাহা কিছু এই পুস্তকে বিবৃত হইল তাহা বাস্তবিক সত্য ঘটনা বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেই লেখক যথেষ্ট পুরস্কৃত এবং তন্নিমিত্ত ঈশ্বরসমীপে কৃতজ্ঞ হইবেন। এই পুস্তকের লেখায় যদি ভ্রম কিম্বা দোষ থাকে তাহার জন্য লেখক ভিন্ন অন্য কেহ দায়ী নহেন।

কলিকাতা।
২৬ বৈশাখ, ১৭৯৩ শক।

ব্রাহ্ম-সমাজের ইতিবৃত্ত।

অবতরণিকা।

মঙ্গলময় পরমেশ্বরের সত্যের রাজ্যে চিরকাল ভ্রম কুসংস্কার, অন্যায় অসত্য, পাপ অত্যাচার কখন অপ্রতিহত ভাবে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না। সেই কর্ম্মশীল পালনকর্ত্তা পিতা ইহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া নিয়ত মঙ্গল বিধান করিতেছেন। কেবল অল্প বিশ্বাসী মানব সন্তান তাঁহার দুর্জ্ঞেয় অভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া এই পরম সুন্দর জগতের শাসন প্রণালীর সুচারু সামঞ্জস্যের প্রতি সন্দেহ স্থাপন করে; বাহিরের বিচিত্রতার মধ্যে তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার স্রোতঃ প্রবাহিত হইতেছে তাহা দেখিতে না পাইয়া মহা ভ্রমে পতিত হয়। বস্তুতঃ তিনি যে কি অত্যাশ্চর্য্য সূক্ষ্ম কৌশলে এই সমস্ত অগণ্য অগণ্য লোক মণ্ডলকে তাহাদের স্ব স্ব নিয়তির পথে পরিচালিত করিতেছেন, তাহা উদার-আত্মা বিশ্বাসী ভিন্ন আর কাহার অবগত হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, যাঁহার কল্যাণময় নিয়মে ভৌতিক জগতে প্রচণ্ড

পের পর বারি বর্ষণ এবং শীতল সমীরণ প্রবাহিত হয়, ভয়ঙ্কর মেঘগর্জ্জন, প্রবল ঝঞ্ঝাবাত ও বজ্রের গভীর নিনাদপূর্ণ ঘোরান্ধকার রজনীর পর পুনরায় যেমন জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য প্রকাশিত হইয়া মৃত জগৎকে আলোক ও উত্তাপের দ্বারা পুনর্জ্জীবিত করে, যাঁহার চিরমঙ্গল পালনী শক্তির অব্যর্থ শাসনে মহা মহা রাজবিপ্লব, ভীষণ মহামারী দুর্ভিক্ষের পর আবার যেমন চতুর্দ্দিক্ শান্তি, কুশল, জ্যোতি ও সৌন্দর্য্যে বিভূষিত হয়, সেইরূপ তাঁহারই স্নেহপূর্ণ মাতৃহস্ত আধ্যাত্মিক জগতের ধর্ম্মনীতির যাবতীয় বিশৃঙ্খলতা সংশোধন করিয়া মনুষ্যদিগকে পরিত্রাণের পথে অগ্রসর করে।

আমরা এখানে যদিও মৃত্যু শোক জরা দারিদ্র্য দুঃখ প্রভৃতি বহু প্রকার ক্লেশকর ঘটনা সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হই; কখন দেখিতে পাই এক জন নিরপরাধী সাধু চিরকাল পরোপকারে জীবন কর্ত্তন করিয়া পরিশেষে অন্যায় অত্যাচার ও দুঃখ দরিদ্রতার কঠোর হস্তে নির্যন্ত্রিত হওত ক্রন্দন করিতে করিতে পৃথিবীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছেন, পক্ষান্তরে একজন নরঘাতক মহাপাতকী পরের সর্ব্বস্ব আত্নসাৎ করত বিনা দণ্ডে বিবিধ সুখ সম্ভোগ পূর্ব্বক হাস্য করিতে করিতে মহানন্দে চলিয়া যাইতেছে; কোথাও দেখিতেছি কোন দুঃখিনী মাতা জীবনের যষ্টিস্বরূপ আপ-

নার হৃদয়ের একমাত্র প্রিয় ধন সন্তানের মৃতদেহ ক্রোড়ে লইয়া ভগ্নান্তঃকরণে শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন, এক বিন্দু জল দান করিয়া সাহায্য করে এমন একটি লোকও দৃষ্ট হয় না; কত বিধবা অনাথা স্বামীর ভ্রষ্টাচারে হৃত-সর্ব্বস্ব হইয়া অপগণ্ড সন্তান সন্ততির সহিত অন্নাচ্ছাদন অভাবে মুমূর্ষু অবস্থায় মৃত্যুকেই সকল দুঃখের ঔষধ মনে করিতেছে; কোথাও বা সবল দুর্ব্বলের প্রতি, ধনী দরিদ্রের প্রতি স্বার্থ সাধনের জন্য নির্দ্দয় ব্যবহার করিতেছে; আবার কতস্থানে কত পার্ব্বতীয় অসভ্য জাতি জ্ঞান ধর্ম্মে বঞ্চিত হইয়া পশুর ন্যায় জন্ম গ্রহণ করিয়া পশুর ন্যায়ই ইহলোক পরিত্যাগ করিতেছে;—আপাততঃ এ সকল ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার মঙ্গল সংকল্পের প্রতি বিশ্বাস আন্দোলিত হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু এই বিষম প্রহেলিকার মর্ম্মভেদ করা অল্পবুদ্ধি মনুষ্যের সাধ্য নয়। এ সকল অমঙ্গলের চিহ্ন দেখিয়াও মনুষ্যের হৃদয় মুক্ত কণ্ঠে সেই ন্যায়বান্ ঈশ্বরের মঙ্গল কামনা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারে না। যখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে সেই অনন্ত প্রেমের সাগর হইতে স্নেহ দয়া ও অমৃতের স্রোতঃ প্রবাহিত হইয়া জীবদিগকে প্রচুর সুখ বিধান করিতেছে, তখন আরতাহা কে অস্বীকার করিবে? তাঁহার মত এ সংসারে প্রীতি ও যত্ন করিতেই বা আর কে জানে? যিনি সৃজন করিয়া পালন করিতে-

ছেন, যিনি আমাদের প্রার্থনার অপেক্ষা না করিয়া বিবিধ সুখের আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন, অবোধ মনুষ্য তাঁহার গূঢ় অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া যে অন্যায় সিদ্ধান্তে উপনীত হয় ইহাতে কেবল তাহার অদূরদর্শিতাই প্রকাশ করে। আমরা সাধারণ ভাবে সকল ঘটনাতে তাঁহার মঙ্গল ভাব উপলব্ধি করিতে অক্ষম ইহা সত্য; কিন্তু তিনি যে মঙ্গল-সংকল্প দয়ার সাগর পিতা, বিশেষরূপে সকলকে কৃপা করিতেছেন ইহাও অভ্রান্ত সত্য।

এই সমস্ত বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়া পর্য্যায়ক্রমে সুখ দুঃখ ভোগ করিতে করিতে তাঁহার করুণার প্রবল আকর্ষণে মনুষ্যগণ স্বর্গরাজ্যের অভিমুখে ধাবিত হইতেছে। অনেক প্রকার পরীক্ষা প্রলোভন, বিপদ ও দুর্গতির হস্তে শিক্ষা লাভ করিয়া অনুতাপিত আত্মা সকল পরিণামে সেই শেষ গতি পতিত-পাবনের শীতল চরণ ছায়া অন্বেষণ করে। দয়াময় প্রভু পরমেশ্বরের এই স্নেহময় পালনী শক্তির অমোঘ শক্তি প্রভাবেই সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশে এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে এক এক জন অলোক-সামান্য ক্ষমতাশালী বীর পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া এক একটি দেশকে তাঁহাদের স্বর্গীয় বলে পাপের গভীর কূপ হইতে উদ্ধার করিয়া ান। ঈশা, মহম্মদ, লুথর, চৈতন্য, নানক প্রভৃতি

মহাত্মাগন এই শ্রেণীস্থ লোক। পৃথিবীর পুরাবৃত্ত সকল তাঁহাদের পবিত্র জীবনের অলৌকিক শক্তি ঘোষণা করিয়া এই জীবন্ত সত্যের সুদৃঢ় প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছে। ঐ সকল ধর্ম্ম-সংস্কারক মহাপুরুষদিগের অসাধারণতাকে কেহ বলেন স্বীয় স্বীয় চেষ্টার ফল, কেহ বলেন সাধারণ নৈসর্গিক নিয়মের অবশ্যম্ভাবী কার্য্য, কেহবা বলেন আকস্মিক ব্যাপার; কিন্তু জীবন্ত ঈশ্বরে বিশ্বাসী, বিনীত সাধকের চক্ষে ইহা সেই মঙ্গলালয়ের বিশেষ করুণার দান বলিয়া প্রতীত হয়। যাহাই হউক, ইহার কারন সম্বন্ধে নানা প্রকার মতভেদ হইলেও কার্য্যের অলৌকিক বিশেষ ঐশী শক্তি মুক্ত কণ্ঠে সকলে স্বীকার করিয়া থাকেন, অথবা প্রত্যক্ষ সত্যের উপর মত বিবাদের সম্ভাবনাই বা কি? কার্য্য কারণ যুক্তি ন্যায়ের দ্বারা মহৎ লোকদিগের আবির্ভাব প্রতিপন্ন করা এ স্থলে উদ্দেশ্য নহে, এ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ঘটনা সকল উল্লেখ করাই আমাদিগের অভিপ্রেত।

যখন কোন দেশ কিম্বা জাতি প্রকৃতির কল্যাণকর শত সহস্র সাক্ষাৎ আদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া পাপ অত্যাচারের এক সীমায় গিয়া উপনীত হয়; সত্যাসত্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, ন্যায় অন্যায়, পাপ পুণ্যের আর কিছু মাত্র প্রভেদ লক্ষিত হয় না; বসুন্ধরা পাপের গুরু ভারে আক্রান্ত

হইয়া যখন রসাতলে গমনের উপক্রম হয়, সেই সময়ে এমন এক একটি মহান্ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়া থাকে, যাহাতে সেই সেই দেশ ও লোকসমাজকে এক কালে বিপর্য্যস্ত এবং ভয়ঙ্কর রূপে মন্থন করিয়া তাহার বিষাক্ত অভ্যন্তর হইতে অমৃত রাশি উৎপন্ন করে। সাধারণ উন্নতি ও নূতন ধর্ম্মসমাজ সংগঠনের পূর্ব্ব লক্ষণ এই পরিবর্ত্তন সকল উক্ত মহাপুরুষগণের আবির্ভাবেই সম্পন্ন হইতে দেখা যায়। যৎকালে ঐ সকল দেবপ্রকৃতি তেজস্বী পুরুষেরা বহু কাল সঞ্চিত পাপের ঘন অন্ধকার ভেদ করিয়া মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় উত্থিত হয়েন, তাঁহাদের পুণ্যময় জীবনের সুতীক্ষ্ণ জ্যোতিতে তখন মৃতবৎ নিদ্রাভিভূত জনসমাজ উত্তেজিত হইয়া এক অভূতপূর্ব্ব বিষম বিপ্লবের মধ্যে আন্দোলিত হইতে থাকে। সে সময়ে সহস্র সহস্র লোক তাঁহাদের স্বর্গীয় কার্য্য নির্ব্বাহের বিঘ্ন জন্মায়, কিন্তু কিছুই করিতে পারে না। সত্যের বিশাল পরাক্রমে তাঁহারা আপনাদের সাধু সংকল্প সিদ্ধ করিয়া চলিয়া যান। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাহারা মোহে অন্ধ হইয়া নিষ্ঠুর ভাবে উক্ত জগৎহিতৈষী মহাত্মাদিগকে বিধিমতে নির্যাতন করে, তাঁহাদের পবিত্র দেহে আঘাত করিয়া হস্তকে কলঙ্কিত এবং নিন্দা ও মিথ্যা গ্লানি দ্বারা রসনাকে অপবিত্র করে, অবশেষে জীবন পর্য্যন্ত বিনাশ করিয়া রাক্ষসের

ন্যায় তাঁহাদের শরীরের শোণিত পান করে; সময়ে আবার তাহাদেরই পুত্র পৌত্র প্রভৃতি ভাবী বংশগণ উক্ত মহাপুরুষদিগের নিঃস্বার্থ পরিশ্রমের মঙ্গল অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করত কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ অত্যুচ্চ স্মরণ-স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া দেয়। তাহাদের পিতা পিতামহগণ যাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া বিনা দোষে কত যন্ত্রণা প্রদান করিয়াছিল, তাহারা সেই স্বর্গগত মহামতির পরিত্যক্ত দেহের জীর্ণ অস্থি খণ্ড লইয়া পরম আনন্দে ও পরম ভক্তি সহকারে অতি সমারোহ পূর্ব্বক সুরম্য সমাধি মন্দির স্থাপন করে, তাঁহার নামে কত শত উপাসনালয় নির্ম্মাণ করিয়া দেববৎ পূজা করিতে থাকে। ধর্ম্মরাজ্যের পরিবর্ত্তনের মধ্যে ঈশ্বরের হস্ত কিরূপ কার্য্য করে তাহা অবলোকন করিতে অতি মনোহর। ভ্রম কুসংস্কার পাপ অসত্যের মধ্যে সত্য ও পুণ্যের রাজ্য এইরূপে কেমন অল্পে অল্পে বিস্তৃত হয়, তাহা দেখিতে অতি আশ্চর্য্য। মঙ্গলময়ের সেই বিশেষ করুণার শাসনে মহাপুরুষোত্তম মহর্ষি ঈশা য়িহুদাকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া আপনার জীবন দানপূর্ব্বক অশ্রুতপূর্ব্ব জ্বলন্ত সত্য ও গভীর জীবন্ত ধর্ম্মভাব প্রচার করিয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারা পৃথিবীর অর্দ্ধ খণ্ডকে পরাজয় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আগমনে কত মহাপাপী পরিত্রাণ লাভ করিয়াছে। ভক্তিভাজন চৈতন্য এবং লুথর মহম্মদ গুরুনানক প্রভৃতি

মহাত্মাগণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে পর্য্যায়ক্রমে, কঠোরতার পরিবর্ত্তে প্রেম ভক্তি, অধীনতার মধ্যে স্বাধীনতা, পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারের স্থানে এক ঈশ্বরের পূজা প্রচার করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। সেই মঙ্গল নিয়মানুসারেই ভারতবর্ষের পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত দয়াময় পিতার করুণার বিশেষ সংবাদ-বাহক হইয়া পরম শ্রদ্ধাস্পদ উন্নতমনা রাজা রামমোহন রায় বঙ্গভূমির অশেষ প্রকার বিকৃত ধর্ম্ম-মতের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন। মনোনিবেশ পূর্ব্বক এই সমাজের আদ্যোপান্ত ঘটনা সকল পাঠ করিলে দৃষ্ট হইবে কেমন চমৎকার কৌশলে পরম পিতা দয়াময় বিশুদ্ধ পবিত্র ধর্ম্ম দিয়া এ দেশকে সৌভাগ্যবতী করিতেছেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

১ম অধ্যায়।

চত্বারিংশৎ বৎসর পূর্ব্বে যে সময় বঙ্গদেশ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান, সভ্যতা, বিশুদ্ধ ধর্ম্মনীতি বিহীন হইয়া ঘোরতর অজ্ঞানান্ধকার ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল; বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় উদার বিদ্যা-শিক্ষা প্রণালী, বিজ্ঞান, দর্শন, পদার্থ বিদ্যার আলোচনা বা স্বাধীন চিন্তা, কি বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা এ সকল কিছুই ছিল না; চতুর্দ্দিকে কেবল পৌত্তলিকতার বাহ্যাড়ম্বর, অতি জঘন্য সামাজিক আচার ব্যবহার দৃষ্টিগোচর হইত; বঙ্গবাসিগণ হিন্দু ধর্ম্মের দুর্জ্জয় শাসনে, ঘোর স্বার্থপর ব্রাহ্মণদিগের প্রবল আধিপত্যে স্বাধীনতা ধনে বঞ্চিত হইয়া অন্ধের ন্যায় পরম্পরা-গত রীতি নীতির অনুসরণ করাই সর্ব্বস্ব জ্ঞান করিত; ব্রাহ্মণেরা জনসমাজের উন্নত পদবী অধিকার করিয়া সাধারণ লোকদিগকে জ্ঞান ধর্ম্ম সভ্যতা হইতে বহু দূরে রাখিয়াছিল; গাঢ় তমসাচ্ছন্ন অজ্ঞানতা ও ভ্রমের গভীর কূপে অধিবাসিগণ বহু দিন হইতে নিমগ্ন থাকাতে সত্যের আলোক সহ্য করিতে পারিত না; ধর্ম্মের নামে অতি অনৈসর্গিক ব্যাপার নির্ব্বিবাদে সম্পন্ন হইত; তৎকালে মনুষ্যের পশুবৎ ব্যবহার সকল যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া বিকট

বেশে সর্ব্বত্র বিচরণ করিত। এবম্বিধ ভয়ঙ্কর সময়ে সহস্র প্রকার সাম্প্রদায়িক মত, অতি ঘৃণিত ধর্ম্মানুষ্ঠানের আড়ম্বর ও অপবিত্র দেশাচারের মধ্যে অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় "একমেবাদ্বিতীয়ং," স্বর্ণাক্ষরে লিখিত এই জ্বলন্ত সত্যের উজ্জ্বল মুকুট পরিধান করিয়া অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার আগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বে হিন্দু সমাজের কীদৃশ অবস্থা ছিল, উক্ত মহাত্মার এক জন শিষ্য তাহা এই রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। "রামমোহন রায় যে সময়ে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন সমুদায় বঙ্গভূমি অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল; পৌত্তলিকতার বাহ্যাড়ম্বর তাহার সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। বেদের যে সকল কর্ম্ম কাণ্ড, উপনিষদের যে ব্রহ্মজ্ঞান, তাহার আদর এখানে কিছুই ছিল না; কিন্তু দুর্গোৎসবের বলিদান, নন্দোৎসবের কীর্ত্তন, দোল যাত্রার আবীর ও রথ যাত্রার গোল, এই সকল লইয়াই লোকেরা মহা আমোদে, মনের আনন্দে, কালহরণ করিত। গঙ্গাস্নান, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে দান, তীর্থ ভ্রমণ, অশনাদি দ্বারা তীব্র পাপ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, পবিত্রতা লাভ করা যায়, পুণ্য অর্জ্জন করা যায়, ইহা সকলের মনে একেবারে স্থির বিশ্বাস ছিল, ইহার বিপক্ষে কেহ একটিও কথা বলিতে পারিতেন না। অন্নের বিচারই ধর্ম্মের কাষ্ঠা ভাব ছিল, অন্ন শুদ্ধির উপরেই

বিশেষ রূপে চিত্তশুদ্ধি নির্ভর করিত। স্বপাক হবিষ্য ভোজন অপেক্ষা আর অধিক পবিত্রকর কর্ম্ম কিছুই ছিল না। কলিকাতার বিষয়ী ব্রাহ্মণেরা ইংরাজদিগের অধীনে বিষয় কর্ম্ম করিয়া ম্লেচ্ছ সংস্পর্শ জনিত দোষ হইতে মুক্ত হইতেন এবং সন্ধ্যা-পূজাদি শেষ করিয়া দিবসের অষ্টম ভাগে আহার করিতেন। ইহাতে তাঁহারা সর্ব্বত্র পূজ্য হইতেন এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তাঁহাদের যশ সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতেন। যাঁহারা এত কষ্ট স্বীকার করিতে না পারিতেন, তাঁহারা কার্য্যালয়ে যাইবার পূর্ব্বেই সন্ধ্যা পূজা হোম সকলই সম্পন্ন করিতেন; এবং নৈবেদ্য ও টাকা ব্রাহ্মণদিগের উদ্দেশে উৎসর্গ করিতেন, তাহাতেই তাঁহাদের সকল দোষের প্রায়শ্চিত্ত হইত। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তখন সংবাদ পত্রের অভাব অনেক মোচন করিতেন। তাঁহারা প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করিয়া পূজার চিহ্ন কোশা কুশী হস্তে লইয়া সকলেরই দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেন এবং দেশ বিদেশের ভাল মন্দ সকল প্রকারই সংবাদ প্রচার করিতেন। বিশেষতঃ কে কেমন দাতা, শ্রাদ্ধ দুর্গোৎসবে কে কত পুণ্য করিলেন, ইহারই সুখ্যাতি ও অখ্যাতি সর্ব্বত্র কীর্ত্তন এবং ধনদাতাদিগের যশ ও মহিমা সংস্কৃত শ্লোক দ্বারা বর্ণন করিতেন। ইহাতে কেহবা অখ্যাতির ভয়ে কেহবা প্রশংসা লাভের আশ্বাসে বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্যদিগকেও যথেষ্ট দান করিতেন। শূদ্র

ধনীদিগের উপরে তাঁহাদের আধিপত্যের সীমা ছিল না। তাঁহারা শিষ্য-বিত্তাপহারক মন্ত্রদাতা গুরুর ন্যায় কাহাকেও পাদোদক দিয়া, কাহাকেও পদধূলি দিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। ইহার নিদর্শন অদ্যাপি গ্রামে নগরে বিদ্যমান রহিয়াছে। তখনকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ন্যায় শাস্ত্রে ও স্মৃতি শাস্ত্রে অধিক মনোযোগ দিতেন এবং তাহাতে যাঁহার যত জ্ঞান অনুশীলন থাকিত, তিনি তত মান্য ও প্রতিষ্ঠা ভাজন হইতেন; কিন্তু তাঁহাদের আদি-শাস্ত্র বেদে এত অবহেলা ও অনভিজ্ঞতা ছিল, যে প্রতিদিন তিন বার করিয়া যে সকল সন্ধ্যার মন্ত্র পাঠ করিতেন, তাহার অর্থ অনেকে জানিতেন কি না সন্দেহ। বিষয়ী ধনীদিগের মধ্যেত কোন প্রকারই বিদ্যার চর্চ্চা ছিল না। চলিত বাঙ্গালা ভাষারও ব্যাকরণ জানা দূরে থাকুক, কাহারো তাহার বর্ণশুদ্ধি জ্ঞান ছিল না। বিষয় কর্ম্মের উপযোগী পত্র লেখা ও অঙ্ক কষা জানা থাকিলেই তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট হইত। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পারসী পড়িতে ও ইংরাজী অক্ষর ভাল করিয়া লিখিতে পারিতেন, তাঁহারা বিদ্যার গরিমা আর মনে ধারণ করিতে পারিতেন না। তখনকার বাঙ্গালা পুস্তকের মধ্যে কেবল চৈতন্য চরিতামৃত, কবিকঙ্কণের চণ্ডী, আর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর প্রসিদ্ধ; এ সকলই পদ্যের, গদ্যের গ্রন্থ তখন একখানিও ছিল না। বুলবুলি ও ঘুড়ির

খেলা, কৃষ্ণ যাত্রা ও কবির লড়াই, বীণ সেতার ও তব্‌লাতেই তখনকার কলিকাতার যুবাদিগের আমোদ ছিল এবং তাঁহারা দোলের আবীর খেলার ন্যায় নন্দোৎসবের গোলা হরিদ্রা লইয়া পথে ঘাটে দলে দলে মাতা মাতি করিয়া ফিরিতেন ও দেবকী প্রস্থতির প্রসাদ ঝালের লাড়ু ভক্তি পূর্ব্বক খাইতেন। তথাপি অনেক রক্ষা এই ছিল যে, তখন পান দোষ তাহার মধ্যে প্রবেশ করে নাই এবং ইউরোপ দেশের বিজাতীয় সভ্যতার কলঙ্ক তাহাতে লিপ্ত হয় নাই। তখন তাঁহারা বড় বড় পূজাতে ইংরাজদিগকে বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন বটে, কিন্তু আপনারা সেই আহারে তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারিতেন না। পৌত্তলিকতা ছাড়িতে চান না, কিন্তু আচার ব্যবহার ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তন করিতে তখনকার লোকেরা বাধিত হইয়াছিলেন ; এ বিষয়ে রামমোহন রায় তাঁহাদিগকে যে প্রকার ভৎসনা করিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতে তখনকার অবস্থার পরিবর্ত্তনের ভাব অনেকে বুঝিতে পারিবেন।

' বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে যদি কোন ক্রিয়া শাস্ত্র সম্মত এবং সত্য কাল অবধি শিষ্ট পরম্পরা সিদ্ধ হয়, কেবল অল্প কাল কোন কোন দেশে তাহার প্রচারের ত্রুটি জন্মিয়াছে, আর সম্প্রতি তাহার অনুষ্ঠানেতে লৌকিক কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না,' এবং হাস্য আমোদ জন্মে না,

তাহার অনুষ্ঠান করিতে কহিলে লোকে কহিয়া থাকেন যে পরম্পরা সিদ্ধ নহে, কি রূপে ইহা করি। কিন্তু সেই সকল ব্যক্তি পূর্ব্ব শিষ্ট পরম্পরার অত্যন্ত বিপরীত এবং শাস্ত্রের সর্ব্ব প্রকার অন্যথা সামান্য লৌকিক প্রয়োজনীয় শত শত কর্ম্ম করেন, সে সময়ে তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ শাস্ত্র এবং পূর্ব্ব পরম্পরার নামও করেন না, যেমন আধুনিক কুলের নিয়ম; যাহা পূর্ব্ব পরম্পরার বিপরীত এবং শাস্ত্র বিরুদ্ধ। ইংরাজ যাহাকে ম্লেচ্ছ কহেন, তাহাকে অধ্যয়ন করান কোন্ শাস্ত্রে আর কোন্ পূর্ব্ব পরম্পরায় ছিল? কাগজ যে সাক্ষাৎ যবনের অন্ন তাহাতে গ্রন্থাদি লেখা কোন্ শাস্ত্র বিহিত আর পরম্পরা সিদ্ধ হয়? ইংরাজের উচ্ছিষ্ট করা আর্দ্র ওয়েফার দিয়া বদ্ধ করা পত্র যত্ন পূর্ব্বক হস্তে গ্রহণ করা কোন্ পূর্ব্ব পরম্পরাতে পাওয়া যায়? আপনার বাটীতে দেবতার পূজাতে যাহাকে ম্লেচ্ছ কহেন তাহাকে নিমন্ত্রণ করা আর, দেবতার সমীপে আহারাদি করান কোন্ পরম্পরা সিদ্ধ হয়?'

যখন ধর্ম্মের প্রেরক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা আপনাদের লাভের নিমিত্তে এবং প্রেরিত বিষয়ী লোকেরা আপনাদের মনরঞ্জনের নিমিত্তে নানা প্রকার দেব দেবীর উপাসনার বাহুল্য করিয়া আসিতেছিলেন; কোথাও আর আমাদের প্রিয়তম ব্রহ্মের নাম মাত্র শ্রুতিগোচর হইত না, এমন সময়ে মহা বুদ্ধি উদার-আত্মা রামমোহন রায় "একমেবা দ্বিতীয়ং"

জয় পতাকা হস্তে লইয়া উচ্চ ভূমি হইতে উচ্চৈঃ-স্বরে এই পুরাতন বেদ বাক্য উচ্চারণ দ্বারা মোহ নিদ্রা-গ্রস্থ সকলকে চমকিত করিলেন। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ্ নিবোধত," উঠ, জাগ্রৎ হও, এবং উত্তম আচার্য্যের সন্নিধানে যাইয়া জ্ঞান শিক্ষা কর; কাল যাই-তেছে মৃত্যু সন্নিকট, সে ভয়ঙ্কর দিন মনে কর। আরো বলিলেন যে "অতি অল্প দিনের প্রয়োজনীয় আর অতি অল্প উপকারী যে সকল সামগ্রী তাহা ক্রয় করিবার সময়ে যথেষ্ট বিবেচনা সকলে করিয়া থাক, আর পরমার্থ বিষয় যাহা সকল হইতে অতি উপকারী আর যাহার অত্যন্ত মূল্য হয়, তাহা গ্রহণ করিবার সময়ে শাস্ত্রের দ্বারা যুক্তির দ্বারা বিবেচনা কর না।" তোমরা যদি মঙ্গল চাহ তবে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া ব্রহ্মকে জান, বাল্য ক্রীড়ার ন্যায় পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ কর। সেই সত্যকে ভাব। "ভাব সেই একে, জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে, যে রচিল এ সংসার আদি অন্ত নাহি যাঁর সে জানে সকলে কেহ নাহি জানে তাঁকে।" তাঁহার এই সকল জ্বলন্ত জীবন্ত বাক্যেতে সে সময়ে অনেকের প্রগাঢ় মোহ নিদ্রা ভঙ্গ হইল এবং তর্ক বিতর্ক ও আন্দোলনের পর আন্দোলন আরম্ভ হইয়া সেই অবধি ব্রহ্ম জ্ঞানের আলোচনার স্রোত এই বঙ্গ ভূমিতে অদ্যাপি চলিয়া আসিতেছে।"*

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, অগ্রাহয়ন ১৭৮৭ শক।

29122
8 JUN 1970
UNIVERSITY OF NORTH BENGAL LIBRARY. RAJA RAMMOHANPUR

এইরূপে ভক্তিভাজন রাজা রামমোহন রায় স্বদেশস্থ নরনারীগণের ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় দাসত্ব বন্ধন মুক্ত করণার্থে এক অদ্বিতীয় অনন্ত ঈশ্বরের পূজা প্রচার করিবার বিশেষ ভার লইয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত বঙ্গ সমাজে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার সেই হৃদয়-নিহিত স্বর্গীয় ব্রহ্মাগ্নির স্ফুলিঙ্গ এক্ষণে সহস্র শিখায় বিভক্ত হইয়া সমুজ্জ্বল ভাবে চারি দিকে আলোক দান করিতেছে। যে ব্রাহ্মধর্ম্ম রূপ সুবিশাল বৃক্ষের বিস্তীর্ণ ছায়াতলে এক্ষণে কত সত্যানুসন্ধায়ী পরিত্রাণাভিলাষী ভারতসন্তান বিশ্রাম সুখ সম্ভোগ করিতেছেন, তাহার বীজ প্রথমে সেই মহাপুরুষ বঙ্গ ভূমির উর্ব্বরা ক্ষেত্রে রোপণ করিয়াছিলেন। যে ধর্ম্ম এখন ন্যায় সত্য প্রেম পবিত্রতা ও অনুষ্ঠানে ভূষিত হইয়া জ্ঞান ভক্তি ইচ্ছাকে চরিতার্থ করিতেছে, তাহার উদার মূল সত্য জাতি নির্ব্বিশেষে এক ঈশ্বরের পূজা করার উপদেশ তিনিই প্রচার করেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ইহা পৃথিবীর ইতিহাস দ্বারা প্রমাণিত একটি সত্য যে, উন্নত-আত্মা মহাপুরুষেরা তাঁহাদের সময়ের কোন একটি বিশেষ অভাব এবং মহৎ ভাব প্রচার করিতে সংসারে জন্ম গ্রহণ করেন। সেই ভাবটিকে কার্য্যে পরিণত করাই একমাত্র তাঁহাদের জীবনের নিয়তি স্থিরীকৃত হয় এবং ইহারই জন্য বিশেষ রূপে তাঁহারা অবতীর্ণ হন। উক্ত মহৎ লক্ষণ দ্বারা তাঁহাদিগকে সাধারণ লোক হইতে অনায়াসে ভিন্ন করিয়া জানা যাইতে পারে। যথার্থই কথিত হইয়াছে যে, সাধারণ মানবজাতি অবস্থার অধীনে থাকিয়া কেবল আপনার জন্যই জীবন ধারণ ও আপনার জন্যই কার্য্য করে; এবং ইহলোক পরিত্যাগের সময় তাহাদের স্মরণার্থ কোন নিদর্শনই রাখিয়া যাইতে পারে না। মহৎ লোকেরা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব প্রদর্শন করেন। তাঁহারা কেবল নিজের জন্য নয়, কিন্তু পৃথিবীর জন্য জীবন ধারণ করত অবস্থাকে অধীন করিয়া কঠোর প্রতিবন্ধক সকলের সম্মুখ সংগ্রামে অবিচলিত চিত্তে দণ্ডায়মান থাকেন; এবং তাঁহাদের আত্মার সেই মহৎ ভাবকে সেই সময়ের উপর মুদ্রিত করিয়া ভবিষ্যৎ বংশীয় ও সাধারণ

জনগনের নিমিত্ত বহু মূল্য অবিনশ্বর সম্পত্তি সকল রাখিয়া যান। সেই অসাধারণ মহৎ ভাবেতে তাঁহারা অবস্থিতি করেন, তাহাতেই সঞ্চরণ করেন এবং তাহাতেই জীবন ধারণ করেন। সেই পবিত্রাত্মা বীরপুরুষেরা হইাতে নিজের পরাক্রম কিম্বা প্রভুত্ব প্রদর্শন করেন না, কিন্তু সেই স্বর্গস্থ পিতা যিনি তাঁহাদিগকে ঐ মহৎ ভাব ও বিশেষ কার্য্যভার অর্পণ করেন, তাঁহারই জয় ঘোষণা করিয়া থাকেন। তাঁহারা দুশ্ছেদ্য প্রতিজ্ঞা পাশে আপনাদের জীবনকে বদ্ধ করিয়া মহৎ সত্যের প্রচারক হন এবং সেই প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য অনেক সময় ধর্ম্ম-যুদ্ধে তাঁহাদিগের প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইতে দেখা যায়। এই জন্য ঐ সকল উন্নত আত্মা সাধুদিগের জীবন চরিত সেই বিশেষ ভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পাঠ করা উচিত; যে ভাব তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পৃথিবীর ইতিহাসের মধ্যে প্রকাশ করিয়া সাধারণ মানব মণ্ডলী হইতে কৃতজ্ঞতার মূল্য স্বরূপ যথোচিত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের মহাপুরুষদিগের মধ্যে আমাদের ব্রাহ্ম-সমাজের ইতিবৃত্তের প্রথম অভিনায়ক মহাত্মা রামমোহন রায় এক জন; তিনি অতি উন্নত পদবীতে আরূঢ় হইয়াছিলেন। অন্যান্য মহৎ লোকের ন্যায় তিনিও তাঁহার অসাধারণ ভাব লইয়া পৃথিবীতে আগমন করেন এবং সেই ভাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য জীবনকে উৎসর্গ

করিয়াছিলেন। সে ভাব এই যে, দেশ কাল জাতি ব্যবসায় নির্ব্বিশেষে সকলের মধ্যে এক মাত্র নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনা প্রচার করা। রামমোহন রায়ের জীবন যে কেহ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন এবং তাঁহার কার্য্য ও চিন্তার প্রতি বিশেষ রূপে দৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা একবাক্য হইয়া স্বীকার করিবেন যে, এক "উদার উপাসনা প্রণালী" প্রচার করিবার ইচ্ছাই তাঁহার সমস্ত জীবনের নেতা ছিল। তিনি এক জন অসাধারণ ধর্ম্ম-শাস্ত্র-বিৎ পণ্ডিত বলিয়াও বিখ্যাত। ইংরাজি আরবি সংস্কৃত গ্রীক্ লাটীন হিব্রু প্রভৃতি বিবিধ ভাষায় সম্যক্ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া যে সকল পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বহুদর্শিতা ও তত্ত্বজ্ঞানের প্রচুর অভিজ্ঞতার প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছে। তিনি বিষম নৃশংস সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ সাধন করিয়া, দেশস্থ লোকদিগের বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে এক জন অগ্রগণ্য হইয়া, এবং রাজনীতি সম্বন্ধে অতি মূল্যবান্ মত সকল প্রকাশ করিয়া আপনার নামকে চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই প্রশংসাবাদ রামমোহন রায়ের অসাধারণ মহত্ত্বকে নির্দ্দেশ করিতেছে না; ইহাতে তাঁহার বিশেষ গৌরবও প্রকাশ পাইতে পারে না। তাঁহার গভীর জ্ঞানপূর্ণ-মস্তক নিঃসৃত ধর্ম্ম বিষয়ক মহামূল্য গ্রন্থ সকল ও জগজ্জন-হিতৈষী প্রশস্ত হৃদয়ের ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্করণ বিষয়ে উন্নতি

অভিলাষ কেবল তাঁহার নামকে ইংলণ্ড ও এমেরিকা প্রদেশে চির উজ্জ্বল রাখিয়াছে। কিন্তু রামমোহন রায়ের জীবনের প্রকৃত কার্য্যভার এবং বিশেষ আদর্শ আমরা যত দূর অনুধাবন করিয়া জানিতে পারিয়াছি তাহাতে নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত এই হইতেছে যে, তিনি পৃথিবীতে কেবল এক "উদার উপাসনা প্রণালী" দিতে আসিয়াছিলেন; ব্রাহ্মসমাজ নামক উপাসনালয় সংস্থাপনে এই ভাবটি অতি পরিষ্কার রূপে প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহার জীবনের বিস্তারিত বৃত্তান্ত প্রকটনদ্বারা নিম্নে এই বিশেষ ভাবের আরও দৃঢ় প্রমাণ প্রদর্শিত হইবে।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে ১৬৯৫ শকে রামমোহন রায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি তৎকালের সাধারণ রীত্যনুসারে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিয়া তাঁহার পিতা রামকান্ত রায়ের অভিমত ক্রমে পারসীক ভাষা অভ্যাস জন্য পাটনা নগরে গমন করিয়াছিলেন। পারসীক ও আরবি ভাষায় বিশেষ নিপুণতা লাভ করিয়া স্বীয় মাতামহ কুলের রীতিক্রমে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন।

তাঁহার জীবনের প্রথম অবস্থাতেই ধর্ম্ম বিষয়ে প্রগাঢ় অনুরাগ লক্ষিত হইয়াছিল। বাল্যকালে তিনি বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন; তাহাতে এত দূর ভক্তি ছিল যে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবতের এক অধ্যায় পাঠ না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না। কিন্তু তাঁহার প্রশস্ত অন্তঃকরণে

অনন্ত ঈশ্বরের উপাসনার ও উন্নত স্বাধীন ধর্ম্মের বীজ নিহিত ছিল, সামান্য পুত্তলিকার চরণে সে স্বর্গীয় ভাব কেমন করিয়া অধিক কাল বদ্ধ থাকিতে পারে ? আরবি ভাষায় ইউক্লিড ও এরিষ্টটল্ নামক দুই পণ্ডিতের সুবিখ্যাত গ্রন্থ পাঠ করিয়া বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত হওয়াতে তদবধি তিনি ধর্ম্মের সত্যাসত্য বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন যে প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম তৎকালে লোকের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রহিয়াছে। যখন তাঁহার বয়ঃক্রম ষোল বৎসর সেই সময়ে হিন্দু দেবদেবী আরাধনার বিরুদ্ধে এক পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করিয়া প্রভূত সাহস সহকারে পৈত্রিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন; সুতরাং তাহার ভাবী অবশ্যাম্ভাবী ফল আপনার আত্মীয়গণের সহিত অনৈক্য সংঘটিত হইল। তিনি কহিয়াছেন যে "আমি যখন ষোড়শ বৎসর বয়স্ক তখন হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে এক গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছিলাম। এই গ্রন্থ এবং ধর্ম্ম বিষয়ে আমার মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত হওয়াতে প্রিয়তম আত্মীয় ব্যক্তিদিগের সহিত আমার ভাবান্তর হইল; এই কারণে আমি দেশ পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইলাম। সেই ষোড়শবর্ষীয় রামমোহন রায় একাকী অতি দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া তিব্বত দেশে গমন করেন। তথায় তিনবৎসর অবস্থিতি করত বৌদ্ধ-

ধর্ম্মের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। সেখানেও তাঁহার পৌত্তলিকতা বিরুদ্ধ ভাব লামা উপাসকদিগের ক্রোধ উদ্দীপন করিয়াছিল। তদনন্তর ভারতবর্ষও তাহার উত্তর সীমা হিমালয় পর্ব্বতের উত্তরে ধর্ম্মজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন ও নানা প্রকার ধর্ম্মমত অনুসন্ধান করিতে করিতে নানা স্থান পরিভ্রমণ করেন। এই রূপে কিছু দিন গত হইলে যখন তাঁহার বয়ঃক্রম বিশ বৎসর সেই সময়ে দেশে প্রত্যাগমন করিয়া পুনর্ব্বার পিতাকর্ত্তৃক সস্নেহে গৃহীত হন। পরে কিছু দিন স্বীয় গৃহে অবস্থানানন্তর বিবিধ শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া ক্রমে ইংলণ্ডীয় লোকের সহবাস প্রযুক্ত তাহাদের ভাষা ও রাজনীতিতে যথেষ্ট অধিকার লাভ করেন। তাঁহার বুদ্ধিশক্তি এতদূর প্রখর ছিল যে, বিশবৎসর বয়ঃক্রমের পর ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াও তাহাতে বিশেষ রূপে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পৌত্তলিকতার প্রতি অনিবার্য্য বিদ্বেষভাব পুনরায় প্রতিবাসী আত্মীয়দিগের ক্রোধানল প্রজ্বলিত করিল; এ জন্য আবার পিতা ও আত্মীয়কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন। এই সময়ে তিনি অর্থোপার্জ্জনের জন্য কিছু দিন জেলা রঙ্গপুরের কালেক্টরিতে জানিডিগ্বি সাহেবের অধীনে দেওয়ানী কর্ম্ম করেন। সেই সাহেবের সঙ্গে তাঁহার এরূপ প্রগাঢ় প্রণয় হইয়াছিল যে সাহেব এই রূপ এক অঙ্গীকার পত্র তাঁহাকে

দিয়াছিলেন—" অন্য কর্ম্মচারীর ন্যায় রামমোহন রায় আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিবেন না।"

প্রচলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধ ব্যবহার দ্বারা স্বীয় পিতার মনোবেদনা প্রদান আশঙ্কায় রামমোহন রায় এত দিন নির্ব্বিঘ্নে আপনার সমুদায় মত প্রচার করিতে পারেন নাই। ১৭২৫ শকে পিতা রামকান্তের পরলোক গমন তাঁহার হৃদিস্থিতি সেই মহোন্নত ধর্ম্মভাব নির্ভয়ে স্বাধীনতার সহিত প্রচার করিবার একটি উপযুক্ত সুযোগ প্রদাণ করিয়াছিল। এই সময়ে তিনি প্রকাশ্যরূপে দেবদেবী পূজার সাংঘাতিক শত্রু হইয়া বীর পরাক্রমে ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। পুরাতন ধর্ম্ম শাস্ত্রের মূল তাৎপর্য্য নিষ্পন্ন করিয়া, এবং দেশীয় ও বিদেশীয় ভাষায় অনেকানেক পুস্তক প্রকাশ দ্বারা পুত্তলিক পূজার অযৌক্তিকতা ও ভ্রম প্রচার করিতে লাগিলেন। এই সকল পুস্তক সরল যুক্তিপূর্ণ এবং অতি আশ্চর্য্য শক্তিশালী ছিল। তাঁহার প্রণীত পারস্য ভাষায় "তহফেল মহাদেন," ইংরাজিতে " খৃষ্টীয়ানদিগের প্রতি নিবেদন নামক তিন খণ্ড পুস্তক * এবং তাৎকালিক প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের সহিত যে সকল বিচার হয় তাহার উত্তর প্রত্যুত্তর, এই সকলেতে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের ও বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্রের অভিজ্ঞতার পরিচয় দান করিতেছে। ১৭৩৬ শকে কলিকাতা নগরে আগমন করিয়া তিনি

* Appeal to the Christian public in 3 parts.

আপনার অসামান্য বুদ্ধি কৌশলে ধর্ম্মশাস্ত্র সকলকে মন্থন পূর্ব্বক "একমেবদ্বিতীয়ং" নামের বিজয় পতাকা হস্তে ধরিয়া প্রচলিত উপধর্ম্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার এক এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক বজ্র নিনাদে পৌত্তলিকতার দুর্ভেদ্য দুর্গকে বিকম্পিত করিয়া তুলিয়াছিল। কোন প্রকার পৌত্তলিক পূজাকে তিনি ক্ষমা করিতেন না। তাঁহার তেজস্বী লেখনী এক দিকে যেমন হিন্দু মহম্মদীয় খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মের পৌত্তলিকতার অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিয়া তাহাদের ভ্রমাত্মক দূষিত মত ঘোষণায় পরিচালিত হইত, তেমনি আবার উক্ত ত্রিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে এক ঈশ্বর প্রতিপাদক সত্য সকল একত্রে সংকলন করিত। এই জন্য উক্ত তিন প্রধান সম্প্রদায়ের যেমন শত্রু তেমনি মিত্র বলিয়া তিনি পরিচিত হইয়াছিলেন।

প্রথমতঃ তিনি পাঁচ খণ্ড উপনিষদ মূল ভাষ্য সহিত মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করেন। পরে বাঙ্গালা ভাষায় তাহার অর্থ পুস্তক এবং বেদান্ত সূত্রের বাঙ্গালা অর্থ পুস্তক প্রকাশিত করেন। তৎকালে কেবল সাকার উপাসনাই দেশময় বিস্তারিত ছিল, নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার কথা কেহ শ্রবণও করেন নাই। ঈদৃশ সময়ে পরব্রহ্ম প্রতিপাদক গ্রন্থ প্রচার হওয়াতে চারি দিকে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। এক জন ভট্টাচার্য্য ও এক জন গোস্বামী প্রণীত পৌত্তলিক-মত সমর্থনকারী

পুস্তকের কল্পিত ভ্রান্ত মত খণ্ডন করিয়া ১৭৪১ শকে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় ব্রহ্মোপাসনা বিষয়ে "অবতরণিকা" নামক এক গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বঙ্গ ভাষায় গদ্য লেখা তিনিই প্রথমে সৃষ্টি করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি অনেকানেক তর্ক বিতর্ক সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন, এস্থলে তাহাদের বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা অনাবশ্যক।

রামমোহন রায় যদিও এক জন অতি নির্দ্দয় পৌত্তলিকতা সংহারকর্ত্তা ছিলেন, কিন্তু যাহাতে প্রত্যেক ধর্ম্ম সম্প্রদায় তাহাদের নিজ নিজ ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোক দ্বারা নীত হইয়া পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক ঈশ্বরকে স্বীকার করে তজ্জন্য প্রত্যেক প্রচলিত ধর্ম্মমত হইতে এক পরব্রহ্ম প্রতিপাদক সরল এবং পরিত্রাণ-প্রদ সত্য সকল উদ্ধৃত করিতে কখন তিনি ত্রুটি করিতেন না। যেমন তিনি এক দিকে অবিশ্রান্ত অধ্যবসায় সহকারে হিন্দু মোশলমান খৃষ্টীয়ানদিগের ধর্ম্ম পুস্তকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই সেই ধর্ম্মের আদেশানুসারে ঈশ্বরের একত্ব প্রতিপাদন করিতেন, তেমনি আবার অনতিক্রমণীয় নিপুণতা ও গভীর জ্ঞান গর্ভ-যুক্তি দ্বারা বহু দেবদেবী পূজার মত সকল খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিতেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থ সকল বিচক্ষণতার সহিত পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে তাঁহার ধর্ম্ম-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় তর্ক বিতর্কের দুই

প্রকার কৌশল ছিল। প্রথমতঃ প্রত্যেক ধর্ম্ম-পুস্তক হইতে এক ঈশ্বরের যাথার্থ নিষ্পন্ন করা, দ্বিতীয়তঃ যৌক্তিক বিচার দ্বারা পৌত্তিলিকতার ভ্রম কল্পনা ও উপধর্ম্মের অসারতা প্রকাশ করিয়া দেওয়া; এই প্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়া যখন তিনি প্রত্যেক ধর্ম্মমতকে সম্ভ্রম এবং সকল প্রকার পৌত্তলিকতার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া পর্য্যায়ক্রমে বিপক্ষদিগকে নিরস্ত্র ও উত্তেজিত করিতেন, তখন তাঁহার নিজের প্রকৃত মতবিশ্বাস ঘোর প্রহেলিকার অভ্যন্তরে সকলের অজ্ঞাতসারে অবস্থিতি করিত। এই নিমিত্তে রামমোহন রায়ের নিজের বিশ্বাস সম্বন্ধে অনেক প্রকার পরস্পর বিরোধী মত প্রচারিত আছে। তিনিও একথা বলিয়া গিয়াছিলেন যে, "আমার মৃত্যুর পর খৃষ্টীয়ান মোশলমান হিন্দু সকলেই নিজ নিজ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া আমাকে জ্ঞান করিবে; কিন্তু আমি কোন সম্প্রদায়েরই নহি"। একথা ভবিষ্যৎ বানীর ন্যায় হইয়াছিল, কেনমা মোশলমানেরা তাঁহাকে আপনার বলিয়া দাওয়া করত মৌলবি উপাধি প্রদান করেন; খৃষ্টীয়ানেরাও খৃষ্টীয়ান ও হিন্দুরা বৈদান্তিক হিন্দু বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। যদিও আংশিক ভাবে তিনি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সহিত একীভূত হইতেন, কিন্তু ইহা স্পষ্ট যে, তিনি হিন্দু মোশলমান খৃষ্টীয়ান এ তিনের কিছুই ছিলেন না; তাহা

হইলে চারিদিক্ হইতে সকলে ম্লেচ্ছ যথেচ্ছাচারী স্বধর্ম্ম-ত্যাগী ভণ্ড নাস্তিক প্রভৃতি দুর্ব্বাক্যে কেন তাঁহাকে নিন্দা-বাদ করিবে? বর্ত্তমান কালেও তাঁহার বিষম প্রহেলিকাবৎ অস্পষ্ট ধর্ম্মমত মীমাংসা করিতে গিয়া লোকেরা হতাস-মনে ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তাঁহার চির-স্মরণীয় স্তম্ভ স্বরূপ এবং ধর্ম্ম-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞতার প্রমান স্বরূপ যে সমস্ত পুস্তক তিনি প্রকাশ করিয়া গি-য়াছেন, তাহাতে উল্লিখিত জটীল প্রশ্নের মীমাংসা পক্ষে সাহায্য হওয়া দূরে থাকুক প্রত্যুত আরো দুর্ব্বোধ্য করিয় বহু প্রকার অসামঞ্জস্য এবং অসমন্বয় দোষ প্রকাশ করি-তেছে। তাঁহার সম-কালবর্ত্তী যে সকল বন্ধু অদ্যাপি জীবিত আছেন তাঁহারাও এবিষয়ে কোন একটি নির্দ্দিষ্ট পরিষ্কার ভাব ব্যক্ত করিতে সমর্থ নহেন। এইজন্য আমা-দের নিকট ইহা অতি আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয যে, এত বড় এক জন সুবিখ্যাত ধর্ম্ম-সংস্কারক এবং ধর্ম্মতত্ত্ব-বিৎ মনুষ্যের প্রকৃত বিশ্বাস নানা বিধ অস্থির কল্পনা ও তীব্রতর সমালোচনার অধীনে অবস্থিতি করিতেছে। অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহার মৃত্যুর অর্দ্ধ শতাব্দি অতিবাহিত হইতে না হইতে, তাঁহার পুস্তক ও কার্য্য সকল সজীব ভাবে থাকিতে থাকিতে ঈদৃশ অবস্থা দেখিতে হইল। আরো ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয় যে উক্ত উপপাদ্যের সন্তোষকর মীমাংসার

অভাবে অনেকে এই রূপ সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হইবে যে, রামমোহন রায় কেবল ধর্ম্মরাজ্যে ভ্রমণকারী তত্ত্বানুসন্ধায়ী এক জন স্বাধীন-চিন্তাশীল মনুষ্য ছিলেন; তাঁহার নিজের কোন একটি নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মমত ছিল না। আপনার সম্ভ্রম নাশের এবং বিপক্ষতা উত্তেজিত হওয়ার আশঙ্কায় তিনি নিজের প্রচলিত-বিরুদ্ধ ধর্ম্মমত স্পষ্ট প্রকাশ না করিয়া বরং সমুদায় ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের অনুরাগ আকর্ষণার্থে সতর্কতার সহিত সাধারণের চক্ষের অন্তরালে স্বীয় মত গোপনে রাখিয়াছিলেন; কেবল মাত্র পৌত্তলিক পূজা প্রণালীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতেন, তাহাতেই তাঁহার সমস্ত ইচ্ছা ও ক্ষমতার পর্য্যবসান হয়।

বস্তুতঃ রাম মোহন রায়ের মনের অত্যুন্নত ভাব অতি নিপুণ বুদ্ধিমান্ দিগের দৃষ্টিকেও অতিক্রম করিয়াছিল এবং তাঁহার গভীর চিন্তার আংশিক অন্বেষণই নানা প্রকার কুসংস্কার ও অন্যায় সিদ্ধান্ত উৎপন্ন করিয়াছে। যে পর্য্যন্ত সাধারণের নিকট তাঁহার মনের নিগূঢ় তাৎপর্য্য এবং মহত্ত্ব সমগ্রভাবে স্পষ্ট বোধগম্য না হইবে, ততদিন তাঁহার ধর্ম্মচিন্তা ও মত বিশ্বাস একটি জটীল উপপাদ্য হইয়া রহিল। যাহা হউক এক্ষণে তাঁহার জীবনের বাহিরে দৃশ্যমান বহুবিধ অসমন্বয় দোষ মূল উদ্দেশ্যের সহিত মিলিত করিয়া একটি সুগম্ভীর সামঞ্জস্য

এবং একতা সংস্থাপিত করিতে হইবে। এই রূপ করিলে সমুদায় অনৈক্য অসামঞ্জস্যের মধ্যে একটি সর্ব্বাঙ্গীন সরল সত্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। উক্ত সত্য কি তাহা ইতি পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। অর্থাৎ সাধারণের পিতা এক অদ্বিতীয় সৃষ্টি-কর্ত্তার "উদার উপাসনা" প্রণালীর উৎকর্ষ সাধন করা; ইহাই তাঁহার জীবনের মূল উদ্দেশ্য এবং এই মহৎ সত্যটী তাঁহার সমস্ত জীবনের পরিচালক ছিল। এই উদার ভাবটী যেমন এক দিকে তাঁহার বিশ্বাস ও উপাসনার প্রশস্ত আদর্শানুসারে তাঁহাকে প্রত্যেক সম্প্রদায় ও ধর্ম্মমতকে আলিঙ্গন করিতে নীত করিত, তেমনি অপর দিকে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা হইতে দূরে রক্ষা করিত। তাঁহার সারগ্রাহী আত্মা সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রাদায়িক বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের একত্ব এবং মানবজাতির সহিত অচ্ছেদ্য ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ উপলব্ধি করিয়াছিল। যদিও তিনি উদার এবং বিশুদ্ধ সংস্কৃত উপাসনার প্রবর্ত্তক ছিলেন, কিন্তু আপনাকে কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ রাখেন নাই; কোন একটি অভিনব সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ ধর্ম্মমত কিম্বা সম্প্রদায়ও সৃজন করিতে চেষ্টা করেন নাই। বর্ণ জাতি এবং সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকলকে একত্র করিয়া একমাত্র সত্য স্বরূপ ঈশ্বরের উদার সার্ব্ব

ভৌমিক উপাসনায় প্রবৃত্ত করাই তাঁহার একটি উচ্চাভিলাষ ছিল। একেশ্বর-বাদ মতকে মূল উপাদান করিয়া তদুপরি সার্ব্বভৌমিক উপাসনালয় স্থাপন করাই তাঁহার জীবনের বিশেষ লক্ষ্য। তিনি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সহিত পূর্ব্বে যে সকল তর্ক বিতর্ক বিচার করিয়া ছিলেন, তাহাতে তাঁহার উপরুক্ত আন্তরিক গূঢ় অভিপ্রায়ের ঈষদ্ আভাস তখন হইতেই প্রদর্শিত হইয়াছিল; পরে তাহা ক্রমে ক্রমে মনোমধ্যে পরিপক্ক হইয়া পূর্ণতা লাভ করে। ঐ উচ্চ লক্ষ্য তদনন্তর পূর্ণ উন্নতি সহকারে উপযুক্ত সময়ে ব্রাহ্ম-সমাজ রূপে পরিণত হয়। সংস্থাপকের স্মরণীয় চিহ্ন ব্রাহ্ম-সমাজ নাম ধারী এই সভা তাঁহার মহৎ ভাবের প্রতিকৃতি স্বরূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। উক্ত সভাগৃহ সম্বন্ধীয় নিয়ম পত্রে তাঁহার হৃদ্গত গূঢ় বিশ্বাসের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যান প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই নিয়ম পত্র খানি প্রকৃতরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে আমরা ভরসা করি রামমোহন রায়ের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে বিবাদ বিতণ্ডার মীমাংসা হইয়া যাইতে পারে।

রামমোহন রায়ের ট্রষ্টি ডিড্ পত্রের মূল তাৎপর্য্য এই যে, ব্যক্তি নির্ব্বিশেষে সাধারণ লোকের এই গৃহে এক ঈশ্বরের উপাসনায় অধিকার থাকিবে। কোন প্রতিমা কি চিত্রপট কিম্বা কোন প্রকারের প্রতিকৃতি এই গৃহে থাকিবে না। হোম যাগ বলিদান উপহার

প্রভৃতি পৌত্তলিক অনুষ্ঠান এবং পান ভোজন আমোদ প্রমোদ ইত্যাদি কোন প্রকার কার্য্য, এখানে অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে না। কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের কিম্বা তাহাদের উপাস্য দেবতার বিরুদ্ধে প্রার্থনা বক্তৃতা কিম্বা উপদেশের উপলক্ষে নিন্দা ঘৃণা বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করা হইবে না। প্রত্যুত যাহাতে সকল সম্প্রদায়ের লোকের সহিত একতা ও সদ্ভাব থাকে তৎপক্ষে যত্নবান্ থাকিয়া এক ঈশ্বরের উপাসনা দ্বারা চারি দিকে দয়া স্নেহ প্রীতি পবিত্রতা বিশুদ্ধ নীতি এবং ধর্ম্মভাব বিস্তার করিতে হইবে।

রামমোহন রায়ের ধর্ম্ম প্রকৃতির এই উচ্চতর পরিনাম ফল অনুসারে তাঁহার বিশ্বাস সম্বন্ধীয় বিনাশক ও সংস্থাপক উভয় প্রকার মত, সাম্প্রদায়িকতা ও পৌত্তলিকতার প্রতি ঘৃণা এবং উদারতা ও একেশ্বর-বাদ মতে প্রগাঢ় আনুরক্তি স্পষ্ট অবগত হওয়া যাইতেছে। সমুদায় বাহ্যানুষ্ঠান ও পৌত্তলিকতার প্রতি উদাসীন থাকিয়া এতদ্দ্বারা অতি পরিষ্কার ভাষায় তিনি সকল সম্প্রদায়ের লোকদিগকে সমাজ গৃহে সেই একমাত্র অনন্ত জগতের অধিপতি পালনকর্ত্তা পূর্ণব্রহ্ম পরমেশ্বরকে উপাসনা করিতে আদেশ করিতেছেন। অহো! এই বিশ্বব্যাপী অসাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মসমাজের গাম্ভীর্য্য এবং প্রশস্ততা চিন্তা করিলে কাহার হৃদয় না আশ্চর্য্য রসে নিমগ্ন হয়? যাঁহার উন্নত

আত্মা হইতে এই স্বর্গীয় উদার নীতিশাস্ত্র সমুৎপন্ন হইয়া ঈদৃশ বিশ্বজনীন ব্রাহ্ম সমাজের বীজ রোপণ করিয়াছে, তাঁহাকে যথোচিত ভক্তি কৃতজ্ঞতা না দিয়া কে ক্ষান্ত থাকিতে পারে? বিশ্বজন-হিতৈষী প্রসস্ত-হৃদয় ধর্ম্ম-সংস্কারক দিগের জীবনের উন্নত আদর্শের শেষ উদ্দেশ্য কখন অসম্পন্ন থাকে না এবং তাঁহারা আপনাদের সাধু-কার্য্যের ফল ভোগেও কখন বঞ্চিত হন না। সেই সকল মহাপুরুষেরা পর্ব্বত সমান প্রতিবন্ধক রাশি অতিক্রম করিয়া একাকী ঈশ্বরের সাহায্যে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া চলিয়া যান। রামমোহন রায়ের স্থাপিত সমাজ ঈশা কিম্বা মহম্মদ, হিন্দু কিম্বা খৃষ্টীয়ান কাহারও নহে; কিন্তু মানব সাধারণের। ইহা বঙ্গদেশ কি ভারতবর্ষেও বদ্ধ নহে, কিন্তু সমুদায় পৃথিবীতে। হৃদয় ইহার উদার ভাব উপলব্ধি করিতে গিয়া আশ্চর্য্যের সহিত বলিয়া উঠে, কে এই অনন্ত উন্নতিশীল সমাজের উচ্চতা এবং গভীরতা দৈঘ এবং প্রশস্ততাকে পরিমাণ করিবে? সেই মহান্ প্রভু পরমেশ্বরের বিশাল বাহুতে আলম্বিত এবং সার্ ...্যের অপরিবর্ত্তনীয় ও অবিনশ্বর ভিত্তির উপর উর্দ্ধ ... দণ্ডায়মান থাকিয়া এই ব্রাহ্ম-সমাজ স্বর্গ ও পৃথিবী, ...কাল ও অনন্ত কালকে একত্রে আলিঙ্গন করত চিরদিন ...ত সন্তানদিগের মস্তকোপরি দয়াময় পিতার শুভ ...ীর্ব্বাদ বর্ষণ করিবে। ধন্য সেই ঈশ্বরের প্রিয় সন্তান

রামমোহন রায় কে ধন্য, তোমার প্রদত্ত অমুল্য সম্পত্তির বিনিময়ে সকলে চির কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিয়া তোমার মহৎ গৌরব বংশ পরম্পরাক্রমে ঘোষণা করিতে থাকুক।

তৃতীয় অধ্যায়।

বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম প্রণালীর সহিত রামমোহন রায়ের মত বিশ্বাসের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল এবং সাধারণ লোক সম্বন্ধে উহার কি অভিপ্রায় ছিল, তাহা সাধারণ ভাবে এক প্রকার সমালোচিত হইল; এক্ষণে বিশেষ রূপে ইহার হিন্দুভাব এবং বঙ্গদেশ ও হিন্দু সমাজের সহিত ইহার কিরূপ সম্বন্ধ তদ্বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। সাধারণ মানব মণ্ডলীর অবলম্বনীয় উদার সার্ব্বভৌমিক উপাসনা প্রণালীর সংস্থাপক রূপে আমরা তাঁহাকে জানিলাম, কিন্তু স্বদেশের ধর্ম্মসংস্কারক এবং সুবিখ্যাত ব্রাহ্ম-সমাজের প্রবর্ত্তক রূপে আমরা তাঁহাকে কতদূর সম্বোধন করিতে পারি তাহা এক্ষণে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক।

ইহা অবশ্য স্মরণ করিতে হইবে যে, রামমোহন রায়ের প্রশস্ত ধর্ম্মভাব সমুদায় মানবজাতিকে আলিঙ্গন করিলেও তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র কেবল নিজ দেশে ও হিন্দু সমাজের সীমার মধ্যে বদ্ধ ছিল। যদিও সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক ভাবকে অগ্রাহ্য করিয়া বিশ্বজনীন উপাসনার মহোন্নত আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করাই তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় ছিল; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে প্রতীত হইবে যে, তাঁহার মানসিক বল বীর্য্য চেষ্টা উদ্যম সকলই প্রতিবাসী আত্মীয় এবং দেশস্থ ব্যক্তিদিগের পৌত্তলিক আচার ব্যবহার ও প্রচলিত অবিশুদ্ধ সংস্কারের বিনাশ সাধনার্থেই নিয়োজিত হইয়াছিল। অধিকন্তু তাঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত আদর্শের বিশেষ লক্ষণ অনুসারে স্থির হইতেছে যে, তিনি পৃথিবীকে কিম্বা স্বদেশস্থ লোকদিগকে কোন একটি সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন সংস্কৃত ধর্ম্মমত প্রদান করিতে আসেন নাই; কেবল এক ঈশ্বরের উপাসনার সাধারণ ভাব দিতে আসিয়া ছিলেন। এই জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়া যাহা বর্ত্তমান সময়ে জগতে বিখ্যাত, রামমোহন রায়কে তাহার সংস্থাপক কি প্রচারক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। যেহেতু এ ধর্ম্মের উৎপত্তি ও উন্নতি তাঁহার পরবর্ত্তী সময়ের প্রতি নির্ভর করিতেছে। স্বদেশের ধর্ম্ম সংস্কার বিষয়ে প্রচলিত পৌত্তলিক উপাসনা সংস্করণ এবং বিষদ

করাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু ইহা তিনি স্বীয়স্বাভাবিক ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সহজ শক্তির বলে সম্পান্ন করিতে চেষ্টা করেন নাই। তিনি একটি পুরাতন মতের উদ্ধার কর্ত্তা ভিন্ন আপনাকে কোন অভিনব ধর্ম্মমতের সৃজন কর্ত্তা বলিয়াও কখন প্রকাশ করেন নাই। পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার সময় তিনি শাস্ত্রের আশ্রয় লইতেন এবং দেশস্থ লোকদিগের নিকটে বেদকে প্রকৃত হিন্দু ধর্ম্মের আদর্শরূপে সমর্থন করিয়া তাহার প্রভুত্ব শক্তি প্রচার দ্বারা পৌরাণিক মতকে খণ্ডন করিতেন। আদিম অবস্থার বিশুদ্ধ হিন্দু ধর্ম্মকে পুনরুদ্ধার করা তাঁহার আন্তরিক অভিপ্রায় ছিল; সেই-জন্য সচরাচর বেদের প্রমাণ লইয়া ব্রাহ্মণ দিগের সহিত বিচার করিতেন। তাঁহার কার্য্যের সহিত লুথারের কার্য্যের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। ডাক্তর ডফ যিনি বহুদিন পর্য্যন্ত উক্ত মহাত্মার সঙ্গে এদেশের বিদ্যার উন্নতি বিষয়ে যত্ন করেন, তিনি রাজার নিকট বিশেষ পরিচিত ছিলেন; তিনি রামমোহন রায়ের লিখিত প্রমাণানুসারে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। "লুথার যেমন নূতন বাইবেল হইতে প্রাচীন কালের যথার্থ খৃষ্ট ধর্ম্ম উদ্ধার করিয়া খৃষ্ট ধর্ম্মের বিকৃত ভাব এবং পোপের আধিপত্য বিনাশার্থে সংকল্প করিয়া ছিলেন। তদ্রূপ রাম মোহন রায় বেদ হইতে বিশুদ্ধ হিন্দু ধর্ম্ম উদ্ধার করিয়া প্রচলিত

পৌরাণিক পৌত্তলিকতা এবং বিকৃত হিন্দু ধর্ম্মকে বিনাশ করিবার জন্য প্রেরিত হইয়া ছিলেন ”।

ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে তিনি বেদের প্রভুত্ব শক্তির প্রতিকূলতাচরণ দ্বারা প্রবল পরাক্রমশালী হিন্দু ধর্ম্মের মূল উৎপাঠন না করিয়া তাহার পৌত্তলিকতার স্থানে পুরা কালের বৈদান্তিক মতাবলম্বী দিগের আদিম বিশ্বাস স্থাপিত করিতে আশা করিয়া ছিলেন। আমরা যেমন এক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্ম কে কোন সম্প্রদায় বিশেষের প্রবর্ত্তিত কিম্বা কোন প্রাচীন কল্পিত ধর্ম্ম-পুস্তক বিশেষের আদেশ বলিয়া ইহার মূল প্রতিপন্ন করি না, কিন্তু প্রাকৃতিক ও আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ সহজ জ্ঞান মূলক বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকি; রাম মোহন রায় সে রূপ ভাব প্রচার করেন নাই। তাঁহার আন্তরিক বিশ্বাস এসম্বন্ধে যাহাই থাকুক, তিনি বৈদিক ধর্ম্মমতের এবং শাস্ত্রের প্রভুত্ব প্রদর্শন দ্বারা এক ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্থাপন করিতেন। তিনি এক স্থানে এই রূপ লিখিয়া গিয়াছেন যে,* “আমার কোন লেখায় কি মৌখিক তর্ক বিতর্কে ঈশ্বরের একত্ব বিষয়ক মতকে আবিস্কার করা কিম্বা সংস্কার করার ভান্ আমি কখন করি নাই। অথবা সংস্কারক কি আবিষ্কর্ত্তার উপাধিও আমি কখন গ্রহণ করিনাই। বরং ইহা হইতে বহুদূরে থাকিয়া আমার প্রকাশিত প্রত্যেক পুস্তকে এই রূপ পুন পুন

* Defence of Hindoo Theism P. 3.

উল্লেখ করিয়াছি যে, ঈশ্বরের একত্বের মত ইহাই প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম এবং সেই ধর্ম্ম আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা যাজন করিতেন; বর্ত্তমান সময়েও সুবিজ্ঞ জ্ঞানী ব্রাহ্মণগণের নিকট ইহা উত্তম রূপে বিদিত আছে”। এই রূপে তিনি আপনাকে এক প্রকার বৈদান্তিক হিন্দু বলিয়া প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মকে ব্রাহ্ম-সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণ ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে না; কেননা তাহা কেবল আদিম কালের হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্ধার মাত্র ছিল। কিন্তু তাহা হইলেও আমরা এমন মনে করিতে পারি না যে রামমোহন রায় এক জন সর্ব্বতোভাবে বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। এবং ঈশ্বরের প্রেরিত ধর্ম্মপুস্তক বলিয়া বেদের অভ্রান্ততার প্রতি অটল বিশ্বাস স্থাপন ক র-তেন। তাঁহার প্রণীত পুস্তক হইতে যে সকল সত্য সংকলিত হইয়াছে তাহা দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে যে তাঁহার প্রত্যা-দেশ সম্বন্ধীয় ভাব অতি উদার ছিল।

এক স্থানে তিনি এই রূপ লিখিয়াছেন যে * “ধর্ম্ম বিজ্ঞানের সত্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা বহুল জটিল প্রতিবন্ধকের মধ্যে পতিত হই, তজ্জন্য আমি বারম্বার খেদ প্রকাশ করিতাম। কেননা পূর্ব্বতন জাতি-দিগের পরম্পরাগত শ্রুতির প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখা যায় যে সে সকল পরস্পর পরস্পরের বিরোধি। আবার যখন

* Introduction to Translation of the Cena Upanishud.

এই সকলেতে হতাশ্বাস হইয়া বিশ্বস্ত নেতা বুদ্ধির আশ্রয় অবলম্বন করি, তখন দেখিতে পাই যে আমাদের অনুসন্ধেয় উদ্দেশ্য সন্নিধানে লইয়া যাইবার পক্ষে ইহাও অতি অসম্পূর্ণ। অধিকন্তু আমরা সচরাচর দেখিয়া আসিতেছি ইহা দ্বারা আমাদের চেষ্টার সফলতা কিম্বা মনের সন্দেহরাশি পরিষ্কার না হইয়া বরং একটি প্রকাণ্ড সংশয় উৎপন্ন করিয়া দেয়। সুতরাং যে সত্যের উপর আমাদিগের সুখ শান্তি অধিক রূপে নির্ভর করিতেছে, তৎসম্বন্ধে ইহা নিতান্ত অনুপযুক্ত। এ বিষয়ে উৎকৃষ্ট নিয়ম এই হইতে পারে যে উক্ত উভয়ের মধ্যে কোন একটির হস্তে সম্পূর্ণ রূপে আপনাদিগকে সমর্পণ না করিয়া উভয়ের প্রদত্ত আলোকের যথাযথ ব্যবহার দ্বারা এবং এক মাত্র যিনি আমাদের প্রার্থনার বস্তুবিধান করিতে পারেন, তাঁহার মঙ্গল ভাবের অনন্ত শক্তির উপর নির্ভর করিয়া বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির উন্নতি সাধনে চেষ্টা করিতে হইবে।"

রামমোহন রায় সত্যের পরিমাণানুসারে ধর্ম্ম-পুস্তকের অলৌকিক দেববাণী স্বীকার করিতেন। এইজন্য খৃষ্টা-...দিগের ধর্ম্ম-পুস্তকের উপর অধিক গুরুত্ব ও মূল্য ...গ করিয়া তাহা হইতে প্রিয়তম পবিত্র ঈশার মহা-... উপদেশ সকল সংকলন পূর্ব্বক স্বদেশস্থ ব্যক্তিদিগের ...গে পৃথক্ পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়াছিলেন।

ঐ ব্যবহারে প্রতারিত হইয়া তাহাদিগকে ধন দান করিতেন.। ব্রাহ্ম-সমাজে এ প্রকার ধূর্ত্ত পণ্ডিত ও ভট্টাচার্য্যদিগের গতিবিধি বর্ত্তমান সময়েও দেখিতে পাওয়া যায়। এই রূপে রাজা রামমোহন রায়ের নিকট অর্থ গ্রহণ করিয়া প্রতারক ব্রাহ্মণেরা বাহিরে গিয়া আবার তাঁহার নিন্দা ঘোষণা করিত। কেবল রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ তাঁহার সম্যক্ অনুবর্ত্তী ছিলেন, কিন্তু লোক ভয়ে তিনিও আপনার বিশ্বাসকে কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেন না।

১৭৪১ শকে ১৭ই পৌষ দিবসে বিহারি লাল চৌবের বাটিতে ধর্ম্মালোচনার্থে একটি সভা আহূত হয়। তথায় রাজা রাধাকান্ত দেব এবং কতিপয় বিখ্যাত সুবিজ্ঞ পণ্ডিত উপস্থিত হইয়া রামমোহন রায়কে পরাস্ত করিবার জন্য অনেক ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধি কৌশলে ও অখণ্ডনীয় তর্ক শক্তিতে আপনার মত সমর্থন করিয়া সকলকে নিরস্ত করেন। এই সময়ে প্রচলিত পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে কতকগুলি পুস্তক প্রচার করিয়া তিনি বিশেষ রূপে সম্মুখ সংগ্রামে অগ্রসর হওয়াতে হিন্দুসমাজে তুমল আন্দোলন উপস্থিত হইল। তখন দেব পূজকেরা মহাপ্রমাদ গণনা করিয়া অতিশয় ভয় পাইতে লাগিল। সে সময় রাজার বিরুদ্ধে এতদূর অত্যাচার বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, আত্মীয় সভা পর্য্যন্ত উঠিয়া যাইবার উপক্রম হয়। সহযোগীরাও ক্রমে তাঁহাকে

সমরক্ষেত্রে একাকী পরিত্যাগ করিয়া বিপক্ষদিগের সঙ্গে যোগ দিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পুস্তক কেবল তাঁহার মত প্রচারের একমাত্র উপায় ছিল। তাহাই তিনি প্রবল উৎসাহ ও সাহসের সহিত বিতরণ করিয়া ভূরি ভূরি শাস্ত্র প্রমাণদ্বারা পৌত্তলিকতার দোষ এবং আদিম হিন্দুমতে এক ঈশ্বরের পূজা প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন। সেই ঘোর পরীক্ষার সময়েও তিনি কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত না হইয়া প্রতি সন্ধ্যাকালে বিশেষ রূপে ঈশ্বর আরাধনা করিতেন।

১৭৪৯ শকে ত্রিনিতিবাদী খৃষ্ট-ধর্ম্ম প্রচারক রেভারেণ্ড উইলিয়ম আডাম রামমোহন রায়ের স্বর্গীয় আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া একেশ্বরবাদিত্বে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিলেন। উক্ত সাহেব প্রতি সপ্তাহে বেঙ্গল হরকরা নামক সংবাদ পত্রিকার আফিশ গৃহের সংলগ্ন একটি ঘরে ধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা দান করিতেন। দেশীয় শ্রোতৃবর্গের মধ্যে রাজা এবং তাঁহার কএক জন স্বসম্পর্কীয় ও তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী এবং চন্দ্রশেখর দেব তথায় উপস্থিত থাকিতেন। একদা সভা হইতে প্রত্যাগমন কালে শেষোক্ত দুই জন আক্ষেপ। এই রূপ বলিতে লাগিলেন যে, আমাদের আত্মোৎধনের জন্য বিদেশীয়দিগের সভায় আসিতে বাধ্য অতি দুঃখের ও নীচতার বিষয়। এই রূপ খেদ শ করিয়া বেদাদি শিক্ষা ও পরমার্থ তত্ত্ব আলোচনার

জন্য সম্পূর্ণ দেশীয় একটি প্রকাশ্য সভার প্রয়োজনীয়তা তাঁহারা প্রস্তাব করিলেন। এতাদৃশ মহৎ কার্য্যে নিমন্ত্রিত হইয়া দেশস্থ লোকদিগের উপকারের জন্য আপনার হৃদয়ের বহুদিনের পোষিত প্রিয় ধর্ম্মভাব বিস্তারিত রূপে প্রচলিত করিতে যিনি বিশেষ স্বার্থ ও আনন্দানুভব করিতেন, সেই মহানুভব রাজা প্রস্তাব শুনিবামাত্র তাহাতে সমস্ত হৃদয়ের সহিত অনুমোদন করিলেন। তদনন্তর এই সাধু ইচ্ছাটি তাঁহার কোন কোন বন্ধুর নিকট ব্যক্ত করা হইয়াছিল। তাহাতে দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রসন্নকুমার ঠাকুর কালীনাথ রায় মথুরানাথ মল্লিক এই কয়েক জন বিপুল অর্থশালী ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া বদান্য হস্ত বিস্তার করেন। পরে প্রস্তাবিত সভা স্থাপনের জন্য এক খণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়া তদুপরি একটি স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মণার্থ যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশিত হইল, কিন্তু তৎকালে অর্থের অনাটন বশতঃ সে আশা পূর্ণ হইল না।

তৎপরে ১৭৫০ শকের ভাদ্র মাসে যোড়াসাঁকোস্থিত কমল বসুর বাটিতে প্রকাশ্যরূপে উপাসনার সমাজ স্থাপিত হইল। প্রতি শনিবার সন্ধ্যাকালে তথায় উপাসনা হইত। উপাসনাকার্য্য চারিটী অংশে বিভক্ত ছিল। দুই জন তৈলঙ্গী ব্রাহ্মণ বেদ ও উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ উপনিষদের মূল পাঠ করিতেন। পরে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের বক্তৃতা হইলে সংগীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইত। কিছু

দিনান্তে উপযুক্ত পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ হইলে রামমোহন রায় ও তাঁহার সহযোগীগণ বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজ গৃহ ক্রয় করিয়া বিধি পূর্ব্বক ১৭৫১ শকের ১১ই মাঘে উপাসনা প্রতিষ্ঠা করিলেন। সেই বৎসরের মধ্যেই অর্থাৎ ইংরাজি ১৮৩৯ অব্দে লর্ড বেণ্টিকের সময়ে রাজার দেশ হিতৈষীতা গুণে নৃশংস সতীদাহ প্রথা নিবারিত হয়। ট্রষ্টডিড্ পত্রের লিখিত মর্ম্মানুসারে উক্ত সমাজগৃহ ব্যবহার করিবার ভার প্রথমতঃ রমানাথ ঠাকুর, বৈকুণ্ঠনাথ রায়চৌধুরী ও রাধাপ্রসাদ রায়ের উপর প্রদত্ত হইয়াছিল। পরে এক জন ট্রষ্টির মৃত্যু হইলে দেবেন্দ্র বাবু একজন ট্রষ্টি নিযুক্ত হন এবং তিনিই ব্রাহ্মসমাজের নির্ব্বিবাদ সত্ত্ব অধিকার করিয়া এপর্য্যন্ত তাহা রক্ষা করিতেছেন, তিনি ভিন্ন ট্রষ্টি-দিগের মধ্যে কেহ ব্রাহ্ম ছিলেন না। ঐ গৃহে মধ্যে মধ্যে মোশলমান ও ফিরিঙ্গী বালকেরা পারসী ও ইংরাজি ভাষাতে পরমেশ্বরের স্তব গান করিত। তৎকালে ৬০৮০ টাকা মেকিন্টিস্ কোম্পানির নিকট গচ্ছিত ছিল, তাহার বৃদ্ধিতে সমাজের সাধারণ ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। সেই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের অধীনে কৌমদী নামে এক প্রকাশ্য পত্রপ্রচার হইত। প্রতিবৎসর সমাজের জন্ম দিবসে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-দিগকে দান বিতরণ করা হইত; তাহাতে দ্বারিকানাথ ঠাকুর কালীনাথ রায় ও মথুরানাথ মল্লিক বিশেষ আনুকূল্য করিতেন। সমাজের প্রদত্ত দান ব্রাহ্মণেরা অতি

গোপনে গোপনে গ্রহণ করিতেন। এই সকল ব্রাহ্মণদিগের স্বার্থ- সাধনের পক্ষে যে ব্রাহ্মসমাজ পরম ঐরি তখন কার্য্যতঃ কিছুমাত্র প্রকাশ ছিল না। সমাজে উপাসনার কার্য্য পূর্ব্ববৎছিল, কেবল রামমোহন রায়ের সহযোগী-দিগের শনিবার আমোদের বার ছিল বলিয়া পরে বুধবারে সমাজের দিন অবধারিত হয়। এই রূপে নানা প্রকার পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া ব্রাহ্ম-সমাজের শৈশব কাল গত হইয়াছে। এই সময়ে মহাত্মা হেয়ার সাহেবের দ্বারা হিন্দু কলেজ সংস্থাপিত হয়। এক দিকে হেয়ার সাহেব বিদ্যালোক বিস্তার করিয়া বঙ্গবাসিগণের অজ্ঞানান্ধকার বিনাশের সূত্রপাত করিলেন অপর দিকে রামমোহন রায় ধর্ম্মের আলোক সত্যের জ্যোতি প্রচার করিয়া লোকের কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতাপূর্ণ মনকে সংস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। চারিদিকে রাশি রাশি প্রতিবন্ধক এবং কঠোর অত্যাচারের মধ্যে সত্যের রাজ্য দেখ কেমন আশ্চর্য্য ভাবে বঙ্গভূমির মধ্যে স্থাপিত হইল। বহুকালের সেবিত বদ্ধ-মূল কুসংস্কার এবং গভীর ভ্রমান্ধকারে পরিপূর্ণ পৌত্ত-লিকতার প্রাচীন দুর্গমধ্যে উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত "এক-মেবা দ্বিতীয়ং" নামের জয় পতাকা দয়াময় পিতা পর-মেশ্বরের করুণা সমীরণের সুমন্দ হিল্লোলে কেমন এখন উড্ডীন হইতেছে। স্বভাবের অদ্ভুত প্রক্রিয়াতে একটি মূল সত্য তাহার সমগুণসম্পন্ন আর আর সত্যকে ক্রমে

ক্রমে আকর্ষণ করিয়া কেমন চমৎকার কৌশলে একটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সত্যের মনোহর প্রতিমা নির্ম্মাণ করিল! সে সময় কে আশা করিয়াছিল যে, এই সামান্য বীজকণা হইতে এক জগৎব্যাপী সুমহান্ তরু শত শত শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া সংসার-পথে পরিশ্রান্ত পথিক-দিগকে ছায়াদান করিবে? কেইবা ভাবিতে পারিত যে এই সংকীর্ণ ক্ষুদ্র জল স্রোতঃ হইতে এক প্রকাণ্ড স্রোতস্বতী বিনির্গত হইয়া তাহার ভীষণ প্রবাহে পৃথিবীকে প্লাবিত করিবে? কিন্তু যাঁহার হৃদয় হইতে এই মঙ্গলের উৎস উৎসারিত হইয়াছিল, যিনি ঈশ্বরের আজ্ঞা প্রচারের জন্য আত্মীয় পরিবার বন্ধু বান্ধবদিগের স্নেহ দয়া হইতে বঞ্চিত হইয়া নানা দিগ্‌দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, সেই মহা. পুরুষই কেবল জানিতেন যে মানব সাধারণের সন্তো-গার্থে কি এক রত্নাকর তিনি খনন করিতেছেন। যাহা-দিগের কল্যাণের জন্য তিনি এত পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া সেই অমৃত ভাণ্ডারের দ্বার উদ্ঘাটন করিতে ছিলেন, তাহারাই আবার তাঁহাকে নির্যাতন করিতে আরম্ভ করিল ইহা দেখিয়াও পরিণামে সত্যেরই জয় হইবে এই আশায় নির্ভর করত তিনি অবিচলিত চিত্তে সকল যন্ত্রণা অপমান নিন্দা গ্লানি মস্তক পাতিয়া লইলেন। স্বদেশস্থ ভ্রাতা-দিগের দুর্দ্দশা এবং ধর্ম্মের নামে বহুল পাপাচরণ সন্দর্শন করিয়া তিনি সর্ব্বদাই দুঃখিত থাকিতেন। এসম্বন্ধে

মনোগত ভাব এক স্থানে এই রূপে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

* "আমার দেশস্থ লোকদিগের সাংঘাতিক পৌত্তলিক ধর্ম্মের প্রতি অন্ধ-ভক্তি এবং তাহাদের কল্পিত দেবতার তুষ্টি সাধনের জন্য প্রত্যেক নৈসর্গিক স্নেহ ও প্রীতির নিয়ম বিরুদ্ধ কার্য্য সকল দর্শন করিয়া তৎসম্বন্ধে আমি অবিশ্রান্ত দুঃখের সহিত চিন্তা করিতাম। এই সমস্ত অস্বাভাবিক কার্য্যের মধ্যে ধর্ম্মের ভ্রমাত্মক বিধানানুসারে আত্মহত্যা ও নিকট সম্পর্কীয়দিগকে বলিদান একটি মহা ভয়ঙ্কর লোম হর্ষণ অনুষ্ঠান ছিল। পুনরায় বলিতেছি আমি ঐ সকল ব্যক্তিদিগের কার্য্য এবং হীনতা দর্শন করিয়া নিতান্ত দুঃখের সহিত অবিশ্রান্ত ভাবিত না হইয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতাম না। কেননা ইহারা সহিষ্ণুতা এবং সুশীলতা প্রভৃতি অনেকানেক মহদ্গুণে উন্নত পদবীর উপযুক্ত ছিল। এই সংস্কারের অধীন হইয়া আমি তাহাদের ধর্ম্মপুস্তকের অংশ বিশেষের প্রকৃত অনুবাদ সকল প্রচার করিতে বাধ্য হইলাম। সেই সকল অনুবাদিত অংশ যে কেবল এক ঈশ্বরের বিশুদ্ধ উপাসনা শিক্ষা প্রদান করে তাহা নহে, কিন্তু এরূপ পবিত্র নীতি এবং সংস্কৃত মতে তাহা অলঙ্কৃত যাহা আমার বিবেচনায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের প্রচারিত ধর্ম্মমত প্রতিবাদ পক্ষে

* Introduction to Translation of the Ishopanishad.

নিতান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। এই সকল শাস্ত্রোদ্ধৃত অনুবাদ বিলম্বে কি অচিরে সাধারণ হিন্দুদিগের মনে এক ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞানগর্ব্ভ বিশ্বাস উৎপাদন করে এবং "অন্যের প্রতি সেই রূপ ব্যবহার কর যেমন তুমি তাহার নিকট হইতে প্রত্যাশা করিয়া থাক" এই মহৎ উদার নীতি শিক্ষা দিয়া তদাচরণে প্রবৃত্ত করার পক্ষে ফলোপধায়ী হয়, ইহাই আমার ব্যাকুল প্রার্থনা ছিল। * * আমার নিজের এবং পূর্ব্ব পুরুষদিগের বিশ্বাসকে সমর্থন করিবার জন্য দেশস্থ লোকদিগকে শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ বুঝাইতে আমি কিছুদিন চেষ্টা করিয়াছিলাম এবং অনেকানেক অবিবেচক লোকে যে আমার অনৈক্য ধর্ম্মমত সম্বন্ধে দুর্নাম করেন তাহারও অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিতাম। অন্যান্য পৌত্তলিক পূজা অপেক্ষা হিন্দু পৌত্তলিকতার যে সকল অনিষ্টকর অনুষ্ঠান ও ধর্ম্মবিধি জনসমাজের বন্ধনকে শিথিল করিত, তাহার প্রতি সতত ভাবনায় এবং দেশস্থ লোকদিগের প্রতি স্বাভাবিক স্নেহ আমাকে প্রত্যেক সম্ভাব্য উপায় দ্বারা তাহাদিগকে অজ্ঞান নিদ্রা হইতে জাগ্রৎ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। যাহাতে তাহারা নিজের ধর্ম্মপুস্তক অবগত হইয়া যথার্থ অনুরাগের সহিত পরমেশ্বরের একত্ব এবং সর্ব্বব্যাপী স্বরূপ ভাবনা করিতে পারে তজ্জন্য আমি উদ্যোগ করিয়া ছিলাম। ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করত এই রূপে বিবেক ও সরলতা কর্ত্তৃক নীত

হওয়াতে নিন্দা বিদ্বেষ অপবাদের স্রোতে আমাকে ভাসিতে হইল। এমন কি আমার কএক জন কুসংস্কার-সেবা আত্মীয় যাঁহাদের প্রচলিত উপধর্ম্মের উপর জীবিকা নির্ভর করিত, তাঁহারাও আমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন।" রামমোহন রায়ের মাতা প্রগাঢ় সন্তান বাৎসল্য সত্ত্বেও ঐ সকল বিপক্ষদিগের সঙ্গে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি অতি ধর্ম্মনিষ্ঠা স্ত্রীলোক ছিলেন, এজন্য পরে যখন শেষাবস্থায় জগন্নাথ তীর্থে গমন করেন তাহার প্রাক্‌কালে পূর্ব্বেকার অন্যায় ব্যবহারের জন্য সন্তানের নিকট অনুতাপ করিয়াছিলেন। সেই বীরপুত্র-প্রসবিনী মাতা সরলভাবে অতি বিনীত হইয়া এই কথা বলেন যে, "রামমোহন! তুমিই প্রকৃত পথ অবলম্বন করিয়াছ। কিন্তু আমি দুর্ব্বল নারীজাতি এক্ষণে অত্যন্ত প্রাচীনা হইয়াছি হিন্দুধর্ম্মানুষ্ঠান এখন আর পরিত্যাগ করিতে পারি না; ইহাতে আমি শান্তি লাভ করিয়া থাকি"। রামমোহন রায় চারিদিকে এই সমুদায় বিঘ্ন বাধার মধ্যে সত্যের অপরাজিত শক্তির উপর নির্ভর করিয়া আশাপূর্ণ হৃদয়ে একটি ভবিষ্যৎবাণী উক্ত করিয়া গিয়াছেন। "যদিও প্রচুর প্রতিবন্ধক, কিন্তু আমি এই বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া শান্তভাবে সকল সহ্য করিতাম যে, এমন একটি দিন আসিবে যখন আমার এই ক্ষুদ্র চেষ্টা সকল ন্যায় দৃষ্টিতে লোকে অবলোকন করিবে। হয়ত

ইহার ফল কৃতজ্ঞতার সহিতও গ্রহণ করিবে। লোকে যে যাহা বলুক আমি এই সুখের আশা হইতে বঞ্চিত হইতে পারি না। যিনি গোপনে দর্শন করিয়া প্রকাশ্যরূপে পুরস্কার দান করেন, তাঁহার নিকট আমার আন্তরিক অভিপ্রায় গৃহীত হইবে”।

মহৎ লোকেরা যে প্রশস্ত ভাব ও উন্নত সত্য প্রচার করিতে ভূমণ্ডলে আগমন করেন, তাহা সে সময়কার লোকেরা উত্তমরূপে বুঝিয়া উঠিতে পারে না; সেই নিমিত্ত তাঁহাদিগকে অনেক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। কিন্তু তাঁহাদের অলৌকিক শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া অনেক লোক অজ্ঞাতসারে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে এবং তাঁহাদিগকে পরিচর্য্যা করিয়া বিশেষ রূপে পরিচিত হইতে পারিলে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করে। রামমোহন রায় যে সময়ে অবতীর্ণ হইয়া স্বদেশস্থ নর নারীগণের হিতার্থ চিন্তিত ছিলেন, সে সময় তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিল। মনুষ্য পরিবার হইতে তাঁহার যাহা যথার্থ প্রাপ্য তাহা ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা কতক পরিমাণে পরিশোধ করিতেছে; কিন্তু তৎকালে কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই। এমন কি তাঁহার যে সকল সুশিক্ষিত অনুচরবর্গ ছিলেন তাঁহারাও কেহ তাঁহাকে ভাল রূপে বুঝিতে সক্ষম হন নাই। কেবল সেই মহা পুরুষের নিজগুণে আকৃষ্ট হইয়া তৎকালে

অনেকানেক সম্ভ্রান্ত লোক সমাজে গমন করিতেন। হয়ত জানিতেন না যে কি জন্য সমাজে আসিয়াছেন। তাঁহারা রামমোহন রায়ের সন্তোষ ও অনুরোধের জন্য যেন আসিতেন। সে সময়কার ব্রাহ্ম-সমাজের কৌতুকাবহ ঘটনা সকল শ্রবণ করিলে এক্ষণকার কৃতবিদ্য সভ্যদিগের মনে হাস্যোদয় হইবে সন্দেহ নাই। রামমোহন রায়ের এক জন উন্নত শিষ্য তৎকালে হিন্দুসমাজের অত্যাচার ও ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা কি রূপ ছিল ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির বিবরণ বিবৃত করা উপলক্ষে তাহা এই রূপে বলিয়াছিলেন। পাঠকগণের প্রীতিকর হইবে বলিয়া সেই সুদীর্ঘ বর্ণনাটি এই স্থানে উদ্ধৃত করাগেল।

* প্রথমতঃ ব্রাহ্ম-সমাজের কথা মনে হইলেই এই দেশের প্রথমবন্ধু রাজা রামমোহন রায়কেই স্মরণ হয় তাঁহার শরীর যেমন বলিষ্ঠ ছিল, বুদ্ধিও তেমনি সারবান ছিল, শ্রদ্ধা ভক্তি হৃদয়ের ধনও তাঁহার সেই প্রকার ছিল। এখন প্রথমেই তাঁহার মুখশ্রী আমার চক্ষের সমক্ষে আবির্ভূত হইতেছে। তাঁর ভক্তি শ্রদ্ধাতে উজ্জ্বল মুখ তাঁর সেই উদার ভাব সমুদায় যেন প্রত্যক্ষ করিতেছি। তাঁর শরীরের বল, মনেরবীর্য্য, হৃদয়েরর ভাব সকলি অনুরূপ। ধর্ম্মের উন্নতির জন্য তিনি এখানে উদিত হন। তিনি জীবনের প্রথম অবধি শেষ পর্য্যন্ত একাকী অসংখ্য প্রকার

* তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা অগ্রহায়ণ ১৭৮৭ শক

পৌত্তলিকতার সহিত নিরন্তর যুদ্ধ করিলেন এবং সকলকে পরাভূত করিয়া অবশেষে গঙ্গাস্রোতের উপর এই সমাজ রূপ জয়স্তম্ভ নিখাত করিলেন। *** তিনি যে সময়ে উৎপন্ন হইয়াছিলেন সে সময়কার ভীষণ সামাজিক ভাব ও অবস্থা মনে হইলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তখন অন্ধকারের কাল দ্বিপ্রহরা রজনীরকাল ; এখন আমরা সে সময়ের ভাব বুঝিয়াও বুঝাইতে পারি না যে সময়ে ব্রাহ্মসমাজের নামে সকলে খড়্গ হস্ত হইত। বঙ্গভূমি নিবিড়ান্ধকারাবৃত অরণ্য-ভূমি রাক্ষসভূমি ছিল ; ভ্রষ্টাচারের পিশাচ সকল তাহাতে রাজত্ব করিত। তিনি একা শত সহস্র শত্রু দ্বারা আবৃত হইয়া কুঠার হস্তে সেই ঘোর অবিদ্যারণ্য সমভূম করিয়া দেশোদ্ধারণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অবশেষে তাহাতে ব্রাহ্মসমাজ রূপ বীজ বপণ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে সংসারের মধ্যে আনয়ন করিলেন। এখন তো দিনে দিনে জ্ঞান প্রভাবে বঙ্গদেশের ধর্ম্মক্ষেত্রে কৃষিকার্য্যের সুবিধা ও ফলের প্রাচুর্য্য হইয়া আসিতেছে। তখন সে প্রকার ছিলনা। তখন বিংশতি বৎসরে যাহা হইত, এখন এক বৎসরে তাহা সম্পন্ন হয়। যে সময়ে তিনি উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সে সময়ে তিনি ভিন্ন আর কেহই ব্রাহ্মধর্ম্মকে এসংসারে আনিতে পারিত না। তাঁরই প্রখর জ্ঞানাস্ত্রে কুসংস্কার রূপ অরণ্য ছিন্ন ভিন্ন হইল, তাঁরই বুদ্ধির কিরণে প্রথম আলোক তাহাতে প্রবিষ্ট হইল। ****

ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচারের জন্য তাঁর কত যত্ন করিতে হইয়াছিল; তাঁর ধন গেল, সমুদায় বিষয় গেল, দিল্লীর বাদসাহের বেতন ভোগী পর্য্যন্ত হইয়া জীবন পোষণ করিতে হইয়াছিল। তখন তাঁর মনে এই আনন্দ ছিল যে ভবিষ্যদ্বংশ আমার আশা সফল করিবে। তাঁর এই ভাব ছিল যে তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের জন্য জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া দিতেছেন; আমরা একত্র হইয়া ইহাকে ব্যবহার করিব, আমরা কর্ষণ করিয়া ইহাকে উর্ব্বরা করিব। অতএব রামমোহন রায় আপনার গৃহকার্য্যে যে চেষ্টা না করিয়া ছিলেন, তাহার শত গুণ এক ব্রাহ্ম-ধর্ম্মকে সংস্থাপনের জন্য তাহাঁর করিতে হইয়াছিল। এক দিনেরজন্য নয়, এক মাসের জন্য নয়, কিন্তু ষোড়শ হইতে ঊনষষ্ঠি বৎসর পর্য্যন্ত ইহাতে সমান ভাবে তাঁহার যত্ন ছিল। তাঁহার সেই যত্নের ফল দেখিয়া কি আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন হইতেছেনা? যে মহাত্মা আপনার হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক করিয়া ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রথম পথ আবিষ্কার করিয়া দিয়াছেন, আমরা যেন তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুকরণ করি। * * * * যখন কলিকাতায় তিনি প্রথম বাস করেন, যখন তিনি ১৭৩৬ শকে একাকী বিদেশী উদাসীনের ন্যায় এখানে আইলেন, তখন কে তাঁহার সহযোগী হইয়া সাহায্য দিতে পারে? তিনি স্বীয় বুদ্ধি বলে ও ধর্ম্মের অনুরাগে বিষয়ীলোকদিগকে আপনার পথে আকর্ষণ করিয়া

ছিলেন। যখন প্রথমে তিনি কলিকাতা নগরে আইলেন তখন লোকেরা তাঁহাকে ধর্ম্মচ্যুত, ধর্ম্মভ্রষ্ট, নরকে পতিত বলিয়া তিরস্কার করিত; তাঁহার মুখ দর্শন করিতে নাই, নাম উচ্চারণ করিত নাই, এই প্রকার বাক্য সকল তাঁহার প্রতি প্রয়োগ করিত। তাঁর কি এমন বল ছিল, যে সেই বলে লোকের হৃদয় ও মন আকর্ষণ করিলেন। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে সে সময়কার কলিকাতার ক্ষমতাপন্ন অনেক বড় মানুষ তাঁহার সহচর ছিলেন। তাঁর সঙ্গে বিষয়ী-দিগের কিসের সম্বন্ধ ছিল? আপনার ধর্ম্মমূর্ত্তি দ্বারা তিনি তো সকলকে বশীভূত করিতেনই তদ্ব্যতীত তিনি নানা প্রকারে বিষয়ীদিগের বিষয়ের উন্নতি করিয়া দিতেন এবং বিষয়ীরা বিনিময়ে কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে সাহায্য করিতেন। ধর্ম্মের উন্নতি তাঁহাদের লক্ষ্য ছিলনা কিন্তু তাঁহার মহদ্ভাব দেখিয়া তাঁহারা বশীভূত হইতেন এবং প্রত্যুপকার বলিয়া রামমোহন রায়ের ধর্ম্ম প্রচারে সাহায্য করিতেন। * * * * এক দিন রামমোহন রায় বলিলেন যে ভাল ভাল গায়ক সকল সংগ্রহ করিয়া মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্ম-সমাজে সংগীত দিলে ভাল হয়, অমনি গুণী গায়ক সকল সেখানে একত্রিত হইল এবং নানা ভাবের সংগীত চলিল। রামমোহন রায় বলিলেন ও সব গান কেন? "অলখ নিরঞ্জন" গাও। তখন ব্রহ্ম-সংগীত হইতে লাগিল। তাঁহার সঙ্গিদিগের মধ্যে একটুকুও তখন

কাহারও বুঝা হয় নাই যে ব্রাহ্ম-সমাজে সঙ্গীত গাইতে বলিলে ঈশ্বরের সঙ্গীত গাইতে হইবে।

১৭৫১ শকে ব্রাহ্ম-সমাজ এখানে উঠিয়া আইল, সেই শকে সতীদগ্ধ হওয়াও নিবারিত হইল এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী ধর্ম্মসভাও স্থাপিত হইল। রাজা রাধাকান্ত দেব সেই সভার সভাপতি ছিলেন। তখন সমাজের প্রতি অনেকেই নিন্দা বাদ করিতেন। কেহ বলিতেন তথায় ' নাচ তামাসা ' নৃত্যগীত হয়, কেহ বলিতেন তথায় সকলে মিলিয়া খানা খায় ও বিশেষ এই বাক্য প্রয়োগ করিয়া তাঁহাদের উপরে মনের দ্বেষ ও ঘৃণা প্রকাশ করিতেন যে, ব্রহ্মসভার দল সহমরণ নিবারণের দল। ধর্ম্মসভা সতীদগ্ধ করিবার দল। এই দুই দলের মধ্যে কে জয়ী আর কে পরাজিত, তাহা আমরা এখন দেখিতেই পাইতেছি। কিন্তু সে সময় ধর্ম্মসভা প্রবল ছিল এবং ব্রাহ্ম-সমাজের পক্ষে অতি সংকট কাল ছিল। কেহ বলিতেন ব্রাহ্মসমাজ জ্বালাইয়া দিবেন, কেহ বলিতেন রামমোহন রায়কে মারিয়া ফেলিবেন; কিন্তু তিনি গম্ভীরভাবে সমাজে আসিয়া উপাসনা করিয়া যাইতেন, কোন সহযোগী সঙ্গে থাকুক আর নাই থাকুক। যেমন গঙ্গা বা জগন্নাথের যাত্রী দূর হইতে পদব্রজে আইসেন, তেমনি তিনি তাঁহার শিষ্যদের সহিত একত্র হইয়া মানিকতলা হইতে পদব্রজে এই সমাজে আসিতেন। যাইবার

সময় গাড়ী করিয়া যাইতেন। এই একটি তাঁর অতীব শ্রদ্ধার ভাব ছিল। তখন ইংরাজেরাও তাহাতে যোগ দিত। তখনকার লোকদিগের মধ্যে সমাজের সহিত এখন আর কাহারো যোগ দেখা যায় না; কেবল তখনো যে বিষ্ণু গান করিত, এখনো সেই বিষ্ণু আছে।”

একা রামমোহন রায় এই বঙ্গভূমিকে—হিন্দু সমাজকে এককালে বিকম্পিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। ঈদৃশ বীর-প্রকৃতি মনুষ্যকে কে সাধারণ প্রাকৃতিক মনুষ্য বলিয়া গণ্য করিবে? তাঁহার অলোক সামান্য মানসিক শক্তি বিপক্ষদিগকে নিরস্ত্র করিয়াছিল। তিনি অতি প্রশান্ত ভাবে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত বিচার করিতেন। কোন প্রকার প্রতিকূলতাচরণে তাঁহাকে চঞ্চল করিতে পারিত না। এক সময় তাঁহার প্রতি এতদূর অত্যাচার হইয়াছিল কথিত আছে যে, তিনি আত্মরক্ষার্থে অস্ত্র সমভিব্যাহারে রাখিতে বাধ্য হইতেন। তাঁহার জীবনের একটি বিশেষ অসাধারণতা এই যে, ঘোর কুসংস্কারা-পন্ন ভ্রমান্ধ পৌত্তলিক পরিবারে লালিত পালিত হইয়া এবং অসভ্য জ্ঞানহীন লোকদিগের সহবাসে অবস্থিতি করিয়া শেষে এত বড় এক জন সুবিখ্যাত ধর্ম্ম সংস্কার-কের উচ্চপদে আরোহণ করিয়াছিলেন। সে সময়ে তাঁহাকে কেহ সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে কিম্বা তাঁহার মহৎ কার্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহাতে উৎসাহ দেয় এমন

লোক অতি বিরল ছিল। সময়ের অভাবানুসারে দুর্ভাগ্য বঙ্গবাসিদিগের উদ্ধার সাধনের জন্যই যে তিনি আসিয়াছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ কি। এ অবস্থায় আমরা তাঁহাকে ঈশ্বরের করুণার দান ভিন্ন আর কি বলিতে পারি? তিনি যে দয়াময় ঈশ্বরের বিশেষ করুণার ফল, এ সত্য কি ধর্ম্মরাজ্যের পুরাবৃত্ত হইতে কখন বিলুপ্ত হইবে? অথবা বিশ্বাসীর উজ্জ্বল চক্ষু কি ইহাকে সাধারণ ঘটনার মধ্যে গণ্য করিয়া শীতলভাবে অবলোকন করিবে? আমরাও এ অবস্থায় তাঁহাকে যড়যন্ত্রের কিম্বা জীবনহীন বদ্ধ নিয়মের সাধারণ কিম্বা আকস্মিক ফল বলিয়া গণনা করিতে পারি না।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

১৭৫১ শকে এইরূপে রাজা রামমোহন রায় তাঁহার উন্নত জীবনের কীর্ত্তিস্তম্ভ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া ১৭৫২ শকে ইংলণ্ড প্রদেশে গমন করেন। ইতি পূর্ব্বেই এখানে অবস্থিতি সময়ে পত্রাদি দ্বারা তাঁহার সহিত প্রধান প্রধান ইংরাজদিগের পরিচয় হইয়াছিল। তিনি সাধারণ লোকের মধ্যে একজন মহাবীরের ন্যায় দণ্ডায়-মান থাকিয়া দূর দূরান্তর নিবাসী সভ্য জাতিদিগের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ফলতঃ তিনি যে প্রকার বিদ্যা বুদ্ধি ক্ষমতা ধারণ করিতেন, সে সকলের মূল্য ইংলণ্ডবাসী উদারচেতা মনুষ্যেরাই কেবল অবগত হইবার উপযুক্ত পাত্র ছিল। তিনি অধিক বয়সে ইংরাজি শিক্ষা আরম্ভ করিলেও সে সময় তাঁহার তুল্য ইংরাজী ভাষাজ্ঞ কেহ ছিল না। তাঁহার লিখিত গ্রন্থ-সকল পাঠ করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। এদেশের খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকেরা তাঁহাকে কতক পরিমাণে চিনিতে পারিয়া দেশে বন্ধুদিগের নিকট তাঁহার মহত্ত্বের পরিচয়

পূর্ব্বেই দিয়া রাখিয়াছিলেন। ইংলণ্ড গমনের ইচ্ছা তাঁহার মনেতে গোপনে গোপনে অবস্থিতি করিত, এতদিন কেবল সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন; নানা কারণে তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তৎকালে অর্ণবপোতারোহণে বিলাত গমন করা কতদূর অসংসাহসিক কার্য্য ছিল তাহা এক্ষণে আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। একে তিনি উচ্চ কুলোদ্ভব ব্রাহ্মণ তনয়, তাহাতে দেশের সে সময়কার নিতান্ত শোচনীয় অবস্থা; ভ্রমান্ধ বঙ্গবাসিগণ অন্ধবিশ্বাসে আপনার স্নেহের ধন সন্তানকে পর্য্যন্ত ধর্ম্মের নামে জলে বিসর্জ্জন করিত, জীবন্ত মানব দেহ চিতায় দগ্ধ করিতে না পারিলে মহা ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইত, এমন সময়ে ব্রাহ্মণ হইয়া বিলাত গমন করা অতি অভাবনীয় ঘটনা তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি। রামমোহন রায় জানিয়াছিলেন যে, জাহাজে আরোহণ করিবামাত্র তাঁহাকে জাতিচ্যুত হইতে হইবে, এজন্য রাজপুরুষদিগের নিকট অভিযোগ করেন। অভিযোগের তাৎপর্য্য এই যে বিলাত গমন করিয়াও আপনার জাতি রক্ষা করিতে পারেন; এ বিষয়ে তিনি রাজপুরুষদিগের নিকট আশা ও অনুমতি ও পাইয়া ছিলেন। রাজার ইংলণ্ড গমনের যে কএকটি উদ্দেশ্য ছিল তাহার মধ্যে দিল্লীর রাজার মাসহারা বৃদ্ধি করা তাহার অন্যতর। কথিত আছে দিল্লীর সিংহাসনচ্যুত

সেই রাজপুত্রেরা তাঁহাকে রাজা উপাধি প্রদান করিয়া ইংলণ্ডাধিপতির নিকট প্রেরণ করেন।

তদনন্তর রাজা সকল প্রকার বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া এক জন ব্রাহ্মণ, একটি ভৃত্য এবং পালক পুত্র রাজারাম রায় কে সমভিব্যাহারে লইয়া এক জন ব্রাহ্মণের ন্যায় ইয়োরোপাভিমুখে যাত্রা করত ইংরাজি ১৮৩১ সালের ৮ই এপ্রিল দিবসে লিবারপুলে উপনীত হইলেন। জাতি রক্ষা সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের একটি বিষম ভ্রম ও দুর্ব্বলতা ছিল। তিনি মনে মনে আশঙ্কা করিতেন যে জাতিভ্রষ্ঠ হইলে তাঁহার কার্য্য সকল দেশস্থ ব্যক্তিদিগের নিকট আদরণীয় হইবে না এবং তাঁহার সম্ভ্রম মর্য্যাদা সমস্ত বিনষ্ট হইবে। এজন্য বিবিধ কৌশলে সতর্কতার সহিত ম্লেচ্ছ রাজ্যের বক্ষস্থলে বাস করিয়াও আপনার জাতি রক্ষার্থে যত্নবান্ ছিলেন। বর্ত্তমান সময়েও এরূপ কৌশল অবলম্বিত হইতে সচরাচর দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাঁহার মত সরলতা, সাধু উদ্দেশ্য, দেশহিতৈষীতা দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রত্যুত উক্ত কৌশল অথবা ভান্ এক্ষণে স্বার্থপরতা এবং কপটতার নামান্তর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। রামমোহন রায় যেরূপ সাহস সহকারে মুক্তকণ্ঠে সত্য প্রচার করিয়াছিলেন, প্রচুর প্রতিবন্ধকের মধ্যে একাকী যে ভাবে ঈশ্বরের আদেশ পালন করিয়া গিয়া-

ছেন, এক্ষণে শত শত অনুকূলতা সত্ত্বেও অনেক কৃতবিদ্য জ্ঞানাভিমানী যুবা তাহা করিতে পারেন না। বর্ত্তমান সময়ে এক জন অত্যন্ত উন্নতিশীল ব্রাহ্মের অপেক্ষা সহস্র গুণে তাঁহার কঠিন পরীক্ষা ছিল। তিনি লিবার-পুলে পঁহুছিবামাত্র উইলিয়ম রথ বোন্ সাহেব কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া গ্রিণ ব্যংক নামক আতিথেয় ভবনে অবস্থিতির জন্য অনুরুদ্ধ হইলেন, কিন্তু তথায় যাইতে সম্মত না হইয়া স্বাধীন ভাবে অপর একটি হটেলে বাসা গ্রহণ করেন। সেই স্থানে অনেক বড় বড় লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। তৎকালে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোন একটি রাজবিধি লইয়া পার্লেমেন্টে আন্দোলন হইতে ছিল, এইজন্য তিনি উক্ত সভায় উপস্থিত থাকিবার নিমিত্ত অনতি বিলম্বে লণ্ডন নগরে যাত্রা করিলেন। সেখানে রাজার রাজনীতি বিষয়ে বহু-দর্শিতা দর্শন করিয়া অনেকে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল। যে মহা সভার আসন লব্ধ হওয়া বিষয়ীদিগের পরম প্রার্থনীয় এবং অতি তপস্যাসাধ্য, সেই দুর্ল্লভ আসনে তিনি সসম্ভ্রমে উপবেশন করিতে অনুমতি পাইয়াছিলেন। একদা লণ্ডন নগরে ইংলণ্ডাধিপতি বর্ত্তমান মহারাণীর পিতৃব্য চতুর্থ উইলিয়মের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিনি রাজদূতগণের সহিত বসিতে অধিকার প্রাপ্ত হন। তত্রত্য ইউনেটেরিয়ান উপাসনালয়ের প্রধান প্রধান ধর্ম্ম

যাজক ও অনেকানেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাও বিশেষ সম্মানের সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। রামমোহন রায়ের তদ্দেশগমনে নিতান্ত অল্প আন্দোলন হয় নাই। তাঁহার বহুদর্শিতা ও অসাধারণ ক্ষমতার কথা এবং বিশেষ রূপে তাঁহার ধর্ম্ম বিষয়ে প্রগাঢ় অনুরাগের কথা নানাস্থানে প্রচার হইয়াছিল। আঠারো মাস তিনি সে দেশে অবস্থিতি করেন তাহার মধ্যে ফ্রান্স ও অন্যান্য স্থানে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে ব্রিষ্টল নগরে গমন করেন, সেই স্থানেই জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত কর্ত্তন করিয়াছিলেন। ১৯শে সেপ্টেম্বর দিবসে রাজার শরীর কিছু অসুস্থ হয়, ক্রমে দিন দিন সেই অসুস্থতা বৃদ্ধি হইয়া সাংঘাতিক পীড়ায় পরিণত হইয়াছিল। সেখানকার সুবিজ্ঞ চিকিৎসকেরা অনেক যত্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই রোগের উপশম হইল না; শরীর দিন দিন শীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। মিছ হেয়ার প্রভৃতি কএকটি দয়াবতী মহিলা রাজাকে পিতৃবৎ সেবা করিয়াছিলেন; তাঁহারা সদা সর্ব্বদা শুশ্রূষা করিতে যত্নবান্ থাকিতেন। ১৭৫৫ শকে ইংরাজি ১৮৩৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর দিবসে উনষষ্টি বৎসর বয়ক্রমে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। ঐদিন ভয়ানক মৃত্যুযন্ত্রণা তাঁহাকে কাতর করিয়া ফেলিয়াছিল। হাঃ ভারতের প্রিয় সন্তান! না জানি সেই বিদেশে স্ত্রীপুত্র আত্মীয় বন্ধু হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া বিষম রোগ

যন্ত্রণায় কতই না কষ্ট পাইতে হইয়াছিল! ঐ দিবস গভীর নিশিথ সময়ে মৃত্যুর ভীষণ প্রতিকৃতি চারিদিকে আক্রমণ করিল; শয্যাপার্শ্বে দেশীয় সহচর ও বিদেশীয় বন্ধুগণ শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, ক্রমে জীবনের শেষমুহূর্ত্ত আসিয়া সেই সুদীর্ঘ প্রশান্ত সুন্দর দেহ হইতে অমরাত্মাকে দিব্য ধামে লইয়া গেল; তখন যেন তিনি অনেক অত্যাচার নির্যাতনের পর পরিশ্রান্ত হৃদয়ে সেই স্নেহময়ী জগন্মাতার অনন্ত প্রসারিত প্রেম ক্রোড়ে বিশ্রামার্থে পৃথিবীর নিকট বিদায় লইলেন। তিনি পীড়ার অবস্থায় মধ্যে মধ্যে কেবল প্রার্থনা করিতেন, কাহারো সঙ্গে অন্য কথা বার্ত্তা কহিতে পারিতেন না। যখন মৃত্যুকাল আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন হেয়ার সাহেব রামরতন নামক রাজার সমভিব্যাহারী ব্রাহ্মণকে বলিলেন ব্রাহ্মণের প্রচলিত রীত্যনুসারে অন্তিম ক্রিয়া সম্পন্ন কর। পরে রামরতন হিন্দী ভাষায় প্রার্থনা করিলেন; এইরূপে রামমোহন রায়ের শেষ দিন অতিবাহিত হয়। তদনন্তর এক জন কারীকর তাঁহার সেই প্রকাণ্ড মস্তকের এবং সুন্দর মুখশ্রীর ছবি তুলিয়া লইয়াছিলেন। পর দিবস প্রাতে চিকিৎসকেরা মৃতদেহ পরীক্ষা করিলে তদনন্তর সমাধিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

ডাক্তর কারপেন্টার বলিয়াছেন যে রাজা সম্পত্তির এবং অন্যান্য কার্য্যকারিতার জন্য জাতি রক্ষা করিতে

চিন্তিত থাকিতেন। পাছে খৃষ্ট-ধর্ম্মের পদ্ধতি অনুসারে সাধারণ সমাধিস্থানে তাঁহার সমাধি কার্য্য নির্ব্বাহিত হয় তজ্জন্য তিনি কিছু আশঙ্কা করিতেন। এমন কি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার স্কন্ধে উপবীত ছিল। তিনি নিজের সমাধির জন্য এক খণ্ড পৃথক্ ভূমি ক্রয় করিবার কথা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়া যান। আরো বলিয়াছিলেন যে সেই স্থানে একটি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া কোন সম্ভ্রান্ত দুঃখী ব্যক্তিকে বিনা করে তথায় বাস করিতে দেওয়া হয়। রাজার অভিপ্রায় মত তাঁহার বন্ধুগণ যথাসাধ্য সকল আয়োজন করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পর দিন অপরাহ্ণ দুই ঘটীকার সময় সবাধার স্কন্ধে করিয়া সমাধিস্থানে আনীত হইল। সেই স্থানটী বৃক্ষ লতাদি দ্বারা অতি রমণীয় ছিল। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সম্পন্ন হয় নাই। সে সময়কার ভাব অতি প্রশান্ত ও বিষাদজনক। চতুর্দ্দিক্ নিস্তব্ধ গম্ভীর ভাবে পরিপূর্ণ, সকলের মুখশ্রী শোকেতে মলিন, আবার তাহার উপর রাজার সমভি-ব্যাহারিদিগের উচ্চৈস্বরে ক্রন্দনধ্বনি, এই সকলেতে আরও যেন দুঃখানলকে প্রদীপ্ত করিতে লাগিল। এই ভাবে সমাধি ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে সকলে নিজ নিজ স্থানে প্রত্যাগমন করিলেন। তদনন্তর রাজার সঙ্গিগণ কএক দিন পরে স্বদেশে আসিবারজন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন।

তাহাদিগকে তত্রত্য সদাশয় কুমারী ও রাজার বন্ধুগণ যথোচিত শিষ্টাচারের সহিত বিদায় দিয়াছিলেন। বিদায় কালে এক জন ভৃত্য এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল যে, "হায়! আমরা কাহাকে লইয়া দেশে ফিরিয়া যাইব।" আহা! যিনি দেশের হিতের জন্য কত যন্ত্রণা কত অপমান সহ্য করিয়াছিলেন, তাঁহার এই প্রকার বিদেশে মৃত্যু ঘটনা অকৃতজ্ঞ দেশীয় এবং আত্মীয় বন্ধুগণের চক্ষু হইতে এক বিন্দু জলও আকর্ষণ করিতে পারিল না। এই পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে পুনরায় দেশে প্রত্যাগমন করিয়া শেষাবস্থায় আর দেশস্থ লোকদিগের কঠোর হস্তে তাঁহাকে নির্যন্ত্রিত হইতে হয় নাই। যদি বিলাত হইতে আবার ফিরিয়া আসিতেন, হয়তো কত কষ্ট পাইতে হইত; হয়তো স্বচক্ষে আপনার পরিশ্রমের অবমাননা দেখিয়া দুঃখ রাখিবার আর স্থান থাকিত না। সেই বঙ্গ-হিতৈষী প্রিয়তম বন্ধুর সম্মানার্থ তাঁহার দেশস্থ লোকেরা কোন কার্য্যই করিল না। তাঁহার ত্যজ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারী পুত্র পৌত্রেরা পর্য্যন্ত এবিষয়ে চিরদিন উদাসীন রহিল। তাঁহার বহুপরিশ্রমে সংগৃহীত কতকগুলি পুস্তক অর্থাভাবে এপর্য্যন্ত প্রচারিত হইতে পারিল না। ধন্য ইউরোপবাসিরা! যাহারা এখনও সেই মহাপুরুষের নামে কত আনন্দ প্রকাশ করে; তাঁহাকে স্মরণ করিয়া কত ভক্তি শ্রদ্ধা অর্পন করে।

এক্ষণে আমরা রামমোহন রায়ের জীবনের প্রধান ঘটনা এবং ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ আলোচনা করিয়া তাঁহার দেহ ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রথম অধ্যায়।

কতকগুলি অনিশ্চিত উপাসক, প্রকৃষ্ট পদ্ধতি বিহীন উপাসনা প্রণালী, [illegible] শূন্য ধর্ম্মমত রাখিয়া রামমোহন রায় ১৭৫২ শকে ভারতবর্ষ চিরকালের নিমিত্ত পরিত্যাগ করিলেন। তিনিই ব্রাহ্মসমাজের জীবন ছিলেন সুতরাং তাঁহার অভাবে সমাজ মৃতপ্রায় হইয়া উঠিল। রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর স্বভাবতই রাধাপ্রসাদ রায়ের উপর সমাজের ভার নিক্ষিপ্ত হয়। যদিচ ধর্ম্ম বলিয়া তাঁহার তাদৃশ যত্ন ছিল না, কিন্তু পিতৃকীর্ত্তি বলিয়া তিনি সমাজকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিতেন। কিছু দিন পরে কর্ম্মানুরোধে তাঁহাকে দিল্লীতে অবস্থান করিতে হইল, তখন সমাজকে কে দেখে? তখন রামমোহন রায়ের যাঁহারা বন্ধু ছিলেন তাঁহারা বন্ধুর কীর্ত্তি রক্ষা করা উচিত বলিয়া সমাজের সাহায্য করিতে লাগিলেন। আচার্য্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ তৎকালে উপাসনা সম্বন্ধীয় সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রচুর অর্থ সাহায্যে

সমাজের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। বিদ্যাবাগীশ যথার্থ ধর্ম্ম-ভাবে সমাজে আসিতেন। তাঁহার কথায়, তাঁহার ব্যাখ্যানে সকলের মন আকৃষ্ট হইত। তিনি দরিদ্র ব্রাহ্মণ হইয়া মৃত্যুকালে ৫০০ পাঁচশত টাকা সমাজে দান করিয়া গিয়াছেন। রামমোহন রায়ের পর তিনি দ্বাদশ বৎসর ক্রমাগত সমাজকে স্বীয় যত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন। কোন প্রকার প্রতিবন্ধক তাঁহার সমাজ আগমন পক্ষে বাধা জন্মাইতে পারিত না। যদিও এক জন প্রাচীন ব্রাহ্মণ ইংরাজি জানিতেন না, কিন্তু আচার্য্যের কর্ত্তব্য কার্য্যসকল যথোচিত ন্যায়ের সহিত পালন করিতেন। তাঁহার বক্তৃতা সকল অতি উৎকৃষ্ঠ এবং বিশ্বাস ভক্তি আধ্যাত্মিক ভাবেতে পরিপূর্ণ; তথাপি উপাসক সংখ্যা ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইতে লাগিল, অল্পে অল্পে সমাজের নূতনত্ব চলিয়া যাওয়াতে নব্য শিক্ষিত লোকদিগকে আর আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইল না। ক্রমে সমাজের যত কিছু আকর্ষণ তাহা সংস্থাপকের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হইয়া গেল। এইরূপে ভারতের পুনরুদ্ধারের বীজ গর্ব্বে করিয়া ব্রাহ্মসমাজ অকালে বিনাশ পাইবার উপক্রম হইতেছে দেখিয়াও রামমোহন রায়ের সহযোগীগণ একে একে পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে লাগিলেন। যেন বাল্য ক্রীড়ার ন্যায় সকলে কএক দিন আমোদ আহ্লাদ করিয়া শেষে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। যে মহা-

পুরুষের আকর্ষণে তাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহার অভাব দেখিয়া অল্পে অল্পে বিস্তীর্ণ হিন্দু সাগরে সকলে নিমর্জ্জমান হইলেন। এই ভাবে প্রায় দশ বৎসর কাল ব্রাহ্মসমাজ নির্জ্জীবপ্রায় অবস্থান করে। তখন ৫।৬ জন সভ্যের উর্দ্ধ সংখ্যা আর সমাজে দৃষ্ট হইত না; ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের আলোচনা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া ছিল। কিন্তু ঈশ্বরের কার্য্য বন্ধ থাকিবার নহে। তাঁহার কার্য্যের গতি অতি সূক্ষ্ম, মনুষ্যবুদ্ধির অগোচরে অতি দুরবগাহ নিয়মে তাহা সম্পন্ন হইয়া থাকে। অতঃপর সমাজের পুনর্জ্জীবন দান আবশ্যক হইল, এদিকে কতিপয় উৎসাহী যুবা জনৈক ধর্ম্মপিপাসু অনুরাগী মনুষ্যকে অগ্রে করিয়া মঙ্গলময়ের করুণার ইংঙ্গিতে কার্য্য ক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন। এই যুবা কএক জন তত্ত্ববোধিনী সভার দল এবং ঐ ধর্ম্ম পিপাসু মহৎ ব্যক্তি আমাদের ভক্তিভাজন প্রধান আচার্য্য মহাশয়।

১৭৬১ শকের ২১ আশ্বিনে উক্ত তত্ত্ববোধিনী সভা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের যত্নে প্রথমতঃ সংস্থাপিত হয়। প্রথমাবস্থায় দশ জন মাত্র সভ্য তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন। বিবিধ উপায়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। এই সভার দ্বারা যে সকল মহৎ কার্য্য সংসাধন হইয়াছে তজ্জন্য ব্রাহ্মসমাজ ইহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ আছেন। ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির

জন্য এই সভা তৎকালে অনেক উপায় অবলম্বন করেন। বেদ উপনিষদাদি সংগ্রহপূর্ব্বক জন সমাজে প্রচার, বিদ্যালয় স্থাপন, পত্রিকা প্রচার পুস্তক প্রণয়ন প্রভৃতি বহুতর উপায়ে ব্রাহ্মসমাজকে জীবিত করিয়াছিলেন। প্রথমে কিছু দিন অর্থাভাবে এবং উপযুক্ত নেতা অভাবে সভার কার্য্য আশানুরূপ নির্ব্বাহিত হয় নাই; দেবেন্দ্র বাবুর সঙ্গে যখন যোগ হইল, সেই সময় হইতে দিন দিন উন্নতি হইতে আরম্ভ হইল। এই সময় হইতে ব্রাহ্মসমাজের পরিবর্ত্তন এবং উন্নতির বিবরণ সকল বিস্তারিতরূপে বিবৃত করিবার পূর্ব্বে সমাজের মধ্যকালের জীবনস্বরূপ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের জীবনের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ও তাঁহার প্রগাঢ় ধর্ম্মানুরাগের বিষয় বর্ণিত হইতেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কলিকাতা নগরস্থ অতি ধনবান্ এবং সম্ভ্রান্ত ঠাকুর পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়া বিলাসের পরম রমণীয় প্রাসাদে, বিপুল ঐশ্বর্য্যের সুকোমল ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। সংসারের প্রচুর সুখ বিলাসের মধ্যে থাকিয়াও মনুষ্যের আত্মা সেই প্রাণস্বরূপ ঈশ্বরের বিরহে কীদৃশ ব্যাকুলতা ও অশান্তি অনুভব করে, দেবেন্দ্র বাবুর জীবনে তাহার সুন্দর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যখন ইন্দ্রিয়ভোগের বহুবিধ মনোহর সামগ্রী সকল শরীরের শোভা বর্দ্ধন করিয়া মনুষ্যকে প্রতিক্ষণে নব নব আনন্দে উল্লসিত করিতে থাকে, শত শত দাস দাসী অমাত্য বন্ধু আজ্ঞাবহ থাকিয়া স্তুতি বাদের মধুরস্বরে তাহার নিকৃষ্ট কামনাকে সহস্র গুণে বৃদ্ধি করিয়া দেয়, তখন আত্মা অন্তরে থাকিয়া ধর্ম্মান্ন অভাবে দীনভাবে শোক করিতে থাকে; কিন্তু সে নির্জ্জীব অবস্থায় থাকিয়াও সময়ে সময়ে পাপ কারাগারের লৌহময় কবাট ভগ্ন করিয়া স্বাধীনভাবে সেই পবিত্রস্বরূপের পুণ্যক্ষেত্রে বিচরণ করিবার জন্য বল প্রকাশ করিতে ক্ষান্ত হয় না। অন্যান্য নাগরীক ধনাঢ্য সন্তানেরা সচরাচর যে রূপ তরুণ বয়সে আমোদপ্রিয়

সুখাভিলাষি হইয়া অতি কুৎসিতভাবে জীবন অতিবাহিত করে, বিশেষতঃ সে সময়ে নব্য সুশিক্ষিত যুবকেরা হিন্দু সমাজের শাসন অতিক্রম করিয়া যে রূপ যথেচ্ছাচারী ও নীচ সভ্যতায় অনুরাগী হইয়াছিল, তাহাতে কে আশা করিতে পারিত যে এই সমস্ত কুসংসর্গের সাংঘাতিক সংক্রামক রোগ হইতে মুক্ত হইয়া রাশি রাশি প্রলোভন উপেক্ষা করত এত অল্প বয়সে দেবেন্দ্র বাবু ব্রাহ্মসমাজের প্রাণরক্ষার্থ অগ্রসর হইবেন? এত অসদ্দৃষ্টান্ত আমোদ কোলাহলের মধ্যে থাকিয়াও যে তিনি আত্মার অভ্যন্তরস্থ অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইয়াছিলেন, ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে। ইহাতেই তাঁহার জীবনের বিশেষ মহত্ত্ব প্রকাশ হইতেছে যে, স্বীয় অনুরাগ বলে এত অনতিক্রমণীয় ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুসকল অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম সাধনে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। চারিদিকে নরকের যাত্রি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বিনা দৃষ্টান্তে ও সাহায্যে ধর্ম্মের মধুরতা আস্বাদন করিলেন। কোন দিক্ হইতে সাহায্য বা সদ্দৃষ্টান্ত লাভ করা দূরে থাকুক, বরং সমুদায় অবস্থা বিপথে লইয়া যাইবার জন্য প্রতিক্ষণে আয়োজন করিতেছিল। একে তরুণ বয়স তাহাতে আবার প্রচুর ঐশ্বর্য্যের স্বামী, তাহার উপর আবার শত শত কুদৃষ্টান্ত এসমস্ত প্রতিকূলতা অতিক্রম করিয়া ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করা কখন

মনুষ্যের সাধ্যনয়; ইহাতে ঈশ্বরের বিশেষ দয়া আমরা দেখিতে পাই। এই নিমিত্ত তাঁহার জীবন বিশেষরূপে আমাদের নিকট মূল্যবান বলিয়া বোধ হয়।

সে সময়ে একাকী যাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজের গুরুতর কর্ত্তব্যভার বহন করিতে হইবে, ধর্ম্মরাজ্যের অজ্ঞানান্ধকার বিনাশ করিয়া আধ্যাত্মিক জগতের অপরিজ্ঞাত সুসমাচার প্রচার করিতে হইবে, তিনি বৃথা আমোদ প্রমোদে ভুলিয়া থাকিতে পারেন না। তাঁহার মস্তকের উপরে অল্প বয়সে ব্রাহ্মসমাজের জীবন রক্ষার ভার আসিয়া পতিত হইল। তাঁহাকে মঙ্গলময়ের মঙ্গলসংকল্প সম্পাদন করিতে হইবে আর তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। দেবেন্দ্র বাবুর জীবনে এই অসাধারণ দেব ভাবের আবির্ভাব রামমোহন রায়ের মহত্ত্ব অপেক্ষা অল্প আশ্চর্য্যকর নহে।

তিনি স্বয়ং আপনার জীবনের পরিবর্ত্তনের কথা এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। "প্রথম বয়সে আমার নিকট এই নক্ষত্রখচিত অনন্ত আকাশ অনন্তদেবের পরিচয় দেয়। এক দিন শুভক্ষণে এই অগণ্য নক্ষত্রপুঞ্জ অনন্ত আকাশ আমার নয়নপথে প্রসারিত হইয়া প্রদীপ্ত হইল। তাহার আশ্চর্য্যভাবে একেবারে আমার সমুদায় মন সমুদায় আত্মা আকৃষ্ট হইল; অমনি বুদ্ধি প্রকাশিত হইয়া সিদ্ধান্ত করিল যে, এ কখন পরিমিত হস্তের রচনা নহে।

সেই মুহূর্ত্তে অনন্তের ভাব হৃদয়ে প্রতিভাত হইল তখন আমার পাঠাবস্থা। একথা অদ্যাপি আমি কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই। *** প্রথমে এই অনন্ত আকাশ হইতে অনন্তের পরিচয় পাইলাম। যেন আবরণ ভেদ করিয়া অনন্ত ঈশ্বর আমাকে দেখা দিলেন, যেন জবনিকার একপার্শ্ব ইইতে মাতার প্রসন্ন বদন দেখিতে পাইলাম। সেই প্রসন্ন বদন আমার চিত্তপটে চিরদিনের নিমিত্ত মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। প্রথম বয়সে উপনয়নের পর প্রতিনিয়ত যখন গৃহেতেই শালগ্রাম শীলার অর্চ্চনা দেখিতাম, প্রতিদিন যখন বিদ্যালয়ে যাইবার পথে ঠনঠনীয়ার সিদ্ধেশ্বরীকে প্রণাম করিয়া পাঠের পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য বর প্রার্থনা করিতাম; তখন মনের এই বিশ্বাস ছিল যে ঈশ্বরই শালগ্রাম শীলা; ঈশ্বরই দশভুজা দুর্গা, ঈশ্বরই চতুর্ভুজা সিদ্ধেশ্বরী। কিন্তু সেই শুভক্ষণে যেমন এই অনন্ত আকাশের উপর আমার নয়নযুগল উন্মিলিত হইল, অমনি আমার জ্ঞান উন্মিলিত হইয়া মনের পৌত্তলিক ভাবকে ক্ষণকালের মধ্যে তিরোহিত করিয়াদিল। অমনি জানিলাম, অনন্ত আকাশের অগণ্য নক্ষত্র পরিমিত হস্তের কার্য্য নহে; অনন্ত পুরুষেরই এই অনন্ত রচনা। প্রথম উপদেশ অনন্ত আকাশ হইতে পাইলাম, পরে শ্মশান বৈরাগ্যের উপদেশ হইল। সেই উদাসভাবের আনন্দে হৃদয় এমনি

বিকশিত হইল যে সেরাত্রে চক্ষুতে নিদ্রা আইল না। তাহার পরদিন সে আনন্দ চলিয়া গেল। তখন আমি ঘোর বিষাদে, অকুল চিন্তাতে নিমগ্ন হইলাম। পিপাসাতুর পথিকের ন্যায় সেই আনন্দের আকর প্রেমের সাগর সত্যস্বরূপের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। মনে হইতে লাগিল যে চিত্তপটের জ্ঞান-ভূমিতে অনন্তের যে সুন্দরচ্ছবি মুদ্রিত রহিয়াছে, তাহা কি কেবল ছবিমাত্র? তাহা কি মনের ভাব মাত্র? সেই বাস্তবিক সত্য কি নাই যাহার এই প্রতিবিম্ব, যাহার এই প্রতিরূপ? এই প্রকারে বুদ্ধির মহা আন্দোলন চলিল। এই আন্দোলন ও আলোচনাতে যখন আমার মন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইতেছিল, তখন হঠাৎ উপনিষদের এক ছিন্ন পত্র আমার হস্তে নিপতিত হইল। যখন প্রথম তাহাতে পাঠ করিলাম "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্ব যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ, তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং।" তখন আমার মন এক আনন্দময় নূতন রাজ্যে প্রবেশ করিল। ইহার পূর্ব্বে আমার মনে এই ভ্রান্তি ছিল যে, আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে পৌত্তলিকতা ভিন্ন নিরাকার নির্ব্বিকার সত্য-স্বরূপের নির্দ্দেশ নাই। আমাদের এই দুর্ভাগ্য হিন্দু স্থানে একমেবাদ্বিতীয়ং পরব্রহ্মের কখন অর্চ্চনা হয় নাই। পরে যখন আমার হৃদয়ের ভাবের প্রতিভাব উপনিষদের পত্রে প্রথম প্রত্যক্ষ দেখিলাম, "এই ব্রহ্মাণ্ডের যে কিছু পদার্থ

সমুদায়ই ঈশ্বর দ্বারা ব্যাপ্য রহিয়াছে; পাপ চিন্তা ও বিষয়-লালসা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ কর, কাহারও ধনে লোভ করিও না।" তখনই আমার হৃদয় উৎসাহ ও আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তখন সমুদায় উপনিষদকে সমুদায় বেদকে আমার মনের শ্রদ্ধা আসিয়া আলিঙ্গন করিল। পূর্ব্বে আমার কোন শাস্ত্রে শ্রদ্ধা ছিল না, এই সময়ে সমুদায় বেদশাস্ত্রে আমার শ্রদ্ধা ব্যাপ্ত হইল। অসময়ে অনির্দ্দেশ্য বন্ধুর ন্যায় অপরিচিত বেদ শাস্ত্র হইতে আমার হৃদয়ের চির-পরিচিত আধ্যাত্মিক ভাবের প্রতিধ্বনি পাইয়া কৃতজ্ঞতা সহকারে আমার মস্তক তাহার নিকটে অবনত হইল। উপনিষদের এক এক মহা বাক্যে আমার আত্মা জ্ঞান-সোপানে উন্নত হইতে লাগিল।" তিনি আরও বলিয়াছেন যে, যদিও উপনিষদের অনেক শ্লোক আমার মতের সঙ্গে ঐক্য হইল না; "তথাপি এ কথা বলা বাহুল্য যে উপনিষদের যে সকল বাক্যে 'যায় শোক, যায় তাপ, যায় হৃদয় ভার " তাহার যে সকল বাক্যে আমাদের আত্মা "তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহা গ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতোভবতি" সেই সকল মহা বাক্য অদ্যাপি বিশ্বস্ত বন্ধুর ন্যায় আমাকে সৎপথে অমৃতপথে লইয়া যাইতেছে। তাহারা কদাপি আমাকে প্রতারণা করে নাই। সেই সকল মহাবাক্যে আমার শ্রদ্ধা আরও

দিন দিন গাঢ়তর হইতেছে। অদ্যাপি সময়ে সময়ে তাহার গূঢ় অর্থ সকল আমার আলোচনা পথে আসিয়া মাতার ন্যায় আমাকে শান্তি প্রদান করিয়া থাকে। সেই সেই ভূরি ভূরি মহাবাক্য ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে প্রথম খণ্ডে ষোড়শ অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে।

আমি প্রথম যখন ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া যোগ দিলাম, তখন দেখিতাম——যাঁহারা নিয়মমত প্রতি বুধবারে সমাজে আসিতেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ অনুসারে পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিতে উৎসুক ও উন্মুখ হইতেছেন না এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহই প্রণালীমত প্রতি দিন ব্রহ্মোপাসনাও করেন না। আমি অনেক আলোচনা করিয়া তাঁহাদের নিমিত্তে ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্রত প্রতিষ্ঠা করিলাম। তদুদ্দেশে সেই ব্রতে কতকগুলি প্রতিজ্ঞার মধ্যে এই দুই প্রতিজ্ঞা নিবদ্ধ আছে যে, "পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া সৃষ্ট কোন বস্তুর আরাধনা করিব না এবং রোগ বা বিপদের দিবস ভিন্ন প্রতি দিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতি পূর্ব্বক পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিব।" কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, তাহাতে আমি আশার অনুযায়ী বড় কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই।"

প্রত্যাভিনন্দন পত্র প্রদান উপলক্ষে তিনি নিজ জীবনের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে এই প্রকার বলিয়াছিলেন। যে সময়

তাঁহার মনে এইরূপ ধর্ম্মানুরাগ প্রজ্জ্বলিত হয়, তখন এত দূর বৈরাগ্য হইয়াছিল যে এক দিন স্বীয় ব্যবহার্য্য অতি মূল্যবান পরিচ্ছদ ও গৃহসজ্জা সকল বিতরণ করিয়া দিয়াছিলেন এবং অনেকানেক সুখের মুগ্ধকর বস্তুকে সুদূরে নিক্ষেপ করিয়া ছিলেন। ধর্ম্মপিপাসু আত্মা ঈশ্বরের দয়ায় সকল কষ্টই বহন করিতে পারে। যে সকল সুখের সামগ্রীকে সহস্র চেষ্টা করিয়াও পরিত্যাগ করিতে পারাযায় না, বহু দিনের অভ্যাসের দাস হইয়া যে সকল অপবিত্রকার্য্য, জঘন্য পাপকল্পনা, দুশ্চিন্তা ও অনিত্য সুখস্পৃহাকে বহুযত্নে নির্ম্মূল করিতে সক্ষম হওয়া যায় না, ধর্ম্মের প্রবল আকর্ষণে তাঁহা সহজে সম্পাদিত হয়। ঈশ্বরের বিরহে যখন হৃদয় ব্যাকুল হয় তখন তাহার পক্ষে সুখের শয্যা কন্টক শয্যা। সে ব্যাকুলতা তাঁহাকে রমণীয় সুসজ্জিত রাজপ্রাসাদ হইতে—প্রচুর ধন সম্পত্তি পরিবার পুত্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অরণ্যবাসী করে। এ সংসারের কোন বস্তুই তখন তাঁহাকে তৃপ্ত দান করিতে পারে না। সেই স্বর্গীয় আকর্ষণে দেবেন্দ্র বাবুকে ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির জন্য কেমন চিন্তিত করিয়াছিল। অসহায় শিশু তুল্য সেই সমাজকে দয়াময় পিতা উক্ত মহাত্মার ক্রোড়ে স্থাপন করিবার জন্য যেন তাঁহাকে সুখের সুকোমল আলিঙ্গন হইতে কাড়িয়া লইলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

১৭৬৩ শকে দেবেন্দ্র বাবু সমাজে আসিয়া যোগ দিলেন। তাঁহার আগমনে এবং তত্ত্ববোধিনী সভার সহিত ব্রাহ্মসমাজের সম্মিলনে ব্রাহ্মসমাজের একটি নূতন জীবন আরম্ভ হইল। এই সময় এক জন সদাশয় ব্যক্তি একটি মুদ্রাযন্ত্র সভাকে দান করিয়াছিলেন তাহাতে মত প্রচারের অনেক সুবিধা হয়। প্রধান আচার্য্য মহাশয় বলিয়াছেন যে * "যখন ১৭৬৩ শকে আমি সমাজের সহিত যোগ দিলাম, তখন তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপিত হইয়াছে। সেই তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে ১৭৬৫ শকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ হয়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এক সময়ে ৭০০ জন গ্রাহক ছিল, তাহা কেবল এক অক্ষয় বাবু দ্বারা। অক্ষয় কুমার দত্ত যদি সে সময় পত্রিকা সম্পাদন না করিতেন তাহা হইলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এরূপ উন্নতি কখনই হইতে পারিত না। পুনর্ব্বার ইহাতে নূতন প্রাণের সঞ্চার চাই; তখন ইহার আদর আরও বৃদ্ধি হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম এই প্রকার নানা লোকের সাহায্য পাইয়া উন্নত হইতেছে; একথা যথার্থ নয় যে এক জনের

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা অগ্রহায়ন ১৭৮৭ শক।

দ্বারা এধর্ম্মের উন্নতি হইবে। তত্ত্ববোধিনী সভা হইবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজের ব্যয়ের জন্য রামমোহন রায়ের এক জন শিষ্য ৬০ পরে ৮০ টাকা মাসে দিতেন। তত্ত্ববোধিনী সভার অধ্যক্ষেরা দেখিলেন যে এক জনের উপর ব্রাহ্ম-সমাজের নির্ভর উচিত হয় না, এই বিবেচনা করিয়া তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের ব্যয় নির্ব্বাহের ভার গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মসমাজের সহিত তত্ত্ববোধিনী সভার যোগের অগ্রে ব্রাহ্মসমাজ যেন অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল—স্পন্দহীন হইতে ছিল; তাহার যত দূর দুর্গতি হইতে পারে, তাহা হইয়াছিল। যখন তত্ত্ববোধিনী সভার সহিত তাহার পরিণয় হইল, তখন তাহার প্রাণ সঞ্চার হইল। ১৭৬৩ শকে তত্ত্ববোধিনী সভার সহিত যোগ না হইলে ব্রাহ্মসমাজের কি পরিণাম হইত বলা যায় না। হয়তো আমরা ইহার কিছুই দেখিতে পাইতাম না। রামমোহন রায়ের এক ইংরাজি বিদ্যালয় ছিল আমরা সেখানে অধ্যয়ন করিয়াছি। কিন্তু তাহা এখন কোথায়? হয়তো ব্রাহ্ম-সমাজের দশা সেই প্রকার হইত। তত্ত্ববোধিনী সভার সহিত যোগের সময়ে এই আন্দোলন হইল যে, ব্রাহ্মসমাজ হইতে তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পূর্ণ পৃথক্ থাকা আবশ্যক কি ইহা ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত হইয়া যাইবে? নির্দ্ধারিত হইল যে তত্ত্ববোধিনী সভার উপাসনা কার্য্য ব্রাহ্মসমাজ গ্রহণ করিবে এবং তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মসমাজের

তত্ত্বাবধারণ করিবে। সেই অবধি তত্ত্ব-বোধিনী সভার মাসিক উপাসনা রহিত হইয়া তাহার পরিবর্ত্তে প্রাতঃকালে ব্রাহ্ম-সমাজের মাসিক সমাজ ধার্য্য হইল; এবং ২১ আশ্বিনে তত্ত্ববোধিনী সভার যে সাম্বৎসরিক উপাসনা হইত, তাহা পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম-সমাজ যে দিবস এখানে উঠিয়া আইসে, সেই দিবস ধরিয়া ১১ মাঘে সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ পুনর্ব্বার আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মসমাজের সহিত আমার যোগ হইবার পূর্ব্বে তাহার সাম্বৎসরিক সমাজ উঠিয়া গিয়াছিল, আমাকে তাহা পুনরুদ্ধার করিতে হইল।

প্রথম যখন ১৭৬৩ শকে ব্রাহ্ম-সমাজ দেখি, তখন তাহাতে লোকের সমাগম অতি অল্পই ছিল। বেদীর পূর্ব্বদিকে ফরাশ চাদর পাতা থাকিত, তাহাতে পাঁচজন কি ছয় জন উপবেশন করিতেন; দেখিতাম যে শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় তাহার মধ্যে প্রতিবারেই আছেন। আর পশ্চিমদিকে খান কতক চৌকি পাতা থাকিত, তাহাতে আগন্তুক পথিকেরা আসিয়া বসিত। তখন আমাদের এই চিন্তা হইল, সমাজে অধিক লোক কি প্রকারে হইবে? ক্রমে ঈশ্বরপ্রসাদে লোক বাড়িতে লাগিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঘরও বাড়িতে লাগিল। ইহাতেই আমাদের কত উৎসাহ। প্রথমে ইহা (কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের দ্বিতল গৃহ) দুই তিন কুটরিতে বিভক্ত ছিল, ক্রমে সেই

সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া এই শাল প্রস্তুত হইয়াছে। যতই ঘর প্রস্তুত হইতে লাগিল, ততই লোকের কোলাহল দেখিয়া মনে করিতাম যে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি হইতেছে। যখন দেখি এই ঘরেতে নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া যায়, তার পর তেতালা নির্ম্মিত হইল। যখন লোক বৃদ্ধি হইতে লাগিল তখন মনে হইল যে লোক বাছা আবশ্যক। কেহবা যথার্থ উপাসনা করিতে আগমন করে, কেহবা লক্ষ্যশূন্য হইয়া আইসে কাহাকে আমরা আমাদের বলিয়া বলিতে পারি? এই আন্দোলন হইয়া স্থির হইল যাঁহারা প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, তাঁহারাই ব্রাহ্ম হইবেন। যখন ব্রাহ্মসমাজ আছে, তখন তাহার প্রতি সভ্যের ব্রাহ্ম হওয়া চাই। যাঁহারা পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া এক ঈশ্বরের উপাসনায় ব্রতী হইয়া প্রতিজ্ঞা স্বাক্ষর করিবেন, তাঁহারাই ব্রাহ্ম হইবেন এই মনে করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিজ্ঞা রচনপূর্ব্বক শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ আচার্য্যের নিকট ১৭৬৫ শকের ৭ই পৌষে আমরা প্রথম এক দল ব্রাহ্ম হইলাম। অনেকে হটাৎ মনে করিতে পারেন যে, ব্রাহ্ম দল হইতে ব্রাহ্মসমাজ নাম হইয়াছে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, ব্রাহ্মসমাজ হইতে ব্রাহ্ম নাম স্থির হয়। যখন প্রতিজ্ঞা দ্বারা ব্রাহ্ম হওয়া স্থির হইল, তখন এই মনে ছিল যে যাঁহারা প্রতিজ্ঞা করিয়া ব্রাহ্ম হইবেন, তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবেন, যত্নশীল হইয়া ব্রাহ্ম-

ধর্ম্ম পালন করিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই হইল যে, প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াও তাহা পালন করিতে অনেকেই ঔদাস্য করিতেন ও গর্হণীয় হইতেন। এত দিন পরে সেই প্রতিজ্ঞা গ্রহণের ফল ফলিয়াছে, অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছে—পরিমিত দেবতার স্থানে অনন্ত ঈশ্বরকে আনিয়া তাঁহার পূজার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সমক্ষে গৃহধর্ম্মের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছে। এখন বলিতে হইবে যাঁহাদের ধর্ম্মদীক্ষা হইবে, তাঁহারাই ব্রাহ্ম হইবেন। প্রথম লোক আনিবার জন্য যত্ন, পরে তাহাদিগকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করাইবার জন্য যত্ন, এখন তাহাদিগকে অনুষ্ঠানে বদ্ধ করাইবার জন্য যত্ন হইতেছে।

* * * * * * * রামমোহন রায় মনে করিয়া ছিলেন, যাহারা বেদ মানে তাহাদের মধ্যে বেদ রক্ষা করিয়া পর ব্রহ্মের উপাসনা প্রচলিত করা; কিন্তু যাহারা জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নত হইয়া বেদকে আপ্তবাক্য বলিয়া না মানিবে; তাহাদের মধ্যে কি করা, ইহা তখন তাঁহার বিবেচনায় আইসে নাই। ক্রমে সেই কাল উপস্থিত হইল, ক্রমে বেদের দোষ সকল পরিস্ফুরিত হইয়া পড়িল। তখন আমরা মনে করিলাম যে বেদের মধ্যে যে সত্য আছে, তাহাই সংকলন করা। এই জন্য দুই বৎসর লইয়া শ্রুতি স্মৃতি হইতে টীকার সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ তাহাতে অন্তর্নিবেশিত

করা হইল। শেষে ঈশ্বরের স্বরূপ লইয়া ব্রাহ্মদলের মধ্যে বিবাদ পড়িয়া গেল। তাঁহারা তর্ক উপস্থিত করিলেন ঈশ্বর অনন্ত কি প্রকারে হইতে পারেন? হস্তোত্তোলন কর দেখি, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ কি না? কি হাস্যাস্পদ! দ্বার রুদ্ধ করিয়া হস্তোত্তোলন দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করা কি হাস্যাস্পদ ইহা তাঁহারা তখন বুঝিতেন না। যখন বেদের প্রতিষ্ঠা গেল এবং সহজজ্ঞান ও আত্ম-প্রত্যয় তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই, তখন বড়ই কলহ হইতে লাগিল। ১৭৭৭ শক অবধি ক্রমাগতই এইরূপ গোল চলিল। আমি এই সকল বিবাদ দেখিয়া হিমালয়ে চলিয়া গেলাম।

* * * ১৭৬৫ শকে ৭ই পৌষে ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্রত স্থাপিত হয়। আমি সেই শকে সেই দিনে আচার্য্য শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্রত গ্রহণ করি। সেই অবধি আমাদিগের বাটীর দুর্গোৎসবের সময়ে প্রতিবৎসরে আমি বাহিরে বাহিরে ভ্রমণ করিতাম। আশ্বিন মাসের রৌদ্র ও কার্ত্তিক মাসের ঝড় আমার মস্তকের উপর দিয়া কতবার চলিয়া গিয়াছে। কতবার আমি ঈশ্বরের নিকটে অশ্রুপূর্ণ নয়নে প্রার্থনা করিয়াছি যে কবে পরিমিত দেবতার উপাসনা উঠিয়া গিয়া আমাদের বাটীতে অনন্তদেবের উপাসনা আরম্ভ হইবে। * * ১৭৫১ শকের দ্বাদশ বৎসর পরে ব্রাহ্ম

সমাজের সহিত যখন আমার যোগ হয়, তখন দেখিলাম সেই প্রকার নিভৃত রূপেই বেদ পাঠ হইতেছে, বিদ্যা বাগীশ সেই প্রকারই প্রাচীন প্রণালীমত ব্যাখ্যান করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার সহযোগী ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়-রত্ন রামচন্দ্রের অবতার হওয়া বর্ণন করিতেছেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম যে ব্রাহ্মসমাজে বেদী হইতে পৌত্তলিকতার উপদেশ দেওয়া ধর্ম্মবিরুদ্ধ হইয়াছে। তিনি সেইঅবধি উক্ত কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইলেন।”

ব্রাহ্মসমাজের জন্মবৎসর ১৭৫১ শক হইতে ৬৩ শকে দেবেন্দ্র বাবুর সহিত তাহার যোগ হওয়া পর্য্যন্ত এই মধ্যকালবর্ত্তী সময়ে কোন বিশেষ উন্নতিসূচক পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই, বরং এই বারোবৎসর কাল সমাজ কেবল নামমাত্র অবস্থিতি করিত। তখনকার ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম বৈদিক হিন্দু ধর্ম্মের ন্যায় আকার ধারণ করিয়া ছিল; অনেক প্রকার কুসংস্কারমূলক ও ভ্রমদূষিত বাহ্যাড়ম্বর হইত, উপাসনার নিগূঢ় তাৎপর্য্য কাহারও পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। রামমোহন রায়ের প্রণীত অবতরণিকা নামক পুস্তকের লিখিত উপাসনা প্রণালী এক্ষণকার আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের সহিত ও উপাসনা পদ্ধতির সহিত প্রায় কিছুই ঐক্য হয় না। তাহার ভাষাগত এবং ভাবগত জটিলতা বোধগম্য হওয়া নিতান্ত সহজ নহে। তিনি যে মূল সত্যটি নানা শাস্ত্র হইতে উদ্ধার করিয়া

দিয়া গিয়াছিলেন, তাহার উৎকর্ষ সাধনপূর্ব্বক জীবনের উপযোগী করিয়া লয় এমন একটি লোকও ছিল না। কেবল কতকগুলি জীবনহীন নিয়মের অধীনে থাকিয়া জড় যন্ত্রেরন্যায় সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। অথবা সে সময় ইহার অতিরিক্ত আমরা আর কি প্রত্যাশা করিতে পারি? রামমোহন রায় যে অমূল্য সত্যরত্ন পাইয়া বিশ্বাসপূর্ণ হৃদয়ে ধর্ম্ম সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা অন্যে কেমন করিয়াইবা সহজে উপলব্ধি করিবে। একটি নূতন ব্যাপার বলিয়া কিছু দিন নব উৎসাহের সহিত কএক ব্যক্তি সমাজে গমনাগমন করিতেন; কেবল বিদ্যাবাগীশের আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল এবং তাঁহারই যত্নে উক্ত বারোবৎসর ব্রাহ্মসমাজ কোনরূপে জীবিত ছিল।

রামমোহন রায় একটি মহামূল্য সত্য প্রচার করিয়া গেলেন বটে, কিন্তু তাহাকে রক্ষা করিতে হইলে যে সকল উপায় আবশ্যক তাহা না হওয়াতে কতকগুলি কুসংস্কারের মলিন আবরণে আবৃত হইয়া সেই অমূল্য রত্ন প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল। কে তাহাকে বিশদ করিয়া প্রয়োজনীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সহিত সংযোগ করত মানব প্রকৃতির উপযোগী করে? তিনি হিন্দুদিগের প্রাচীন গ্রন্থ হইতে বেদাদি শাস্ত্র প্রতিপন্ন বলিয়া এক ঈশ্বরের পূজা স্থাপন করিয়া গেলেন, কিন্তু অদূরদর্শী স্থূলবুদ্ধি অনুবর্ত্তীগণ

বেদকে অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতে লাগিল। অবশ্য তিনি আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ সহজ জ্ঞানালোকের নির্দ্দেশ অনুসারে সত্যের অনুসরণ করিয়াই সকল শাস্ত্র হইতে সত্য নির্ব্বাচন করিতেন, কিন্তু তাহা অনভিজ্ঞ লোকে কেমন করিয়া বুঝিতে সক্ষম হইবে। তিনি উপাসনার কোন প্রকৃষ্ট পদ্ধতি দিয়া উপাসক দিগকে দলবদ্ধ করিয়া যাইতে পারেন নাই, সুতরাং তাহারা তাঁহার অবর্ত্তমানে রক্ষক বিহীন মেষপালের ন্যায় দিগ্‌দিগন্তরে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। ধর্ম্মের পত্তনভূমি কিছুই নির্ণয় করিয়া যান নাই; এজন্য প্রত্যাদেশ সম্বন্ধে পূর্ব্বপ্রচলিত ভ্রম কুসংস্কার সমান ভাবেই থাকিয়া গেল।

যে ধর্ম্ম পৃথিবীর সমুদায় নরনারীর এক মাত্র পরিত্রাণের ধর্ম্ম হইবে, তাহা এরূপ অনিশ্চিত মৃতাবস্থায় থাকিতে পারে না; তাহাকে অঙ্কুরিত এবং বর্দ্ধিত করিবার জন্য বিধাতার করুণাবারি বর্ষণের সময় আবার আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় সংস্করণের সময়। ১৭৬১ শকে তত্ত্ববোধিনী নাম্নী সভা স্থাপিত হইল, ৬৩ শকে দেবেন্দ্র বাবু আসিয়া যোগ দিলেন, ৬৫ শকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা মাসে মাসে বাহির হইতে লাগিল; এই রূপে ক্রমে ক্রমে দ্বাদশ বৎসরের সঞ্চিত অন্ধকার রাশি ভেদ করিয়া পুনর্ব্বার নবসূর্য্য সমুদিত হইল। যে বীজ রামমোহন রায় রোপণ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা

কখন বিনাশ হইবার নহে; উপযুক্ত কৃষকের সমাগমে সেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া পৌত্তলিকতার মরুভুমির মধ্য হইতে এক সতেজ তরুরূপে স্বর্গাভিমুখে উত্থিত হইল।

চতুর্থ অধ্যায়।

১৭৬৫ শক হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার কার্য্যের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদিত হয়। তৎকালে তত্ত্ববোধিনী সভা, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আর দেবেন্দ্র বাবুর জীবন এই তিনটি ঈশ্বরের রাজ্য বিস্তার পক্ষে প্রধান যন্ত্র। এই সময়ে বিবিধ উপায়ে মফস্বলেও ধর্ম্মের স্রোতঃ প্রবাহিত হইয়া কৃষ্ণনগর, ঢাকা, ত্রিপুরা, ভবানীপুর প্রভৃতি স্থানে শাখা ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। বিদেশে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের একমাত্র উপায় তখন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ছিল। এই পত্রিকা ১৭৬৫ শকে প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়া ৭৭ শক পর্য্যন্ত একা অক্ষয় বাবুর যত্নে দিন দিন উন্নতির সহিত পরিচালিত হয়। অক্ষয় কুমার দত্তের দ্বারা বঙ্গভাষা তৎকালে অনেকাংশে ব্যবহারোপযোগী হইয়াছিল।

তাঁহার লেখাতে দেশের অনেক কুসংস্কারও অপনীত হইয়াছে। তিনি পদার্থবিদ্যা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ধর্ম্ম-নীতি এবং বাহ্যবস্তুরসহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, এই সমস্ত যাহা প্রথমে তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশ করিয়া-ছিলেন; সে সকল সদ্‌যুক্তিতে পূর্ণ, বুদ্ধি বিবেকের সংগত এবং তাহার মধুর গাম্ভীর্য্য রচনা প্রণালী ও ভাষার ওজস্বীতা অতি হৃদয়গ্রাহিণী। তাঁহার লিখিত বিবিধ সারগর্ব্ভ যুক্তি যুক্ত নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ক প্রস্তাবে তখন অনেককে কর্ত্তব্য জ্ঞান শিক্ষা দিয়া অজ্ঞাননিদ্রা হইতে জাগ্রৎ করিয়াছে। এই পত্রিকার উন্নতির জন্য পরিশ্রম করিতে করিতে তাঁহার শরীর উৎকট পীড়ায় অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে। সমাজ হইতে বেদের আধি-পত্য উঠাইয়া দিয়া, স্বভাবকে ধর্ম্মপুস্তক রূপে প্রতিপন্ন করত তিনিই ব্রাহ্মধর্ম্মকে স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়া প্রথম প্রচার করেন। কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মের পত্তনভূমি বুদ্ধি ও যুক্তি। বুদ্ধিকে নেতা করিয়া তিনি ব্রাহ্ম-ধর্ম্মকে অতি কঠোর বৌদ্ধ-ধর্ম্মের আকারে প্রচার করিয়াছিলেন। তত্ত্ববোধিনীর পূর্ব্বে উত্তম বিশুদ্ধ বঙ্গভাষার প্রচলন ছিল না। বিদেশস্থ কত ব্যক্তি কেবল এই পত্রিকা পাঠ করিয়া পরমোপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাতে ভারতবর্ষের ও অন্যান্য দেশের শত শত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ধর্ম্ম সম্প্রদায়দিগের ধর্ম্মমত অনুষ্ঠান আচার ব্যবহার সন্নি-

বেশিত আছে। তদ্ব্যতীত হিন্দু ধর্ম্মের যে সকল প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রের অলৌলিক প্রভুত্বের উপর না জানিয়া লোকে অন্ধেরন্যায় বিশ্বাস করিত, তাহাদের বাঙ্গালা অনুবাদ, টীকা, ব্যাখ্যান সকল প্রকাশিত হওয়াতে সংস্কৃতানুভিজ্ঞ দিগের বহুল ভ্রম দূরীকৃত হইয়াছে। তত্ত্ব বোধিনীর ভাষা বাঙ্গালা ভাষার আদর্শ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সে সময় অক্ষয় বাবু স্বয়ং অনেক বৈজ্ঞানিক শব্দ প্রস্তুত করিয়া ছিলেন। তিনি এতদূর পরিশ্রম করিতেন যে, সময়ে সময়ে নিয়ম মত আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত রহিত হইত। বিধবাদিগের পরমবন্ধু পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কিছু দিন এই পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন। অক্ষয় বাবুর নিকট ব্রাহ্মসমাজ বিশেষরূপে ঋণী আছেন সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় তত্ত্ববোধিনী সভা। প্রথমে দশ জন মাত্র সভ্য ইহাতে যোগ দান করেন, প্রত্যেক সভ্যের আয়ের চতুঃষষ্টি অংশের একাংশ মাসে মাসে দান করিবার নিয়ম ছিল। ধর্ম্ম আলোচনা ও প্রচারের জন্য প্রথমতঃ অতি সামান্যভাবে ইহা স্থাপিত হয়, তাহার পর দেবেন্দ্র বাবুর যোগে দিন দিন সভ্যসংখ্যা আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছিল। সে সময়ে খৃষ্টধর্ম্মের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হইত, পাদরি সাহেবেরা গ্রামে গ্রামে স্কুল স্থাপন করিয়া হিন্দুসন্তান দিগকে খৃষ্টীয়ান করিতেন; তদ্দর্শনে সভার

সভ্যেরা উৎসাহিত হইয়া ব্রহ্মবিদ্যা প্রচারের জন্য পাঠশালা স্থাপন করিলেন; তাহাতে সংস্কৃত বাঙ্গালা ইংরাজি শিক্ষা দেওয়া হইত। উপনিষদ পড়াইবার প্রতিই বিশেষ মনোযোগ ছিল। এই পাঠশালা প্রথমে কলিকাতায় হয়, পরে ১৭৬৫ শকে বংশবাটী গ্রামে উঠিয়া যায়। চারি বৎসর পর্য্যন্ত ছিল, তাহার পর অর্থাভাবে তাহা বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই সভার অধ্যক্ষেরা বেদ উপনিষদের মর্ম্ম বাহুল্যরূপে প্রচার করিবার জন্য ঐ সকল পুরাতন ধর্ম্মগ্রন্থ বিবিধ উপায়ে সংগ্রহপূর্ব্বক শিক্ষার্থে শ্রীযুক্ত আনন্দ চন্দ্র বেদান্তবাগীশ, বাণেশ্বর ভট্টাচার্য্য, রমানাথ ভট্টাচার্য্য, তারক নাথ ভট্টাচার্য্য, এই চারি জনকে কাশীতে প্রেরণ করেন।

তৃতীয় দেবেন্দ্র বাবুর জীবন। রামমোহন রায় যে তিনটি মহৎ অভাব অপূর্ণ রাখিয়া ছিলেন, তাহা উক্ত মহাত্মার প্রগাঢ় যত্নে পূর্ণ হয়। প্রথমতঃ তিনি অচিহ্নিত উপাসক মণ্ডলীকে দলবদ্ধ করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ ও কএকটি মূল মত প্রস্তুত করিয়া এক খানি প্রতিজ্ঞাপত্র রচনা করিলেন। তদনন্তর উপাসনার প্রকৃষ্ট প্রণালী প্রস্তুত করিয়া তাহাকেপূর্ব্বেকার উপাসনা প্রণালীর স্থানে সংস্থাপন করিলেন। পরিশেষে আপনার স্বাভাবিক বুদ্ধি কৌশলে এবং কাশী হইতে প্রত্যাগত বেদজ্ঞ পণ্ডিত চারি জনের ও অক্ষয় কুমার দত্তের সাহায্যে বেদের মধ্যে অনে-

কানেক ভ্রম কল্পনা বুঝিতে পারিয়া তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্মকে সহজ-জ্ঞান-ভূমির উপর স্থাপিত করেন। শেষোক্ত বিষয়টি যদিও পরিষ্কার রূপে মীমাংসিত এবং হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, কিন্তু কিয়ৎ পরিমাণে এই তিনটি গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন হওয়াতে ব্রাহ্মধর্ম্মকে আর একটি নবভাবে সংগঠন করিল। পরে দেবেন্দ্র বাবু আপনার উৎসাহ ও পরিশ্রমে হিন্দু শাস্ত্র হইতে এক ঈশ্বর প্রতিপাদক গভীর জ্ঞানগর্ব্ভ শ্লোকসকল সংকলন করিয়া ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম নামক গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। রামমোহন রায়ের প্রবর্ত্তিত হিন্দুভাব সমাজের কার্য্য প্রণালীতে পূর্ব্ববৎই থাকিল, কিন্তু প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের আন্তরিক অনুরাগ ও প্রগাঢ় অনুসন্ধানে হিন্দু শাস্ত্রের ভূরি ভূরি ভ্রম ও অযৌক্তিক মত প্রকাশিত হওয়াতে এবং কোন ধর্ম্মপুস্তক অভ্রান্ত রূপে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের পত্তনভূমি হইতে পারে না ইহা প্রতিপন্ন হওয়াতে, স্বভাবতই অলক্ষিত গতিতে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের উদারতা সাম্প্রদায়িক হিন্দু ভাবকে কিছু কিছু অতিক্রম করিয়াছিল। এই রূপে তাঁহারই সত্য প্রিয়তা সরলতা ও সুদৃঢ় অধ্যবসায়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম উন্নতির দ্বিতীয় সোপানে পদ নিক্ষেপ করিয়াছে। হিন্দু শাস্ত্রের মধ্যে যে সকল পুরাতন বহুমূল্য সত্য ছিল, তাহা সংগৃহীত হওয়াতে রামমোহন রায়ের প্রচারিত সত্যকে কিয়ৎ পরিমাণে সুদৃঢ় এবং পরিপুষ্ট করিল বটে, তথাপি মূলগত সাম্প্রদায়িক

দোষ এককালে বিনষ্ট হইল না। এই জন্য প্রাকৃতিক ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ যে উদারতা তাহার প্রতি দৃষ্টি অন্ধ হইয়া রহিল। ইহা মানব প্রকৃতির ও সার্ব্বভৌমিক সত্যধর্ম্মের বিরুদ্ধ হইলেও পুরাতন সংস্কার বশতই হউক কিম্বা সংসারের উপযোগী বলিয়াই হউক, রামমোহন রায়ের কৌশল অনুসারে হিন্দুভাব রক্ষা করত পৃথিবীর আর আর প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে সত্য গ্রহণ না করিয়া হিন্দুধর্ম্মের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে এই বিশ্ব-জনীন ধর্ম্মকে বদ্ধ করিয়া রাখা হইল।

পঞ্চম অধ্যায়।

ব্রাহ্মসমাজে প্রথম হইতেই প্রকৃত উপাসনা ছিল না, তাহার অভাবও কাহার বোধ ছিল না, কেবল কএকটি নিয়ম রক্ষা করাই সর্ব্বস্ব ছিল। রামমোহন রায়ের প্রণীত অবতরণিকার উপাসনা প্রণালীর কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে, তৎপাঠে সকলে বুঝিতে পারিবেন যে সে সময়কার ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে এক্ষণকার ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং উপাসনা প্রণালী মূলগত কতদূর বিভিন্ন হইয়াছে।

এক মেবাদ্বিতীয়ং।

১। শিষ্যের প্রশ্ন। কাহাকে উপাসনা কহেন?

উ। তুষ্টির উদ্দেশে যত্নকে উপাসনা কহাযায়, কিন্তু পরব্রহ্ম বিষয়ে জ্ঞানের আবৃত্তিকে উপাসনাকহি।

২ প্রশ্ন। কে উপাস্য?

উ। অনন্তপ্রকার বস্তু ও ব্যক্তি সম্বলীত অচিন্তনীয় রচনাবিশিষ্ট যে এই জগৎ ও ঘটীকাযন্ত্র অপেক্ষাকৃত অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত রাশি চক্রে বেগে ধাবমান চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদী যুক্ত যে এই জগৎ ও নানা বিধ স্থাবর জঙ্গম শরীর যাহার কোন এক অঙ্গ নিষ্প্রয়োজন নহে সেই সকল

শরীর ও শরীরিতে পরিপূর্ণ যে এই জগৎ, ইহার কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা যিনি তিনি উপাস্য হন।

৩ প্রশ্ন। তিনি কি প্রকার?

উ। তোমাকে পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে যিনি এই জগতের কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা তিনিই উপাস্য হন, ইহার অতিরিক্ত তাঁহার নির্দ্ধারণ করিতে কি শ্রুতি কি যুক্তি সমর্থ হন না।

৪ প্রশ্ন। কোন উপায়ে তাঁহার স্বরূপের নির্ণয় হয় কি না?

উ। তাঁহার স্বরূপকে কি মনেতে কি বাক্যেতে নিরূপণ করা যায় না, ইহা শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে বারংবার কহিয়াছেন; এবং যুক্তি সিদ্ধও ইহা হয়, যেহেতু এই জগৎ প্রত্যক্ষ অথচ ইহার স্বরূপ ও পরিমাণকে কেহ নির্দ্ধারণ করিতে পারে না, সুতরাং এই জগতের কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা যিনি লক্ষিত হইতেছেন তাঁহার স্বরূপ পরিমাণের নির্দ্ধারণ কি প্রকারে সম্ভব হয়।

* * * *

৭ প্রশ্ন। আপনারা অন্য উপাসকের বিরোধী হন কি না? ও দ্বেষ্টা হন কি না?

উ। কদাপি না, যে কোন ব্যক্তি যাহার উপাসনা করেন সেই সেই উপাস্যকে পরমেশ্বর বোধ কিম্বা তাঁহার আবির্ভাব স্থান বোধে উপাসনা করিয়া থাকন,

সুতরাং আমাদের দ্বেষ ও বিরোধ ভাব তাঁহাদের প্রতি কেন হইবে।

৮ প্রশ্ন। যদি আপনারা পরমেশ্বরের উপাসনা করেন এবং অন্য ২ উপাসকেরাও প্রকারান্তরে সেই পরমেশ্বরের উপাসনা করেন, তবে তাঁহাদের সহিত আপনাদের প্রভেদ কি?

উ। তাঁহারা প্রথক্ ২ অবয়ব ও স্থানাদি বিশেষণ-দ্বারা পরমেশ্বরের নির্ণয় বোধে উপাসনা করেন, কিন্তু আমরা যিনি জগৎ কারণ তিনি উপাস্য ইহার অতিরিক্ত অবয়ব কি স্থানাদি বিশেষণ দ্বারা নিরুপণ করিনা। দ্বিতীয়তঃ একপ্রকার অবয়ব বিশিষ্টের যে উপাসক তাঁহার সহিত অন্য প্রকার অবয়ব বিশিষ্টের উপাসকের বিবাদ দেখিতেছি, কিন্তু আমাদের সহিত কোন উপাসকের বিরোধের সম্ভাবনা নাই।

৯প্রশ্ন। কিপ্রকার উপাসনা কর্ত্তব্য হয়?

উ। এই প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান যে জগৎ ইহার কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা পরমেশ্বর হন, শাস্ত্রত ও যুক্তিত এইরূপ যে চিন্তন তাহা পরমেশ্বরের উপাসনা হয়। ইন্দ্রিয় দমনে ও প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ন করা এ উপাসনার আবশ্যক সাধন হয় ইন্দ্রিয় দমনে যত্ন, অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণকে এরূপ নিয়োগ করিতে যত্ন করিবেন যাহাতে আপনার বিঘ্ন ও পরের অনিষ্ট না হইয়া

স্বীয় ও পরের অভীষ্ট জন্মে, বস্তুত যে ব্যবহারকে আপনার প্রতি অযোগ্য জানেন তাহা অন্যের প্রতিও অযোগ্য জানিয়া তদানুরূপ ব্যবহার করিতে যত্ন করিবেন। প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ন, অর্থাৎ আমাদের অভ্যাস সিদ্ধ ইহা হইয়াছে যে শব্দের অবলম্বন বিনা অর্থের অবগতি হয়না, অতএব পরমাত্মার প্রতিপাদক প্রণব ব্যাহৃতি গায়ত্রী ও শ্রুতি স্মৃতি তন্ত্রাদির অবলম্বন দ্বারা তদর্থ যে পরমাত্মা তাঁহার চিন্তন করিবেন; এবং অগ্নি বায়ু সূর্য্য ইহাঁদের হইতে ক্ষণে ২ যে উপকার হইতেছে, ও ব্রীহি যব ওষধি ও ফল মূল ইত্যাদি বস্তুর দ্বারা যে উপকার জন্মিতেছে, সেসকল পরমেশ্বরাধীন হয় এই প্রকার অর্থপ্রতিপাদক শব্দের অনুশীলন ও যুক্তি দ্বারা সেই অর্থকে দাঢ্য করিবেন। ব্রহ্মবিদ্যার আধার সত্য কথন ইহা পুনঃ ২ বেদে কহিয়াছেন, অতএব সত্যের অবলম্বন করিবেন, যাহাতে সত্য যে পরব্রহ্ম তাঁহার উপাসনায় সমর্থ হন।

১০ প্র। এই উপাসনাতে আহার ব্যবহারাদিরূপ লোক যাত্রা নির্ব্বাহের কি প্রকার নিয়ম কর্ত্তব্য?

উ। শাস্ত্রানুসারে আহার ও ব্যবহার নিষ্পন্ন করা-উচিত হয়, অতএব যে ২ শাস্ত্র প্রচলিত আছে তাহার কোন এক শাস্ত্রকে অবলম্বন না করিয়া ইচ্ছামত আহার ব্যবহার যে করে তাহাকে স্বেচ্ছাচারী কহাযায়, আর স্বেচ্ছাচারী হওয়া শাস্ত্রত ও যুক্তিত উভয়াত বিরুদ্ধ হয়,

শাস্ত্রে স্বেচ্ছাচারের নিষেধে ভূরি প্রয়োগ আছে। যুক্তিতেও দেখ, যদি প্রত্যেক ব্যক্তি কোন এক শাস্ত্র ও নিয়মকে অবলম্বন না করিয়া আহার ও ব্যবহার আপন ২ ইচ্ছামত করেন তবে লোকনির্ব্বাহ অতি অল্প কালেই উচ্ছন্ন হয়, কেননা খাদ্যাখাদ্য কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও গম্যাগম্য ইত্যাদির কোন নিয়ম তাঁহার নিকটে নাই, কেবল ইচ্ছাই ক্রিয়ার নির্দ্দোষ হইবার প্রতি কারণ হয়, ইচ্ছাও সর্ব্ব জনের একপ্রকার নহে, সুতরাং পরস্পর বিরোধী নানাপ্রকার ইচ্ছার সম্পন্ন করিতে প্রস্তুত হইলে সর্ব্বদাই কলহের সম্ভাবনা এবং পুনঃ ২ পরস্পর কলহ দ্বারা লোকের বিনাশ শীঘ্র হইতে পারে। বাস্তবিক বিদ্যা ও পরমার্থ চর্চ্চা না করিয়া সর্ব্বদা আহারের উত্তমতা ও অধমতার বিচারে কালক্ষেপ অনুচিত হয়, যেহেতু আহার কোন প্রকারের হউক অর্দ্ধ প্রহরে সেই বস্তুরূপে পরিণামকে পায় যাহাকে অত্যন্ত অশুদ্ধ কহিয়া থাকেন, এবং ঐ অত্যন্ত অশুদ্ধ সামিগ্রী পরিণামে আহারের শস্যাদি স্থানে স্থানে উৎপন্ন হইতেছে, অতএব উদরের পবিত্রতার চেষ্টা অপেক্ষা মনের পবিত্রতার চেষ্টা করা জ্ঞাননিষ্ঠের বিশেষ আবশ্যক হয়।

১১ প্রশ্ন। এ উপাসনাতে দেশ, কাল, ইহার কোন বিশেষ নিয়ম আছে কি না।

উ। উত্তম দেশাদিতে উপাসনা প্রশস্ত বটে, কিন্তু

এমত বিশেষ নিয়ম নাই, অর্থাৎ যে দেশে যে দিকে যে কালে চিত্তের স্থৈর্য্য হয় সেই দেশে সেই কালে সেই দিকে উপাসনা করিতে সমর্থ হয়।"

এই উপাসনার ভাব দৃষ্টে বোধ হয় তখন বৈদিক মতের ধ্যানের ধর্ম্ম ছিল; তাহাও সুস্পষ্ট রূপে নির্দ্দেশ করা হয় নাই। অধিকন্তু কার্য্যতঃ তৎকালে বেদ উপনিষদের শ্লোক পাঠ, বক্তৃতা সংগীত ভিন্ন আর কিছুই ছিল না, সভ্যদিগের জীবনেও ধর্ম্মভাব প্রকাশ পাইত না। কেবল মতামতের তর্ক বিতর্ক কল্পিত বৈরাগ্য ও ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা মাত্র ছিল। যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের উপাসক ছিলেন, তাঁহারা কেহই প্রায় অদ্বিতীয় ঈশ্বরের সেবকের ন্যায় কার্য্য করিতেন না, পূর্ব্বেও যেমন পৌত্তলিক ছিলেন এক্ষণেও তদ্রূপ রহিলেন। এই রূপ দুরবস্থা সন্দর্শন করিয়া প্রধান আচার্য্য মহাশয় তাঁহাদিগকে পৌত্তলিকতা ও লৌকিক আচার হইতে নিবৃত্তি করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের রীতি প্রচলিত করিলেন সে প্রতিজ্ঞা এই :—

১। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা, ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল দাতা, সর্ব্বব্যাপী, মঙ্গল স্বরূপ, নিরবয়ব, একমাত্র, অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের প্রতি প্রীতি দ্বারা এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন দ্বারা তাঁহার উপাসনাতে নিযুক্ত থাকিব।

২। পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া সৃষ্ট কোন বস্তুর আরাধনা করিব না।

৩। রোগ বা কোন বিপদের দ্বারা অক্ষম না হইলে প্রতি দিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ব্বক পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিব।

৪। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে যত্নশীল থাকিব।

৫। পাপ কর্ম্ম হইতে নিরস্ত থাকিতে সচেষ্ট হইব।

৬। যদি মোহ বশতঃ কখন কোন পাপাচরণ করি, তবে তন্নিমিত্তে অকৃত্রিম অনুশোচনা পূর্ব্বক তাহা হইতে বিরত হইব।

৭। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের উন্নতি সাধনার্থে বর্ষে বর্ষে ব্রাহ্ম-সমাজে দান করিব।

কোন ব্রাহ্মসমাজে আচার্য্য বা উপাচার্য্যের নিকটে উক্ত প্রতিজ্ঞা পাঠ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইত। যদি তিনি সমাজে না আসিতে পারেন, তবে কোন ব্রাহ্মের সাক্ষাতে ঐ প্রতিজ্ঞা পত্র স্বাক্ষর করিয়া কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য্যের নিকট পাঠাইলেও তিনি ব্রাহ্ম মধ্যে গণ্য হইতেন। ১৭৬৫ শকে ৭ পৌষে ২০ বিংশতি জন প্রথমে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ আচার্য্যের নিকট প্রতিজ্ঞা-পূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই প্রকার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে অনেক লোক ব্রাহ্ম হইতে লাগিলেন। কএক ব্যক্তি এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা ব্রাহ্ম করিতে

পারিলে নিরূপিত ব্রাহ্মের সংখ্যানুসারে পুরস্কার পাইতেন এবং নূতন ব্রাহ্মদিগকেও এক একটি স্বর্ণ অংঙ্গুরি প্রদত্ত হইত। উদ্দেশ্য শূন্য হইয়া প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষরপূর্ব্বক অনেক লোক ব্রাহ্ম হইতেন। এক জন সাধু ব্রাহ্মের প্রমুখাৎ এই রূপ শ্রবণ করা গিয়াছে যে, তিনি এক দিন কোন আত্মীয়ের সঙ্গে সমাজ দেখিতে আসিয়াছিলেন, প্রত্যাগমন কালে জনৈক ব্রাহ্মের বাটীতে গিয়া তিনি ব্রাহ্ম হন। তিনি বলিয়াছেন যে আমি প্রতিজ্ঞা পত্রে পিতা পিতামহের এবং নিজের নাম স্বাক্ষর করিয়া ব্রাহ্ম হইলাম, কিন্তু তাহাতে সাত্ত্বিক ভাবের লেশ মাত্র ছিল না। ব্রাহ্ম হইয়া তখনি সেই ব্রাহ্মের বাটীতে বসিয়া তাস খেলা করিলাম আর তব্‌লা বাজাইয়া টপ্পা গাইলাম। পরে তিনি বিশ্বাসের সহিত পবিত্র ভাবে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে দীক্ষিত হন। কলিকাতা সমাজে যে সকল লোক দীক্ষিত হইতেন, তাহার মধ্যে ব্রাহ্মণদিগকে সেই সমাজগৃহে উপবীত দগ্ধ করিতে হইত; পরে আবার গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া তাহা গ্রহণ করিতেন। বাবু বৈকুণ্ঠ নাথ সেন অন্যূন এক সহস্র লোককে ব্রাহ্ম করিয়াছেন। তৎকালে ব্রাহ্ম অনেকে হইতে লাগিলেন বটে, কিন্তু দেশের অপবিত্র আচার ব্যবহার পৌত্তলিক ক্রিয়া কাণ্ড কেহ পরিত্যাগ করিলেন না।

তখন সমাজে বেদকে অভ্রান্ত বলিয়া মান্য করা হইত,

বেদের আধিপত্য অনেক দিন হইতে এদেশে প্রবল এবং রামমোহন রায়ও ঐ সকল শাস্ত্র দিয়া এক ঈশ্বরের উপাসনা প্রমাণ করিতেন, বিশেষতঃ কুসংস্কারাপন্ন অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তিরা যাহার বিষয়ে যত অনভিজ্ঞ তাহার প্রতি তত শ্রদ্ধা স্থাপন করে; এই সকল নানা কারণে এত দিন বেদকে ঈশ্বর প্রদত্ত অভ্রান্ত ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া সভ্যগণ বিশ্বাস করিতেন। যে রূপে এই ভয়ানক ভ্রম বিদূরিত হয় তাহার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে।

যে সময়ে দেবেন্দ্র বাবুর মন পরিবর্ত্তিত হইয়া হৃদয়ে ঈশ্বরস্পৃহা অতিশয় বলবতী হয়, একদা সেই কালে উপনিষদের এক খণ্ড ছিন্ন পত্র অকস্মাৎ তাঁহার দৃষ্টি পথে পতিত হওয়াতে তাহাতে পরব্রহ্মের নাম পাঠ করিয়া পত্রের লিখিত সমুদায় ভাব অবগতির জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সংস্কৃত ভাষা জানিতেন না এজন্য তাহার ভাবার্থ বুঝিতে পারিলেন না। পরে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকট তাহার ব্যাখ্যান শ্রবণ করিয়া একেকালে বিমোহিত হইয়া গেলেন। এক পরব্রহ্ম প্রতিপাদক উপদেশ হিন্দুশাস্ত্রে ঈদৃশ সুন্দর রূপে বিবৃত আছে তাহা পূর্ব্বে জানিতেন না, সুতরাং তখনকার নূতন ধর্ম্মভাব উহা দ্বারা অধিকতর উত্তেজিত হইল। ভাবিলেন যাহার একটি ক্ষুদ্র অংশ এত দূর গভীর ভাবে

পরিপূর্ণ, না জানি তাহার সমষ্টিতে কতই না সত্যরত্ন সঞ্চিত আছে। এই রূপে তিনি ঐ উপনিষদের অনুপম মহান্ ভাবে বিমুগ্ধ হইয়া অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের সহিত সংস্কৃত শাস্ত্র পাঠ করিতে এবং তাহার মধ্যে কি আছে তাহার অনুসন্ধান করিতে কৃতসংকল্প হন। তদনন্তর অল্প কালের মধ্যে তদ্বিষয়ে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়া আনন্দের সহিত এই আশা করিতে লাগিলেন যে, যে সকল পরিত্রাণপ্রদ সত্যের কণামাত্রে এত আনন্দ বিধান করিয়াছে তাহার সমুদ্র মধ্যে অচিরে নিমগ্ন হইব। যতই তিনি অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন ততই তাঁহার আনন্দ এবং ততই আত্মার ধর্ম্মভাব পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। দেশস্থ লোকদিগের মধ্যে বিস্তৃতরূপে বেদশাস্ত্রের জ্ঞান প্রচারের অভিপ্রায়ে চারিজন পণ্ডিতকে চারি বেদ শিক্ষার জন্য কাশীতে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু হায়! যে সকল বেদের অনুসন্ধানে তিনি প্রবৃত্ত হয়েন নাই পরিণামে তাহারা যে কিরূপ নিরাশায় তাঁহাকে ফেলিবে, তাহা অল্পই জানিতেন। অবশেষে তাঁহার যত কিছু আশা ও আনন্দ ক্রমে বিরক্তি ও হতাশ্বাসে পরিণত হইল। ১৭৬৫ শকে ঐ চারিজন পণ্ডিত কাশী গমন করেন, তথায় দুই বৎসর থাকিয়া বিশেষ রূপে পুরাতন ধর্ম্মশাস্ত্র সকল অবগত হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সাহায্যে দেবেন্দ্র বাবু বেদের তত্ত্ব অনুসন্ধানে পুনরায়

প্রবৃত্ত হইয়া ভ্রমসকল স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। দেখিলেন যে বেদসকল অদ্বৈতবাদ মতে এবং পুনঃজন্ম, নির্ব্বাণ মুক্তি প্রভৃতি অযৌক্তিকতাতে পরিপূর্ণ। তখন বিবেকের সহিত ভাবযোগের, কর্ত্তব্যের সহিত পুরাতন সংস্কারের, সত্যের সহিত পূর্ব্বপোষিত কাল্পনিক মতের মহা সংগ্রাম উপস্থিত হইল। কিন্তু অবশেষে বিবেকের পরাক্রম সকলের উপর জয় লাভ করিল। তদনন্তর দেবেন্দ্র বাবু বেদকে পরিত্যাগ করিলেন, ব্রাহ্মসমাজও এই সময় হইতে বৈদিক ধর্ম্মের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। সরল নিরপেক্ষ অনুসন্ধান ও সত্যপ্রিয়তা অন্ধকার ও ভ্রমের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিল। পরে দেবেন্দ্র বাবু হিন্দু-শাস্ত্রের ভ্রমাংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহা হইতে সাধারণ সত্য সকল সংগ্রহ করিয়া পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম নামক গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। তাহার সারমর্ম্ম ও ব্রাহ্মদিগের আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ মত ও বিশ্বাস ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজে নিহিত করিয়াছেন। সে সকল এইঃ—

১। ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চিনাসীৎ তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ।
পূর্ব্বে কেবল এক পরব্রহ্ম মাত্র ছিলেন, অন্য আর কিছুই ছিলনা, তিনি এই সমুদায় সৃষ্টি করিলেন।

২। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়ব মেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বনিয়ন্তৃ

সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমৎ ধ্রুবং পূর্ণ প্রতিমমিতি।

তিনি জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ, নিত্য, নিয়ন্তা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাশ্রয়, নিরবয়ব, নির্ব্বিকার, একমাত্র অদ্বিতীয়, সর্ব্বশক্তি মান, স্বতন্ত্র ও পরিপূর্ণ; কাহারও সহিত তাঁহার উপমা হয়না।

৩। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি।

একমাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল হয়।

৪। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

তাঁহাকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা।

দেবেন্দ্র বাবুর মতে এই বীজ কএকটি ব্রাহ্মদিগের ঐক্য স্থল। ইহাতে যিনি বিশ্বাস করিতেন, তিনিই তৎকালে ব্রাহ্ম হইতেন। উক্ত বীজ সম্বলিত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ ১৭৭২ শকে প্রথম প্রস্তুত হয়। রামমোহন রায়ের মতে ও কার্য্য প্রণালীতে যে তিনটি অভাব ছিল তাহা দেবেন্দ্র বাবু এইরূপে পূর্ণ করিলেন। তাঁহার স্থাপিত উপাসনা মন্দিরে কেবল কতকগুলি অনির্দ্দিষ্ট উপাসক ছিলেন, দেবেন্দ্র বাবু সেই উপাসকদিগকে সমাজ অথবা মণ্ডলী

রূপে সংগঠিত করিয়া একটি মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। এই সকল পরিবর্ত্তনের পর ১৭৮১ শকে তত্ত্ববোধিনী সভা ভঙ্গ হয়। ভঙ্গ হইবার সময় ঐ সভা স্বকীয় সমস্ত ভার ও সম্পত্তি ব্রাহ্মসমাজে অর্পণ করেন।

১৭৬৫ শক হইতে সমাজের বাহিরের কার্য্য একরূপ সুশৃঙ্খলাসম্পন্ন হওয়াতে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের অনেক সুবিধা হইল; লোক সংখ্যাও দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; কিন্তু উপাসনার হৃদয় শূন্য শুষ্কভাব তিরোহিত হইল না। হস্তোত্তোলন দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ নির্দ্ধারিত হইত, ইহাতেই জানা যাইতেছে যে তখন ধর্ম্ম কেবল মতামতের বিবাদ এবং নিষ্কণ্টকে যথেচ্ছা পান ভোজনের সুবিধার বিষয় ছিল। অধিকাংশের মনে ইহা একটি আমোদ আহ্লাদের অন্যতর উপায় বলিয়া পরিগণ্য হইত। যখন ব্রাহ্মধর্ম্মের এইরূপ দুরবস্থা, তখন সেই বিষম শুষ্কতার মধ্যে দেবেন্দ্র বাবুর পিপাসার্ত্ত হৃদয় যোগতত্ত্ব অন্বেষণের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনিতো আর স্বার্থ সাধনের কিম্বা লোকের অনুরোধ রক্ষার জন্য সমাজে আসেন নাই, সুতরাং এই প্রেমশূন্য নীরসভাব দর্শন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক যোগ সাধনের জন্য হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া যেমন প্রগাঢ় অনুরাগের সহিত উপাসনা ধ্যান আত্মানুসন্ধানে নিযুক্ত

থাকিতেন, তেমনি অধ্যবসায় সহকারে কুজীন ও ক্যাণ্টের ধর্ম্ম বিষয়ক অতি কঠিন বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ পাঠ করিতেন। এই গ্রন্থ পাঠে আত্মতত্ত্ব ও মনোস্তত্ত্ব বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়া ছিলেন।

১৭৭৮ শকে তথায় গমন করিয়া ৮০ শকে পুনরায় কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। প্রায় দুই বৎসর কাল বন্ধু-বান্ধব আত্মীয় পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একাকী সেই নির্জ্জন পর্ব্বতময় স্থানে অতি সামান্য লোকের ন্যায় অবস্থিতি করিতেন। আশ্চর্য্য তাঁহার বলবতী ঈশ্বরস্পৃহা! ক্রমাগত দুই বৎসর কাল সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া আত্মোৎকর্ষ সাধনপূর্ব্বক যোগাভ্যাসে মন সমাধান করিয়া ছিলেন। যোগ সাধনের সেই অনুকূল স্থানে গভীর ধ্যান যোগে উপাসনা বিষয়ক গূঢ় তত্ত্ব সকল অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হন। তথায় থাকিয়া এইরূপে কিছু দিন অবিশ্রান্ত উপাসনা করাতে আধ্যাত্মিক জগতের অনেক সূক্ষ্মতত্ত্ব তাঁহার আত্মাতে উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হয়। এই সময় তাঁহার হৃদয়ে এক নব জীবনের প্রবাহ উৎসারিত হইয়াছিল। ক্রমে যতই আত্মার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন, ততই নূতন নূতন সত্য শান্তিরসার্দ্র ভাব জীবনে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। তখন এত দূর অনুরাগ প্রবল হইয়াছিল যে, লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া যথায় জন মানবের গতি বিধি হয় না এমন সকল স্থানে

শীলাতলে উপবেশন পূর্ব্বক প্রায় সমস্ত দিবাভাগ, কখন কখন সমস্ত রজনী ঐকান্তিক ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। তিনি হিমালয়ে থাকিবার সময় ইংরাজি ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। এক দিন বাসায় বসিয়া পুস্তক পড়িতেছিলেন, এমন সময়ে কতকগুলি ইয়োরোপীয় সৈন্য আসিয়া তাঁহাকে বিদ্রোহী সন্দেহ করত ধৃত করিবার উপক্রম করে, শেষে পরিচয় দিয়া এবং পাশ দেখাইয়া কোনরূপে নিষ্কৃতি পাইলেন। হিমালয়ের প্রাকৃতিক মনোহর সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য তাঁহাকে অতি অপরূপ আনন্দ বিধান করিত। পার্ব্বত্য প্রদেশের শোভনীয় বৃত্তান্ত তাঁহার মুখে শ্রবণ করিলে হৃদয় পুলকিত হয়। তিনি কখনবা হিমালয়ের উত্তরাঞ্চলে ভ্রমণ করিতে যাইতেন। সেখানে বহু প্রকার আশ্চর্য্য দৃশ্য দর্শন করিয়া আনন্দ মনে একাকী কাল হরণ করিতেন। যদিও দেবেন্দ্র বাবুর শারীরিক জীবনের কার্য্য প্রণালী আহার পরিচ্ছদ ইত্যাদি ঠাকুর পরিবারের রীত্যনুসারে হিন্দু আচার ব্যবহারের সম্পূর্ণ বিপরীত এবং অজ্ঞাতসারে বর্ত্তমান শতাব্দীর ও খৃষ্টীয়ান ভাবের সহিত সে সমুদায় সংশ্লিষ্ট, কিন্তু তাঁহার আধ্যাত্মিক ধর্ম্মজীবন পূর্ব্বতন মহর্ষিদিগেয় ন্যায় বলিতে হইবে। তাঁহার ধর্ম্ম সাধনের প্রণালী ও তৎসংক্রান্ত বাহ্য অনুষ্ঠান, সামাজিক ক্রিয়াকলাপ এ সকলের মধ্যে

প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মের ও প্রাচীন কালের বৈদিক ধর্ম্মের সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। ঋষিরা যেমন জনপদ পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন অরণ্য মধ্যে অধ্যাত্ম যোগাবলম্বনে পবিত্র ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করিতেন, দেবেন্দ্র বাবুও সেই রূপ প্রণালীকে প্রিয় জ্ঞান করিয়া তাহাতে অনুরাগী হইয়া ছিলেন। প্রথম হইতেই তিনি হিন্দুশাস্ত্র মধ্যে পরব্রহ্ম যিষয়ক জ্ঞান লাভ করিয়া তাহাতে বিশেষরূপে পক্ষপাতী হন। তিনি নিজেও এই রূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন যে আমি নূতন কিছুই করিতেছি না, রামমোহন রায় যে পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন তাহারই অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইতেছি। বস্তুতঃ তাঁহার ধর্ম্মভাব মত ও অনুষ্ঠান সকল ঋষিদিগের অনুকরণ; কিন্তু উদার ব্রাহ্মজীবনের সহিত তাহার সকল বিষয়ে ঐক্য দেখা যায় না। তিনি রামমোহন রায়ের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন বটে, কিন্তু রামমোহন রায় যে রূপ উদার রীতিতে প্রেমের সহিত খৃষ্টীয়ান মহাম্মদীয় ও অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সঙ্গে ব্যবহার করিতেন, দেবেন্দ্র বাবু সে ভাবটি অনুকরণ করিতে পারেন নাই; প্রত্যুত তাঁহার খৃষ্ট ও মুসলমান ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রতি বিষম বিদ্বেষ এবং আন্তরিক ঘৃণাই চির দিন প্রকাশ পাইয়াছে। কেবল হিন্দু ধর্ম্মকেই তিনি সর্ব্বস্ব বলিয়া বিশ্বাস করেন। এই হিন্দুভাব তাঁহার প্রকৃতিতে এমনি দৃঢ়

রূপে মুদ্রিত আছে যে, বর্ত্তমান শতাব্দীর সভ্যতার সঙ্গেও তাহা অনেকটা রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হন তাহা বলা যায় না। পুরাতন হিন্দু শাস্ত্রের উন্নত ভাবে তিনি এত দূর বিমুগ্ধ এবং উপনিষদাদি অধ্যয়ন করিয়া ঐ সংস্কার এত দূর বর্দ্ধমূল হইয়াছে যে, তিনি এক স্থানে এই রূপ বলিয়াছেন। "হিন্দু ধর্ম্ম অতি প্রশস্ত ও উদার ধর্ম্ম, ইহা সকল প্রকার উন্নতি আপনার মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে। অতএব হিন্দুদিগের হইতে বিচ্ছিন্ন না হইয়া তাহাদের মধ্যে থাকিয়াই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে হইবে। হিন্দু ধর্ম্মকেই ব্রাহ্মধর্ম্মে পরিণত করিতে হইবে। হিন্দুদিগের হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে এদেশে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রচার বিষয়ে নিঃসংশয় হইতে পারিবে না"। এই বর্দ্ধমূল সংস্কার তাঁহাকে অনেক সময় প্রবঞ্চিত করিয়াছে, এজন্য স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে বিফলযত্ন হইয়া সময়ে সময়ে নিরাশার ভাবও প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া সামাজিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে নিমন্ত্রণ করত অর্থ দান করেন। কিন্তু তাহারা রামমোহন রায়কে যেমন প্রতারিত করিত, ইহাঁকেও তদ্রূপ করিতেছে; তাহারা কদাপি ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের সীমার মধ্যে পদ নিক্ষেপ করে না। যাহাই হউক, হিন্দু ধর্ম্মের ধ্যানের ও যোগ সাধনের প্রণালীতে আকৃষ্ট হইয়া তিনি যে অমূল্য সত্য লাভ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে

কৃতজ্ঞতার সহিত সকলে স্মরণ করিবে। এই ভ্রমমূলক সংস্কারটি নিতান্ত অনিষ্টকর হইলেও দেবেন্দ্র বাবুর আধ্যাত্মিক জ্ঞান অতি গভীর থাকাতে তদ্দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের পরমোপকার সাধিত হইয়াছে ; ইহার জন্য ব্রাহ্মেরা তাঁহার নিকটে চিরকৃতজ্ঞতা ঋণে বদ্ধ আছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

১৭৬১ শক হইতে ৮০ শক পর্য্যন্ত দেবেন্দ্র বাবু প্রভৃতির যত্নে ও অন্যান্য উপায়ে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য প্রণালী এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের মত বিশ্বাস কি রূপ পরিবর্ত্তন হইয়া আসিয়াছে তাহার বিস্তারিত বিবরণ আমরা এক প্রকার বর্ণনা করিলাম ; এক্ষণে দেবেন্দ্র বাবুর জীবনের বিশেষ মহত্ত্ব কি এবং রামমোহন রায় শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া যে একটি অমৃত তুল্য সত্যের পুনরুদ্ধার করিয়া ছিলেন, তাহার উপর তিনি কি বিশেষ সত্য এবং অভিনব ভাব সংযোগ করিলেন তদ্বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

ইহা আমাদিগের পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে যে, যাঁহার দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের প্রচুর উন্নতি সাধিত হইয়াছে, যিনি শরীর মন অর্থ দিয়া এই সমাজকে ঘোর

বিপদের সময় রক্ষা করিয়াছেন এবং ইহার অনেক প্রকার পরিবর্ত্তন স্বচক্ষে যিনি দর্শন করিয়া এক্ষণে শুক্ল কেশযুক্ত প্রাচীন আচার্য্য হইয়া আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছেন, সেই মহর্ষি দেবেন্দ্র বাবুর অতি সুন্দর সৌম্য মূর্ত্তি আমাদিগের চক্ষের সম্মুখে বিদ্যমান। যাঁহার স্বাতন্ত্র্যশক্তি সমুৎপন্ন ব্যাখ্যান, বক্তৃতা, উপাসনা-প্রণালী পাঠ করিয়া ভাবীবংশগণ কত ভক্তি কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিবে, সেই মহাত্মার সমকালবর্ত্তী হইয়া আমরা তাঁহার কার্য্য কলাপ প্রত্যক্ষ করিতেছি। তাঁহার জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা সকল পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, ব্রাহ্ম ও কৃতবিদ্য সভ্যসমাজে সে বিষয় বাহুল্য রূপে অবগতি করিবার কোন প্রয়োজন হইতেছেনা; ব্রাহ্মসমাজের ভাবী ইতিহাস লেখক উক্ত মহাত্মার মহীয়সী গুণগ্রামের বিস্তারিত বৃত্তান্ত লিখিতে বিশেষ অনুরাগী হইবেন। এক্ষণে তিনি আমাদিগের মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছেন এজন্য তাহা সমধিক মূল্যবান্ বলিয়া অনেকের বোধ নাও হইতে পারে। তাঁহার সাধারণ স্বভাব লইয়া সম্প্রতি আমাদের কোন মন্তব্য ব্যক্ত করা আবশ্যক হইতেছে না, তিনি আপনার ধর্ম্ম প্রকৃতির যে সুমহান্ আদর্শ ব্রাহ্মসমাজের উপর মুদ্রিত করিবার জন্য মঙ্গলময় বিধাতা পুরুষের ইচ্ছায় পরম পবিত্র কার্য্যভার ও অমূল্য অধিকার প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন, যে গুণে তিনি রাম-

মোহন রায়ের মৃত্যুর পর নেতার পদ গ্রহণার্থে আহূত হইয়া ছিলেন, তাহারই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া এক্ষণে প্রয়োজন। দেবেন্দ্র বাবুর প্রকৃতির সেই বিশেষ মহত্ত্বর গূঢ় ভাবটি যে কেবল তাঁহার সমস্ত স্বভাব ও জীবনকে প্রকাশ করিতেছে তাহা নহে, কিন্তু ইহা দ্বারা তাঁহার সময়ের ও দেশের উপর তিনি যে ধর্ম্মসংস্কারের ভার প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন, তাহাও আমরা বুঝিতে সক্ষম হইতেছি। এই গূঢ় ভাবটি বুঝিতে না পারিয়া অনেকে তাঁহার মহত্ত্বের মূল্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হন না, তজ্জন্য তাঁহার প্রতি অবিচার হইয়া থাকে। ইহা সকল মনুষ্যেরই বিশেষতঃ অসামান্য এবং বিশেষ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি দিগের সম্বন্ধে একটি সত্য যে, অভ্যন্তরস্থ কোন একটি বিশেষ ভাবের দ্বারা তাঁহারা নীত হন। অন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক তাহা না বুঝিয়া কেবল বহির্জ্জীবনের লক্ষণ দ্বারা তাঁহাদের স্বভাবের যথার্থ মূল্য নিরূপণ করা যায় না। মহৎ লোক দিগের জীবনে যে বিশেষ স্বাভাবিক ভাব অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়, সেই ভাব দেবেন্দ্র বাবুর জীবনে নির্দ্দেশ করিতে অক্ষম হইয়াই অনেকে তাঁহার যথার্থ গুণের প্রাপ্য পুরস্কার এবং কৃতজ্ঞতা প্রদানে অস্বীকার করে; এই কারণে দেবেন্দ্র বাবুর সম্বন্ধে সেই সকল ব্যক্তি ভ্রমাত্মক মত পোষণ করিয়া থাকেন। অধিকন্তু যে দেশহিতৈষী মহাত্মার স্বাভা-

বিক স্বর্গীয় মহত্ত্বের নিকট সমস্ত ভারতবর্ষ বহু পরিমাণে ঋণী রহিয়াছেন, তাঁহার চরিত্রের কোন কোন অংশে-ত্রুটি ও দুর্ব্বলতা দর্শন করিয়া অনেকে তাঁহার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করেন। প্রধান আচার্য্য মহাশয় আপনাকে কোন এক জন স্বাতন্ত্র্যাবলম্বী মহৎ-শক্তি-বিশিষ্ট বিপ্লবকারী সংস্কারকের উন্নত পদবীর উপযুক্ত লোক মনে করিয়া তদ্বিষয়ে গর্ব্ব কিম্বা ভান কখন করেন নাই। কিন্তু তথাপি তাঁহাতে এক অতি বড় মহৎ ভাব আছে। তাঁহার মহত্ত্ব সাধারণতঃ এখন পর্য্যন্ত প্রকৃত রূপে সকলে উপলব্ধি করিতে যোগ্য হয় নাই যাহার জন্য অন্ততঃ ভারতবর্ষ চিরকাল প্রগাঢ় কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহার নাম স্মরণ করিতে থাকিবে। অপূর্ণতা তাঁহাতে আছে, এবং কোন্ মনুষ্যেরই বা তাহা না আছে? কিন্তু তিনি যে ব্রাহ্মসমাজের পুরাবৃত্তের একটি গুরুতর কার্য্য সাধনের ভার প্রাপ্ত হইয়া একান্ত মনে তাহাতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, ইহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না। তাঁহার স্বর্গীয় কার্য্যভার কি তাহা যত দূর আমরা বুঝিতে পারিয়াছি তাহাতে এই মাত্র প্রতীত হয় যে, ঈশ্বরকে জীবন্ত সত্ত্বাবান পুরুষ জানিয়া প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করত আত্মাতে এবং প্রেমেতে তাঁহার উপাসনা প্রচার করা। ইহারই জন্য তিনি জীবনকে উৎসর্গ করিয়া অনেক পরিশ্রম

করিয়াছেন, এবং তাহাতেই তাঁহার জীবন ও পরিশ্রম সকল আমাদিগের নিকট অতি মূল্যবান্ ও সমূহ প্রীতিকর হইয়াছে। তিনি ঈশ্বরের অনুগত পরিচারকের ন্যায় হইয়া স্বকীয় মহত্ত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক উক্ত গুরুভারকে জীবনের সঙ্গে একীভূত করিয়া বহন করিয়াছেন। এ তদ্ব্যতীত তাঁহার চরিত্রের উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট যাহা কিছু আছে, তাহা মানবীয় সাধারণ ভাব; আমাদের এবং অন্যান্যের জীবনেও তাহা সচরাচর প্রত্যক্ষ গোচর হয়। দেবেন্দ্র বাবুর বিশেষ মহত্ত্ব নির্ণয় করিবার জন্য আমারা ব্যক্তিগত, গোপনীয় ও অস্থায়ী বিষয় সকল বিস্মৃত হইয়া তাঁহার জীবনে যে সকল স্থায়ী সার্ব্বভৌমিক এবং ঐতিহাসিক প্রকৃতি আছে তাহারই উপর নির্ভর করিব।

দেবেন্দ্র বাবুর বিশেষ স্বভাবের যথার্থ লক্ষণ উপরে যে রূপ নির্দ্দেশ করা হইল তাহার স্বভাবই এই যে, স্বতঃই কার্য্যাড়ম্বর ও কোলাহল সকল পরিত্যাগ করে। উহা কেবল গুপ্ত জীবনে প্রকাশ পায় এবং নিরাপদ কার্য্যেতে সম্বদ্ধ থাকে; কোন প্রকার প্রকাশ্য সংগ্রাম কি বিপ্লাবক গতিতে তাহা দৃষ্টি গোচর হয় না। কার্য্যের ব্যস্ততাপূর্ণ সংসারের সম্মুখে মধ্যাহ্ন কালের জ্বলন্ত সূর্য্যকিরণের ন্যায় ইহা প্রকাশ পায় না, কিন্তু ইহার সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য স্নিগ্ধ যোৎস্না মণ্ডিত সুধাকরের সদৃশ। যে সকল লোক বিষয় কোলাহল ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি পরিচালনা হইতে নিবৃত্ত

হইয়া শান্ত ভাবে নিভৃত প্রদেশে ইহার আলোক সম্ভোগ করেন, তাঁহাদের নিকট ইহার বিশেষ রমণীয়তা। দেবেন্দ্র বাবু যে রণ-ভূমির সম্মুখ ভাগে দণ্ডায়মান হইয়া ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার কার্য্যে অগ্রসর হইবেন, কিম্বা কঠোর ত্যাগ স্বীকারে সম্মত হইয়া বীর পরাক্রমে ভ্রম কুসংস্কারের প্রাচীন দুর্গকে আক্রমণ করত জয় লাভ করিবেন, অথবা প্রচলিত আচার ব্যবহার রীতি নীতির সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিবেন, এরূপ আশা আমরা করিতে পারি না; কেন না ইহা তাঁহার ধর্ম্ম ভাবের এবং নির্ব্বিরোধী কার্য্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। সংগ্রাম নয় শান্তি, কার্য্য নয় ধ্যান, এই তাঁহার সকল সময়ের উপদেশ। তিনি সমাজ সংস্কারের জীবন্ত কার্য্য তৎপরতার মধ্যে আমাদিগকে আহ্বান না করিয়া যাহাতে আমরা কেবল আধ্যাত্মিক ভাবের পরিচালনা দ্বারা ধ্যান ধারণা এবং ঈশ্বর সহবাসের আস্বাদ উপভোগ করিতে পারি তজ্জন্য তিনি আমাদিগকে অন্তরজগতে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে লইয়া যান। বহির্জ্জগতের দিকে আমাদের নয়ন মুদ্রিত করিয়া অভ্যন্তরস্থ সার সত্যের প্রতি তাহাদিগকে উন্মিলিত করিয়া দেন। বাহিরে তাঁহার কার্য্য ক্ষেত্র নহে, কেবল অতিন্দ্রিয় আত্মার সারবত্তা ও আধ্যাত্মিক প্রেমানন্দের দিকে তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ।

ধর্ম্মের জ্যোতি যে হইতে তাঁহার আত্মাতে প্রতিভাত হইয়াছে, সেই হইতে এক মাত্র প্রতিজ্ঞা ও উচ্চ অভিলাষ

এই যে, হৃদয় কুটীর মধ্যে ঈশ্বরের জীবন্ত সত্ত্বা সন্দর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রেম করিবেন এবং তাঁহার অতি সুসূক্ষ্ম মাধুর্য্য ও কোমলতা সম্ভোগ করিয়া তাঁহাতেই বিচরণ ও জীবন ধারণ করিবেন। অন্তরজগতই যে তাঁহার প্রিয়-তম কার্য্যক্ষেত্র, তাহা তাঁহার জীবনে গভীর রূপে প্রকাশ পাইতেছে। আধ্যাত্মিকতা ও অদ্বৈতভাব-পূর্ণ বৈদিক গ্রন্থ সমূহের প্রগাঢ় আলোচনা দ্বারা তিনি প্রথমে আত্মো-জ্ঞান লাভে অনেক সাহায্য পাইয়া ছিলেন, এবং অবি-শ্রান্ত প্রার্থনা ও ধ্যান ধারণা দ্বারা পরব্রহ্মোতে হৃদয় মন স্থির ভাবে সম্বদ্ধ রাখিতে অভ্যাস করিয়া ছিলেন।

দেবেন্দ্র বাবু কোন ধর্ম্মশাস্ত্রের লিখিত ব্যক্তিত্ব সত্ত্বাবিহীন বৈজ্ঞানিক ঈশ্বরের অনুসরণ করেন নাই, অথবা কোন জটিল কল্পনার রাজ্যে উড্ডীন হইয়া কাল্প-নিক আনন্দেও কখন প্রমত্ত হন নাই। তাঁহার আধ্যা-ত্মিক উন্নতি কোন শূন্য কল্পনা বা অদ্বৈতভাব-পূর্ণ অসার নহে, কিন্তু তাহা যথার্থ ধর্ম্মের দিকেই ছিল। ধ্যান-প্রবণ উপাসনাই কেবল এক মাত্র তাঁহার জীবনের নেতা এবং সেই উপাসনাই তাঁহাকে সেই জীবন্ত পরম পুরুষের দিকে পরিচালিত করিয়া নানা প্রকার ভ্রম অবাস্তবিকতা হইতে রক্ষা করিয়াছে। তিনি যে ঈশ্বরের অত্যুন্নত গম্ভীর সত্ত্বা কেবল অনুভব করিতে পারিতেন তাহা নহে, কিন্তু হৃদয়ে তাঁহাকে অনন্তপ্রেম

পূর্ণ দয়াময় জানিয়া হৃদয়ঙ্গম করত সেই সৌন্দর্য্যের আকর পরমেশ্বরের প্রেমের সহবাস সম্ভোগ করিতেন এবং তাঁহাকে আপনার পিতা মাতা সুহৃদ্ রক্ষক জানিয়া প্রেমের সহিত উপাসনা করিতে শিক্ষা করিয়া ছিলেন। এই রূপে ঈশ্বর তাঁহার নিকট জীবন ও প্রেম, সংসারের যন্ত্রণা প্রলোভন ও পরীক্ষার মধ্যে শান্তি ও আশ্রয়-স্থানরূপে আভির্ভূত হইতেন। এই রূপে তাঁহার নিজের এবং দেশস্থ লোকদিগের কল্যাণের জন্য তিনি স্বীয় জীবনে বিশ্বাস ও প্রেমেতে ঈশ্বরোপাসনার আধ্যাত্মিক ভাব উপলব্ধি করিয়া ছিলেন। যে সকল ব্যক্তি ব্রাহ্ম-ধর্ম্মকে হৃদয়হীন কঠোর শুষ্ক আকারে প্রচার করেন, যেন ইহাতে অবলম্বন করিবার কিছু নাই এবং ইহা হৃদয়ে সুখ শান্তি বিধান করিতে পারে না; তাঁহাদিগকে দেবেন্দ্র বাবুর সরস জীবন লজ্জিত করিবে সন্দেহ নাই। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের দ্বারা আত্মা সরস ও বিশ্বাস আনন্দে পূর্ণ হইতে পারে কি না তাহা উজ্জ্বল এবং সুন্দর রূপে উক্ত জীবনে প্রকাশিত হইয়া শুষ্ক হৃদয় প্রেম হীন ব্রাহ্মদিগের কল্পিত সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিতেছে। যদ্যপি আধ্যাত্মিক সত্য ধর্ম্ম বাহিরের কোন প্রকার সহায়তা গ্রহণ না করিয়া অভ্রান্ত ধর্ম্মপুস্তক, আশ্চর্য্য ক্রিয়া, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দেবতা, স্পর্শনীয় অনুষ্ঠান এ সমুদায় ভ্রমাত্মক অবলম্বন ও নিদর্শনকে এক কালে পরিত্যাগ করে তাহাতে কি? ইহা কি সত্য নহে

যে, "বিশ্বাস অদৃশ্য বিষয়ের প্রমাণ এবং প্রত্যাশিত বিষয়ের সারাংশ" ইহা আপনাকে আপনি অবলম্বন করিয়া কি সুদৃঢ় অটলতার সহিত দণ্ডায়মান থাকিতে অক্ষম হইবে? সেই সরল স্নিগ্ধ এবং মধুর অথচ জীবন্ত পরাক্রমশালী বিশ্বাস দেবেন্দ্র বাবুর হৃদয়ের গভীর স্থানে মূল সম্বদ্ধ করিয়া ন্যূনাধিক ত্রিংশ বৎসর কাল হইতে জীবনের পরীক্ষা ও ঘোর পরিবর্ত্তনের মধ্যে তাঁহাকে পোষণ করত শান্তি আনন্দ বিধান করিতেছে। সেই বিশ্বাসেরই সাহায্যে তিনি ইন্দ্রিয় সুখের প্রলোভন রাশি অতিক্রম করিয়া নিজ জীবনে সত্যের জয় স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার শরীর যেমন সুন্দর প্রশান্ত ভক্তি উত্তেজক এবং মহিমান্বিত, তেমনি আত্মাও অতি উন্নত ও গভীর।

কথা বার্ত্তা, ভাব ভঙ্গি, রীতি নীতি, সাংসারিক কার্য্য কি লৌকিক ব্যবহার এবং চিন্তা ও কার্য্য এ সমুদায়েতে তাঁহার দৈনন্দিন জীবনকে এই রূপে সংগঠন করিয়াছে যে, এ সমস্ত আচরণের মধ্যে তাঁহার বিশ্বাসের আধ্যাত্মিকতা একই ভাবে প্রকাশ পায়। তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ ও ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে এই ভাবের সুন্দর সমন্বয় দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহার চিন্তা বাক্য ও কার্য্য সকল এই ভাবেতেই পরিপূর্ণ। সত্য সত্যই তিনি অন্তর জগতে অবস্থান করিয়া সেখানে অতিশয় প্রীতি প্রাপ্ত হন। অবশ্য

সাধারণ লোকের ন্যায় তাঁহাকেও সাংসারিক ব্যাপারে লিপ্ত হইতে হয়, এমন কি কত সময় জমীদারির মস্তিস্ক বিলোড়নকারী কার্য্যেতেও নিযুক্ত থাকিতে হয়, কিন্তু কিছু-তেই তাঁহার ধ্যানের ব্যাঘাত করিতে পারে না। বিষয় কার্য্যের সঙ্গে তাঁহার ধর্ম্মের কোন বিবাদও কখন দেখিতে পাওয়া যায় না। বিষয় কার্য্য যাহা তাহা বিষয় কার্য্যের মতই প্রচলিত রীত্যনুসারে সম্পন্ন হয়, ধর্ম্ম সাধন ধ্যান ধারণা এসকল একটি স্বতন্ত্র রাজ্যে বাস করে; সেখানে সন্দিগ্ধ বিবেকের কোন উৎপীড়ন নাই। একাধারে হিন্দু ও ব্রাহ্ম সংসারী ও যোগী এ উভয়ই আমরা তাঁহাতে দেখিতে পাই। কিন্তু অন্তরেই তিনি নিয়ত তৃপ্তি আনন্দ শান্তি এবং বল বীর্য্য অন্বেষণ করিয়া থাকেন। যতই আমরা তাঁহার জীবনের গুপ্ত স্থানে প্রবেশ করি, ততই দেখি কি গভীর উচ্ছ্বসিত তাঁহার আত্মার ভাব! কি পূর্ণ রূপেই তিনি ইহার আনন্দ ও আশার জ্যোতি সম্ভোগ করেন! ধ্যান তাঁহার জীবনের প্রধানতম প্রিয় বস্তু, ইহার অভাবে তিনি নানা প্রকার পার্থিব সুখে পরি-বেষ্টিত থাকিয়াও জীবন হীন হইয়া পড়েন। সংসা-রের কোলাহলে উত্তেজিত ও সন্দেহেতে বিরক্ত হইয়া, লোকের গ্লানিতে ব্যথিত ও নিরাশায় ভগ্নচিত্ত হইয়া তিনি আত্মার মধ্যে প্রবেশ করত শান্তি অন্বেষণ করেন। বিশেষ কোন গোলযোগ উপস্থিত হইলে সংসার পরি-

ত্যাগ করিয়া নির্জ্জন পর্ব্বতে চলিয়া যান। এই জন্য আমরা তাঁহাকে সচরাচর ধ্যানযুক্ত দেখি। যখন পৃথিবীর ব্যবহারে বিরক্ত চিত্ত ও ম্রিয়মান হয়েন, তখন এই ভাবের কিছু বিশেষ প্রাধান্য লক্ষিত হয়। কোলা-হল শূন্য নিভৃত প্রদেশে বসিয়া এবং অতি গাঢ়তর রূপে যুক্ত মনা হইয়া পরমার্থ চিন্তাতে সাধারণতঃ তিনি ৬।৭ ঘণ্টা কাল অতিবাহিত করিতে পারেন। কার্য্যের ব্যস্ততা-পূর্ণ সংসর্গ অপেক্ষা নির্জ্জনতা এবং জনসমাজের সুখাপেক্ষা নিরবিল স্থানের আনন্দ তাঁহার অধিকতর প্রিয়। এই নিমিত্তে দেবেন্দ্র বাবু জনতাপূর্ণ নগর পরি-ত্যাগ করিয়া অনেক সময় নির্জ্জন স্থানের নিস্তব্ধতা সম্ভোগার্থে ক্ষুদ্র পল্লি কিম্বা পর্ব্বতাঞ্চলে অবস্থিতি করত বিক্ষিপ্ত চিত্তকে সুস্থির করেন। এসম্বন্ধে তাঁহাতে এত দূর অনুপম উন্নতভাব আছে যে, মুক্ত কণ্ঠে বলা যাইতে পারে তাদৃশ আধ্যাত্মিক উন্নতি ও মনের একাগ্রতা অন্যত্র দর্শন সুলভ নহে। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও তাঁহাতে অসাধারণ আত্মোন্নতির দৃষ্টান্ত প্রকাশ আছে। ইংরাজি ১৮৫৭ সালের সেই ভয়ানক সিপাহি বিদ্রোহের সময়ে তিনি মনের অশান্তি প্রযুক্ত কলিকাতা পরিত্যাগ করত অতি কষ্টসহ সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া হিমালয় পর্ব্বতে যাত্রা করিয়া ছিলেন। সেখানে দুই বৎসর কাল একাদিক্রমে নিবিষ্ট চিত্ত হইয়া আত্মতত্ত্ব অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন।

বাস্তবিকই এই ঘটনা তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতির এক আশ্চর্য্য প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছে। ইহাতে নিশ্চয় সিদ্ধান্ত হইতে পারে যে, আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম জীবনের আনন্দ শান্তির একটি মহৎ দৃষ্টান্ত তাঁহার জীবন; সেই বিশেষ গুণে তাঁহাকে অসাধারণ মহৎ লোক বলিয়া আমরা চিনিতে পারিতেছি।

ঈদৃশ ধর্ম্মাত্মার হস্তে মঙ্গলময় বিধাতা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যভার অর্পণ করিয়া ছিলেন। তাঁহার সহিত ব্রাহ্মসমাজের সংযোগ হইলে দেশস্থ লোকদিগের মনকে হিন্দু ধর্ম্মের বাহ্যিক আড়ম্বর হইতে ফিরাইয়া জীবন্ত অতিন্দ্রিয় ঈশ্বরের উপাসনার দিকে সম্বদ্ধ করার এবং প্রেমপূর্ণ আত্মাতে তাঁহার উপাসনা শিক্ষা দিবার একটি পরম উৎকৃষ্ট উপায় হইয়াছিল। রাজা রামমোহন রায় এক ঈশ্বরের উপাসনা প্রচারের জন্য কুসংস্কারসেবী ভ্রমান্ধ পণ্ডিত দিগকে নিরস্ত করণার্থে বেদের সহায়তা লইতেন এবং উহা অভ্রান্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের ন্যায় নিয়মিত রূপে সমাজে পঠিত হইত; কিন্তু দেবেন্দ্র বাবু উপাসক মণ্ডলীকে ঈশ্বরের গভীরতা, জ্বলন্ত বিশ্বাস ও গাঢ় আধ্যাত্মিকতার দিকে পরিচালিত করিয়া তাহা হইতে একটি উচ্চতর কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। প্রত্যেক উপাসকের সঙ্গে ঈশ্বরের অব্যবহিত সাক্ষাৎ যোগ স্থাপন সম্বন্ধে জীবন্ত বক্তৃতা এবং সুপ্রণালী-বদ্ধ সামাজিক উপাসনা প্রথমে তিনিই প্রবর্ত্তিত

করিয়াছেন। তাঁহার সময় হইতে উৎকৃষ্ট হৃদয়-আর্দ্রকারী সংগীত, পাঠ, ব্যাখ্যান, বক্তৃতা ও প্রার্থনা দ্বারা ব্রাহ্ম সমাজের সামাজিক উপাসনা উন্নত ও সরস হইয়া আসিয়াছে। আধ্যাত্মিক জগতের গাম্ভীর্য্য, ঈশ্বর সহবাসের মহোল্লাস, নির্ভরের শান্তি, সাধারণের পিতা মাতা, পাপীর পরিত্রাতা পরমেশ্বরের মহিমা ও সৌন্দর্য্য, অনন্ত জীবনের সুখজনক আশা এবং যেখানে ক্রন্দন নাই—দুঃখ নাই কেবলই আনন্দেতে পূর্ণ, সেই স্বর্গলোকে পরম পিতার সহিত চির সহবাস; এই সকল মধুর ভাব মূর্ত্তীমান হইয়া তাঁহার ব্যাখ্যানে চিত্রিত রহিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজে ঐ ব্যাখ্যান প্রথমে বক্তৃতার আকারে প্রচারিত হইয়াছিল। উহা অতিশয় গভীর চিন্তা ও অভিনব প্রগাঢ় ভাবরাশিতে পরিপূর্ণ। এ প্রকার ভাষার লালিত্য ও রচনা প্রণালীর মধুর গাম্ভীর্য্য আর কোথাও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। উক্ত ব্যাখ্যান যে তাঁহার স্বকীয় ক্ষমতার একটি আশ্চর্য্য ফল তাহা বলা বাহুল্য। বংশ পরম্পরায় ইহা অবিনশ্বর সম্পত্তির ন্যায় সঞ্চিত থাকিয়া রচয়িতার জীবনের উন্নতভাব প্রচার করিতে থাকিবে। দয়াময় ঈশ্বরের প্রিয় ভৃত্য এই মহাত্মাকে তাঁহার সমকালবর্ত্তীরা যথাযোগ্য ভক্তি কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতে শিক্ষা করুন এবং জগৎপিতার শুভাশীর্ব্বাদ ও বঙ্গবাসিদিগের কৃতজ্ঞতা তাঁহার পরিশ্রমের প্রচুর পুরস্কার

স্বরূপ হউক। উপরে যে রূপ আলোচিত হইল তাহাতে আমরা বুঝিতে পারিলাম কি রূপ প্রণালীতে রামমোহন রায়ের রোপিত সেই সত্যের বীজ দেবেন্দ্র বাবুর দ্বারা অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছে। রামমোহন রায় কেবল এক অদ্বিতীয় নিরবয়ব ব্রহ্মের উপাসনা করা যুক্তি ও শাস্ত্র সংগত এই মাত্র প্রচার করিয়া ছিলেন; কিন্তু তদ্বিষয়ে কোন পরিষ্কার পথ দেখাইয়া যান নাই। সেই মহৎ সত্যের উপর দেবেন্দ্র বাবু ঈশ্বরকে জীবন্ত পুরুষ জানিয়া প্রেমপূর্ণ আত্মাতে উপাসনা করিতে হয় এই সত্যটি সংযুক্ত করিয়া দিলেন। তেত্রিশ কোটি দেবতার স্থানে এক ঈশ্বরের উপাসনা প্রচার করা যেমন রাম মোহন রায়ের বিশেষ কার্য্যভার ছিল, তেমনি সেই উপাসনার আধ্যাত্মিক সাধন প্রচার করা দেবেন্দ্র বাবুর জীবনের বিশেষ কার্য্য।

প্রায় দুই বৎসরকাল হিমালয়ে অবস্থান করিয়া প্রধান আচার্য্য মহাশয় স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। তিনি যেন কোন দেব লোক হইতে স্বর্গীয় অমৃত উপার্জ্জন করিয়া মৃত ব্রাহ্মধর্ম্মকে সজীব করণার্থে পৃথিবীতলে অবতীর্ণ হইলেন। স্বদেশ প্রত্যাগমন সম্বন্ধে একটি আশ্চর্য্য ভাব তাঁহার মনেতে উদিত হয়। একদা হিমালয়ের উত্তর প্রদেশে সতদ্রু নদীর উৎপত্তি স্থান দর্শন করিতে গিয়াছিলেন, সেই স্থান অতিশয় রমণীয় ছিল। ইতি পূর্ব্বে তাঁহার

মন পর্ব্বত বাসে এত দূর অনুরাগী হইয়াছিল যে, সেই স্থান পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইত না। সতদ্রু নদীর উৎপত্তি স্থান দেখিয়া মনে হইল এই নদী প্রবাহিত হইয়া দেশ দেশান্তরে প্রবেশ করত পৃথিবীর অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছে, আমি মনুষ্য হইয়া বদ্ধভাবে এখানে কেমন করিয়া একাকী থাকিতে পারি। আবার তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে হইল যে, এই নির্ম্মল সলিল যতই নিম্ন-গামী হইয়াছে, পৃথিবীর মলিনতায় ততই কলুষিত হইয়াছে, আমার মনের ভাবও তবেত সেইরূপ হইতে পারে। এই রূপ ইতস্ততঃ পর্য্যালোচনা করিয়া অবশেষে স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে সংকল্প করিলেন। ১৭৮১ শকে হিমালয় পরিত্যাগ করত কলিকাতায় আসিয়া বহু যত্নে উপার্জ্জিত সেই আধ্যাত্মিক গূঢ় সত্য সকল জীবন্ত উৎসাহ সহকারে প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন। এত দিন উপাসনা কেবল নাম মাত্র ছিল, তাঁহার প্রত্যাগমনে তাহার নবজীবন হইল। তিনি হিমালয়ে তপস্যা করিয়া যে পরম পবিত্র স্বর্গীয় বস্তু আনয়ন করিলেন, তৎকালে তাহা আদর-পূর্ব্বক হৃদয়ে গ্রহণ করেন এরূপ লোক ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অতি অল্পই ছিলেন। কিন্তু যাহারা ইহার প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইয়া আদর করিবে তাহাদিগের আগমন কাল নিকটবর্ত্তী হইল। ঠিক উপযুক্ত সময়েই সেই মহারত্ন

আধ্যাত্মিক উপাসনা বঙ্গ ভূমিতে আসিয়াছিল। এই কালে কতিপয় কৃতবিদ্য যুবা সমাজে প্রবেশ করিয়া দেবেন্দ্র বাবুর আশাও আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন।

এদিকে দেবেন্দ্র বাবু নূতন আধ্যাত্মিক বল ও জ্বলন্ত অনুরাগে পরিপূর্ণ হইয়া ব্রাহ্মসমাজের পুনঃসংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন, অন্য দিকে মঙ্গল-ময় বিধাতার হস্ত ইতি পূর্ব্বেই আর একটি সত্য-ব্রত পরায়ণ বীরপ্রকৃতি তরুণ যুবাকে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন করণার্থে প্রস্তুত করিতে ছিল। সেই যুবা কে পরে তাহা বিশেষরূপে বর্ণিত হইবে। এক্ষণে যুবা বৃদ্ধের সংযোগে সমাজের কার্য্য কি রূপ চলিতে লাগিল তাহাই বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

একাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজ প্রকৃত জীবন অভাবে মৃত বৎ অবস্থিতি করিত, ১৭৮১ শক হইতে উক্ত দুই জনের শুভ সংযোগে ইহা একটি নবীন মূর্ত্তী পরিগ্রহ করিল। এই সময় নূতন ও পুরাতন শক্তির একটি আশ্চয্য সম্মিলন নিবন্ধন দিন দিন সুশিক্ষিত যুবকগণ ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। এক দিকে দেবেন্দ্র বাবুর বহু দর্শন, প্রগাঢ় ধ্যান পরায়ণতা, সংস্কৃত ধর্ম্মশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা, ধীরতা গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি মহদ্‌গুণ; অপর দিকে কেশব বাবুর সাহস পরাক্রম নির্ভীকতা, সুমার্জ্জিত বুদ্ধি বিচক্ষণতা, ইয়োরোপীয় বিজ্ঞান শাস্ত্রে অধিকার, উজ্জ্বল কর্ত্তব্য জ্ঞান, কার্য্য তৎপরতা ও বাগ্মীতা; এই উভয় ভাব

সম্মিলিত হইয়া একটি প্রভূত শক্তি উৎপন্ন করিল। তৎকাল কার অবস্থা স্মরণ করিয়া অনেকে এখনও আক্ষেপ করিয়া থাকেন; তখন দেবেন্দ্র বাবুর চক্ষুর্দ্বয় হইতে উৎসাহের জ্বলন্ত জ্যোতি নিরন্তর বিনির্গত হইত। কেশব বাবুর বিজ্ঞান যুক্তি ও ন্যায়ানুমোদিত ইংরাজি বক্তৃতা, দেবেন্দ্র বাবুর বাঙ্গালা ব্যাখান ও উপদেশ, সত্যেন্দ্র বাবুর রচিত সুমধুর ব্রহ্ম-সংগীত এই সমুদায় একত্রিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের রাজ্য চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিতে লাগিল। দেবেন্দ্র বাবু উপাসনার নূতন ভাব নবানুরাগী যুবা ব্রাহ্মদিগকে বিশেষরূপে শিক্ষা দিতে লাগিলেন, তাঁহার নিকটে প্রথমতঃ অনেক ব্রাহ্ম উপাসনা শিক্ষা করিয়াছেন। দেবেন্দ্র বাবু নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া যে উপাসনা প্রণালী প্রস্তুত করেন, সেই উপাসনা পদ্ধতি এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল।

ব্রহ্মোপাসনা।

প্রণাম।

ওঁ যোদেবোগ্নৌ যোপ্সু যোবিশ্বং ভুবনমাবিবেশ। যওশধিষু যোবনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ॥

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি বিশ্বসংসারে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন; যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে; সেই দেবতাকে বারবার নমস্কার করি।

সমাধান।

ওঁ সত্যং জ্ঞান মনন্তং ব্রহ্ম।
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।
শান্তং শিবমদ্বৈতং।

যিনি আমারদের স্রষ্টা, পাতা ও সর্ব্বসুখদাতা—যিনি আমারদের জীবনের জীবন ও সকল কল্যাণের আকর—আমরা যাঁহার প্রসাদে শরীর, মন, যাঁহার প্রসাদে বুদ্ধি, বল; যাঁহার প্রসাদে জ্ঞান ও ধর্ম্ম লাভ করিয়াছি,—যিনি আমারদের শরীর ও মন ও আত্মাকে নানা প্রকার বিঘ্ন হইতে সর্ব্বদাই রক্ষা করিতেছেন; তিনি সত্য-স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ, পরব্রহ্ম; তিনি আনন্দরূপে, অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, তিনি শান্ত, মঙ্গল, অদ্বিতীয়। অনন্যমনা হইয়া প্রীতি-পূর্ব্বক স্বীয় আত্মাকে সেই অদ্বিতীয় মঙ্গল-স্বরূপে সমাধান করি।

ওঁ সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপ বিদ্ধং। কবির্ম্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোর্থান্ ব্যদ-ধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥ এতস্মাজ্জায়তে প্রাণোমনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খংবায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥ ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ। ভয়া-দিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্দ্ধাবতি পঞ্চমঃ।

তিনি সর্ব্বব্যাপী, নির্ম্মল, নিরবয়ব, শিরা ও ব্রণ

রহিত, শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ; তিনি সর্ব্বদর্শী মনের নিয়ন্তা; তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ এবং স্বপ্রকাশ; তিনি সর্ব্বকালে প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত অর্থ-সকল বিধান করিতেছেন। ইহাঁ হইতে প্রাণ, মন ও সমুদায় ইন্দ্রিয় এবং আকাশ বায়ু, জ্যোতি জল, ও সকলের আধার এই পৃথিবী উৎপন্ন হয়। ইহাঁর ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, ইহাঁর ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, ইহাঁর ভয়ে মেঘ বারি বর্ষণ করিতেছে, বায়ু সঞ্চালিত হইতেছে এবং মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে।

স্তোত্র।

ওঁ নমস্তে সতে তে জগৎকারণায়
নমস্তে চিতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়
নমোব্রহ্মণে ব্যাপিনে শাশ্বতায়॥
ত্বমেকং শরণ্যন্ত্বমেকম্বরেণ্যং
ত্বমেকঞ্জগৎ পালকং স্বপ্রকাশং।
ত্বমেকঞ্জগৎকর্ত্তৃ পাতৃপ্রহর্ত্তৃ
ত্বমেক ম্পরন্নিশ্চলন্নির্ব্বিকল্পং॥
ভয়ানাম্ভয়ম্ভীষণ ম্ভীষণানাং
গতিঃ প্রাণিনাম্পাবন পাবনানাং।
মহোচ্চৈঃ পদানান্নিয়ন্তৃ ত্বমেকং

পরেষাং পরং রক্ষণং রক্ষণানাং ॥
বয়ন্ত্বাং স্মরামোবযান্ত্বান্তজামো-
বয়ন্ত্বাঞ্জগৎসাক্ষিরূপন্নমামঃ।
সদেকন্নিধানন্নিরালম্বমীশং
ভবাংম্ভোধিপোতং শরণং ব্রজামঃ।

তুমি সৎস্বরূপ ও জগতের কারণ এবং জ্ঞান স্বরূপ ও সকলের আশ্রয়, তোমাকে নমস্কার; তুমি মুক্তিদাতা, অদ্বিতীয় নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার। তুমিই সকলের আশ্রয় স্থান, তুমিই কেবল বরণীয়, তুমিই এক এই জগতের পালক ও স্বপ্রকাশ; তুমিই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা; তুমিই সকলের শ্রেষ্ঠ, নিশ্চল ও দ্বিধাশূন্য। তুমি সকল ভয়ের ভয় ও ভয়ানকের ভয়ানক; তুমি প্রাণি-গণের গতি ও পাবনের পাবন; তুমি মহোচ্চ পদ সকলের নিয়ন্তা, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং রক্ষক দিগের রক্ষক। আমরা তোমাকে স্মরণ করি, আমরা তোমাকে ভজনা করি, তুমি জগতের সাক্ষী, আমরা তোমাকে নমস্কার করি। সত্য-স্বরূপ আশ্রয়-স্বরূপ, অবলম্বরহিত, সংসার সাগরের তরণী, অদ্বিতীয় ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই।

প্রার্থনা।

হে পরমাত্মন্! মোহকৃত পাপ হইতে মুক্ত করিয়া

এবং দুর্ম্মতি হইতে বিরত রাখিয়া, তোমার নিয়মিত ধর্ম্ম পালনে আমারদিগকে যত্নশীল কর, এবং শ্রদ্ধা ও প্রীতি পূর্ব্বক অহরহ তোমার অপার মহিমা এবং পরম মঙ্গল স্বরূপ চিন্তনে উৎসাহযুক্ত কর; যাহাতে ক্রমে তোমার সহিত নিত্য সহবাস জনিত ভূমানন্দ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

অসতোমা সদ্গময় তমসোমা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্ম্মা-ঽমৃতং গময় আবিরাবীর্ম্মএধি। রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।

অসৎ হইতে আমাকে সৎস্বরূপে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিঃস্বরূপে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃত স্বরূপে লইয়া যাও। হে স্বপ্রকাশ! আমার নিকট প্রকাশিত হও। রুদ্র! তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তাহার দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ধ্যান।

সেই পূর্ণ-মঙ্গল জগৎ-প্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করি, যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন।

এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পৎ। এষোস্য পরমোলোকএষোস্য পরম আনন্দঃ। এতস্যৈবানন্দস্যা-ন্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।

ইনি এই জীবের পরম গতি,'ইনি এই জীবের পরম সম্পদ্, ইনি ইহার পরম লোক, ইনি ইহার পরম আনন্দ। এই পরমানন্দের কণামাত্র আনন্দকে অন্য অন্য জীবসকল উপভোগ করে। ওঁশান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ

ওঁ যএকোবর্ণোবহুধাশক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্নিহিতার্থোদধাতি। বিচৈতি চান্তে বিশ্বামাদৌ সদেবঃ সনোবুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্ত।

যিনি এক এবং বর্ণহীন; এবং যিনি প্রজাদিগের প্রয়োজন জানিয়া বহু প্রকার শক্তি-যোগে বিবিধ কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন, সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড আদ্যন্তমধ্যে যাঁহাতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তিনি দীপ্যমান পরমেশ্বর; তিনি আমারদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

কেশব বাবুরসহিত যোগ হওয়ার পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজে কেবল পুরাতন শিক্ষিত দলেরই অধিক লোক সভ্য ছিলেন; তন্মধ্যে অনেকে দেবেন্দ্র বাবুর নিকট নানা প্রকার বাধ্য বাধকতা বশতঃ আকৃষ্ট হইয়া আসিতেন; এক্ষণে কেশব বাবু নব্য সুশিক্ষিত একটি দল হইয়া তথায় প্রবেশ করিলেন। যদিও কাল সহকারে ঐ যুবা দিগের মধ্যে অনেকে সংসারী বিলাস-প্রিয় হইয়া ধর্ম্মের প্রতি

উদাসীন হইয়াছেন, কিন্তু সে সময়ে ইহাঁদের স্বাধীনভাব ও উৎসাহ উদ্যমে বঙ্গমাতার আশা ভরসা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছিল। এই সমুদায় স্বাধীন প্রকৃতি এক একটি যুবার মুখ মণ্ডলে নিরন্তর উৎসাহের জ্যোতি প্রতি ফলিত হইত। তাঁহারা অন্তস্ফূর্ত্তি নবজাত ধর্ম্মোৎসাহে উত্তেজিত হইয়া রাশি রাশি বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করত সাহসের সহিত পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া ছিলেন। যৌবনকাল সুলভ উৎসাহে প্রমত্ত হইয়া প্রথমে অনেকানেক কৃতবিদ্য যুবা ব্রাহ্ম হইয়া ছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহাদের মধ্যে অনেককে এখন দেখিতেও পাওয়া যায় না। যাহা হউক, ইহাঁদের নবউদ্যমপূর্ণ মুখশ্রী দর্শন করিয়া তৎকালে অনেক আশা ভরসা হইত। ঐ সকল তেজস্বী যুবক দল সময়ে যে ব্রাহ্মসমাজের পুরাতন বাস-গৃহকে সমূলে উৎপাটন করিয়া হিন্দু-ব্রাহ্মসমাজকে জগৎব্যাপী করিয়া তুলিবে এবং পুরাতন সমাজের নির্জ্জীব ভাব বিনাশ করিয়া একটি ভয়ঙ্কর বিপ্লব আনয়ন করত নির্ব্বিরোধী প্রাচীন হিন্দু-ব্রাহ্মদিগকে কম্পিত করিবে, তাহার লক্ষণ প্রথমেই দৃষ্ট হইয়াছিল। তথাপি দেবেন্দ্র বাবু ইহাঁদিগকে প্রাপ্ত হইয়া মহা আনন্দিত ও উৎসাহিত হইয়া ছিলেন; শিষ্যের ন্যায় তাঁহাদিগকে স্নেহ করিতেন। সে সময়কার একতা ভ্রাতৃভাব পরস্পরের প্রতি প্রেম অতীব আনন্দজনক

ছিল, সকলের মুখেই উল্লাসের চিহ্ন লক্ষিত হইত; সে সুখের দিন আর প্রত্যাগমন করিবে না। •

এই সময়ে সিন্দুরিয়া পটিস্থ মৃত গোপাল মল্লিকের ভবনে ব্রহ্ম বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সেখানে কেশব বাবু ইংরাজি ভাষায় নিয়মিত রূপে ব্রাহ্মধর্ম্মের পত্তন ভূমি হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত সমুদায় মত ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দ্বারা শিক্ষার্থী দিগের সুকোমল অন্তঃকরণে মুদ্রিত করিতেন। এদিকে দেবেন্দ্র বাবু হিন্দু শাস্ত্রের লিখিত পরব্রহ্ম প্রতিপাদক গভীর জ্ঞান, উপাসনা প্রভৃতি আধ্যাত্মিক ভাব বিশুদ্ধ সুললিত বঙ্গ ভাষায় ব্রহ্ম-জ্ঞান পিপাসু ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেন। প্রাচীন ঋষিগণ অতি কষ্টে অরণ্য মধ্যে বসিয়া যে সকল সত্য আবিষ্কার করিয়া ছিলেন, ব্রাহ্মসমাজ সেই সকল সত্যকে ভ্রম মলিনতা হইতে মুক্ত করিয়া জীবনের উপজীবিকা করিয়া লইলেন। পূর্ব্বপুরুষ দিগের সঞ্চিত বহু মুল্য সম্পত্তি এক্ষণে কৃত বিদ্য যুবকেরা পরম সমাদরে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ব্রহ্ম বিদ্যালয়ে প্রণালী পুর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইত। পাঠার্থীদিগের মধ্যে অনেকে বিশ্ব বিদ্যালয়ের উচ্চতর উপাধিধারী ছিলেন, তাঁহারা নিয়মিত রূপে ধর্ম্ম-বিজ্ঞানের পাঠ শিক্ষা করিয়া রীতিপূর্ব্বক পরীক্ষা দিতেন। উক্ত বিদ্যালয়ের জ্ঞান সভ্যতায় উন্নত অনেকগুলি ছাত্র নিজেদের সচ্চরিত্র স্বভাবে বঙ্গ ভূমির মলিন মুখ উজ্জ্বল

করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে যে কএকটি এক্ষণে অবশিষ্ট আছেন, তাঁহাদের বিশ্বাস কার্য্যের সামঞ্জস্য, সাহস. চরিত্রের পবিত্রতা অনেকের অনুকরণীয়; ইহাঁদেরই সাহায্যে ও স্বাধীনতার প্রভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণ ভাব হইতে মুক্ত হইয়াছিল। শিক্ষিত সমাজের গৌরবস্বরূপ উক্ত নব্য ব্রাহ্মদল সত্য পালনের জন্য অনেক নির্যাতন সহ্য করিয়াছেন। যদিও আশানুরূপ উৎসাহ ও ত্যাগ স্বীকারের সহিত কর্ত্তব্য সাধনে তাঁহাদের অনেক ত্রুটি দৃষ্ট হয়, তথাপি তাঁহাদিগের সাধুতা ধন্যবাদার্হ। যে সকল প্রাচীন সভ্য সমাজে গতি বিধি করিতেন, তাঁহারা প্রায়ই পরিণত বয়স্ক, শীতল শোণিত, উৎসাহ বীর্য্য বিহীন; পৌত্তলিকতা ও সামাজিক অপবিত্র আচার ব্যবহারের সম্মুখ সংগ্রামে পরাঙ্‌মুখ ছিলেন; তত্রাচ যাহা কিছু তাঁহারা করিয়াছেন তজ্জন্য সমাজ তাঁহাদিগের নিকট ঋণী আছেন। সেই কুসংস্কার রহিত বুদ্ধিমান পুরাতন ব্রাহ্মগণও সকলের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ব্রহ্ম বিদ্যালয়ে রীতিমত ব্রাহ্মধর্ম্মের মত আলোচনা হওয়াতে প্রখর-বুদ্ধি-বিশিষ্ট স্বাধীন চিন্তাশীল জ্ঞানী যুবাদিগের হৃদয় মন আত্মা ও ইচ্ছা সকলই পরিতৃপ্ত হইতে লাগিল। পূর্ব্বে ধর্ম্মমত সকল এক প্রকার জড়িত ও অপরিস্কার হইয়া বিশৃঙ্খল ভাবে অবস্থিতি করিত, জ্ঞান

বিজ্ঞান যুক্তি তর্ক ন্যায় দ্বারা তাহাদিগের মূল সুদৃঢ় করা হয় নাই। তৎকালে অধিকাংশ কেবল উৎসাহের ও ভাবের স্রোতে নিপতিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতেন, আপনাপন স্বাধীন জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা তাৎপর্য্য বুঝিয়া লইতে পারিতেন এরূপ অল্প কএক জন বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। এক্ষণে ইয়োরোপীয় ধর্ম্ম বিজ্ঞানের ও মনো-বিজ্ঞানের সাহায্যে বিধিপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্মকে জ্ঞান প্রীতি পবিত্রতা ও ইচ্ছা এই অঙ্গ চতুষ্টয়ে সংগঠন করিয়া মানব প্রকৃতিগত সাধারণ এবং সহজ সত্যের ভিত্তি ভূমির উপর স্থাপিত করা হইল।

ব্রহ্ম বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের আন্দোলনের স্রোতঃ চারি দিকে পরিব্যাপ্ত হয়। এক সময় যখন ব্রাহ্ম-সমাজ কেবল হিন্দু ধর্ম্মের শাখার ন্যায় পরিগণ্য হইত, তখন অল্প লোকেই ইহার সংবাদ লইতেন। কেশব বাবুর সহিত যোগ হওয়ার পর যখন ইংরাজিতে বক্তৃতাদি হইতে লাগিল, তখন অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তির ইহার প্রতি দৃষ্টি পতিত হইল। ফলতঃ এই সময় হইতে চারি পাঁচ বৎসরের মধ্যে যত কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা ব্রাহ্ম-সমাজ সংস্থাপনাবধি হয় নাই। সেই আন্দোলন ও উৎসাহের সময় বিলাত হইতে ব্রহ্মবাদী ও ব্রহ্মবাদিনীগণ আহ্লাদ সূচক পত্রাদি লিখিতে লাগিলেন। তৎকালে দেবেন্দ্র বাবু ও কেশব বাবুর পরস্পরের আলোচনায় ও

সাহায্যে ধর্ম্ম সাধনের অনেক উৎকৃষ্ট উপায় সকল আবিষ্কৃত হইয়া ছিল। দুই জনার বিশেষ বিশেষ মানশিক শক্তির সংঘর্ষণে বুদ্ধি মার্জ্জিত, হৃদয় প্রশস্ত এবং জ্ঞান উন্নত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রচুর উন্নতি সাধন করিয়াছে। যাহা পুস্তকে প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, তাহা নির্জ্জনে আলোচনা দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছিল। এই কএক বৎসরের মধ্যে ব্রহ্ম বিদ্যালয়, সংগত সভা, ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে অনুষ্ঠান, দেশ বিদেশে ধর্ম্ম প্রচার প্রভৃতি মহৎ ব্যাপার সংঘটিত হয়, তাহার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে।

ব্রহ্ম বিদ্যালয়—এই বিদ্যালয় ১৭৮১ শকে আরম্ভ হইয়া প্রায় তিন বৎসর জীবিত ছিল। সমাজ যদিও ধর্ম্মপুস্তকের ভ্রম জানিতে পারিয়া ইতি পূর্ব্বেই তাহা পরিত্যাগ করিয়া ছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম যাহার উপর দণ্ডায়মান থাকিবে সেই পত্তন-ভূমি কি, তাহার লক্ষণ কি, এ পর্য্যন্ত তাহার কিছুই স্থির সিদ্ধান্ত হয় নাই।

দেবেন্দ্র বাবু আন্তরিক সহজ জ্ঞানের ইঙ্গিতে পরিচালিত হইয়া অলক্ষিত ভাবে ক্রমে ক্রমে সত্যের দিকেই আসিয়া ছিলেন, এবং তাহারই সাহায্যে ধর্ম্ম পুস্তকের ভ্রম হইতে সত্য নির্ব্বাচন করিতে পারিয়া ছিলেন; তত্রাপি সে সময় এরূপ স্পষ্ট করিয়া বিস্তারিতরূপে কেহ প্রচার করিতে পারেন নাই যে, এই সহজজ্ঞান মানব

প্রকৃতির সাধারণ সম্পত্তি; এবং ইহা সমুদায় ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের একমাত্র ভিত্তি-ভূমি। "সহজ জ্ঞান" এই শব্দটিও তখন প্রচারিত হয় নাই। আত্ম-প্রত্যয় শব্দের উল্লেখ ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের শ্লোকের মধ্যে পাওয়া যায়, কিন্তু (Intuition) হইতে যে "সহজজ্ঞান" শব্দ অনুবাদিত হইয়াছে, তাহারই অর্থ প্রকাশক ঐ শব্দ কি না, তাহা স্থির করিবার কোন উপায় নাই।

দেবেন্দ্র বাবু ন্যায় যুক্তি জ্ঞান অপেক্ষা আপনার স্বাভাবিক বিশ্বাসের উপর অধিক নির্ভর করিতেন। কিন্তু যে ধর্ম্ম বর্ণজ্ঞান বিহীন নির্ব্বোধ কৃষক হইতে জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নত সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিত পর্য্যন্ত, সরল বিশ্বাসী কোমল প্রকৃতি নারী জাতি হইতে প্রখর তত্ত্বজ্ঞানী কঠিন প্রকৃতি পুরুষ পর্য্যন্ত সকলের হৃদয় মন আত্মাকে চরিতার্থ করিবে; তাহা কেবল ঋষি প্রণীত হিন্দু শাস্ত্রের দুই চারিটি শ্লোক দ্বারা অথবা কেবল এক জন বিশ্বাসীর জীবনের পরীক্ষিত সত্য দ্বারা সাধারণ মানব মণ্ডলীর কখন তৃপ্তকর হইতে পারে না।

কেশব বাবু ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া স্বীয় বিচক্ষণতা বলে জানিতে পারিলেন যে, এত বড় প্রকাণ্ড ব্রাহ্মধর্ম্ম-হর্ম্ম্য শূন্যে নিরাবলম্বে লম্বমান রহিয়াছে। নিম্নে যতই অবতরণ করিতে লাগিলেন, ততই দেখিতে লাগিলেন ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলে কোন সুদৃঢ় পত্তনভূমি নাই; অসম্পূর্ণ

জ্ঞান ও হৃদয়ের ভাবের উপর আন্দোলিত অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে; সুবিজ্ঞ জ্ঞানীদিগের মনকে আকর্ষণ করিতে ইহা নিতান্ত অসমর্থ। সে সময় অনেকে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রতি এইরূপ দোষারোপ করিতেন যে, ঐশী শক্তি-বিশিষ্ট কোন অভ্রান্ত পুস্তক অথবা অন্য কোন বাহিরের অবলম্বন নাই, অতএব এ ধর্ম্ম তিষ্টিতে পারিবে না। এই পুরাতন অভিযোগ খৃষ্টীয়ান প্রচারকদিগের মুখে এক্ষণেও শ্রুত হওয়া যায়। সে কথা যত বিবেচনার যোগ্য হউক আর না হউক, বস্তুতঃ মূলহীন হইয়া কেবল শূন্য-গর্ব্ব তর্ক যুক্তি মতামত কিম্বা ভাবের উপর ধর্ম্ম চিরকাল থাকিতে পারে না। এই গভীর অভাবটি মোচনার্থে কেশব বাবু যেরূপে ধর্ম্মবিজ্ঞান ও আত্ম-তত্ত্ব অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন এ স্থলে তাহা কথিত হইতেছে।

যে সময় বেদের প্রতি বিশ্বাস চলিয়া গেল তখন মত সম্বন্ধে অনেক গোলযোগ হইত। তৎকালে সভ্যদিগের মধ্যে দুইটি দল ছিল। এক দিকে অক্ষয় বাবু প্রভৃতি কয়েক জন কেবল বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইতেন, অন্য দিকে দেবেন্দ্র বাবু কেবল স্বাভাবিক সহজ-জ্ঞান-মূলক বিশ্বাস দ্বারা নীত হইতেন। অক্ষয় বাবুর বুদ্ধি-শক্তি এবং তর্কশক্তি অতিশয় প্রখর ছিল। দেবেন্দ্র বাবু বেদকে সমূহ শ্রদ্ধা করিতেন এবং অভ্রান্ত শাস্ত্র বলিয়া তদনুসারে চলিতেন। অক্ষয় বাবু পূর্ব্ব হইতেই কোন পুস্তক যে অভ্রান্ত হইতে

পারে না তাহা বুঝিয়াছিলেন। তিনি অনেক প্রকার তর্ক যুক্তি ও বিজ্ঞান দ্বারা বুঝাইয়া দিলেও দেবেন্দ্র বাবু সুদৃঢ় সংস্কার বশতঃ বেদকে ছাড়িতে চাহিতেন না। অবশেষে বুঝিতে পারিলেন যে ধর্ম্মের মূল-ভূমি কোন পুস্তক হইতে পারে না। কিন্তু মূল-ভূমি কি তাহা তখন বিশেষ রূপে তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। অক্ষয় বাবু বুদ্ধিবৃত্তি এবং স্বভাবকে ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া প্রচার করেন। জগতের সৌন্দর্য্য ও কৌশল সন্দর্শন করিয়া স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিতেন। তাঁহার যে সকল পুস্তক আছে তাহাতে এই ভাবের প্রাধান্যই লক্ষিত হয়। মহিমা কৌশল সৌন্দর্য্য প্রভৃতির বিশেষ বর্ণনা দ্বারা সে সকল পরিপূর্ণ। বুদ্ধি এবং বহির্জ্জগৎ তাঁহার ধর্ম্মজীবনের পরিচালক হওয়াতে তাঁহার মনে বিশ্বাস সম্বন্ধে অনেক গুরুতর সত্যের উপর সংশয় দেখিতে পাওয়া যায়। পরকাল ও ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপে তাঁহার বিশ্বাসের অত্যন্ত অস্থিরতা। কেবল আপনার সীমা-বিশিষ্ট বিবিধ ভ্রান্তি-সঙ্কুল দুর্ব্বল বুদ্ধির হস্তে জীবন সমর্পণ করিলে যে কি অনিষ্ট হয়, তাহা অক্ষয় বাবুর জীবনে স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। নিতান্ত পরিতাপের বিষয় যে তিনি এই প্রাচীন বয়সে অদ্যাপি সম্বল বিহীন হইয়া প্রতিনিয়ত সন্দেহের আন্দোলনে আন্দোলিত রহিয়াছেন। দেবেন্দ্র বাবুর স্বাভাবিক সরল বিশ্বাস-পূর্ণ হৃদয় এই বুদ্ধির ধর্ম্মে পরিতৃপ্ত হইত না। বেদের ভ্রম

বাহির হওয়ার পর ব্রাহ্মধর্ম্ম কিছু দিনের জন্য বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় আকার ধারণ করিয়াছিল। কেবল নানাপ্রকার অস্থির কল্পনা এবং শুষ্ক মতামতের উপর ব্রাহ্মধর্ম্ম অবস্থিতি করিত। তৎকালে আত্মীয় সভা নামে একটি সভা ছিল, তাহাতে ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করিবার জন্য হাত তোলা তুলি হইত। কিন্তু অক্ষয় বাবুর কথা কেহই খণ্ডন করিতে পারিতেন না। সে সময় সহজ জ্ঞানের বিষয়ে সকলেই এক প্রকার অনভিজ্ঞ ছিলেন, সুতরাং সভ্যগণ বুদ্ধি ও তর্ক তরঙ্গে সর্ব্বদা ভাসিতেন। দেবেন্দ্র বাবু যদিও অক্ষয় বাবুর মত খণ্ডনপূর্ব্বক ঈশ্বরের স্বরূপ বুঝাইয়া দিতে পারিতেন না, কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস সে সকল তর্কে কিছুতেই সায় দিত না। বস্তুতঃ স্বরূপ লইয়া যেরূপ অসংগত মত প্রকাশিত হইত তাহা বিশ্বাসীর হৃদয় কখনই অকুণ্ঠিত ভাবে শ্রবণ করিতে পারে না; সে এক মহা কৌতুক জনক ব্যাপার ছিল, এক্ষণে শুনিলে মনেতে হাস্যেরই উদয় হয়। এইরূপ নীরস তর্কের ব্রাহ্মধর্ম্ম যদি অধিক দিন প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে এত দিন উহা নিশ্চয়ই বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ন্যায় হইত; পরম সৌভাগ্যের বিষয় এই যে দেবেন্দ্র বাবু সরস প্রেমের ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া সমা-জকে চিরদিনের জন্য কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতা ব্যাখ্যান ও উপদেশে ঈশ্বরের মঙ্গল ভাব, সৌন্দর্য্য, প্রেম, এ সকল বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

প্রীতি প্রচার করিয়া তিনি তৎকালকার ব্রাহ্মধর্ম্মের শুষ্ক ভাব বিদূরিত করিয়াছেন। যদিও তাঁহার ধর্ম্মমতে উন্নত নীতি, পাপের জন্য অনুতাপ ও প্রার্থনা এবং অনুষ্ঠান সম্বন্ধীয় কতিপয় গুরুতর সত্যের প্রতি শিথিলতা দৃষ্ট হয়, কিন্তু যোগ, আরাধনা. ঈশ্বরের দয়াময়, মঙ্গলময়, ও জ্ঞান-ময় স্বরূপের যে সকল মহান্ ভাব তিনি প্রচার করিয়া-ছেন, তাহা অতি আশ্চর্য্য এবং মধুর।

ইতিপূর্ব্বেই আমরা উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি যে, অক্ষয় বাবু ও দেবেন্দ্র বাবুর সময়ে ধর্ম্মের পত্তন-ভূমি সম্বন্ধে কোনপ্রকার যুক্তিযুক্ত মত স্থাপিত হয় নাই। বাস্তবিকই মত সম্বন্ধে কোন একটি সুশৃঙ্খলাসম্পন্ন বিধিবদ্ধ প্রণালী তখন ছিল না। প্রথমতঃ কেশব বাবু সমাজে প্রবেশ করিয়া এ বিষয়ের কোন মীমাংসা করিতে না পারিয়া চিন্তিত হইলেন। তাঁহার কোন কার্য্যই শূন্য-গর্ত্ত অর্থহীন নহে, সুতরাং ঐ সমস্ত বিশৃঙ্খল ভাব সন্দ-র্শনে উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের মত অবগত হইবার পূর্ব্বেই আন্তরিক সহজজ্ঞান দ্বারা প্রার্থনার মধ্য দিয়া দয়াময় ঈশ্বরের নিকট পরিচিত হন, এ জন্য পুস্তক বিশেষ ধর্ম্মশাস্ত্র হইয়া যে ধর্ম্মের মূল হইতে পারে না তাহা স্বভাবতঃই বুঝিয়াছিলেন। আলো-চনা করিতে করিতে এই ভাবটি তাঁহার মনে উদয় হইল যে বিদ্বান্ মূর্খ নর নারী সর্ব্ব সাধারণের পক্ষেই যখন

ধর্ম্ম প্রয়োজন, তখন পুস্তক কিরূপে তাহার পত্তন-ভূমি হইতে পারে? অতঃপর জানিতে পারিলেন যে সাধারণ এবং স্বাভাবিক ও আন্তরিক এমন একটি শক্তি আছে যাহা হইতে আপনা আপনি ধর্ম্মজ্ঞান সমস্তূত হয়—যে স্থান হইতে ধর্ম্মের স্বাভাবিক প্রথম সত্য উৎপন্ন হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্র প্রস্তুত করে। এই অভাবটি তখন তাঁহার মনকে বিশেষরূপে বিদ্ধ করিয়াছিল। তদনন্তর ঐ শক্তিটি কি, তাহার লক্ষণ প্রকৃতি এবং স্বভাব কিরূপ, তাহা জানিবার নিমিত্তে অত্যন্ত ব্যাকুল ইইয়া কলিকাতার পাব্লিকলাইব্রেরিতে গমন করিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্য ঈশ্বরের কৃপা যে, সেখানে সেই পর্ব্বতাকার পুস্তক রাশির মধ্যে অন্বেষণ করিবা মাত্র এমন কয়েক খানি গ্রন্থ তাঁহার হস্তগত হইল যাহা সেই সময়ের সম্পূর্ণ উপযোগী ছিল। তিনি যে বিষয়ের অনুসন্ধায়ী হইয়া গিয়াছিলেন তাহা প্রাপ্ত হইয়া মহা আনন্দে পাঠ করিতে লাগিলেন, এবং ব্রহ্ম বিদ্যালয়ে প্রতিদিন তাহা ব্যাখ্যা করিয়া ছাত্রদিগকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। হ্যামিলটন্ ও মোরেল প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মনোবিজ্ঞান ও নীতি-বিজ্ঞান গ্রন্থে তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য দান করিয়াছিল। ক্রমে সেই সকল গ্রন্থ হইতে প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক সহজ জ্ঞানের লক্ষণ প্রকৃতি যুবা ব্রাহ্মগণকে শিক্ষা দেন, এবং বিচ্ছিন্ন ভাবে যে সকল সত্য ও ভাব সমাজের মধ্যে শৃঙ্খলাবিহীন

হইয়া পড়িয়াছিল তাহাদিগকে নিয়মিত করেন। তদ্ব্যতীত যে সকল বিষয়ে প্রধান অভাব ছিল তাহা ক্রমে ক্রমে আপনার এবং অন্যের সাহায্যে পুর্ণ করিয়াছেন।

অবশেষে এই সিদ্ধান্ত স্থির হইল যে একমাত্র আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ সহজজ্ঞান হইতেই সমুদায় ধর্ম্মভাব ও সত্যশাস্ত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং উহা প্রত্যেকের হৃদয়ে নিহিত আছে। এই মূল সত্যের উপর ব্রাহ্মধর্ম্ম রূপ প্রকাণ্ড গৃহকে স্থাপন করিতে হইবে এই রূপ স্থির করিয়া বিশুদ্ধ যুক্তি এবং ইয়োরোপীয় বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণের মত সকল উদ্ধৃত করত ঐ সত্যকে বিশেষ রূপে প্রমান করিলেন। বিবিধ বিদ্যাবিশারদ অগাধ-বুদ্ধি জ্ঞানীগণ এই মূল সত্যকে অবলম্বন করিয়া বিজ্ঞান শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন তাহা বিখ্যাত পণ্ডিতগণের প্রণীত পুস্তকে পরিষ্কার রূপে বিবৃত আছে। ব্রহ্ম বিদ্যা-লয়ের ছাত্রদিগকে এইরূপে সহজজ্ঞানের শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। কেশব বাবু সরল যুক্তি এবং বহুল প্রমাণ দ্বারা তাঁহার বিশ্বাসগত এই সহজ সত্যের লক্ষণ প্রকৃতি ও বিজ্ঞান নানা প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে সহজজ্ঞানের মর্ম্ম ব্রাহ্মেরা বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হন। বহু আলোচনা ও অনুসন্ধানের দ্বারা ইহাও নিসংশয় স্থির

হইল যে অতর্কিত আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ এই সত্য সমুদায় শাস্ত্রের মূল উপাদান। জ্ঞাত কিম্বা অজ্ঞাতসারে মনুষ্যের মন এই সত্যের আদেশে নীত হইয়া জ্ঞান ধর্ম্ম উপার্জ্জন করে। ইহাকে প্রথম অবলম্বন না করিয়া কেহ তর্ক যুক্তি বিচার সিদ্ধান্ত করিতে পারেন না। এই স্বাভাবিক সত্য-মূলক ধর্ম্মজ্ঞানের উপর রীতিপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম নির্ম্মিত হইল। তদনন্তর কেশব বাবুকে ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মধর্ম্মের পুরাতন জীর্ণ গৃহের প্রায় আদ্যোপান্ত মূল পর্য্যন্ত সংস্কার করিতে হইয়াছে। উহার যে অংশে সার্ব্বভৌমিক উদার সত্য ছিল তাহাই কেবল যত্নপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই রূপে সহজ-জ্ঞানরূপ অটল শৈলের উপর ব্রাহ্মধর্ম্মকে স্থাপিত করিয়া দেখিলেন যে প্রার্থনা ব্যতীত এ ধর্ম্মের প্রাণ রক্ষা হইতে পারে না। তদনন্তর পাপ হইতে মুক্তি ও ধর্ম্মবল লাভের জন্য প্রার্থনার আবশ্যকতা আলোচিত হইতে লাগিল। এই প্রার্থনা কেশব বাবুর জীবনের একটি প্রধান উপাদান। তিনি প্রার্থনা দ্বারা নিজ জীবনে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ দয়ার ব্যাপার দর্শন করিয়া প্রথম হইতেই সেই স্বর্গীয় শক্তির উপর নির্ভর করিতেন। তাঁহার হৃদয়ের প্রিয়তম বিশ্বাস উক্ত প্রার্থনা নিত্য-ব্রত বলিয়া ব্রাহ্মদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। নিয়মিত রূপে নির্জ্জনে প্রতিদিন উপাসনা ও প্রার্থনার

প্রয়োজনীয়তা এই সময় সকলের হৃদয়ঙ্গম হয়। প্রার্থনা ভিন্ন ধর্ম্মজীবন রক্ষা হইতে পারে না তাহা অবগত হইয়া ব্যাকুল-হৃদয় ব্রাহ্মগণ নিত্য উপাসনার ব্রত অবলম্বন করিলেন। উপাসনার কএকটি উচ্চতর আধ্যাত্মিক বাভ দেবেন্দ্র বাবু হইতে প্রচারিত হইয়াছে। তিনি বহু পরিশ্রমে অধ্যাত্ম যোগের সূক্ষ্ম তত্ত্ব সকল আপনার আত্মাতে অতি সুন্দর রূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন; তাঁহার ধ্যান, যোগ, আরাধনা, ঈশ্বরের সত্য সুন্দর মঙ্গল ভাবের জ্ঞান অতি গভীর এবং উজ্জ্বল। দেবেন্দ্র বাবুর জীবনের এই সকল মহৎ ভাব এবং কেশব বাবুর জীবনের প্রধান অবলম্বন প্রার্থনা ও অনুষ্ঠান একত্রিত হইয়া ক্রমে উপাসনাপ্রণালীর সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে জীবনের প্রতি বড় কাহার দৃষ্টি ছিল না, সুতরাং প্রার্থনারও আবশ্যকতা বোধ হয় নাই। তখন হিন্দু বৈদিক ধর্ম্মের অধিক প্রাদুর্ভাব ছিল, তাহা কেবল উপাসনা ধ্যান আরাধনা স্তব স্তুতি ও বন্দনা ইত্যাদিতেই বদ্ধ। বৈদিক হিন্দু ধর্ম্মেতে ধ্যানের প্রতিই সমধিক অনুরাগ দৃষ্ট হয়। এই জন্য উহা জীবনবিহীন হইয়া সাধককে নিশ্চিন্ত ও নিষ্ক্রিয় করিয়া রাখে। তাহাতে নব নব প্রত্যাদেশ উদ্ভাসিত হয় না, স্বর্গীয় উৎসাহের জ্বলন্ত হুতাশনে উপাসকের বিশ্বাস ভক্তিকে সমুজ্জ্বলিত করিতে পারে না। এক প্রকার আনন্দ লাভই একমাত্র তাহার উদ্দেশ্য; কিন্তু

সে আনন্দ যে কত দূর অকাল্পনিক ও স্বাভাবিক, তাহা তীক্ষ্ণ বিবেকী সাধক ভিন্ন কেহ সহজে বুঝিতে পারেন না। অবিবেকী উপাসক আপনার আত্মার প্রকৃত অবস্থা অবগত না হইয়া চির দিন কেবল যন্ত্রের ন্যায় চলিয়া যান। জাগ্রৎ বিবেক নব্য ব্রাহ্মদিগের সমাগমে ব্রাহ্মসমাজে অনুতাপ, আত্ম-গ্লানি, প্রার্থনা এই সকল কথার জীবন্ত অর্থ প্রচারিত হইল। ধর্ম্মের এই সকল সরল ভাব যুবাদিগের সরলান্তঃকরণে সহজে উজ্জ্বল রূপে মুদ্রিত হইয়া গেল, কিন্তু পুরাতন ব্রাহ্মগণ আপনাদের অভ্যস্থ ধর্ম্মের আনন্দ পূর্ব্ববৎ উপভোগ করিতে লাগিলেন। এই জন্য কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে দৈনিক জ্ঞানকৃত পাপের জন্য পরিত্রাণের প্রার্থনা প্রায় প্রচলিত ছিল না। কেবল পুরাতন মোহকৃত পাপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রণালীগত প্রার্থনা ক্রমাগত চলিয়া আসিয়াছে। কোন পুস্তক কি বক্তৃতায় পাপ অনুতাপ সম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ দেখা যায় না, তবে ভাষার ও ভাবের লালিত্যের জন্য এবং শ্রোতৃবর্গের ধর্ম্মভাব উদ্দীপনার্থে স্থান বিশেষে পাপের কথা লিখিত আছে। এই অনৈসর্গিক ভাবটি হিন্দু ভাবাপন্ন ব্রাহ্মধর্ম্মের একটি গুরুতর লক্ষণ, ইহাতে জীবনের পবিত্রতা উপার্জ্জনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেখা যায় না; ঈশ্বর সহবাসের যোগানন্দ প্রেমানন্দ ইহারই প্রাধান্য দেখা যায়।

কিন্তু পবিত্রতা না জন্মিলে পুণ্যের সাগর জ্যোতির্ম্ময় পবিত্র স্বরূপের সহবাসে নির্ম্মল ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করা কত দূর অপ্রকৃত এবং সম্ভাব্য তাহা জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা অনায়াসেই বুঝিতে পারেন। ঈদৃশ অবস্থায় পাপের নাম মুখে আনিলে খৃষ্টান নামেরই উপযুক্ত হইতে হয়। পরিশেষে কেশব বাবু উক্ত বিকৃত ভাব বিনাশ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ সহজজ্ঞানের অবিনশ্বর ভিত্তির উপর স্থাপনপূর্ব্বক তাহাতে বিবেক মূলীভূত অনু-তাপ সূচক প্রার্থনা প্রবর্ত্তিত করিলেন।

রামমোহন রায়ের সময় হইতে এত দিন ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতা বিষয়ে যেরূপ প্রশস্ত মত প্রচারিত হইয়া আসি-য়াছিল তাহাতে উক্ত মহাত্মার মহত্ত্বের পরিচয় দান করি-তেছে; কিন্তু তাহা বর্ত্তমান কালের উদারতার উচ্চ আদর্শ অপেক্ষা অনেক সংকীর্ণ। তাঁহার প্রবর্ত্তিত উদারতার ভাব কেবল সামাজিক ব্রহ্মোপাসনায় সাধারণের যোগ দেওয়া সম্বন্ধে দৃষ্ট হয়, তদ্ভিন্ন আর যাহা কিছু সীমাবদ্ধ সাম্প্রদায়িক ভাব। তৎকালে এই বিশ্বব্যাপী ব্রাহ্মধর্ম্ম কেবল হিন্দু সমাজে ও হিন্দু শাস্ত্রে বদ্ধ ছিল। কেবল প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্র হইতে যত দূর এক ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল সেই অংশটি ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে অভিহিত হইত। এক্ষণে উক্ত সাম্প্রদায়িক মত ধর্ম্ম পুস্তকের সঙ্গে সঙ্গে তিরোহিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের চতু-

র্দ্দিক্‌স্থ হিন্দু প্রাচীর ভগ্ন প্রায় হইল। সর্ব্ব দেশীয় লোক এ ধর্ম্মের অধিকারী; পৃথিবীর সমুদায় ইতিহাস পুরাণ, প্রত্যেক সাধু জীবন, ভৌতিক জগৎ সকলই সেই অনন্ত দেবের সত্য ধর্ম্মের শাস্ত্র। সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতা পরিত্যাগ করিয়া সকল স্থান হইতে সত্যরত্ন সংকলন পূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্মের অনন্ত ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে হইবে এই মহৎ সত্য ঘোষিত হইল। তত্রাচ সে সময়ে হিন্দুভাবের প্রবল আধিপত্য বশতঃ কার্য্যতঃ কেবল বেদ উপনিষদ তন্ত্র ও ব্রাহ্মণ জাতির প্রতি বিশেষ সম্মান রক্ষিত হইত। মতগত উদারতা মাত্র ব্রাহ্মেরা শিক্ষা করিলেন, কার্য্যেতে তাহা পরিণত হইল না। যেখানে যে সত্য আছে তাহা আদরের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে, জাতি ও দেশ কাল নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক সাধু মহাপুরুষদিগকে যথাযোগ্য ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে হইবে, যেখানে যাহা কিছু সাধু দৃষ্টান্ত, উৎকৃষ্ট প্রণালী, পবিত্র অনুষ্ঠান, মহৎ উপায় আছে তাহা গ্রহণ করিতে হইবে, এই অমূল্য উপদেশটি ব্রাহ্মধর্ম্মের নিজের উপার্জ্জিত, কাহার নিকট হইতে গ্রহণ করা হয় নাই। এরূপ প্রশস্ত ভাব পৃথিবীতে কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়েতে দৃষ্ট হয় না। ঈশ্বর পিতা, সকল নরনারী ভ্রাতা ভগ্নী, এই ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত ভাব সমস্ত বিশ্বকে একেবারে আলিঙ্গন করিতেছে, ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের

স্বর্গীয় মহত্ত্ব এবং প্রাণ। সেই একমাত্র ঈশ্বরের চরণ তলে জগতের যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র, সাধুজীবন, পবিত্র অনুষ্ঠান, উদার প্রণালী একত্রিত হইবে। আধ্যাত্মিক ঐতিহাসিক ও ভৌতিক যাবতীয় সত্য এই বৃহদায়তন ব্রাহ্ম-সমাজের প্রশস্ত ভাণ্ডারে সঞ্চিত থাকিবে। যাহার যে ভাব, যে জ্ঞান, যে প্রণালী, যে অনুষ্ঠান আবশ্যক, সমস্ত এই স্থানে লব্ধ হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে এইটি উদার সাধারণ ভূমি। মনুষ্য মাত্রেই ইহার কোন না কোন বিষয়ে হৃদয়ের সহিত যোগ দান করিতে পারেন। মনুষ্যের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার যাবতীয় উপকরণ সেই উদার মতের মধ্যে সন্নিবেশিত থাকিবে।

রামমোহন রায় তাঁহার সমাজের নিয়ম পত্রে আর একটি উদার ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা বা কোন নিদর্শন বস্তুর প্রতি নিন্দা বা ঘৃণা করা হইবে না; কিন্তু যাহাতে সকল লোকের মধ্যে সদ্ভাব বিস্তার হয় তৎপক্ষে যত্নবান্ হইতে হইবে। এই আদেশটি সমাজ প্রতিপালন করিতে পারেন নাই। অনেক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতার বিরুদ্ধে কটূক্তি নিন্দা বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে। যাহা হউক কেশব বাবুর দ্বারা প্রাকৃতিক ব্রাহ্মধর্ম্মের পূর্ব্বোক্ত উদারতা এই সময়ে মত বদ্ধকরা হইয়াছিল। যদিও সে সময় জাত্যভিমানের সুদৃঢ় বন্ধন ছিন্ন করিয়া

আচণ্ডালাদি সকলকে এক পরিবারে সম্বদ্ধ করা হয় নাই, কিন্তু তাহার পূর্ব্বায়োজন হইয়াছিল। বিভিন্ন জাতি লোকদিগের সহিত ধর্ম্ম ও সামাজিক ভাবে মিলিত হইয়া ব্রাহ্মপরিবার স্থাপন করিতে হইবে এই উদার ভাবের উপদেশ ব্রাহ্মেরা এই সময় হইতেই শিক্ষা প্রাপ্ত হন।

অনুতাপ দ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, অন্য কোন মধ্যস্থের উপর নির্ভর করিয়া পাপ হইতে মুক্তি লাভ করা যায় না। ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের অব্যবহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, অকৃত্রিম অনুতাপে আত্মা নির্ম্মল হইয়া পরমেশ্বরের কৃপায় পরিত্রাণ লাভ করে এবং তাঁহার সহিত নিত্য সহবাস করিয়া পবিত্র অনুপম শান্তি সম্ভোগ করিতে থাকে, ইহাই ধর্ম্মের পুরস্কার ও মুক্তির অবস্থা। পাপের দণ্ড আত্ম-গ্লানি, শারীরিক যন্ত্রণায় আত্মার কলঙ্ক দূর হয় না এবং কেবল যন্ত্রণার জন্যই পাপের দণ্ড ভোগ করিতে হয় না। নরক যন্ত্রণা কিম্বা ভয় বিভীষিকা হইতে ত্রাণ পাওয়াও প্রায়শ্চিত্তের লক্ষণ নহে; কেবল পাপ হইতে পরিত্রাণের জন্য সেই ন্যায় দণ্ড। পরমাত্মাতে জীবাত্মা লীন হইয়া যাওয়াও মুক্তির লক্ষণ নহে; উভয়ের ব্যক্তিত্ব ও সত্তা চিরকাল পৃথক্ ভাবে থাকিয়া জ্ঞাতসারে ঈশ্বরের সঙ্গে অচ্ছেদ্য যোগ হওয়া ইহাই স্বর্গভোগ, ইহাই মুক্তি, ব্রহ্মানন্দ, শান্তি সকলই। পাপ হইতে মুক্ত হওয়াই পরিত্রাণ। সেই পরিত্রাণ ইহ জীবনেই আরম্ভ হইতে পারে।

পরকালে আত্মা অবস্থান করিবে, তাহার অবস্থান্তর হইতে পারে কিন্তু ধ্বংস নাই। শরীর পরিত্যাগ করিয়া চিরকাল পরলোকের নিয়মানুসারে সে উন্নতি লাভ করিবে। আত্মা অপার্থিব বস্তু, অনন্ত উন্নতিশীল, আপনার পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কার আপনিই ভোগ করে। পাপ করিলে ইহলোক কিম্বা পরলোকে আত্ম-গ্লানিরূপ ভয়ানক ন্যায় দণ্ডের প্রহার সহ্য করিতেই হইবে, পুণ্য অর্জ্জন করিলে তাহার অব্যর্থ পুরস্কার শান্তি পবিত্রতা লব্ধ হইবে। আত্মার পুনর্জ্জন্ম নাই। মাতৃগর্ব্ভে পরিণত আত্মা বদ্ধভাবে থাকিয়া পুনরায় ক্ষুদ্র দেহ ধারণ করিতে পারে না, তাহা জ্ঞান যুক্তি ও ন্যায়ের বিরুদ্ধ।

১৭৮১ শকে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া তাহাতে ঈশ্বরের স্বরূপ, মনুষ্যের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ, সহজ জ্ঞান, প্রার্থনা, উদারতা, প্রায়শ্চিত্ত এবং মুক্তি, পরকাল, উপাসনা এই কএকটি অখণ্ডনীয় মূল সত্য বিশুদ্ধ যুক্তি ও জ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে সর্ব্বাঙ্গীন রূপে প্রস্তুত করিল। ১৭৮২ শকে এই রূপে ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্ঞানকাণ্ড সমাপ্ত হইয়া দেবেন্দ্র বাবু ও কেশব বাবুর দ্বারা তাহার সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংগঠিত হইয়াছিল। অবিনশ্বর ভাবে এই কএকটি মূল সত্য এক এক খণ্ড বৃহৎ শৈলের ন্যায় ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি মূলে নিহিত রহিয়াছে। এই সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম যথার্থরূপে

বিদ্যা বুদ্ধি-সম্পন্ন সুশিক্ষিতদিগের আদরণীয় হয়। তদনন্তর ক্রমে ক্রমে ঐ সত্যের উপর স্বর্গরাজ্য নির্ম্মিত হইয়া আসিতেছে।

যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম মানব প্রকৃতি-নিহিত অভ্রান্ত সত্যের দ্বারা প্রমাণিত হইয়া প্রাকৃতিক সত্যধর্ম্মরূপে গর্ব্বিত উন্নত শীরে দণ্ডায়মান হইল; মনুষ্য স্বভাব, পৃথিবীর পুরাবৃত্ত, সাধুজীবন, বাহ্য জগৎ, জড় ও চেতন সকলে মিলিয়া গম্ভীর রবে ইহার মহীয়সী শক্তি ও সার্ব্বভৌমিকতা ঘোষণা করিতে লাগিল, এবং ব্রাহ্মসমাজের নাম অতি দূর দূরান্তে পরিব্যাপ্ত হওয়াতে যখন শিক্ষিত ধর্ম্মানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ ইহাতে আকৃষ্ট হইলেন, খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মপ্রচারক-দিগের পক্ষে তখন মহা প্রমাদ উপস্থিত হইল। আর হিন্দু সন্তানেরা সে রূপ পূর্ব্বের ন্যায় খৃষ্টীয়ান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন না। সূর্য্যোদয়ে যেমন অন্ধকার পলায়ন করে তদ্বৎ ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাবে প্রচলিত উপধর্ম্মের ভ্রমান্ধকার অন্তর্হিত হইল, আধুনিক খৃষ্টধর্ম্মের মধ্যে যে সকল ভ্রম কুসংস্কার অযৌক্তিকতা আছে তাহা স্পষ্টরূপে প্রকাশ হইয়া পড়িল। এতদ্দর্শনে মিসনরিরা স্বীয় স্বীয় ভারা-র্পিত কার্য্যে অকৃতকার্য্য হইয়া শেষে ব্রাহ্মদিগের উপর মনের নিকৃষ্ট ভাব প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। বিশেষতঃ যাঁহারা অনুদার প্রচারক, যাঁহারা কেবল শুষ্ক মত প্রচার করিতেই উৎসাহী, তাঁহাদের স্বার্থের উপর

বিষম আঘাত পড়িতে লাগিল। এই জন্য তাঁহারা ব্রাহ্ম-দিগকে অপদস্থ, ব্রাহ্মধর্ম্মকে হীনপ্রভ করিতে দণ্ডায়মান হইলেন। সেই পুরাতন অভিযোগ আবার প্রকাশ্য বক্তৃতায়, সংবাদ পত্রে, তর্কবিতর্কে প্রকাশ পাইতে লাগিল। এই বলিতে লাগিলেন যে ব্রাহ্মধর্ম্মের কোন মূল নাই, ধরিবার অবলম্বন নাই, পরিবর্ত্তসহ, অতএব ইহা ধর্ম্মনামের যোগ্য হইতে পারে না। কিন্তু সেই স্বর্গীয় অগ্নি কি বস্ত্রে অচ্ছাদন করিয়া রাখা যাইতে পারে? যতই তাহার উপর আঘাত পড়িতে লাগিল, ততই তাহা শতধা হইয়া দাবাগ্নির ন্যায় দিগ্‌দিগন্তরে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। আশ্চর্য্যের ও কৌতুকের বিষয় এই যে ব্রাহ্মধর্ম্মের যত উন্নতি ও আধুনিক প্রচলিত খৃষ্টধর্ম্মের যত অমুন্নতি হইতে আরম্ভ হইল, মিসনরিরা ততই ব্রাহ্মধর্ম্মের অকর্ম্মণ্যতা প্রচার করিতে লাগিলেন। এই সময় খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। অনেক খৃষ্ট ধর্ম্মযাজক ব্রাহ্মদিগের বন্ধুও ছিলেন। তাঁহাদের আশা ছিল যে ব্রাহ্মগণ খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মের দিকে আসিতেছে, কিন্তু ব্রাহ্মেরা যে তাহা অতিক্রম করিয়া অনেক দূর অগ্রগামী হইয়াছেন এক্ষণে তাহা অনেকে বুঝিতে পারিতেছেন। ভূতপূর্ব্ব লালবিহারি দে প্রভৃতি পাদ্‌রিরা প্রকাশ্য বক্তৃতা দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের গৌরব বিনাশ করিতে অনেক চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু

এক্ষণে তাঁহারাই বা কোথায় আর ব্রাহ্মধর্ম্মই বা কোথায় তাহা আমরা দেখিতেছি। সত্যের গতির প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইলে আপনাকেই বিড়ম্বিত ও লাঞ্ছিত হইতে হয়। স্থূলদর্শী ধর্ম্মাভিমানী ব্যক্তিরা সত্যের ও স্বাধীন ধর্ম্মের মহাবল পরাক্রম অবগত না হইয়া আপনার ক্ষুদ্র বল তাহার বিরুদ্ধে পরিচালনা করত শেষে মহা বিপদ আনয়ন করে। যেমন সুতীক্ষ্ণ লৌহ শলাকার অগ্রভাগে পদাঘাত করিলে কেবল সেই পদই ক্ষত বিক্ষত হয়, তদ্রূপ সত্যের বিরুদ্ধে হস্তোত্তোলন করিলে আপনাকেই সমূলে বিনাশ পাইতে হয়। কৃষ্ণনগরে পাদ্রি ডাইসনের সঙ্গে কেশব বাবুর একবার ঘোর তর্ক চলিয়াছিল; তাহাতে সত্যেরই জয় হইয়াছে। কেশব বাবু স্বীয় অসাধারণ বক্তৃতা শক্তি দ্বারা ক্রমাগত চারি পাঁচ ঘণ্টা কাল খৃষ্টধর্ম্মের ভ্রমদূষিত মত খণ্ডনপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় স্থাপন করিয়াছিলেন.।

সঙ্গত সভা—এই সভাটি এক্ষণকার সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির একটি প্রধান কারণ। এখন যে সকল স্বাধীনপ্রকৃতি সাহসিক ও অকপট ব্রাহ্ম স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় তাহার মূল এই সংগত সভা। প্রথমে যখন ইহা অতি সমারোহের সহিত স্থাপিত হয়, তখন সভ্যগণ জানিতেন না যে কোথায় গিয়া ইহার কার্য্য শেষ

হইবে। এই সভা যে অলক্ষিত ভাবে বিকৃত হিন্দুসমাজের ঘৃণিত অপবিত্র আচার ব্যবহারকে নির্ম্মূল করিয়া তাহার স্থানে বিশুদ্ধ ধর্ম্মসমাজ নির্ম্মাণের বীজ গর্ব্ভে ধারণ করিয়াছিল তাহা অল্প লোকেই জানিতেন। "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ" অথবা উন্নতিশীল ব্রাহ্মসমাজের প্রসূতি স্বরূপ এই সংগতের প্রথম অধিবেশন এক জন ব্রাহ্মের উদ্যানে হয়। তৎকালে দেবেন্দ্র বাবু প্রভৃতি অনেকে তথায় উপস্থিত ছিলেন। সে সকল লোকের মধ্যে অনেকেই এখন অদৃশ্য হইয়াছেন। ইহার প্রথম উদ্দেশ্য এই ছিল যে পরস্পরের মধ্যে সদালাপ দ্বারা ভ্রাতৃভাব উদ্দীপন ও ধর্ম্মালোচনা দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে একতা স্থাপন করা। এই প্রকারের সভা পাঞ্জাবের নানকপন্থী শিখদিগের মধ্যে আছে, তাহাকে সঙ্গত বলিয়া থাকে; সেই অনুসারে প্রধান আচার্য্য মহাশয় সভাকে "সঙ্গত" নাম প্রদান করিলেন। তদনন্তর কলিকাতার শাখা সমাজের সভ্যগণ আপনাপন পল্লিতে এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক একটি সংগত সভা করিয়াছিলেন। তখন নবানুরাগের সময়, সমাজের উন্নতিকল্পে যে কোন উপায় অবলম্বিত হইত উৎসাহশীল যুবাগণ তাহাতে পরাঙ্মুখ হইতেন না। মাসান্তে সমুদায় সংগত একত্রিত হইয়া দেবেন্দ্র বাবুর নিকট উপস্থিত হইতেন এবং সকলে মিলিয়া সভার কার্য্যবিবরণ আলোচনা করিতেন। কিছু-

কাল পরে অনেকের পক্ষে ইহা নীরস পুরাতন হইয়া পড়িল, ক্রমে ক্রমে উদ্যম শিথিল হইয়া শেষে সংগত উঠিয়া গেল। কেবল কলুটোলায় কেশব বাবুর বাটীতে কতিপয় সপ্রতিজ্ঞ যুবা নিয়মিতরূপে সভার কার্য্য দিন দিন উন্নতির সহিত নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। এই সভাটি হইতে সংগত সভার নাম সার্থক হইয়াছে। মতের ব্রাহ্মধর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ডের ধর্ম্মকে কর্ম্মকাণ্ডে ও জীবনে আনিয়া বিশ্বাসকে সমুদায় সাংসারিক পারিবারিক ও সামাজিক কার্য্যের সহিত একীভূত করণার্থে, এবং আধ্যাত্মিক ধর্ম্মজীবনে পবিত্র সাধুভাব সরলতা সত্যপ্রিয়তার উৎকর্ষ সাধনের জন্য ইহাতে অতি নিগূঢ় প্রশ্ন সকল আলোচিত হইত। কেবল বাক্য ব্যয়ের জন্য বাক্য কিম্বা আলোচনার জন্য আলোচনা হইত না, কিন্তু বিবেক ও ধর্ম্মবুদ্ধির আদিষ্ট কঠোর কর্ত্তব্য সকল কার্য্যে পরিণত করিয়া সংসারের সম্মুখ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার প্রকৃষ্ট উপায় অন্বেষণ করা হইত। এই সমস্ত জীবনগত স্থূল ও সূক্ষ্ম বিষয় আলোচিত হওয়াতে যখন প্রত্যেকের আধ্যাত্মিক গূঢ় অভাব সকল হৃদয়ঙ্গম হইল, তখন সরল বিবেকী ব্রাহ্মগণ আপনাদের পবিত্র উন্নত আদর্শানুসারে ধর্ম্ম সাধন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। এই পবিত্র আদর্শের সাধনপ্রণালী সংসারের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত, পুরাতন ব্রাহ্মসমাজও তাহার বিরোধী।

এই সময় ত্যাগস্বীকারের সময়—ভয়ানক বিপদ ও পরীক্ষার সময়। পরীক্ষার অনল প্রত্যেকের পরিবারে জ্বলিয়া উঠিল, কিছু কিছু কষ্ট যন্ত্রণা সকলেরই হইতে লাগিল। যাঁহারা উপবীত পরিত্যাগ করিলেন তাঁহাদের অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইল। কিন্তু এ সকল বাধা তাঁহাদের উৎসাহানলকে প্রদীপ্ত করিবারই জন্য হইয়াছিল। তখনকার সংগতের সেই জীবন্ত গভীর আলোচনায় কোন কোন দিন সমুদায় রজনী অতিবাহিত হইত। কতই উৎসাহ কতই আশা উদ্যম সাহস; তাহার তেজস্বী ভাব দর্শন করিলেও মৃত প্রাণে জীবন সঞ্চা[র] হয়। এই সকল কর্ম্মঠ সপ্রতিজ্ঞচিত্ত যুবকেরা যদি তেমন করিয়া ত্যাগস্বীকারে না সম্মত হইতেন, তাহা-হইলে কি আমরা এখন সমাজের এরূপ উন্নতি দেখিতে পাইতাম? কখনই না।

মনুষ্যের ক্ষুদ্র চেষ্টাকে দয়াময় মঙ্গল বিধাতা পরমেশ্বর কত দূর ফলবতী করেন, তাহার অত্যল্প নিঃস্বার্থ পরিশ্রমের কেমন আশাতিরিক্ত প্রচুর পুরস্কার তিনি বিধান করেন, তাহা সংগতের আদিম অবস্থার প্রতি নেত্রপাত করিলে আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। যদি দশ জন মনুষ্য সরল ও সত্য-প্রিয় হইয়া সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের অনন্ত শক্তির উপর নির্ভর করত দেশের হিতকর কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করে, তাহাদের দ্বারা যে সমস্ত দেশ মহাদেশ পৃথিবী

পর্য্যন্ত আন্দোলিত হয়, ইহা আর অমূলক কল্পনা কিম্বা কবিত্বের কথা নহে; ব্রাহ্মসমাজ এ সত্যের জাজ্বল্যমান প্রমাণ আমাদের চক্ষের সম্মুখে রাখিয়াছেন। যাহাদিগের চক্ষু ছিল তাহারা দেখিল, যাহাদের কর্ণ ছিল তাহারা শ্রবণ করিল।

জাতি ভেদের উচ্ছেদ সাধন, বিশুদ্ধ অপৌত্তলিক বিধিতে শঙ্কর ও বিধবা বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠান, এবং ইন্দ্রিয় সংযম, প্রাত্যহিক উপাসনা, ধর্ম্মের জন্য ত্যাগস্বীকার, দেশ বিদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার এই সমস্ত আধ্যাত্মিক সাধন সংগত সভার ফল। স্ত্রীলোকদিগকে জ্ঞান ধর্ম্মে উন্নত করিয়া পরিবার মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম স্থাপন করা, ব্রাহ্মিকা সমাজ করা ইহাও এই সভার উদ্যোগের ফল। ইহার সভ্যগণ কায়মনোবাক্যে ব্রাহ্মধর্ম্মকে জীবনের সহিত একীভূত করিয়া অতি দৃঢ়তা সহকারে অদ্যাবধি বহুল পরিমাণে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের ন্যায় কালযাপন করিতেছেন।

ধর্ম্ম প্রচার—কলিকাতা হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের আন্দোলনের স্রোতঃ ক্রমশ নানা স্থানে গমন করিতে লাগিল। কএক জন প্রচার ব্রতে ব্রতী হইয়া প্রকাশ্য বক্তৃতা ও উপাসনা দ্বারা মফস্বলস্থ ব্রাহ্মদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। কেশব বাবু মান্দ্রাজ বোম্বাই অঞ্চলে যাইয়া তদ্দেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, তাঁহার গমনের অনতিকাল বিলম্বে সে দেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের

আলোচনা হইতে আরম্ভ হয়। বাবু বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় প্রচারকের অতি উচ্চতর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার অগ্নিময় উৎসাহ, পবিত্র জীবন, হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা শক্তিতে অনেক লোকের মনকে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে। তাঁহাকে অনেক ত্যাগস্বীকার করিতে হইয়াছিল। তিনি সংসারের সমুদায় উন্নতির আশা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। কিরূপে তিনি ধর্ম্মপ্রচার ব্রতে ব্রতী হইলেন তাহা তিনি স্বয়ং এইরূপে লিখিয়াছেন।

"আমার বোধ হয় ১৭৮৪ শকের শেষ ভাগে এক দিন সঙ্গতে এইরূপ আলোচনা হইতেছিল যে, এখন নানা দেশ বিদেশের লোকে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট গমন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ দেন এরূপ লোকের নিতান্ত অভাব। ইহা শ্রবণ করিয়া আমার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তখনই বলিলাম যে আমি প্রচার ব্রত অবলম্বন করিব। সঙ্গতস্থ সকলেই আনন্দের সহিত আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ভক্তি ভাজন আচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় কহিলেন যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক হইতে হইলে রীতিমত পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইতে হইবে এরূপ নিয়ম করা হইয়াছে। আমি ঐ পরীক্ষা দিতে সম্মত হইলাম। আরও দুইটি

ভ্রাতা পরীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। ঈশ্বরের কৃপায় বহু পরিশ্রমের পর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম। পরে আদেশ হইল যে প্রথম হইতে সমস্ত তত্ত্ববোধিনী পাঠ করিতে হইবে, প্রায় দুই মাস পরিশ্রম করিয়া তত্ত্ববোধিনীও পাঠ করিলাম। তাহার পর আচার্য্য মহাশয় প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের নিকট আমাকে যাইতে অনুমতি করেন, আমি শ্রীরামপুরে প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করি। তিনি আমাকে প্রচারক বলিয়া স্বীকার করিয়া গ্রহণ করিলেন এবং প্রথমেই কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের ভার প্রদান করেন। প্রধান আচার্য্য মহাশয় তাঁহার নিকট সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তক অধ্যয়ন করিতে আদেশ করেন, তাঁহার নিকট সেই ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তক অধ্যয়ন করি।

এক দিন প্রধান আচার্য্য মহাশয় বলেন, আমি যেখানে যাইতে বলিব তোমাকে সেখানেই গমন করিতে হইবে। আমি বলিলাম যে অনুরোধে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিলে ঈশ্বরের আদেশ পালন করা হইবে না, আপনাদেরই আজ্ঞাপালন করা হইবে; আমি ঈশ্বরের আদেশ পালন করিতে চাই, সুতরাং কর্ত্তব্য বোধ না হইলে কেবল অনুরোধে কোন স্থানে যাওয়া অন্যায়। প্রধান আচার্য্য মহাশয় সন্তুষ্ট চিত্তে কহিলেন যে, 'তুমি ঈশ্বরের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া স্বাধীনভাবে সর্ব্বত্র তাঁহার সত্য প্রচার কর, ফল কামনা না করিয়া বীজ বপন কর,

পরিশ্রম বিফল হইবে না।' সেই দিন হইতে আনন্দ হৃদয়ে পিতার চরণ সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।"

প্রথমে তিনি এবং বাবু অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় হিন্দুধর্ম্মের মূল বন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রচার ব্রতে ব্রতী হন। ইহাঁদের সাহস সরলতা ও নিষ্ঠা, কেশব বাবুর স্বর্গীয় বাগ্মীতা, আধ্যাত্মিক বীরত্ব একত্রিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের সুধাময় বীজ দেশ দেশান্তরে বিক্ষিপ্ত করিয়াছে। তদ্ব্যতীত সংগতের সভ্যগণ নিজ নিজ জীবনের সদ্দৃষ্টান্তে ও পরিশ্রমে উন্নতির স্রোতঃ প্রবাহিত করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রচারক অপেক্ষা কোন অংশে অনুন্নত লোক ছিলেন না। সেই সকল ধর্ম্মাত্মাদিগের নাম হয়তো কোন কালে প্রকাশ নাও হইতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাদের দ্বারা বিশেষ রূপে উপকৃত হইয়াছেন। কলিকাতা কালেজ নামে একটি বিদ্যালয় ছিল তাহাতেও বালকদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হইত।

সামাজিক অনুষ্ঠান—ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত অনুষ্ঠান প্রথমে দেবেন্দ্র বাবুর বাটীতে হয়। তিনি আপনার সুকুমারী নাম্নী কন্যার ব্রাহ্মধর্ম্মমতে বিবাহ দিয়াছিলেন। যদিও এই অনুষ্ঠান হিন্দু আচার ব্যবহারের সহিত অল্পই বিভিন্ন, তথাপি প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের সাহস অনুরাগ ইহাতে যথেষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। তদনন্তর অপরাপর ব্রাহ্ম

পরিবারে জাতকর্ম্ম,নামকরণ, পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ অপৌত্তলিক বিধিতে হইতে লাগিল। সেই সময়ের উৎসাহের প্রভাবে দেবেন্দ্র বাবু উপবীত পরিত্যাগ করেন। সংগত সভা হইতে "ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান" নামক এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক কেশব বাবু প্রচার করেন, তাহাতে এক স্থানে ব্রাহ্মেরা উপবীত ধারণ করিবেন না এই রূপ লেখা ছিল। সেই পুস্তক মুদ্রাঙ্কন সময়ে পাঠ করিয়া দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন যে এই পুস্তক প্রচার হইলেই আমি উপবীত পরিত্যাগ করিব। তদনন্তর তিনি যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করেন। দেবেন্দ্র বাবুর এই একটি বিশেষ মহত্ত্ব যে যে দিন হইতে তাঁহার মন ধর্ম্মের দিকে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, সেই হইতে অটল অচলের ন্যায় উন্নত ভাবে ধর্ম্মরাজ্যে তিনি অবস্থিতি করিতেছেন। যাহা একবার পরিত্যাগ করিয়াছেন তাহা আর পুনরায় গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা কিছুতেই শিথিল করিতে পারে নাই। এই সমস্ত অনুষ্ঠানের মধ্যে আংশিক ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মের ঘোর বিপ্লবকারী সমাজসংস্কার তখন চলিতে লাগিল। ইহার নিজমূর্ত্তি তখনও প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু এ প্রকার নির্জ্জীব ভাবের সমাজসংস্কার ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বর্গীয় উদ্দেশ্য সাধন করিতে কখন পারে না। কোন রূপে দুই দিক্ রক্ষা করিয়া কিছু কিছু অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল। অনেক স্থলে ইহাও দেখা গিয়াছে যে, ব্রাহ্মেরা পুত্র কন্যার নামকরণ

জাতকর্ম্ম ব্রাহ্মমতে সম্পন্ন করিয়া শেষে বিবাহের সময় হিন্দুধর্ম্মের শরণাপন্ন হইয়াছেন। এজন্য অনেককে আবার মনুষ্যত্বকে বিসর্জ্জন দিয়া প্রায়শ্চিত্ত পর্য্যন্ত করিতে হইয়াছে। গভীর মহাসাগর সদৃশ হিন্দু-সমাজের মধ্যে এ প্রকার দুর্ব্বল ভাবে ফুৎকার প্রদান করিলে কি তাহার কণামাত্রও আন্দোলিত হইতে পারে? যাহা হউক দেবেন্দ্র বাবু বৃদ্ধ বয়সে এ সমন্ধে যাহা করিয়াছেন উষ্ণশোনিত যুবাদিগের মধ্যে অনেকের তাহা করিবার সাধ্য নাই।

অষ্টম অধ্যায়।

কিছু দিন এই রূপে কোন প্রকারে হিন্দুভাবকে রক্ষা করিয়া ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারের কার্য্য শান্তভাবে নিরাপদে চলিতে লাগিল। কিন্তু যে ধর্ম্ম পৃথিবীর সমুদায় স্বার্থপরতার মূলে নিদারুণ কুঠার আঘাত করিয়া প্রাচীন সমাজ বন্ধনকে বিক্ষোভিত করত পিতাকে পুত্রের বিরুদ্ধে, ভ্রাতাকে ভ্রাতার বিরুদ্ধে, স্বামীকে স্ত্রীর বিরুদ্ধে, এবং প্রতিবাসীকে প্রতিবাসীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান করিবে; যাহার প্রভূত আন্দোলোনে জনসমাজের অন্তরতম স্থান পর্য্যন্ত কম্পিত

হইয়া যাইবে; তাহার জীবন্ত পরাক্রম হিন্দুসীমার ক্ষুদ্র প্রাচীর মধ্যে কি কখন অবরুদ্ধ থাকিতে পারে? এ প্রকার উন্নতিশীল ব্যাপার চিরদিন নির্ব্বিঘ্নেও চলিতে পারে না। যাহার উদ্দেশ্য মূল সংস্কার করা, তাহা শাখা পল্লব কর্ত্তন করিয়াই বা কিরূপে ক্ষান্ত থাকিতে পারে? যে সকল ব্রাহ্ম পরিণামদর্শী, সংসারের অনেক ঘটনায় পড়িয়া আপনাদিগকে বিজ্ঞতা ও প্রবণীতায় পরিপক্ব জ্ঞান করিয়াছিলেন, অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা ও ফলাফল চিন্তা না করিয়া যাঁহারা কোন কার্য্য করেন না, দেশ কাল পাত্র অনুসারে কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হন, তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা যে যাহাতে কোন প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে না হয়, অথচ কিছু কিছু দেশের ধর্ম্মনীতি সামাজিক আচার ব্যবহারের উন্নতি হয়। কিন্তু যে সকল অবাধ্য প্রমাদী যুবাদিগকে তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে স্থান দিয়াছিলেন, তাঁহারা এরূপ মৃদু গতিতে কার্য্য করিবার পাত্র ছিলেন না। তাঁহাদের ইচ্ছা পাপ পৌত্তলিকতার বৃক্ষের মূল উৎপাটনপূর্ব্বক তাহাকে এক দিনের মধ্যে ভূতলশায়ী করিয়া নিশ্চিন্ত হন। সুতরাং এ স্থলে উৎসাহ উদ্যমপূর্ণ যুবাদিগের উষ্ণ শোণিতের সহিত প্রাচীন ও নির্ব্বিরোধী ব্রাহ্মদিগের শীতল শোণিতের প্রতিঘাত হইতে লাগিল। এক দিকে জ্বলন্ত উৎসাহ, লাভালাভশূন্য কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও অসমসাহসিকতা, অন্য দিকে দীর্ঘসূত্রতা, স্রোতবিহীন বদ্ধভাব,

ভাবী ক্ষতি লাভের গণনা; এই দুই পরস্পর বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত স্বভাবের মধ্যে মহা সংগ্রাম উপস্থিত হইল। কেশব বাবু এত দিন আপনার অসাধারণ ধৈর্য্যশীলতা গুণে ভক্তিভাজন বৃদ্ধ মহর্ষি দেবেন্দ্র বাবুকে অগ্রে করিয়া অল্পে অল্পে গন্তব্য স্থানে আসিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার সহযোগী ভুজঙ্গ-শিশু সদৃশ উগ্রমূর্ত্তি যুবকেরা একটু মাত্র অধীনতা স্বীকার করিবার লোক ছিলেন না। অতঃপর উভয় পক্ষের বিপরীত মতের ও কার্য্যের সংঘর্ষণে ব্রাহ্মসমাজের প্রীতি-বন্ধন ক্রমে শিথিল হইতে লাগিল। দেবেন্দ্র বাবু এই সকল যুবাদিগের উৎসাহের স্রোতে পতিত হইয়া অজ্ঞাতসারে এতদূর আসিয়াছিলেন যে, দুই এক জন তাঁহার বয়ঃক্রমের লোক ভিন্ন তত দূর অগ্রসর হইতে কেহ সাহসী হয় না। অবশেষে নিতান্ত আতিশয্য দেখিয়া তিনি বলিলেন আমি অনেক দূর পর্য্যন্ত তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছি, এক্ষণে আর পারি না; এই বলিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি যুবাদিগের ভাব গতিক দর্শনে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে ইহারা আমাকে অতিক্রম করিয়া চলিল। তদনন্তর সতর্ক হইতে লাগিলেন, এবং আপনার কর্ম্মক্ষেত্রের সীমা স্থির করিয়া লইলেন।

সংগতের নব্য ব্রাহ্মগণ ভিতরে ভিতরে ক্রমে এক একটি করিয়া অনেকে উপবীত পরিত্যাগ করেন, কেহবা স্ত্রীলোক-

দিগের স্বাধীনতা দেন, শঙ্কর বিবাহ বিধবা বিবাহও দুই একটি চলিতে লাগিল; কখন বা পরিবারের সহিত একত্র উপাসনা করেন, তাহাদের জন্য ব্রাহ্মিকা সমাজের কথা উত্থাপন করেন; এইরূপে প্রচলিত রীতিবিপরীত যে সকল কার্য্য হিন্দুরা শ্রবণ করিলে অবাক্ হয়, যাহা কেহ কখন কল্পনাও করেন নাই, সেই সকল অভূতপূর্ব্ব কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সকল অভিনব ব্যাপার সন্দর্শনে দেবেন্দ্র বাবুর মন অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিল। বস্তুতঃ তাঁহার ধর্ম্মমত ও সমাজসংস্কারের যে আদর্শ তাহাতে তাঁহার বিরক্ত না হওয়াই অসম্ভব। তিনি এরূপ উন্নতি ও সভ্যতার সম্পূর্ণ বিরোধী। এত দিন কোন বিবাদ অনৈক্য ছিল না, এক্ষণে কার্য্যের সময় উপস্থিত হওয়াতে পরস্পরের মধ্যে বিভিন্ন মত প্রকাশ পাইল। যদিও সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে উভয়ের ধর্ম্মমতের মধ্যে কোন প্রভেদ লক্ষিত হয় না, কিন্তু ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে স্পষ্ট বোধ হইবে যে দুইটি যেন স্বতন্ত্র ধর্ম্ম। ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক সাধনের মধ্যেও অনেক বিভিন্নতা আছে; তদ্ব্যতীত সামাজিক অনুষ্ঠান বিষয়ে দেবেন্দ্র বাবুর সহিত কেশব বাবু প্রভৃতির অনেক বিভিন্ন ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। দেবেন্দ্র বাবুর ইচ্ছা হিন্দুস্থানের ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য-প্রণালী হিন্দুসমাজের মধ্যেই থাকিবে, কেবল তাহার পৌত্তলিকতা-সংস্পৃষ্ট ক্রিয়া কাণ্ডের স্থানে ব্রহ্মোপাসনা

প্রবর্ত্তিত করা। জাতিভেদ যেরূপ চলিয়া আসিতেছে তাহা থাকিবে, দেব দেবীর পূজা করিয়া যে সকল সামাজিক কার্য্য হয় তাহার পরিবর্ত্তে ঈশ্বরোপাসনা প্রচলন করা তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য। এই ভাব তাঁহার সহযোগীদিগের পুস্তকে এবং তত্ত্ববোধিনীতেও সময়ে সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা একটি অভিনব বৈজ্ঞানিক লক্ষণ ব্রাহ্মধর্ম্মেতে সংযোগ করিয়া থাকেন যাহার তাৎপর্য্য আমরা অনেক সময় বুঝিয়া উঠিতে পারি না। ফলতঃ সে গূঢ় রহস্যের মর্ম্মভেদ করা সামান্য-বুদ্ধি লোকের সাধ্য নহে। এইরূপ বলেন যে ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম অথচ প্রাকৃতিক এবং সার্ব্বভৌমিক। হিন্দুধর্ম্ম হইতে যে আংশিক সত্য প্রাপ্ত হন তাহাকেই ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করেন ; এই জন্য বলিয়া থাকেন যে ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম অথচ সার্ব্বভৌমিক। সামান্য জ্ঞানে এ রহস্যের গভীর অভিসন্ধি উপলব্ধি করিতে পারা যায় না, তবে এইমাত্র বুঝিতে পারা যায় যে উহা মানবসাধারণের পরিত্রাণপ্রদ ব্রাহ্মধর্ম্ম নামের যোগ্য কখনই নয় ; হিন্দু-ধর্ম্মানুমোদিত ব্রাহ্মধর্ম্ম বলা যাইতে পারে এই মাত্র। দেবেন্দ্র বাবু স্পষ্টই বলিয়া থাকেন যে, আমার সীমা-বদ্ধ ক্ষমতা ও শক্তি অনুসারে আমি হিন্দুসমাজের মধ্যে কার্য্যক্ষেত্র মনোনীত করিয়াছি, ইহাই আমার ঈশ্বরের আদেশ এবং জীবনের লক্ষ্য। তাঁহার এরূপ সরল বিশ্বাসে

কাহারো কোন আপত্তি করিবারও অধিকার নাই। আধ্যাত্মিক সাধান-প্রণালী ও মত বিষয়েও কেশব বাবুর সহিত দেবেন্দ্র বাবুর অনেক বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়। যখন ইহাঁরা দুই জন একত্র মিলিত হইয়া কার্য্য করিতেন, তখন এই জীবনগত গভীর অভিন্নতা কেহ জানিতে পারেন নাই। পরে যখন মতের ধর্ম্মের মধ্য হইতে জীবনের ধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে মস্তক উত্তোলন করিল, তখন একটি সুস্পষ্ট প্রভেদ রেখা উভয়ের মধ্যে নয়নগোচর হইল। সমাজসংস্কার ও বাহিরের অপরাপর উন্নতিশীল মত ব্যতীত যে সকল আধ্যাত্মিক অত্যাবশ্যক মতের সহিত ব্রাহ্মজীবনের গূঢ় যোগ আছে, সেই সকলের মধ্যে বিভিন্নতা আমরা সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিতেছি।

দেবেন্দ্র বাবুর মত।

১। সাধারণ মানবজাতির প্রতি কর্ত্তব্যসাধনকে ব্রাহ্মজীবনের একটি গুরুতর অঙ্গ স্বীকার না করিয়া ধ্যান উপাসনা এবং ঈশ্বর সহবাসের আনন্দ লাভের প্রতিই যত্ন। আত্মার উন্নতি সাধনপূর্ব্বক দেশ কাল অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শান্ত ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম পালন করিতে হইবে, অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পাপের জন্য ক্রন্দন করা বা প্রার্থনা করা নিষ্প্রয়োজন। নীতির আদর্শ সমধিক

বিশুদ্ধ ও উন্নত নহে, এবং উন্নত নীতির অনুসরণ করার প্রতি শিথিল ভাব। ধর্ম্মকে অবস্থার ও ঘটনার দাস করিয়া লোকের সাংসারিক সুবিধার সহিত তাহার সন্ধি স্থাপন করা; গোপনীয় চরিত্র ব্রাহ্মোচিত না হইলেও তজ্জন্য বিশেষ কোন কঠিন নিয়ম নাই।

২। অন্যান্য ধর্ম্ম ও ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি ঘৃণা, কেবল হিন্দুধর্ম্মের ও তৎ সম্প্রদায়ের প্রতি শ্রদ্ধা। বিশেষ রূপে খৃষ্ট ও খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ। হিন্দুশাস্ত্র ব্যতীত অপরাপর ধর্ম্মশাস্ত্রের সত্যের প্রতিও বীতরাগ, অপর জাতীয় বা দেশীয় সাধুর প্রতি ভক্তি নাই। কেবল মুনি ঋষিদিগের ও হিন্দুশাস্ত্রের সত্যের প্রতি সমুদায় শ্রদ্ধা, হিন্দুধর্ম্মই ব্রাহ্মধর্ম্ম; ব্রাহ্মধর্ম্ম জানিবার জন্য অন্য কোথায়ও যাইবার আবশ্যকতা নাই। বেদ উপনিষদ তন্ত্র ও মহাভারতে ব্রাহ্মধর্ম্ম আছে। এ ধর্ম্মে সকলেরই অধিকার, তবে মুসলমান খৃষ্টীয়ান প্রভৃতি অপরাপর ধর্ম্মাবলম্বীরা আপনার আপনার সম্প্রদায়ের মধ্যে পৃথক্ ভাবে থাকিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম যাজন করিবে। খৃষ্টীয়ানব্রাহ্ম এবং মুসলমান-ব্রাহ্মের হিন্দু অথবা ব্রাহ্মণব্রাহ্মদিগের সহিত সকল বিষয়ে এক হইয়া চলিবার অধিকার নাই। যিনি যে জাতি তিনি সেই জাতি থাকিবেন, একত্র উপাসনা করিতে কোন আপত্তি নাই। বহুল সাধু গুণে উন্নত হইলেও জাতির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কেন না এক জন সাধুগুণ-

সম্পন্ন মুসলমান কিম্বা খৃষ্টীয়ানকে দলভুক্ত করিলে অনেক হিন্দুর বিরাগভাজন হইবার সম্ভাবনা। এক জনের জন্য বহু সংখ্যক লোকের আশা পরিত্যাগ করা কখন উচিত নহে।

৩। কেবল ঈশ্বরের করুণায় পরিত্রাণ হয় না, নিজের ক্ষমতা অর্থাৎ আত্মপ্রভা আবশ্যক। অধিক উৎসাহে প্রমত্ত হওয়া কিম্বা অধিক ভাবে উত্তেজিত হওয়া অমঙ্গলের বিষয়, শান্ত ভাবে সাধন করিতে হইবে। গুরুর আবশ্যক নাই, কাহারো উপদেশ কি সহায়তার বিশেষ প্রয়োজন নাই, ধার্ম্মিক হওয়া অতি সহজ, মানবের প্রকৃতিই ধর্ম্ম। পান ভোজন প্রভৃতি শারীরিক ক্রিয়ার ন্যায় ধর্ম্মোপার্জ্জন সহজ কার্য্য। মুনি ঋষি ভিন্ন বিদেশীয় প্রসিদ্ধ ধর্ম্মসংস্কারক মহৎলোকেরা প্রতারক, ঈশ্বরের মহিমা অপহারক। বাহিরে যাহা বলুন, কিন্তু ভিতরকার ভাব এই যে, সাধু মহৎলোকদিগের মধ্যে বিধাতার বিশেষ হস্ত নাই, তাহাদের কোন অসাধারণতা নাই। বিশেষ করুণা কি তাহার বিষয়ে কোন পরিষ্কার মত দৃষ্ট হয় না। ঈশ্বরের করুণা অপেক্ষা আপনার বুদ্ধিকৌশল ও পার্থিব ক্ষমতার উপর অধিক নির্ভর।

কেশব বাবুর মত।

১। পৃথিবীর সমুদায় নরনারীকে ভ্রাতা ভগ্নী জ্ঞানে তাঁহাদের সেবা করা এবং দেশ কাল অবস্থার বাধা না

মানিয়া বিবেক ও সত্যের আদেশানুসারে জীবনের যাবতীয় কর্ত্তব্য সাধন করা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ; তদ্ভিন্ন পরিত্রাণ নাই। এক দিকে যেমন আত্মার উৎকর্ষ সাধন-পূর্ব্বক ধ্যান ও যোগ দ্বারা ঈশ্বরের পবিত্র প্রেমানন্দ উপভোগ করিতে হইবে, তেমনি নীতির উচ্চতর অত্যুজ্জ্বল আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া ব্যাকুল অনুতাপ সহকারে তাঁহার নিকট পাপের জন্য ক্রন্দন করিতে হইবে। এক বিন্দু পাপকে জানিয়া শুনিয়া হৃদয়ে পোষণ করিতে পারিবে না। ক্রন্দন করিতে করিতে বীজ বপন করিয়া আনন্দের সহিত শস্য সংগ্রহ কর। আপনার সুবিধা অনুসারে আদর্শ নির্ম্মিত হইবে না।

২। অতি উদার ভাবে সকল দেশের সাধু ও ধর্ম্ম-শাস্ত্রের সত্যের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা করা কর্ত্তব্য। কোন সম্প্রদায়কে নীচ বলিয়া বিদ্বেষ দৃষ্টিতে দর্শন করা পাপ। সত্যের মধ্যে সাধুতার মধ্যে পক্ষপাত করা ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ। প্রত্যেকের স্বাভাবিক ভাব, জাতীয় ও দেশীয় প্রকৃতি রক্ষা করিয়া ঈশ্বরের পরিবার রূপে এক বিশ্বব্যাপী মনুষ্য পরিবার সংগঠন করিতে হইবে। কেবল হিন্দু-শাস্ত্রের কতিপয় শ্লোক লইয়া তাহাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিবে না, কিন্তু সকল শাস্ত্র হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সংগ্রহ করিবে। জাতিভেদ থাকিবে না। লোকের মনোরঞ্জন কিম্বা ক্ষতি লাভের সঙ্গে ধর্ম্মের সন্ধিবদ্ধ করা

অন্যায়। "আমার ইচ্ছা নহে, কিন্তু তোমার ইচ্ছা সম্পন্ন হউক!"

৩। একমাত্র ঈশ্বরের করুণাতেই পরিত্রাণ হয়, তনি সর্ব্বশক্তিমান্। তাঁহার চরণে বিনীত ভাবে সম্পূর্ণ নির্ভর ব্যতীত পরিত্রাণ নাই। কঠোর এবং শুষ্ক এবং জীবনহীন ও প্রণালীগত উপাসনায় ক্রমে নাস্তিকতা অবিশ্বাস ও সন্দেহের রাজ্যে লইয়া যায়, বিশুদ্ধ জ্ঞানবিবর্জিত অন্ধ উৎসাহে পৌত্তলিকতা আনয়ন করে। এই উভয়ের মধ্যে দণ্ডায়মান থাকিয়া অপরিবর্ত্তনীয় সত্যকে অবলম্বন পূর্ব্বক প্রভূত উৎসাহ সহকারে বিশ্বাস ভক্তিতে ধর্ম্মসাধন করিতে হইবে। এক দিকে প্রশান্ত চিত্তে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া যেমন ঈশ্বরকে সত্যরূপে জীবন্ত রূপে দর্শন করিতে হইবে, তেমনি ভক্তি ও প্রেমরসে উন্মত্ত হইয়া ব্রহ্মনাম কীর্ত্তনের ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক্ শব্দায়মান করিতে হইবে; তেমনি আবার অবিশ্রান্ত কঠোর পরিশ্রম সহকারে তাঁহার প্রিয়কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। গুরুর আবশ্যক আছে। উপদেশ ও অন্যের ভূরি ভূরি সহায়তার অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু গুরু কখন ঈশ্বর ও মনুষ্যের মধ্যে ব্যবধান হইবেন না। তিনি কেবল আপনার জীবনের পরীক্ষিত জ্ঞান দ্বারা শিষ্যের পথ দেখাইয়া দিবেন। আর্য্যবংশীয় ঋষি মুনিগণ যেরূপ শ্রদ্ধার পাত্র, তেমনি বিদেশীয় সাধু

মহাত্মারাও শ্রদ্ধার পাত্র, তাঁহারা প্রতারক নহেন; অল্প-বুদ্ধি শিষ্য প্রশিষ্যদিগের দোষে তাঁহাদের উপর নানা প্রকার ভ্রমাত্মক মত আরোপিত হইয়াছে। তাঁহাদের জীবনে অসাধারণতা আছে এবং ঈশ্বরের সহিত তাঁহাদের বিশেষ সম্বন্ধ, অর্থাৎ তাঁহারা ভক্তের আদর্শ। ঈশ্বরের সাধারণ করুণা ব্যক্তি বিশেষের নিকট বিশেষ করুণা রূপে প্রকাশিত হয়। পাপী সাধু সকলের সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত বিশেষ সম্বন্ধ আছে এবং তিনি তাহাদিগকে বিশেষ করুণা দানে কৃতার্থ করিয়া থাকেন।

এইরূপ বিভিন্ন মত, ভাব ও কার্য্য যদিও ক্রমে ক্রমে ইদানীন্তন স্পষ্টতঃ প্রকাশ হইয়াছে, কিন্তু ঐ কারণ হইতে যে দুই বিভাগ নির্ম্মিত হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কলিকাতা সমাজের ঐ সকল মত স্থূল দৃষ্টিতে আপাততঃ বুঝিতে পারা যায় না, কিন্তু অন্তরে ঐ ভাব সকল গূঢ় রূপে নিহিত আছে। ঠিক কথায় কথায় ঐরূপ মত না হইক, ভাব ও কার্য্য ঐরূপ তাহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে।

এক্ষণে আমরা উভয় পক্ষের মত ও কার্য্যের তারতম্য দেখিয়া স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিতেছি যে ঈদৃশ অভিন্নতা একত্র অবস্থিতি করা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক এবং অসম্ভব। এক জন বলিতেছেন আমার ব্রাহ্মধর্ম্মের সীমা হিন্দু সমাজে, প্রাচীন সংস্কৃত হিন্দুশাস্ত্রের সত্য আমার আদরণীয়,

মুনি ঋষিগণ আমার শ্রদ্ধেয়, ব্রাহ্মণ জাতির মর্য্যাদা রাখা উচিত, প্রচলিত হিন্দু আচার ব্যবহার ও দেশাচার সকলই রক্ষা করিতে হইবে, কেবল দেব দেবী পুত্তলিকা পূজা করিব না। সমাজের উপাচার্য্য প্রভৃতি কর্ম্মচারী অথবা সভ্যদিগের গোপনীয় চরিত্র আমাদের দেখিবার কোন প্রয়োজন নাই, যাঁহারা এক ঈশ্বরের উপাসনা স্বীকার করেন তাঁহারাই ব্রাহ্ম। সমাজে এক ঈশ্বরের বিষয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত উপদেশ দেওয়া হয় কি না তাহাই দেখিতে হইবে, বাহিরে তিনি এখন যেরূপ ভাবেই থাকুন তাহা আমাদের জানিবার কোন আবশ্যকতা নাই। ইহার মূল তাৎপর্য্য এই যে মতে ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বীকার করিলেই তিনি ব্রাহ্ম, জীবনের সঙ্গে তাঁহার মতের ঐক্য থাক আর না থাক। পরব্রহ্মের ধ্যান ধারণা উপাসনা আলোচনা ও বক্তৃতা করা ইহাতে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম। আর এক পক্ষ বলিতেছেন সকল দেশের সত্য ও সাধু ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্পত্তি এবং আমাদের আদরের বস্তু; সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড কার্য্যক্ষেত্র, জাতিভেদ রক্ষা করা অন্যায়, হিন্দু মুসলমান খৃষ্টীয়ান সমুদায়কে এক পরিবারে বদ্ধ কর। প্রচলিত দূষিত সামাজিক রীতি নীতি পোষণ করা পাপ, এ ধর্ম্মে "নরনারী সাধারণের সমান অধিকার, যার আছে ভক্তি সে পাবে মুক্তি নাহি জাত বিচার।" ব্রাহ্মধর্ম্ম জীবনের ধর্ম্ম, বিশ্বাস ও কার্য্যের সামঞ্জস্য

চাই, চরিত্র অপবিত্র থাকিলে তাহার প্রতি উদাসীন থাকা হইবে না। কেবল মুখে মত স্বীকার করিলেও চলিবে না কার্য্যও সেই রূপ করিতে হইবে। কেবল উপাসনা, ধ্যান, আরাধনা, ঈশ্বরের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিলে হইবে না, জীবনের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিয়া সাধু হইতে হইবে। ঈশ্বরকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করা মতে বদ্ধ থাকিবে না, তদ্রূপ কার্য্য করিতে হইবে। দুই দলের মধ্যে মতগত ও অনুষ্ঠানগত এত দূর প্রভেদ। কিন্তু প্রকৃত এবং সমগ্র ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মধর্ম্ম বিভিন্ন হইলেও ইহা সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের একটি প্রধান অঙ্গকে পূর্ণ করিয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয়ক গভীর ভাব, ধ্যান, আরাধনা প্রভৃতি যে সকল মহামূল্য সত্য আছে, কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজ তাহা সংগ্রহ করিয়া জগতের অনেক উপকার করিয়াছেন। সেখানকার সংগীত, বক্তৃতা, ব্যাখ্যান, রীতি পদ্ধতি অতীব মনোহর এবং মহান্ গম্ভীর ভাবে পরি-পূর্ণ। গভীর ও করুণ রসাত্মক সংগীত এরূপ আর কোথায়ও শ্রুত হওয়া যায় না। উদারতা ভক্তি এবং উন্নত নীতির সহিত এই সকল ভাবের সম্মিলন হইলে সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণধর্ম্ম সংগঠিত হইতে পারে। ব্রাহ্মেরা সেখানে অনেক উপকার লাভ করিয়াছেন; কত ব্যক্তি কৌতূহল চরিতার্থ করিতে গিয়া শেষে ধর্ম্মের ভাবে

মোহিত হইয়াছেন। এক্ষণকার আনুষ্ঠানিক উন্নতিশীল ব্রাহ্মদিগের পিতৃসমাজ রূপে ইহা চিরদিনই পরিগণিত হইবে। প্রাচীন পিতা মাতা পৌত্তলিক হইলেও উপযুক্ত ধার্ম্মিক পুত্রের নিকট যেমন পূজনীয়, সেবনীয়, তদ্রূপ ব্রাহ্মেরা যতই কেন জ্ঞানধর্ম্মে উন্নত হউন না, কলিকাতা সমাজের নিকট তাঁহাদিগকে চিরদিন কৃতজ্ঞ পুত্রের ন্যায় থাকিতেই হইবে।

অনন্তর নব্য ব্রাহ্মগণ যখন তাঁহাদের উদার আদর্শানুসারে কিছু কিছু কার্য্য আরম্ভ করিলেন, তখন সকলে জানিতে পারিলেন যে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ ইহার বিরোধী। সেখানে জাতিভেদ পোষণ করা হইবে, বিধবা-বিবাহ শঙ্করবিবাহ নিষিদ্ধ, ব্রাহ্মণের বিশেষ মান্য ও হিন্দু ভাবের আধিপত্য থাকিবে। যাঁহারা নিগূঢ় সংবাদ কিছুই অবগত নহেন, তাঁহারা বলেন কেশব বাবু কেন দেবেন্দ্র বাবুর সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করেন না? কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে কেশব বাবু সহস্র চেষ্টা করিলেও উক্ত দুই সাম্প্রদায়িক ও উদার সার্ব্বভৌমিক ভাব একত্রিত হইতে পারে না। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে উভয়ের মধ্যে দিন রাত্রের বিভিন্নতা বোধ হইবে। দিন দিন নব্য ব্রাহ্মগণ যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন ততই অনৈক্য ভাব বিস্তার হইতে লাগিল। ধর্ম্মগত মতভেদ থাকিবে অথচ পরস্পরের

প্রতি প্রীতি থাকিবে তাহা এ পৃথিবীতে নিতান্ত দর্শন-সুলভ নহে; সে রূপ উদারতা রক্ষা করা অতি মহৎ মনেরই কার্য্য। আমরা সাধারণতঃ কেবল ইহাই দেখিয়া থাকি, মতের ভিন্নতা হইলে তাহা হইতে বন্ধুতা ও ভ্রাতৃভাবের বন্ধন ছিন্ন হইতে থাকে। কেবল তাহাও নহে, অবশেষে পরস্পরের জীবনের গুপ্ত দোষ পর্য্যন্ত সাধারণের সমক্ষে প্রচারিত হইয়া পড়ে।

এক্ষণে উভয় পক্ষের মনোগত ভাব আর অধিক দিন প্রচ্ছন্ন থাকিল না। বিচ্ছেদের অনল অল্পে অল্পে প্রধূমিত হইতে লাগিল। দুষ্ট লোকেরা সর্ব্বত্রই ভ্রমণ করে; সমাজের মধ্যে ধর্ম্মের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া কয়েক ব্যক্তি অবস্থান করিতেন; তাঁহারা সুযোগ পাইয়া আপনাদের দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করিবার জন্য যে অগ্নি স্থানে স্থানে অনুজ্জ্বল ভাবে জ্বলিতেছিল, তাহাতে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। এক হৃদয়ের অগ্নি অন্য হৃদয়ে আনয়ন করিয়া বিবিধ কুমন্ত্রণা দ্বারা পরস্পরের মনোভঙ্গ করিতে আরম্ভ করিলেন। মনুষ্য বৈষয়িক সম্বন্ধে সহস্র মতভেদ লইয়াও এক পরিবারে অনায়াসে বাস করিতেছে, মহা সুপণ্ডিত ব্যক্তি গণ্ডমূর্খ স্ত্রীর সহিত সুখে শান্তিতে কাল যাপন করেন, কিন্তু ধর্ম্মবিষয়ে মতভেদ হইলে কেহ সহ্য করিতে পারেন না। ইহার জন্য পৃথিবীতে কত সময় রক্তস্রোতঃ প্রবাহিত হইয়াছে, ক্রোধে অন্ধ হইয়া

রাক্ষসের ন্যায় কতলোক ভ্রাতার শোণিত পান করিয়াছে, এ সমুদায় হৃদয়ভেদী কার্য্য ধর্ম্মরাজ্যে বিরল নহে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এত দূর হইবার সম্ভাবনা ছিল না, তবে ভদ্রতা রক্ষা করিয়া বর্ত্তমান শতাব্দীর সভ্যতার সময় যতদূর হইতে পারে তাহারও ত্রুটি হয় নাই। যে সকল বিষয়ে একতা ছিল তাহাও ক্রমে তিরোহিত হইতে লাগিল। যেটুকু সদ্ভাব থাকিতে পারিত, দুষ্ট লোকের কুমন্ত্রণায় তাহা আর তিষ্ঠিতে পারিল না; তাহারাই বিচ্ছেদের কার্য্য অর্দ্ধেক সম্পন্ন করিয়াছে। এক্ষণে কেহ কাহাকে আর বিশ্বাস করিলেন না, পরস্পরের সরলতার উপর সন্দেহ হইতে লাগিল। আলোক ও দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ নূতন ভাব ধারণ করিল।

এ দিকে এই সকল অল্পে অল্পে আয়োজন হইতেছে, এমন সময় কোন পল্লিগ্রামনিবাসী জনৈক সরল-বুদ্ধি মনুষ্য এক দিন বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে এই কথা বলেন যে, মহাশয়! আপনারা বলিয়া থাকেন এ ধর্ম্মে জাতিভেদ নাই, তবে উপাচার্য্য হইয়া যাঁহারা বেদী হইতে উপদেশ দান করেন তাঁহারা হিন্দুচিহ্ন উপবীত ধারণ করেন কেন? ব্রাহ্ম হইয়া উপবীত ধারণ করা কপট-তার স্পষ্ট চিহ্ন, যদিও ইহা নিজের নিজের সম্বন্ধে বুঝিয়া তাহা ইতিপূর্ব্বেই তাঁহারা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু আদর্শ সমাজের উপাচার্য্যের এরূপ আচরণ মফস্বলস্থ

অনুকরণকারী ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে কত দূর অনিষ্টকর তদ্বিষয়ে এত দিন বিশেষ মনোযোগ কাহারো পতিত হয় নাই। যুবা ব্রাহ্মদল ইহা আপনাদের মধ্যে আলোচনা করিতেন, প্রকাশ্য রূপে দেবেন্দ্র বাবুকে তাহা বলেন নাই। যখন পল্লিগ্রামবাসীর ঐ রূপ সরল প্রশ্ন শুনিলেন, তখন বুঝিতে পারিলেন যে আদর্শ সমাজে এ প্রকার কপটতার প্রশ্রয় দান করা অত্যন্ত অনিষ্টকর। পরে ক্রমশঃ এই কথার আন্দোলন প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের কর্ণগোচর হয়। তদনন্তর অনেক আলোচনা হইয়া উপবীতধারী উপাচার্য্য বেদীতে না বসেন তাহাতে দেবেন্দ্র বাবুরও মত এক প্রকার স্থস্থির হইল। উপাচার্য্যের কাজ যাঁহারা করিতেন তাঁহারা কোন অংশে সে কার্য্যের অনুপযুক্ত ছিলেন না, প্রত্যুত চরিত্র ও ক্ষমতা তাঁহাদের তৎকার্য্যের সমূহ উপযোগীই ছিল, কেবল উপবীত এবং জাত্যভিমান ত্যাগ করিতে অস্বীকার করায় বিজয় বাবু ও অন্নদা বাবু সেই পদে অভিষিক্ত হইলেন। ইহাতে পূর্ব্বকার উপাচার্য্যদিগের স্বভাবতঃই মনোদুঃখ হইল। শেষে সেই দুঃখ ক্রোধ ও জিগীষাতে পরিণত হইল। যদি তাঁহারা নিজের নিজের দুর্ব্বলতা অকুণ্ঠিত ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া বিনীত হৃদয়ে সেই দোষ সংশোধন করিতেন, তাহা হইলে সকল দিকেই মঙ্গল হইত; তাহা না হইয়া বিপরীত

হইল। পদচ্যুত হইলেন এই মনে করিয়া আপনাদিগকে অত্যন্ত অবমানিত বোধ করিলেন। পরে উপবীতহীন উপাচার্য্য বিধিপূর্ব্বক নিযুক্ত করনার্থে প্রকাশ্য রূপে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। ১৭৮৬ শকের ৬ই ভাদ্র দিবসে বিজয় বাবু ও অন্নদা বাবুকে এক এক খণ্ড অধিকার পত্র দিয়া দেবেন্দ্র বাবু স্বয়ং উপচার্য্যের পদে তাঁহাদিগকে অভি-ষেক করিলেন। ইতিপূর্ব্বে কেশব বাবু সমাজের সম্পাদক, ও আচার্য্য, বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সহকারী সম্পাদক এবং তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক ছিলেন; এক্ষণে বিজয় বাবু ও অন্নদা বাবু উপাচার্য্য হওয়াতে সমাজের বৈষযিক ও আধ্যাত্মিক যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহের ভার নব্য ব্রাহ্ম-দিগের হস্তে পতিত হইল। ইহাঁরা প্রাণগত যত্নে নিঃস্বার্থভাবে সমুদায় কার্য্য অতি সুচারু রূপে নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সমাজের উপর তাঁহাদের একাধিপত্য নির্ব্বিবাদে চলিতে পারিল না। কেন না এই পরিবর্ত্তন যেমন এক দিকে সত্য-প্রিয় উদারচেতা ব্রাহ্মদিগের অত্যন্ত প্রীতিকর হইয়াছিল, তেমনি আর এক দিকে কতকগুলি লোকের পক্ষে মহা চক্ষুশূল হইল। সাংসারিক ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে এরূপ হওয়াও অসম্ভব নহে। যাঁহারা বহুকাল হইতে সমাজে গমনাগমন করিতেছেন, দেবেন্দ্র বাবুর সহিত অনেক দিনের যাঁহাদের প্রণয়, বয়ঃক্রমের বিজ্ঞতাতে

লাভালাভ ভালমন্দ বিবেচনায় যাঁহারা পরিপক্ক, তাঁহাদের সকলকে অতিক্রম করিয়া কতিপয় অপরিপক্ক মতি উদ্ধত যুবা আপনাদের হস্তে এত বড় একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য গ্রহণ করিয়া প্রভুত্ব করিতে লাগিল, ইহা কাহার না বিরক্তিকর হইবে ?

নবম অধ্যায়।

ব্রাহ্মসমাজের সমুদায় কার্য্যভার এইরূপে উৎসাহী ও অপৌত্তলিক নব্য ব্রাহ্মদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া দেবেন্দ্র বাবু কিছু দিনের জন্য নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। কেশব বাবুর উপর তাঁহার সম্পূর্ণ নির্ভর ছিল, তাঁহাকে সম্পাদকের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া সমাজের সমুদায় বিষয়ের তত্ত্বাবধানের ভার দান করেন। দেবেন্দ্র বাবু কেশব বাবুকে এতদূর স্নেহ করিতেন যে তাঁহাকে সকলের অপেক্ষা বিশেষ সমাদর না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। ইহাতে কেহ কেহ আপনাকে অবমানিত মনে করিয়া এবং কেশব বাবুর ঐরূপ আধিপত্য দেখিয়া মনেতে অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেন। লঘুচেতা মনুষ্যেরা স্বর্গরাজ্যে গিয়াও পরশ্রীতে কাতর হয় ; তাহারা ধর্ম্মকর্ম্ম ভুলিয়া গিয়া শেষে

সাংসারিক নীচ বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ এরূপ নীচাশয় ব্যক্তিদিগের কোথায়ও আরাম নাই। কেশব বাবু প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের অতি প্রিয় পাত্র হইলেন তাহা দেখিয়া লোকের ঈর্ষানাল প্রদীপ্ত হইল। তখন ইহাঁদের দুই জনের মধ্যে স্বর্গীয় সদ্ভাব অবস্থিতি করিত। দেবেন্দ্র বাবু কেশব বাবুকে পুত্র নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন, নির্জ্জনে বসিয়া হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করত মনের সকল অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করিতেন। তখন চুঁচুড়াতে একটি ব্রহ্ম-বিদ্যালয় ছিল, তাহাতে প্রতি শুক্রবারে দেবেন্দ্র বাবু ও কেশব বাবু যাইয়া ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেন। দেবেন্দ্র বাবুর মন তখন প্রচার কার্য্যে অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়াছিল। এমন কি সেই অনুরাগের অবস্থায় শরীরের সুখের প্রতি অবহেলা করিয়া কত দিন রেলওয়ের ষ্টেসেনে বেঞ্চের উপর দুই জনায় রাত্রি কাটাইয়াছেন। কেশব বাবুর প্রতি তাঁহার ভালবাসার কথা সকল শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। আপনার সন্তানদিগের অপেক্ষাও তাঁহাকে ভালবাসিতেন। সেই পিতৃ সদৃশ স্নেহ বাৎসল্য স্মরণ করিয়া কেশব বাবু অদ্যাবধি তাঁহাকে যথোচিত ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া আসিতেছেন। যদিও উভয়ের উদ্দেশ্য ও ধর্ম্ম ভাব অনেক বিভিন্ন, তথাপি এমন একটি স্থান ছিল যেখানে উভয়ে মিলিত হইয়া পরম সুখ অনুভব করিতেন;

সচরাচর তাদৃশ প্রণয় সদ্ভাব বিশুদ্ধ ধর্ম্মবন্ধন কোথায়ও দৃষ্ট হইত না। এমন কি কত সময় দেবেন্দ্র বাবু উপাসনা কালে বেদীর সম্মুখে কেশব বাবুকে না দেখিলে অতৃপ্ত বোধ করিতেন। তৎকালকার গভীর ভাব-পূর্ণ ব্যাখ্যান বক্তৃতা যাহা দেবেন্দ্র বাবু করিতেন, সে সকল হৃদয়ঙ্গম করিতে কেশব বাবুই বিশেষ উপযুক্ত ছিলেন। প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের তখন এই একটি উৎসাহের বিষয় ছিল যে তিনি যে সকল আধ্যাত্মিক প্রেমের উচ্চ কথা বলিতেছেন, অন্ততঃ তাহা একজন ব্যক্তিও উপলব্ধি করিতে সক্ষম। আমরা ইহাঁদের পরস্পরের প্রণয়ের কথা যাহা শুনিয়াছি তাহা অতীব মনোহর; সে ভাব প্রকাশ করা যায় না, করিলেও তাহা অনেকে এক্ষণে হয়ত বিশ্বাস করিতে পারে না। দেবেন্দ্র বাবুর সে সময়কার এক এক খানি পত্র পাঠ করিলে এই ভাব অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। হায়! ঈদৃশ প্রীতির বন্ধন ছিন্ন হইয়া যাইবে শুনিলে কাহার হৃদয় না দুঃখিত হইবে। কিন্তু অল্পকাল মধ্যে সেই নিদারুণ সংবাদ শুনিতে হইল। কি মহত্ত্বর কল্যাণতর উদ্দেশে মঙ্গলময় পিতা এই পরিবর্ত্তনটি আনয়ন করিয়াছিলেন তাহা এক্ষণে আমরা স্বচক্ষে দর্শন করিতেছি। যদি এ প্রকার ঘটনা না হইত, তাহা হইলে বোধ হয় ব্রাহ্মধর্ম্মের এতদূর উন্নতি আমরা দেখিতে পাইতাম না। হয়ত ইহা বিস্তীর্ণ সাগর

সমান হিন্দুসমাজের মধ্যে এতদিন বিলীন হইয়া যাইত। যে সময় ইহাঁদের উভয়ের মধ্যে গাঢ়তর প্রণয় হইয়াছিল, তখন দেবেন্দ্র বাবু কেশব বাবুর গুণে বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। তিনিই বিধিপূর্ব্বক ১৭৮৪ শকের ১ বৈশাখ দিবসে এক অধিকার পত্র, একটি রৌপ্য নির্ম্মিত "শীলমোহর" প্রদানকরত "ব্রহ্মানন্দ" উপাধি দিয়া তাঁহাকে আচার্য্য করেন। তখনকার উৎসাহের ব্যাপার দর্শন করিলে নির্জ্জীব মনেও জীবন্ত ভাব আবির্ভূত হইত; কত আশা, উদ্যম, সুখের কল্পনা ব্রাহ্মদিগের মনকে আনন্দিত করিয়া ছিল। কিন্তু মনুষ্য ভাবী ঘটনাকে যেরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করে, কত সময় মঙ্গলময় সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বর তাহার বিপরীত মীমাংসা করিয়া রাখেন। ধর্ম্মরাজ্যের গতি অতি দুরবগাহ এবং সূক্ষ্ম; কিরূপ প্রণালী দিয়া তাহা উন্নতির সোপানে উত্থিত হয়, তিনি কোন্ অমঙ্গলের মধ্য দিয়া মঙ্গলের স্রোতঃ খুলিয়া দেন তাহা মনুষের জ্ঞান বুদ্ধি গণনা সিদ্ধান্তের অতীত।

যৎকালে নব্য সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মগণ সমাজে প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছিলেন, এমন সময়ে কতকগুলি ব্রাহ্ম আপনাদের মনঃক্ষোভ প্রকাশক এক খানি আবেদন পত্র "ব্রাহ্ম সমাজপতি" মহাশয়কে প্রদানপূর্ব্বক আপনাদের দুরভিসন্ধি সিদ্ধির মানসে ভিতরে ভিতরে ষড়যন্ত্র করিতে

লাগিলেন। তাঁহারা সমাজের পরম হিতৈষীর ন্যায় এই বলিয়া প্রধান আচার্য্য মহাশয়কে শঙ্কিত করিলেন যে, মহাশয়! আপনি কতকগুলি অজাত-শ্মশ্রু চঞ্চলমতি তরুণ যুবার হস্তে সমাজের ভার অর্পণ করিয়া সর্ব্বনাশ করিবেন; তাহাদের দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের বিষম অনিষ্ট হইতেছে। বিবিধ কৌশলে দেবেন্দ্র বাবুর মনে যুবাদিগের বিরুদ্ধে কুসংস্কার অবিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়া তাঁহারা এক প্রকার কৃতকার্য্য হইলেন। দেবেন্দ্র বাবু স্বভাবতঃই হিন্দুসমাজের পক্ষপাতী ছিলেন, সুতরাং অবাধ্য নব্য ব্রাহ্মদিগের তেজস্বীভাব, অগ্নিময় স্বাধীনতা সন্দর্শন করিয়া মহা প্রমাদ গণনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল; কে কিরূপ ভাবে তাঁহার নিকট আসিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলেন না। যাহারা কেবল ধর্ম্মের জন্য, সত্য পালনের জন্য সকল পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছিল, তাহারা যে স্বভাবতঃই স্বাধীনতা-প্রিয় হইবে তাহা বুঝিতে না পারিয়া অন্য প্রকার জ্ঞান করিলেন। নিয়ত লোকের কুমন্ত্রণা শুনিতে শুনিতে মহাজ্ঞানী ব্যক্তিরও যে ভাবান্তর উপস্থিত হইতে পারে তাহা এই ঘটনাতে অবগত হওয়া যাইতেছে। যাহাহউক, তাঁহাকে আবেদনকারীরা ক্রমে হস্তগত করিয়া ফেলিলেন।

এইরূপে অল্পে অল্পে ভাবী বিপ্লবের প্রয়োজনীয়

সামগ্রী সকল একত্রিত হইয়া পরস্পর বিরোধী উপাদানের সংঘর্ষণে ব্রাহ্মজগতের অভ্যন্তর প্রদেশ বাষ্পরাশিতে পরিপূর্ণ হইল; কেবল একটু অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সংযোগ করা আর একটু অনুকূল বায়ুমাত্র অবিশিষ্ট আছে, এমন সময় ১৭৮৬ শকের ২০শে আশ্বিনের সেই মহাপ্রলয়কারী ঝটিকা হইল। সেই প্রবল বাত্যা যেমন প্রচণ্ড বেগে বহির্জ্জগৎকে বিকম্পিত করিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রাচীন বৃক্ষ ও সুদৃঢ় অট্টালিকা সকলের মূল উৎপাটন করত সমুদায় শ্রীভ্রষ্ট করিয়াছিল, তেমনি ব্রাহ্মসমাজের গৃহবিবাদের যে কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট ছিল তাহাও পূর্ণ করিয়া যায়। উক্ত ভয়ঙ্কর ঝটিকার প্রবল আঘাতে ব্রাহ্মসমাজের গৃহ কিছু দুর্ব্বল হওয়াতে তাহার পুনঃসংস্কার আবশ্যক হইয়াছিল। এই উপলক্ষে দেবেন্দ্র বাবু আপন বাটীতে কিছু দিনের জন্য সমাজ উঠাইয়া লইয়া যান। সেই স্থানে এক দিন হঠাৎ উপবীতধারী পুরাতন উপাচার্য্যগণ দেবেন্দ্র বাবুর অনুমতি লইয়া বেদী গ্রহণ করাতে নূতন উপাচার্য্য দ্বয় একেবারে বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং বিপক্ষদিগের চক্রান্ত ও দেবেন্দ্র বাবুর মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন। ঐ দিবস উপাসনার নির্দ্দিষ্ট কালের প্রায় দশ মিনিট পূর্ব্বে কার্য্য আরম্ভ হয়। নূতন উপাচার্য্য ও কতিপয় ব্রাহ্ম এই অন্যায় ব্যবহার সন্দর্শন করিয়া আর তথায় প্রবেশ করিলেন না; বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহা-

দিকে বিদায় দিবার জন্যই নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্বে পুরাতন উপাচার্য্যদিগকে বেদীতে বসান হইয়াছে। অতঃপর তাঁহারা অপর এক স্থানে গমন করিয়া সে দিন উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। এই কার্য্যটি সমুদায় অগ্রগামী ব্রাহ্মের পক্ষে অপ্রীতিকর হইয়াছিল; কেন না বিজয় বাবু ও অন্নদা বাবুকে উপাচার্য্য পদে নিয়োগ করিবার সময় প্রধান আচার্য্য মহাশয় এই নিয়ম করেন যে আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মভিন্ন কেহ কলিকাতা সমাজের বেদীতে বসিতে পাইবেন না। উক্ত নিয়ম সহসা এই রূপে ভঙ্গ করাতে যুবকেরা আপনাদের ভীম মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। ব্রাহ্মসমাজের সাম্প্রদায়িক দোষাশ্রিত পুরাতন কার্য্যপ্রাণলীর বক্ষে দুই একটি তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। যুবকদল এই বলিতে লাগিলেন যে, যে সত্য পালনের জন্য পিতা মাতা প্রতিবাসী আত্মীয় সুখ সৌভাগ্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া আসিলাম, তাহার বিলোপদশা দেখিয়া কি নিশ্চিন্ত থাকিব? সকল প্রকার অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া কি শেষে ব্রাহ্মসমাজের ব্যক্তি বিশেষের মতের দাসত্ব করিব? তাহা কখনই হইতে পারে না। এই বলিয়া সকলে বদ্ধ-পরিকর হইয়া সত্যরাজ্য সংস্থাপনার্থে সংগ্রাম ক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। এই সময় "ধর্ম্মতত্ত্ব" পত্রিকা বাহির হয়। ১৭৮৬শকের কার্ত্তিক মাস হইতে এই পত্রিকা বাহির

হইলে তদ্দ্বারা উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণ আপনাদের স্বাধীন ধর্ম্মমত প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন। ইহা ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে প্রতি মাসে এক খণ্ড করিয়া মুদ্রিত হইত, এক্ষণে সংবাদ পত্রের আকারে পাক্ষিক হইয়াছে। তখনকার ধর্ম্মতত্ত্ব পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় কিরূপ স্বাধীনতা ও তেজের সহিত প্রস্তাব সকল লিখিত হইত। ইহার কিছু দিন পূর্ব্বে "ইণ্ডিয়ান মিরারে" "ব্রাহ্মসমাজ" শিরনামা দিয়া ব্রাহ্মদিগের কপট ব্যবহারের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব লিখিত হয় তাহাতে অনেকে চটিয়া যান। তখন প্রতাপ বাবুর হস্তে তত্ত্ববোধিনীর ভার ছিল, তিনি উহাতে শঙ্কর বিবাহের সংবাদ ও প্রাচীন ব্রাহ্মদিগের মত বিরুদ্ধ অন্যান্য বিষয় কিছু কিছু লিখিয়াছিলেন, তাহাতে দেবেন্দ্র বাবুর মনও অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিল।

সে সময় যুবা ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অনুষ্ঠান লইয়া মহা আন্দোলন হইত। ১৭৮৬ শকে যখন প্রতাপ বাবু তত্ত্ববোধিনী লিখিতেন, তখনকার তত্ত্ববোধিনী পাঠ করিলে স্পষ্ট অনুভূত হইবে যে, সমাজ সংস্কারপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে অনুষ্ঠান করিতে অগ্রসর হওয়াই সমস্ত বিবাদের মূল কারণ। উক্ত শকের ভাদ্র মাসের তত্ত্ববোধিনীতে বাবু পার্ব্বতী চরণ গুপ্তের শঙ্কর বিবাহের সংবাদ এবং উপবীতত্যাগী উপাচার্য্য দ্বয়ের অভিষেকের সংবাদ প্রকাশ হওয়ায় দেবেন্দ্র বাবু মহা বিরক্ত হন। ফলতঃ যুবকেরা

যে রূপ দ্রুত বেগে আসিতেছিলেন, দেবেন্দ্র বাবু কখনই তাহার সঙ্গে যোগ দিতে পারেন না; তথাপি বহু দূর পর্য্যন্ত তিনি আসিয়াছিলেন। অবশেষে জাতি ভেদের সূক্ষ্ম রেখায় উপনীত হইয়া ক্ষণকাল অবস্থিতি করত ক্রমে ক্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। যখন দেখিলেন যে এ লক্ষণ বড় ভাল নয়, তখন ধর্ম্মের সম্বন্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক "ট্রষ্ট ডিড" পত্রের সহায়তা লইয়া সাংসারিক প্রণালীতে তাঁহাদের সহিত ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনতিবিলম্বে তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদকীয় কার্য্য হইতে প্রতাপ বাবুকে বিদায় করিয়া দেওয়া হইল। এক দিন হঠাৎ গোপনে গোপনে উক্ত বৎসরের অর্থাৎ ১৭৮৬ শকের কার্ত্তিক মাসের তত্ত্ববোধিনীতে এই রূপ ঘোষণা করিলেন যে "এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টিদিগের অনুমত্যানুসারে প্রকাশিত হয়।" তাহার পূর্ব্বে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত ক্রমাগত এই রূপ লেখা হইত যে "ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়।" সহসা এই রাজকীয় ঘোষণা পত্র প্রচারিত হওয়ায় সমাজের কর্ম্মচারীগণ চমৎকৃত হইলেন। যখন সাংসারিক প্রভুত্ব প্রকাশক ঘোষণা পত্র বাহির হইল, তখন কেশব বাবুও ভিতরের গোলযোগ বুঝিতে পারিলেন। এই রূপ অন্যায় আধিপত্য দেখিয়া তিনি প্রধান আচার্য্য

মহাশয়কে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিয়াছিলেন যে আমার কেমনগোলযোগ বোধ হইতেছে, অতএব আপনি ইহার মূল তাৎপর্য্য কি তাহা আমাকে পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। তাহাতে দেবেন্দ্র বাবু উত্তর দিলেন যে তোমাকে আমি সমুদায় ভার ইতিপূর্ব্বেই অর্পণ করিয়াছি, অতএব আমি কিছুই জানি না; তোমার যাহা ভাল বোধ হয় তাহাই করিবে।

কতিপয় কারণের একত্র সংযোগে এই কল্যাণকর সুহৃদ্ভেদ উপস্থিত হইয়াছে। মূল ও গূঢ় কারণ এই যে দেবেন্দ্র বাবুর হিন্দুমূলক ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ হইতে যুবাদিগের প্রাকৃতিক স্বাধীন ধর্ম্ম সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতীয়; দ্বিতীয় কারণ সমাজসংস্কার সম্বন্ধে প্রাচীনদিগের ভীরুতা এবং যুবাদিগের অসমসাহসিকতা। নব্যদলের ইচ্ছা যে বিবেক ও সত্যের আদেশ অনুসারে জাতিভেদের মূল উৎপাটনপূর্ব্বক বিধবাবিবাহ শঙ্করবিবাহ প্রচলিত করা, স্ত্রীলোকদিগকে বর্ত্তমান অবস্থা হইতে কিছু উন্নত করা, বিশ্বাসের সহিত সামাজিক কার্য্যের সমতা রক্ষা করা; প্রাচীনদলের ইহার বিপরীত ভাব। তাঁহাদের ইচ্ছা যে পূর্ব্ববৎ সকলই থাকিবে, দেশ কাল পাত্র ও অবস্থানির্ব্বিঘ্নে যতটুকু সমাজ সংস্কার কার্য্যে অনুমতি দান করে তাহা কর। হিন্দুসমাজকে ব্রাহ্মসমাজ করিতে হইবে, এবং হিন্দুদিগের সংস্কৃত গ্রন্থেই আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম

আছে ; তাহাদিগের হইতে পৃথক্ হইয়া কোন সংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইও না। এই সামাজিক ক্রিয়াকেই বিচ্ছেদ ঘটনার পূর্ব্ববর্ত্তী কারন রূপে গন্য করা যাইতে পারে। তৃতীয় কারণ এই যে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের উপর সাধারণের অধিকার না থাকা। কার্য্যতঃ ব্রাহ্মদিগের সমাজ না হইয়া দেবেন্দ্র বাবুর সমাজ রূপে ইহা চির দিন প্রকাশ পাইয়াছে। যে ধর্ম্ম সাধারণের সম্পত্তি, জল বায়ু সূর্য্যকিরণের ন্যায় প্রত্যেকের অধিকারস্থ, তাহাতে পার্থিব সম্বন্ধ, সাংসারিক প্রভুত্ব কখনই স্থান পাইতে পারে না। রামমোহন রায় সাধারণ উপাসক মণ্ডলীর জন্য সমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু ট্রষ্টীগণ তাহাতে বৈষয়িক ভাবে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্র বাবু যেমন এক দিকে প্রাণগত যত্নে ভূরি অর্থ, শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম অকাতরে ব্যয় করিয়া ব্রাহ্মসমাজের অভাব পূর্ণ করিয়াছেন, তেমনি আর এক দিকে ইহার উপর এত দূর মোহাসক্ত হইয়াছিলেন যে, আপনি এবং আপনি যাঁহাদের অধিক প্রীতি করিতেন তাহাদের ভিন্ন অন্যের অধিকার কিছু মাত্র ইহার উপর দিতেন না। কোথায় তিনি অপ্রাপ্ত-বয়স্ক মানব সন্তানদিগের পৈতৃক সম্পত্তি রক্ষা করিয়া তাহা উপযুক্ত বয়সে তাহাদিগকে সমর্পণ করিবেন, তাহা না করিয়া সাধারণের স্বাধীনতাকে উপেক্ষা করত আপনার অদ্বিতীয় আধিপত্য তাহাতে স্থাপন করিয়া-

ছিলেন। অবশ্য তিনিই সমাজের প্রধানত্ব লাভের উপযুক্ত পাত্র ছিলেন, কিন্তু কর্তৃত্ব শক্তির সীমা অতিক্রম করাতে সাধারণ ব্রাহ্মগণ ক্ষুব্ধ হইতেন। তিনি আপনার কোন কোন প্রিয় অনুগত সহোযোগীদিগের হস্তে সমাজের কার্য্যভার দিয়া তাঁহাদিগকে অধিক স্নেহ ও সম্ভ্রম করিতেন। যদিও ঐ সকল ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে তদ্রূপ ব্যবহারের উপযুক্ত পাত্র ছিলেন, কিন্তু ইহাতে অনেকের প্রতি উদাসীনতা ও অল্পানুরাগ প্রকাশ পাইত। এই সকল নানা কারণ বশতঃ কতক গুলি ব্রাহ্ম এক বার দেবেন্দ্র বাবুর প্রতি বিরক্ত হইয়া একটি স্বতন্ত্র সমাজ করেন।

কলিকাতা সমাজের ট্রষ্টীরা সময়ের গতি অনুসারে যদি সম্ভবমত সাধারন ব্রাহ্মগণকে কিছু অধিকার দিতেন, তাহা হইলে শান্তিভঙ্গ জনিত কোন কষ্ট ভোগ করিতে হইত না। তথাকার কার্য্যপ্রণালীর উপর সাধারন বিশেষ রূপে মফস্বলস্থ ব্রাহ্মগণের কোন মত গ্রাহ্য যোগ্য হইত না। অধিকাংশ ব্যক্তি আদর্শ সমাজে পৌত্তলিক উপাচার্য্য নিযুক্ত করা সম্বন্ধে মহা বিরোধী ছিলেন, কিন্তু কর্তৃপক্ষ কেহ সে কথা শ্রবন করিতেন না। এ জন্য সকলে দুঃখিত ও বিরক্ত হইয়া দেবেন্দ্র বাবু ও কেশব বাবুর প্রতি দোষারোপ করিতেন। দেবেন্দ্র বাবুর সহিত কেশব বাবুর অধিক প্রণয় থাকাতে তিনি কলিকাতা

সমাজের রাজনৈতিক কৌশল বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহার উন্নতিশীল কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে দেবেন্দ্র বাবু কোন আপত্তি করিতেন না। উন্নতি ও পরিবর্ত্তনের যে কোন অভিনব নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইত তিনি তাহাতেই যোগ দিয়া সাহায্য করিতেন।

ব্রাহ্মসমাজের সহিত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা বিশেষ রূপে কেহ জানিতেন না। তিনি ট্রষ্টী ভাবে রাজকীয় নিয়মে কিম্বা আচার্য্য ভাবে স্বর্গরাজ্যের শাসনপ্রণালী অনুসারে ব্রাহ্মগণের সহিত ব্যবহার করিতেন তাহা পরিষ্কার রূপে অবগত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। কেন না যিনি প্রধান আচার্য্য তিনিই আবার ব্রাহ্মসমাজপতি ও ট্রষ্টী ছিলেন। যদিও প্রতি বৎসর অধ্যক্ষ মনোনীত হইয়া সাধারণ তন্ত্র প্রণালীতে তাঁহাদের দ্বারা সমাজের নিয়মাবলী অবধারিত ও কার্য্য নির্ব্বাহ হইত, কিন্তু তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ অধিকার প্রদত্ত হয় নাই। অধ্যক্ষগণ জানুন আর জানুন, তাঁহাদের ক্ষমতা ও কর্ত্তৃত্ব শক্তির একটি সীমা ছিল যাহার বাহিরে পদ সঞ্চালন করিলেই দেবেন্দ্র বাবু ভদ্রতার সহিত সুকৌশলে পথরোধ করিতেন। অধ্যক্ষ ও সাধারণ ব্রাহ্মগণ যে কার্য্যে তাঁহার ট্রষ্ট অধিকার স্পর্শ করিতেন সেই খানেই উক্ত কৌশল অবলম্বিত হইত, কিন্তু তাহা সদ্ভাবে মীমাংসা হইত। ব্রাহ্মসমাজের সহিত প্রধান

আচার্য্য মহাশয়ের কি সম্বন্ধ তাহা তাঁহার "ব্রাহ্ম-সমাজপতি" উপাধির অর্থ বুঝিতে পারিলেই স্থির করা যাইতে পারে। উক্ত উপাধি তিনি স্বয়ংই গ্রহণ করেন। নিজে এরূপ উপাধি গ্রহণ করার তাৎপর্য্য এই যে সমস্ত ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিবে। এই ইচ্ছা যদিও ভ্রমমূলক হউক, কিন্তু তিনি সাধুভাবেই তাহা পোষণ করিতেন। পাছে নানা প্রকার বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের হস্তে পতিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের অমঙ্গল হয় এই জন্য সকলের উপর আপনার কর্তৃত্ব রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু এই ইচ্ছা তাঁহার সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হইলেও সময় তাহাতে যোগ দান করিতে পারে না। স্বাধীনতার স্রোতঃ অবরোধ করিতে গেলেই ঘোর বিভ্রাট্ উপস্থিত হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মসমাজের উপর ব্রাহ্মমাত্রেরই স্বাধীনতা থাকে তজ্জন্য কেশব বাবু উপায় চিন্তা করিতেন এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য একবার কয়েকটি প্রস্তাবও করিয়াছিলেন। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অনধিককাল পরে সাধারণ প্রতিনিধি সভা স্থাপিত হয়। কিন্তু দেবেন্দ্র বাবু যে ইহার বিরোধী তাহা কেহই বুঝিতে পারেন নাই। কেশব বাবুও অগ্রে তাহা অবগত ছিলেন না, কেন না তিনি দেখিতেন যে তাঁহার সমস্ত মতই অবিবাদে প্রচলিত হইত। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হয় যে, কেবল

প্রগাঢ় প্রণয়ের আবরণেই তখন সমস্ত অনৈক্য গোপন রাখিয়াছিল। যাহা হউক, তদ্বিষয়ে কেশব বাবু নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি আপনার স্বাধীন ও উদার মত রক্ষা করিয়া দেবেন্দ্র বাবুর সঙ্গে এক যোগে এতদিন কার্য্য করিতেন। তাঁহার মনঃক্ষুণ্ন না করিয়া ক্রমে ক্রমে সমাজের কার্য্যপ্রণালীর মূলে যে সকল দোষ ছিল তাহা সংশোধন করিতেন। যখন উপাচার্য্য পরিবর্ত্তন করা হয় তখন এই নিয়ম হইয়াছিল যে যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে অনুষ্ঠান না করেন তাঁহারা বেদীতে বসিতে পাইবেন না, শেষে যখন এই নিয়মের অন্যথাচরণ হইল তখনই গৃহবিচ্ছেদের অনল জ্বলিয়া উঠিল। এই ঘটনাটি বিরোধের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ। সত্যের অনুরোধে এবং ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণের জন্য কেশব বাবু যদি সেই সুদৃঢ় প্রণয়-শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মগণের প্রতিনিধি রূপে তাঁহাদের অধিকার সংস্থাপন করিতে অগ্রসর না হইতেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজের কি দুর্গতি হইত বলা যায় না। তাহা হইলে হয়ত তিনিও সময়ের বহু দূর পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতেন, ব্রাহ্মসমাজও প্রধান তন্ত্রের শাসনে হীনপ্রভ হইয়া পড়িত। পরম সৌভাগ্যের বিষয় এই যে কেশব বাবু সে সকল প্রলোভন, কর্ত্তৃত্ব, মোহিনী মায়া উপেক্ষা করিয়া উদার ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় ঘোষণার্থে বহির্গত হইতে পারিয়াছিলেন। কলিকাতা

সমাজের মধ্যে একটি ভয়ঙ্কর আবর্ত্ত আছে তাহার মধ্যে একবার পতিত হইলে আর কাহারো নিস্তার নাই। সুবর্ণ পিঞ্জরে অবরুদ্ধ পশুরাজ সিংহের ন্যায় কত ক্ষমতা-পন্ন সচ্চরিত্র ব্যক্তি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, চতুর্বর্গ ফলের প্রত্যাশায় সেখানে ইহকাল পরকাল উভয়ই হারাইয়াছেন। তাঁহাদের স্বাধীন শক্তি পরিচালিত হইবার যদি প্রশস্ত ক্ষেত্র থাকিত, তাহা হইলে অনেক উপকারের সম্ভাবনা ছিল। চক্রের মধ্যে পতিত হইয়া তাঁহারা এক প্রকার অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতেছেন। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ অনেক সুখসৌভাগ্য মান সম্ভ্রম আবশ্যক হইলে প্রচুর অর্থ সাহায্যও দিতে পারেন, কিন্তু স্বাধীনতা কাহাকেও দেন না। একটি সীমা তোমাকে নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন, তুমি তাহারই মধ্যে রাজত্ব করিতে পারিবে। কিন্তু সমকক্ষ হইয়া পূর্ণ স্বাধীনতা ব্যবহার করিতে গেলেই প্রতিঘাত উপস্থিত হইবে। তোমার সেই স্বাধীন মত যতই কেন উদার, পবিত্র ও ন্যায়সংগত হউক না, তাহার গুণের যথার্থ বিচার সেখানে হইবে না। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে অধিক দিন তিষ্ঠিতে পারেন নাই ইহাই তাহার অন্যতর কারণ। ফলতঃ দেবেন্দ্র বাবুর সমকক্ষ কিম্বা তাঁহা হইতে উন্নত কোন ব্যক্তির স্থান সেখানে হয় না।

ব্রাহ্মসমাজ তত্ত্ববোধিনী সভার সহিত একত্রিত

হওয়া অবধি সাধারণ ব্রাহ্মদিগের দ্বারা তথাকার নিয়ম-প্রণালী স্থিরীকৃত এবং বৈষয়িক কার্য্যাদি সম্পাদিত হইত। উভয় সভার সম্মিলন কালে তত্ত্ববোধিনী সভার সমস্ত সম্পত্তি ট্রষ্ট সম্পত্তির সহিত এক হইয়া যায়। তদনন্তর অধ্যক্ষ সভা স্থাপিত হইয়া তাহাতে বর্ষে বর্ষে অধ্যক্ষ মনোনীত হইতেন এবং তাঁহাদের দ্বারা সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। প্রধান আচার্য্য মহাশয় ট্রষ্টী, সুতরাং অধ্যক্ষ সভা প্রভৃতি যাহা কিছু সাধারণ কার্য্য সে সকল তাঁহারই অনুগ্রহের ফল বলিতে হইবে। হঠাৎ ট্রষ্টীর ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া সকলের অনভিপ্রায়ে সমাজের সমস্ত কার্য্যভার তিনি আপনার হস্তে লইলেন এবং রাজকীয় ঘোষণাপত্র প্রচারপুর্ব্বক এই বলিতে লাগিলেন যে, অন্যের ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার নাই। এইরূপে সহসা ধর্ম্মরাজ্যে সাংসারিক প্রভুত্বের সমাগম দেখিয়া কর্ম্মচারী ও অধ্যক্ষগণ অগত্যা শেষে সসম্ভ্রমে আপনাপন কার্য্যভার পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ঈশ্বরের ভৃত্য হইয়া স্বাধীন ভাবে ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিতে তাঁহাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল, কিন্তু যখন ট্রষ্টী মহাশয় তাঁহাদের অধিকার এক কালে অস্বীকার করিয়া বলিলেন আমি অনুগ্রহ করিয়া এতদিন তোমাদিগকে কর্ত্তৃত্ব করিতে দিয়াছিলাম, এক্ষণ হইতে আর আমি তাহা দিব না, তখন সকলে নির্ব্বাক্ হইলেন। যে প্রকার

ব্যবহার চলিতে আরম্ভ হইল তাহাতে যে তাঁহারা শীঘ্রই তাড়িত হইবেন তাহার লক্ষণ স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অবশ্য দেবেন্দ্র বাবু স্বয়ং কোন অসভ্যোচিত কঠোর ব্যবহার তাঁহাদের সঙ্গে করেন নাই। যুবকেরা যেমন অল্পেতেই একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করেন দেবেন্দ্র বাবুকে সেরূপ কখন দেখা যায় না। ভিতরে যাহাই থাকুক, তাঁহার প্রশান্ত সৌম্য মূর্ত্তি সহজে বিকৃত হয় না। তিনি আপনার কার্য্য করিয়া লইলেন বটে কিন্তু মুখে কাহাকেও সেরূপ দুর্ব্বাক্য বলেন নাই যেরূপ বলিলে সভ্যতা ও নীতি বিরুদ্ধ বোধ হয়। এমন কি যখন সমাজের মধ্যে কাজ কর্ম্মের ঐরূপ গোলযোগ হইতেছিল, তখন পর্য্যন্তও কেশব বাবুকে বলিতেছেন, তোমার যাহা ভাল বোধ হয় তাহাই করিবে। ফলতঃ তিনি অত বড় ঐশ্বর্য্যবান্, জ্ঞান ধর্ম্মে সমুন্নত হইয়া শিষ্টাচার ও ভদ্র ব্যবহারে অসমযোগ্য লোকদিগকেও সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন। যাহা হউক তিনি এক্ষণে আপনার সংকল্প সাধনের জন্য উক্ত বৎসরের অর্থাৎ ১৭৮৬ শকের পৌষ মাসের প্রথম দিবস হইতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন দিয়া কেশব বাবুকে সম্পাদকের পদ ও প্রতাপ বাবুকে সহকারী সম্পাদকের পদ, উমানাথ বাবু প্রভৃতিকে অধ্যক্ষের পদ হইতে অবসর প্রদান করিয়া তাঁহাদের পরিবর্ত্তে আপনার আত্মীয়দিগকে সমাজের কার্য্য

নির্ব্বাহক নিযুক্ত করিলেন। দেবেন্দ্র বাবু সমাজের ঘর ও অন্যান্য পার্থিব সম্পত্তির উপর ট্রষ্ট অধিকার স্থাপনের জন্যই চিন্তিত ছিলেন, ব্রাহ্মসমাজ অর্থাৎ ব্রাহ্মমণ্ডলীকে হস্তগত করা তাঁহার লক্ষ্য নহে। কেশব বাবু নিম্ন লিখিত বিজ্ঞাপন দিয়া পার্থিব ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করত ব্রাহ্মমণ্ডলীকে অধিকার করিলেন। ১৭৮৬ শকের পৌষ মাসের তত্ত্ববোধিনীর সেই বিজ্ঞাপন এবং দেবেন্দ্র বাবুর ট্রষ্ট অধিকার প্রচারের বিজ্ঞাপন আমরা এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

"কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যভার তাহার ট্রষ্টী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় গ্রহণ করাতে তৎ সক্রান্ত সম্পত্তির সহিত আমাদের সম্বন্ধ অদ্যাবধি শেষ হইল।"

শ্রীতারক নাথ দত্ত
শ্রীউমা নাথ গুপ্ত
অধ্যক্ষ
শ্রীকেশব চন্দ্র সেন
সম্পাদক।
শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র মজুমদার
সহকারী সম্পাদক।

১লা পৌষ
১৭৮৬ শক

"কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্ট ডিড অনুযায়ী উপাসনা-কার্য্য সম্পাদনের জন্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুরকে

তাহার সম্পাদকীয় কার্য্যে নিযুক্ত করা গেল এবং যাবতীয় ট্রষ্ট.সম্পত্তি তাঁহার হস্তে অর্পিত হইল।”

“কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের সহায়তার নিমিত্ত শ্রীযুক্ত অযোধ্যা নাথ পাকড়াশী মহাশয়কে সহ-কারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত করিলাম।”

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের
ট্রষ্টী

এই সময় হইতে প্রধান আচার্য্য মহাশয় ট্রষ্টীর ন্যায় সাধারণ ব্রাহ্মদিগের সঙ্গে ব্যবহারে প্রবৃত্ত হন।

সাংসারিক ক্ষুদ্রভাব যেখানে প্রবেশ করে সেই খানেই বিবাদ হয়। ধর্ম্মের নামে বিবাদ বিসম্বাদ ইহা নূতন ব্যাপার নহে, তবে নিঃস্বার্থ ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যেও যে এই হীন ভাব দেখিতে হইবে ইহা প্রত্যাশার অতীত। সেই স্বর্গীয় প্রণয় অকৃত্রিম ভ্রাতৃভাব যাহার উজ্জ্বল আভা ব্রাহ্মদিগের মুখশ্রীতে প্রতিবিম্বিত হইত, ক্রমে ক্রমে তাহা অন্তর্হিত হইতে লাগিল। স্বার্থপরতা বিদ্বেষ-বুদ্ধি পবিত্র সম্মিলনকে ব্যবধান করিয়া দিল। কিন্তু তখনও বাহিরের কোন কোন কার্য্যের সহিত যোগ এক কালে শিথিল হয় নাই। উক্ত ১৭৮৬ শকের ১৫ই কার্ত্তিকে “প্রতিনিধি সভা” স্থাপিত হয়, তাহাতে দেবেন্দ্র বাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিবিধ

উপায়ে মফস্বলস্থ ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ নিবদ্ধ করা এবং ধর্ম্মপ্রচার করা তাহার উদ্দেশ্য ছিল। সাধারণ ব্রাহ্মদিগকে ব্রাহ্মসমাজের অধিকার হইতে বিচ্যুত করার যে অনিষ্ট ফল তাহা কেশব বাবু ইতিপূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এ জন্য ব্রাহ্মসমাজের উপর সাধারণের অধিকার দেওয়াও উক্ত প্রতিনিধি সভার অন্যতর লক্ষ্য ছিল। প্রধান আচার্য্য মহাশয় ইহার প্রথম অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন বটে কিন্তু সভার অভিপ্রায় তাঁহার মতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ছিল। পরে উহাতে গৃহবিবাদানল আরও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। অন্যের মুখে কেশব বাবুর নামে মিথ্যা নিন্দাবাদ শুনিয়া এবং প্রচারকদিগকে দেশে দেশে ধর্ম্মপ্রচার করিতে দেখিয়া তিনি একেবারে চটিয়া গেলেন। অসহায় নব্য ব্রাহ্মদল সমাজের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াও তখন পর্য্যন্ত উহার মায়া এবং দেবেন্দ্র বাবুর স্নেহ প্রীতির আশা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। কোন কোন কার্য্যে তাঁহাদের হস্ত থাকে তজ্জন্য ইচ্ছা ছিল; কিন্তু তাঁহারা যে সম্বন্ধে আত্মীয়তা স্থাপন করিতে লালায়িত, সেই সাধারণ নৈসর্গিক সম্বন্ধ বৈষয়িক প্রভুত্ব কর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়া গেল। প্রধান আচার্য্য মহাশয় ট্রষ্টী হইয়া তাঁহাদের অধিকার অস্বীকার করিতেছেন ইহার জন্য আর কেইবা বিবাদ বিসম্বাদ করিবে? বিশেষতঃ

দেবেন্দ্র বাবুকে সকলে পিতা ও গুরুর ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন, সামান্য বিষয়ের জন্য তাঁহার প্রতি অত্যাচার করা কাহারো অভিপ্রায় ছিল না; তবে যুবাস্বভাব বশতঃ ক্ষমাশীল উদারপ্রকৃতি ব্রাহ্মের ন্যায়ও তাঁহারা সম্পূর্ণ রূপে চলিতে পারেন নাই। রাজদ্বারে অভিযোগ করিবার জন্য কেহ কেহ উৎসাহ এবং সাহায্য দিতেও প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু তাহাতে কেশব বাবু অস্বীকার করেন। ফলতঃ ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে অব্রাহ্মোচিত ব্যবহার সন্দর্শনে অনেকেই মনে অতিশয় ক্লেশ পাইয়াছিলেন। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আচরণে তাঁহাদের শোণিত একেকালে উষ্ণ হইয়া গিয়াছিল। সেই স্বাধীন তেজ সম্বরণ করা সহজ নহে। তাঁহারা বক্তৃতা বাণে বিপক্ষদিগকে বিদ্ধ করিয়াছিলেন। যে দিন হইতে রাজকীয় আদেশ ঘোষিত হইল, ট্রষ্টী দ্বারা সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে লাগিল, সেই দিন অবধি যুবক ব্রাহ্মদল নিরাশ্রয় হইয়া পড়িলেন। উক্ত অগ্রগামী প্রমাদী দলকে ভদ্রতার সহিত কল কৌশলে বিদায় করিয়া দিয়া দেবেন্দ্র বাবু আপনার বাধ্য এবং কয়েক জন আত্মীয় কুটুম্বকে সমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষ করিলেন। নির্ব্বাসিত যুবাদিগের আর কোন সত্ত্বই রহিল না, কেবল বুধবারে সাধারণ বিদেশী পথিকের ন্যায় সামাজিক উপাসনায় যোগ দিতে কোন আপত্তি রহিল

না। এমন কি এক দিন "ব্রাহ্মবন্ধু" সভার অধিবেশনের জন্য সমাজের দ্বিতীয় তল গৃহে স্থান প্রার্থনা করা হয় তাহাতেও কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা অনুমতি দান করেন নাই। তখন উক্ত নামে ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র সভা ছিল তাহাতে স্ত্রীলোকদিগের উন্নতি ও অন্যান্য হিতকর বিষয়ে চেষ্টা হইত। এইরূপে সাধারণ ব্রাহ্মদিগের সহিত ট্রষ্টীদিগের সমাজের সম্বন্ধ এককালে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল; যাহাদের সঙ্গে দেবেন্দ্র বাবুর বাধ্যবাধকতা ও আনুগত্য ছিল, তাঁহারাই এক্ষণে সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেন। বিবিধ কৌশল ও ষড়যন্ত্রে তাঁহাদের মনোরথ এত দিনে পরিপূর্ণ হইল। নব্য ব্রাহ্মদল নানা প্রকারে উৎপীড়িত হইলেও একটু মাত্র কপটতা কিম্বা অন্যায় প্রভুত্বকে প্রশ্রয় দিয়া যে সন্ধিবদ্ধ করিয়া থাকিবেন, এ প্রকার লোক ছিলেন না। তাঁহারা সংসার সম্বন্ধে নিতান্ত দরিদ্র অসহায়, কিন্তু ধর্ম্মবিষয়ে এক এক জন পৃথিবীর নরপতি অপেক্ষাও স্বাধীন, স্বর্গীয় উৎসাহের জ্বলন্ত অনলে তাঁহাদের হৃদয় পরিপূর্ণ। ব্রাহ্মসমাজে সত্যের ও সরলতার অবমাননা সন্দর্শন করিয়া তাঁহারা সেখান হইতে গম্ভীর রবে ঈশ্বরের জয় ঘোষণা করিতে করিতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। দলভ্রষ্ট সৈন্যের ন্যায় জয়ভেরী নিনাদনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে সত্যের মহিমা গান করিতে করিতে তাঁহারা পুরাতন দুর্গ

পরিত্যাগ করিলেন। সত্য যাহাদের প্রাণ, স্বাধীনতা যাহাদের পরম প্রিয় পদার্থ, ঈশ্বরকে প্রভু বলিয়া তাঁহার সেবা করাই যাহাদিগের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, তাহারা ভক্তিভাজন পিতা মাতারও অন্যায় অনুমতি অতিক্রম করিতে বাধ্য হয়। দেবেন্দ্র বাবু যেরূপ উন্নত শ্রেণীর মনুষ্য, বয়ঃক্রমে ধর্ম্মভাবে সকল অপেক্ষা যেরূপ শ্রেষ্ঠ, তাহাতে আপাততঃ স্থূল দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে তাঁহার সন্তানের তুল্য কতকগুলি যুবার এ প্রকার অবাধ্য ব্যবহার নিতান্ত ঔদ্ধত্য বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু এ সকল পার্থিবলোকাচার ও শিষ্টাচার বিরুদ্ধ হইলেও সত্যের বিরুদ্ধ কখনই নহে। এইজন্য সত্যের একটি দিক্ যেমন সরস, সুকোমল, প্রেমামৃতরসে পূর্ণ, তেমনি আবার আর একটি দিক্ অত্যন্ত কঠিন, নীরস, প্রেমশূন্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

যখন অনন্ত শক্তিশালী মুক্তস্বভাব সত্যকে অদূরদর্শী মনুষ্যগন আপনাদের অধীনে সঙ্কীর্ণ কারাগৃহে বদ্ধ করিতে চেষ্টা করে, তখন মহা বিপদ উপস্থিত হয়। মহাবল পরাক্রান্ত সত্যের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিতে গিয়া শেষে তাহারা ঘোর বিপ্লব আনয়ন করে। প্রকাণ্ড স্থূলদেহধারী হস্তীকে কি কখন একটি ক্ষুদ্র পাত্রের মধ্যে প্রবেশ করান সম্ভব হয়? ভীম বলধারী জগৎব্যাপী ব্রাহ্ম-ধর্ম্মকে কি কখন সঙ্কীর্ণ হিন্দুকুটীরে বাঁধিয়া রাখা যায়?

এ প্রকার অস্বাভাবিক অবস্থায় ধর্ম্মরাজ্যে পরিবর্ত্তন এবং উন্নতি আগমন করে। সত্যের ভীষণ বেগগামী স্রোতঃ আপনার দুর্জ্জয় বলে কেমন আশ্চর্য্য রূপে উন্নতির পথে অগ্রসর হয় তাহা আমরা ব্রাহ্মসমাজে দেখিতে পাইতেছি। যাহা হউক, এক্ষণে ব্রাহ্মজগতের আভ্যন্তরিক প্রবল উষ্ণতা কিয়ৎ পরিমাণে বিনির্গত হইয়া দুইটি বিভাগ নির্ম্মিত হইল। আপনাপন আদর্শানুসারে দুই দল পৃথক্ ভাবে কার্য্য করিতে লাগিলেন। পৃথিবীতে মনুষ্যের অভাব নাই, কেশব বাবু প্রভৃতির স্থান পূর্ণ করিবার নিমিত্তে অচিরে আর কয়েকটি ব্যক্তি উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের দ্বারা সমাজের উন্নতি হওয়ার কোন আশা ছিল না, কেবল ভ্রাতৃ বিরোধানল দিন দিন প্রদীপ্ত হইতে লাগিল। তাঁহারা আসিয়া প্রথমে অনেক প্রকার কার্য্যপটুতা বাহ্যাড়ম্বর প্রদর্শন করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে সমাজের সেই গভীর ক্ষতি আর পূর্ণ হইল না। তবে ইহাঁদের কাহারো পরিশ্রম বিফল হয় নাই, যিনি যাহা আশা করিয়াছিলেন তাহা পূর্ণ হইয়াছে। আক্ষেপের বিষয় এই যে ক্রমে কিছু কিছু মিষ্টান্ন উদরস্থ হওয়াতে সকলেরই উৎসাহ উদ্যম শীতল হইয়া আসিল। সহস্র বৎসর সংসারের সেবা করিয়া তাঁহারা যে স্বার্থ সম্ভ্রম উন্নতি লাভ না করিতে পারিতেন তাহা অনায়াসে এখানে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এই সময় বিবাদের কথাই সর্ব্বত্র আন্দোলিত হইত। ধর্ম্মকর্ম্মের পরিবর্ত্তে কেবল ইহা লইয়াই সকলে ব্যস্ত সমস্ত। যতই দিন গত হইতে লাগিল ততই পরস্পর হইতে পরস্পরে দূরে পড়িতে লাগিলেন। দুই একটি ইহাঁদের মধ্যে ছিলেন যাঁহাদের কার্য্যই এই ছিল। কিন্তু সাধু উদ্দেশ্যে যে সকল বিবাদ উপস্থিত হয় তাহার পরিণাম ফল অতি আশ্চর্য্য; ঘোর আন্দোলনের মধ্য হইতে অমৃত ফল প্রসূত হয়। অগ্রগামী ব্রাহ্মদল যদি এই রূপে তাড়িত না হইতেন, তাহা হইলে এত কার্য্য কখনই করিতে পারিতেন না। তাঁহাদের বাহিরের সম্বল কিছুই ছিল না, কিন্তু বিশ্বাসে পূর্ণ হইয়া পরিত্রাণের মঙ্গল সমাচার ঘোষণার্থে তাঁহারা দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; তাঁহাদের নিঃস্বার্থ পরিশ্রম ও সরল উদার ভাবে অনেকের মন আকৃষ্ট হইয়াছিল। অনন্তর ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মদিগের সেই পুরাতন ভ্রাতৃপ্রণয় হৃদয় হইতে মস্তকে উঠিল, মস্তক হইতে মুখে আসিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। ভদ্রতার অনুরোধে এবং অনেক দিনের হৃদ্যতা বশতঃ সম্বন্ধ এক কালে বিলুপ্ত হইল না, মৌখিক ভ্রাতৃভাব তখনও অবস্থান করিতে লাগিল। নব্যদল যদিও সত্যের জন্য অনন্যগতি হইয়া পরম ভক্তি শ্রদ্ধার আস্পদ পিতৃতুল্য প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন, তাঁহার অবাধ্য হইয়া নির্দ্দয় রূপে পৌত্তলিকতা ও কপট কৌশল মিশ্রিত

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিকূলে ঘোরতর আক্রমণ করিতে লাগিলেন, তথাপি তাঁহা হইতে যে সকল মহৎ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তজ্জন্য তাঁহার প্রাপ্য ভক্তি কৃতজ্ঞতা হৃদয়ের এক পার্শ্বে রাখিয়া দিলেন। অনেক গণ্ডগোল, বাগ্‌বিতণ্ডা, ক্রোধ নিন্দার মধ্যে এই ভাবটি অনেকে অদ্যাবধি যত্নের সহিত পোষণ করিয়া আসিতেছেন। ইহা লৌকিকতা কিম্বা সভ্যতার অনুরোধে পোষণ করেন এমন বোধ হয় না, কিন্তু নিজেদের আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্য, না করিলে ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইবেন সেই জন্য যাবজ্জীবন তাঁহার নিকট সকলকে কৃতজ্ঞ থাকিতে হইয়াছে। বিশেষতঃ প্রধান আচার্য্য মহাশয় এক্ষণে যেরূপ প্রাচীন অবস্থাতে উপনীত হইয়াছেন এবং তাঁহার সহিত যুবা ব্রাহ্মদিগের যে পবিত্র সম্বন্ধ, তাহাতে এমন অভদ্র লোক কেহ নাই যে তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারেন। তাঁহার সহিত কিছু বিশেষ সম্বন্ধ আছে, এই জন্য সহস্র মতভেদ কার্য্যভেদ এবং অন্যায়াচরণ হইলেও যুবা ব্রাহ্মগণের মনে তাঁহার সম্বন্ধে নিকৃষ্ট ভাব উদিত হওয়া উচিত নয়। এ সম্বন্ধ অস্বীকার করিয়া যাঁহারা তাঁহাকে তাঁহার প্রাপ্য কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি প্রদান করিতে ত্রুটি করেন, তাঁহারা তিরস্কৃত হইবার উপযুক্ত।

ক্ষুদ্র জলস্রোতঃ যখন অপ্রতিহত বেগে প্রবাহিত হয়

তখন তাহার বিশেষ পরাক্রম কিছুই প্রকাশ পায় না, কিন্তু সম্মুখে প্রতিবন্ধক পতিত হইলে তাহার বিক্রম শতগুণে পরিবর্দ্ধিত হয়। অগ্রগামী ব্রাহ্মদল এত দিন পর্য্যন্ত নিরাপদের অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, বৃদ্ধ ব্রাহ্মদিগের শীতল উৎসাহের সহিত যোগ দান করিয়া অল্পে অল্পে ধীর গতিতে কার্য্য সাধন করিতেন; কিন্তু যাঁহাদের দ্বারা মঙ্গলময় পিতা সত্যের বিশাল পরাক্রম ও স্বাধীন ধর্ম্মের দুর্জ্জয় শক্তি জগতে প্রচার করিবেন, যাঁহাদের শোণিতে নূতন বিশুদ্ধ ধর্ম্মসমাজ জীবনীশক্তি লাভ করিয়া পৃথিবীর অশেষ মঙ্গল সাধন করিবে, তাঁহারা কেমন করিয়া ঈদৃশ অবস্থায় থাকিতে পারেন। বর্ত্তমান শতাব্দির তেজোময় জীবন্ত স্বাধীনতা তাঁহাদের অন্তরে প্রজ্বলিত, সত্যপ্রিয়তা ও সরলতার স্বর্গীয় আদর্শ সম্মুখে উজ্জ্বল রূপে প্রকাশিত, এমন অবস্থায় মনুষ্য বিশেষের অন্যায় অধীনতা স্বীকার করা অসম্ভব। প্রমুক্তস্বভাব ব্রাহ্মধর্ম্মের রাজ্যে "পোপের" আধিপত্য অবিবাদে প্রচলিত হওয়া নিতান্ত প্রকৃতি বিরুদ্ধ। যদিও ইহাঁরা আপনাদের অনেক দিনের প্রিয়তম ব্রাহ্মসমাজের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইলেন, কিন্তু ইহাতে স্বাধীনতার বল, সত্যের প্রতি অনুরাগ শতগুণে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। যে অবস্থায় তাঁহারা নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, সে সময় তাঁহাদের পক্ষে অন্যান্য বিষয়ে নিতান্ত দুরবস্থা ছিল। ভ্রাতৃগণে মিলিত হইয়া

উপাসনা করেন এমন একটি স্থান ছিল না। সমুদায় সংসার তাঁহাদের প্রতিকূল, যেন পরীক্ষার অকূল পাঁথারে নিরাশ্রয় হইয়া সকলে ভাসিতে লাগিলেন। তখনকার সেই অবস্থার সঙ্গে বর্ত্তমান কালের অবস্থা তুলনা করিলে ইহার মধ্যে ঈশ্বরের মঙ্গল হস্ত স্পষ্ট লক্ষিত হয়। যেন এই সমস্ত ঘটনার মধ্যে "সত্যের জয়" উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। অল্পবিশ্বাসী নিরাশ হৃদয় কি ইহা দর্শন করিয়া সজীব হইবে না? দুর্ব্বল চিত্ত ব্যক্তিরা ব্রাহ্মসমাজের জীবন্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের এই অধ্যায়টি পাঠ করিলে অমূলক অকিঞ্চিৎকর ভয় বিভীষিকা হইতে অনায়াসে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন। ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তে এবং প্রত্যেক ব্রাহ্মের জীবনে পরমপিতার দয়ার সংবাদ অতি পরিষ্কার রূপে লিখিত রহিয়াছে; নিরাশা অবিশ্বাস পরীক্ষা প্রলোভনের সময় তাহা স্মরণ করিতে পারিলে সকল আশঙ্কা সুদূরে পলায়ন করে। দেখ কেমন আশ্চর্য্য রূপে কয়েক জন অসহায় দীন দরিদ্র মনুষ্যকে উপলক্ষ করিয়া তিনি অবিশ্বাসী জগতের সম্মুখে সত্যের মহান্ প্রবল প্রতাপ প্রদর্শন করিয়াছেন। সরল ভাবে তাঁহার দয়ার প্রতি নির্ভর করিয়া যিনি স্বর্গরাজ্যের অভিমুখে দুই পদ অগ্রসর হন, সেই দয়ার সাগর পিতা সহস্র পদ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করেন। তাঁহার পুণ্যক্ষেত্রে যে ব্যক্তি

নিঃস্বার্থভাবে সত্যের আদেশে অল্প মাত্র পরিশ্রম করেন, সিদ্ধি দাতা পিতা তাঁহাকে সেই সামান্য পরিশ্রমের প্রচুর ফল, আশাতীত পুরস্কার বিধান করিয়া চমৎকৃত করেন। ধর্ম্মরাজ্যে ইহা সচরাচর প্রত্যক্ষ গোচর হইয়া থাকে, পৃথিবীর পুরাবৃত্ত ও সাধুজীবন মুক্তকণ্ঠে এই সত্যের ভূরি প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছে। কে তখন আশা করিতে পারিত যে এই কয়েকটি নিরাশ্রয় ধনহীন যুবার দ্বারা পৃথিবীর সভ্যতম দেশ সকলও ব্রাহ্মধর্ম্মের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইবে? কেইবা ক্ষণকালের জন্য মনে স্থান দিতে পারিত যে এই কয়েক জন যুবার যৌবনকাল সুলভ উন্মত্ততার কার্য্যপ্রণালী ইংলণ্ড এমেরিকা নিবাসী মহা মহা জ্ঞানীগণেরও আদরণীয় হইবে? কেহই না, বরং প্রতিক্ষণে সকলে ইহাদের পতনের সম্ভাবনাই দেখিতে-ছিল। তৎকালে অতি অল্প লোকেই তাঁহাদের কার্য্যে সহৃদয়তা প্রকাশ করিতেন; কেবল ঈশ্বরের মঙ্গল-ময়ী ইচ্ছায় যোগ দিয়াছিলেন বলিয়া অতি সহজে তাঁহাদের প্রচারিত সত্যের জয় সর্ব্বত্র ঘোষিত হইল। তাঁহাদের সেই পরিশ্রমের ফলস্বরূপ এক্ষণে শত শত ধার্ম্মিক যুবা এই সঙ্কটাপন্ন হিন্দু সমাজের মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন। যাঁহাদের দৃষ্টান্তে এখন নানা দিগ্‌দেশীয় ব্রাহ্মগণ ধর্ম্মরাজ্যের অধিবাসী হইয়া এই পাপ কুসংস্কার-পূর্ণ ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করি-

তেছেন, তাঁহারা অজস্র ধন্যবাদের পাত্র তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

পৌষ মাস হইতে পুরাতন সমাজের সহিত যোগ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইলে তাড়িত ব্রাহ্মদল নানা স্থানী হইয়া পড়িলেন, সকলে একত্র হইয়া একটি সভা করেন এমন স্থানও রহিল না; চতুর্দ্দিক্ প্রতিকূল, ঘোর অস্থিরতার মধ্যে সকলে দুঃখের সহিত কালহরণ করিতে লাগিলেন। পৃথিবীতে কেবল এক জনার মুখের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাঁহারা আশ্বস্ত হইতেন। তাঁহারা যে মহাত্মার অনুগমন করিয়াছিলেন তিনি কিছুতেই নিরাশ কিম্বা ভগ্নোদ্যম হইবার লোক নহেন। সত্য তাঁহার জীবনের অন্নপান, প্রার্থনা নিরাপদের দুর্গ, মস্তকোপরি ঈশ্বর তাঁহার সহায়, আশা ভরসায় হৃদয় পরিপূর্ণ; তিনি সাধারণ লোকের ন্যায় বিপদকালে বিহ্বল কিম্বা হতাশ্বাস না হইয়া উৎকৃষ্ট উপায় সকল উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। অবশেষে ট্রষ্টীদিগের সমাজের সহিত কোন সংস্রব না রাখিয়া সাধারণ ব্রাহ্মদিগের জন্য প্রকৃত রূপে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনপূর্ব্বক তাহার নিয়ম প্রণালী ও কর্ম্মচারী স্থির করিবার নিমিত্তে একটি মহৎ সভা আহ্বানের আবশ্যকতা সকলের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিলেন। সাধারণের ইচ্ছানুসারে স্বাধীন-তন্ত্র নিয়মে সে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে, প্রত্যেক ব্যক্তির তাহাতে অধিকার থাকিবে এই অভিপ্রায়ে উক্ত

সভা আহ্বান করা সকলের মনোনীত হইল। অনন্তর প্রকাশ্য পত্রিকায় এ বিষয়ের জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়া রীতিমত সভা করা হয়; তাহার বিস্তারিত বৃত্তান্ত নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে।

"কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভা"

"*বিগত ৮৬ শকের ১৬ই ফাল্গুন রবিবার অপরাহ্ন ২ ঘটিকার সময় কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ কার্য্য-প্রণালী স্থিরীকরণ ও ইহার দাতা অথবা সভ্যদিগকে বিধিপূর্ব্বক সভাবদ্ধ করিবার জন্য সিন্দুরিয়াপটীস্থ ভূত-পূর্ব্ব মেট্রপলিটন কালেজের বাটীতে কলিকাতাস্থ ব্রাহ্ম-দিগের সাধরণ সভা হয়। শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন সভাপতির আসন গ্রহণে অসম্মত হওয়াতে সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে শ্রীযুক্ত বাবু উমানাথ গুপ্ত উক্ত পদ গ্রহণ করিলেন। সভাপতি মহাশয় বর্ত্তমান সভার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া, এই সভা আহ্বান করিবার জন্য কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের কতিপয় ব্রাহ্ম ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদককে (কেশব বাবুকে) যে অনুরোধ পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা সাধারণ সমীপে পাঠ করিলেন। অপর এতদুদ্দেশে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন পঠিত হইল। তৎপরে বর্ত্তমান সভা সম্বন্ধে ট্রষ্টিদিগের কি অভিপ্রায় এই বিষয়ের বাদানুবাদ উপস্থিত হইলে

---

* ধর্ম্মতত্ত্ব ১৭৮৬ শক, ফাল্গুন মাস।

সম্পাদক ব্যক্ত করিলেন যে, যে অনুরোধ পত্রের বিষয় কথিত হইল তাহা তিনি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টি-দিগের নিকট প্রেরণ করেন, কিন্তু ট্রষ্টিরা উক্ত পত্র প্রত্যর্পণ বা তদ্বিষয়ে কোন অভিপ্রায় ব্যক্ত না করিয়া তাঁহার (সম্পাদকের) অপরৈক পত্রের প্রত্যুত্তরে এই মাত্র বলিলেন যে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ গৃহ প্রস্তাবিত সভার ‘ উপযোগী নহে ’ এবং ‘ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যপ্রণালী স্থীরিকরণ বিষয়ে সাধারণ ব্রাহ্ম-দিগের কোন অধিকার নাই। ’

শ্রীযুক্ত বাবু ঠাকুর দাস সেন জিজ্ঞাসা করিলেন কি জন্য ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারীরা কেবল ট্রষ্টিদিগের অনুজ্ঞাক্রমে, সাধারণ ব্রাহ্মদিগের অনবগতিতে, ব্রাহ্মসমাজ সংক্রান্ত তাবৎ কার্য্যের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলেন? তাঁহারা অবশ্যই জানিতেন যে তাঁহারা সাধারণ ব্রাহ্মদিগের দ্বারা নিযুক্ত হইয়াছিলেন; তবে কি জন্য তাঁহারা সাধারণের প্রতি এরূপ অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলেন? এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে ভূতপূর্ব্ব কর্ম্ম-চারীরা ব্রাহ্মসমাজের তাবৎ কার্য্যের সহিত সম্বন্ধ পরি-ত্যাগ করেন নাই, কেবল ট্রষ্ট সম্পত্তি ট্রষ্টী মহাশয়দিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া সমাজ সম্বন্ধীয় অন্যান্য কার্য্য পূর্ব্বের ন্যায় নির্ব্বাহ করিতেছেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন গাত্রোত্থান-

পূর্ব্বক সাধারণের অবগতির জন্য কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যপ্রণালী বিস্তারিত রূপে বর্ণনা করিলেন। তিনি বলিলেন ১৭৫১ শকে রাজা রামমোহন রায়, জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে সাধারণে আসিয়া একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা করিবে, এই উদ্দেশে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ গৃহ প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং শ্রীযুত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ রায়, শ্রীযুত রাধাপ্রসাদ রায় এবং শ্রীযুত রমানাথ ঠাকুর এই তিন জনকে উক্ত গৃহের ট্রষ্টী নিযুক্ত করিয়া যান। এই বিশ্বস্তদিগের মধ্যে কেহই ব্রাহ্ম ছিলেন না, এবং অধুনা যদিও রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত উপাসনা গৃহ ব্রাহ্মসমাজ নামে আখ্যাত হইয়াছে, কিন্তু রামমোহন রায়ের বিশ্বাস পত্রে ব্রাহ্ম অথবা ব্রাহ্মসমাজের কিছু মাত্র উল্লেখ নাই। বস্তুতঃ 'ব্রাহ্ম' সমাজ অর্থাৎ সাধারণ ব্রাহ্মমণ্ডলী রামমোহন রায়ের অনেক পরে দলবদ্ধ হইয়াছেন। রাজা রামমোহন রায়ের উপাসনা গৃহে সকল ধর্ম্মাবলম্বী লোকে উপস্থিত হইয়া উপাসনা করিতে পারে, এবং তাহাতে কোন বিশেষ সম্প্রদায় অথবা বিশেষ ধর্ম্মাবলম্বীদিগের অধিকার নাই। কয়েক বৎসর পরে তত্ত্ববোধিনী সভা সংস্থাপিত হইল, এবং ইহারই দ্বারা ব্রাহ্মেরা দলবদ্ধ হইলেন। ক্রমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হইল এবং তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত প্রচারিত হইতে লাগিল এবং উল্লিখিত সভা একটি মুদ্রাযন্ত্র ও পুস্ত-

কালয়ের অধিকারী হইলেন। যখন তত্ত্ববোধিনী সভা প্রাণত্যাগ করে, তখন তৎসক্রান্ত যাবতীয় সম্পত্তি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ গৃহের বিশ্বস্তদিগের হস্তে সমর্পিত হয়। ১৭৮১ শকে তত্ত্ববোধিনী সভার শেষ অধিবেশন দিবসে তৎসম্বন্ধীয় সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার প্রতিজ্ঞা হয়। শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন সাধারণ সম্মুখে সেই প্রতিজ্ঞা পাঠ করিলেন। এই কাল অবধি ব্রাহ্ম-সমাজের কার্য্য সাধারণ ব্রাহ্মদিগের দ্বারা নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল। অর্থাৎ প্রতি বৎসর সাধারণ সভা হইত. এবং সেই সভাতে সাধারণ ব্রাহ্মেরা অধ্যক্ষ ও অন্যান্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতেন। এই রূপে ব্রাহ্ম সম্প্রদায়, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, মুদ্রাযন্ত্র, উপাসনাগৃহ, অধ্যক্ষ ও আচার্য্য এবং তাবৎ সম্পত্তি ব্রাহ্মসমাজ নামের অন্তঃর্গত ছিল এবং সাধারন নিযুক্ত অধ্যক্ষ দ্বারা সুন্দর রূপে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু অকস্মাৎ ট্রষ্টীরা সমুদায় ট্রষ্ট সম্পত্তি আপনাদিগের হস্তে গ্রহণ করিলেন, এবং তাহাতে সাধারণ ব্রাহ্মদিগের অধিকার একেবারে অস্বীকার করিলেন। এই ঘটনার ভাবী ফল স্মরণ করিয়া তিনি (শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন) নিতান্ত খিদ্যমান হইলেন। রামমোহন রায়ের নিযুক্ত ট্রষ্টীরা ব্রাহ্ম হইতেও পারেন, না হইতেও পারেন, এ অবস্থায় সাধারণ ব্রাহ্মদিগকে ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্বাবধার-

ণের ভার হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত করা তাঁহার বিবেচনায় নিতান্ত অনুচিত হইয়াছে। তিনি বলিলেন সে যাহা হউক ট্রষ্টীরা যদি ট্রষ্ট সম্পত্তি আপনাদের হস্তে লইয়া সন্তুষ্ট হয়েন হউন। কিন্তু সাধারণের দান ও সাধারণের প্রচার কার্য্যের তত্ত্বাবধারণে কেহ সাধারণকে অনধিকারী করিতে পারিবেন না। ট্রষ্টীরা তাঁহাদের সম্পত্তি লইয়া থাকুন, ব্রাহ্মেরা ব্রাহ্মসমাজ সংক্রান্ত অন্যান্য কার্য্য আপনাদিগের নিযুক্ত উপযুক্ত লোকের দ্বারা নির্ব্বাহ করুন। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যে বিষম বিবাদ উপস্থিত, তাহা বিনাশ করিবার এই এক মাত্র উপায়। ইহা হইলে ফলতঃ ব্রাহ্মসমাজ দুইভাগে বিভক্ত হইবে। এক দিকে ট্রষ্টীরা ট্রষ্ট সম্পত্তি লইয়া থাকিবেন, অন্য দিকে সাধারণ ব্রাহ্মেরা প্রচার কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করিবেন, তাহা হইলে পরস্পরের মধ্যে বিবাদ কলহের সম্ভাবনা থাকিবে না। এই উদ্দেশে তিনি (শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন) নিম্নলিখিত প্রস্তাব করিলেন।

যেহেতু কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্ট সম্পত্তি সম্বন্ধীয় কার্য্যের ভার ট্রষ্টীরা স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহার তত্ত্বাবধারণে সাধারণ ব্রাহ্মদিগের যে অধিকার ছিল তাহা শেষ হইয়াছে এবং যেহতু সাধারণের দান সাধারণ কর্তৃক ব্যয়িত হওয়া কর্ত্তব্য, অদ্যকার সভাতে ধার্য্য হইল যে উক্ত কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের দাতা অথবা

সভ্যদিগকে বিধিপূর্ব্বক সভাবদ্ধ করা এবং তাঁহাদের প্রদত্ত দান তাঁহাদের অভিমতানুসারে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে ব্যয় করিবার নিয়মাদি অবধারণ করা ও তাঁহাদের সভার কার্য্য প্রণালী স্থির করা বিধেয়।

শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় উল্লিখিত প্রস্তাবের পোষকতা করিলে, উপস্থিত ব্রাহ্মদিগের অধিকাংশের মতে তাহা ধার্য্য হইল, এবং প্রায় সপ্ততি জন ব্রাহ্ম বিধিপূর্ব্বক কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

পরে অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব সকল অবধারিত হইয়া অধ্যক্ষ এবং সম্পাদক মনোনীত হইল। শ্রীযুক্ত বাবু হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল মিত্রের পোষকতায় উপস্থিত সভার কার্য্য প্রণালীর প্রতিবাদ করত সমস্ত আয়োজন নিষ্ফল করনোদ্দেশে বলিতে লাগিলেন যে সভাতে কেবল অল্পবয়স্ক যুবা ব্রাহ্মদল সমাগত হইয়াছেন, বিজ্ঞ জ্ঞানী প্রাচীন ব্রাহ্মেরা কেহই আসেন নাই, অতএব ইহাকে সাধারণ সভা বলা যাইতে পারে না। এই নিমিত্তে প্রধান আচার্য্য মহাশয়কে একটি সাধারণ সভা নিমন্ত্রণ করিবার জন্য অনুরোধ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু অধিকাংশ সে প্রস্তাবের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাহাতে উপেক্ষা প্রদর্শন করাতে প্রস্তাব বিফল হইল।

তদনন্তর শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন সাধারণ সমীপে তাঁহার আচার্য্য ও সম্পাদকীয় পদ পরিত্যাগপূর্ব্বক শোকার্ত্ত ভাবে এই রূপ বলিলেন যে, তাঁহার প্রতি অনেক দোষ আরোপিত হইয়াছে। এ বিষয় লইয়া আন্দোলন করা অথবা আত্মপক্ষ সমর্থন করা তাঁহার অভিপ্রায় নহে। তবে এই মাত্র তাঁহার বক্তব্য, তিনি ঈশ্বরের পবিত্র সন্নিধানে মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারেন যে, তিনি নিঃস্বার্থ ভাবে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। এবং নিঃস্বার্থভাবে সেই যোগ এত দিন রক্ষা করিয়াছিলেন। প্রাণ সমান ব্রাহ্মসমাজকে তিনি কখন যশঃ মান খ্যাতি প্রতিপত্তি সাধনের উপায় করেন নাই। যাহা হউক এই সমাজের কার্য্য হইতে অবসৃত হইবার সময় এরূপ নিন্দনীয় অপবাদ লইয়া যাইতে হইল ইহা তাঁহার পক্ষে ক্লেশকর বটে, কিন্তু তাঁহার যথেষ্ট পুরস্কার এই যে, সত্যের শরণাপন্ন হইয়া নিঃস্বার্থ-ভাবে ব্রাহ্মসমাজের জন্য তিনি যাহা কিছু চেষ্টা করিয়া-ছিলেন তাহার প্রচুর ফল লাভ করিয়াছেন, ইহাতেই তাঁহার আনন্দ ও উৎসাহ। ঈশ্বরের কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইলে গ্লানি সহ্য করিতেই হইবে। কিন্তু ব্রাহ্মদিগের মান অপমানের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত নহে। তিনি যদি তাঁহার স্বীয় ব্রত প্রতিপালনে কৃতকার্য্য হন তাহা-তেই তাঁহার সন্তুষ্ট ও উৎসাহিত হওয়া উচিত। অদ্যা-

বধি তিনি উচ্চ পদ পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রাহ্মদিগের ভৃত্যের ন্যায় ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য করিবেন এবং যদি তাঁহারা ভৃত্যের প্রতি প্রসন্নতা প্রকাশ করা উচিত বোধ করেন, যেন তাহা প্রকাশ করিতে ক্ষুব্ধ না হন।

পরিশেষে শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার উঠিয়া বলিলেন যে, তাঁহার বয়স্য ব্রাহ্মদিগের প্রতি যে সমস্ত গ্লানি আরোপিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করা উচিত। ব্রাহ্মধর্ম্মের গুরুভার গ্রহণ করিলে গ্লানি সহ্য করিতেই হইবে এবং তজ্জন্য তিনি এবং তাঁহার বয়স্যগণ প্রস্তুত আছেন। যাঁহাদের প্রতি হৃদয়ের সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা তাঁহাদের প্রতি কৃতঘ্নতা দোষে দূষিত হইলে হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত হয়। যাঁহারা কৃপা করিয়া আমাদিগকে উৎসাহ ও উপদেশ দিয়াছেন, আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাদের অনুগত হইয়াছি, ব্যক্তি বিশেষের বিচার করি নাই। আমরা এক জনকে শ্রদ্ধা করিব ও আর এক জন পিতৃতুল্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর প্রতি কৃতঘ্ন হইব ইহা শুনিলেও লজ্জা হয়, অদ্যকার সভার এ প্রকার নীচ উদ্দেশ্য নহে আমি নিশ্চয় বলিতে পারি। যিনি আমাদিগকে অশেষ ঋণে বদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি বৈর নির্যাতন মানসে কি আমরা এখানে সমবেত হইলাম? যাঁহারা গ্লানি করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে চান, তাঁহারা হউন; কিন্তু অন্তর্যামী পরমেশ্বর হৃদয় দেখিতে-

ছেন। আমরা সাধু উপদেশ হৃদয়ের সহিত গ্রহণ করিয়াছি ও করিব, কিন্তু ঈশ্বরের আদেশে যাহা অন্যায় বিবেচনা হইবে তাহা পরিত্যাগ করিতেই হইবে। যে দিকে ঈশ্বর, যে দিকে সত্য, সেই দিকে অগ্রসর হওয়াই আমাদের লক্ষ্য।

অতঃপর শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন যে রূপ অসাধারণ উৎসাহ ও প্রাণগত যত্নের সহিত এত দিন ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদত্ত হইলে সভা ভঙ্গ হইল।"

এই রূপে সাধারণ ব্রাহ্মগণ ভ্রাতৃবন্ধনে দলবদ্ধ হইয়া একটি জীবন্ত ব্রাহ্মসমাজ অর্থাৎ ব্রাহ্মমণ্ডলী স্থাপন করিলেন। ট্রষ্ট সম্পত্তির সহিত কোন সংস্রব না রাখিয়া তাহাতে একটি স্বাধীন প্রচার কার্য্যালয় সাধারণের সম্পত্তি রূপে সংস্থাপিত হইল। প্রথমতঃ উক্ত কার্য্যালয় বাঁশতলা ষ্ট্রীটে একটি ভাড়াটীয়া বাটীতে হয়। এই সমুদায় দলবদ্ধ ব্রাহ্মগণ "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের" আদিম অধিবাসী হইয়াছিলেন এবং ঐ প্রচার বিভাগটি তাঁহাদের মত প্রচারের উপায় হইয়াছিল। দেবেন্দ্র বাবু ট্রষ্ট ডিডের সহায়তা লইয়া ব্রাহ্মসমাজের গৃহ, মুদ্রাযন্ত্র, পুস্তকালয় ইত্যাদি স্থাবর সম্পত্তির উপরেই আপনার অদ্বিতীয় অধিকার স্থাপন করিলেন, কিন্তু চলনশীল স্বাধীনজীব মনুষ্যের সমষ্টি যে ব্রাহ্মসমাজ তাহার উপর

আর কেমন করিয়া ট্রষ্টীর আধিপত্য বিস্তার করিবেন; জীবন্ত মানবসমাজতো আর ট্রষ্ট সম্পত্তি হইতে পারে না, সুতরাং প্রকৃতরূপে যাহাকে ব্রাহ্মসমাজ বলা যায় তাহার সহিত কেশব বাবুর সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইল না; প্রত্যুত আরও দৃঢ়তর রূপে তাহা সম্বদ্ধ হইল। চতুরে চতুরে সংগ্রাম, কেহই ঠকিবার লোক নহেন। দেবেন্দ্র বাবু স্থাবর সম্পত্তি লইয়াই সন্তুষ্ট হইলেন। কেশব বাবু দেখিলেন যে একটি সামান্য গৃহ কি কতকগুলি পুস্তক বা মুদ্রাযন্ত্র লইয়া সংগ্রাম করিলে কোন ফল নাই; যাহাদের লইয়া ব্রাহ্মসমাজ সেই অমূল্য ধন অমরাত্মা সকলকে লইয়া ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করাই শ্রেয়। এই রূপে দেবেন্দ্র বাবু ট্রষ্ট সম্পত্তি লইলেন, আর কেশব বাবু প্রচার বিভাগ লইলেন। সংসার সম্বন্ধে কেশব বাবুর ক্ষতি হইল বটে কিন্তু ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহার বিলক্ষণ লাভ হইল; কেননা মনুষ্য হইতেই অর্থ, সম্পত্তি, গৃহ সকলই।

এই সময় হইতে দেবেন্দ্র বাবুতে কেশব বাবুতে বিশেষ রূপে পৃথক্ হওয়া হইল। এই স্থান হইতে আমরাও মহর্ষি প্রধান আচার্য্য দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট প্রণাম-পূর্ব্বক বিদায় লইয়া কেশব বাবুর সময়ে প্রবেশ করিতে অগ্রসর হইলাম। দেবেন্দ্র বাবুর স্বর্গীয় বিশেষ কার্য্যভার যাহা, ইহার অনতিপূর্ব্বেই তাহা সম্পূর্ণ

হইয়াছে; তিনি ব্রাহ্মসমাজকে যে অমূল্য সত্যরত্ন দিতে আসিয়াছিলেন তাহা ইতিপূর্ব্বেই দিয়া গিয়াছেন। তথাপি তাঁহার জীবন ব্রাহ্মদের নিকট চির দিন জীবন্ত ধর্ম্ম-পুস্তক রূপে আদরণীয় হইবে। কে বলিতে পারে যে পুনরায় আবার তাঁহার জীবন আর এক নূতন সত্য প্রকাশ করিয়া ব্রাহ্মসমাজকে চমৎকৃত করিতে পারে না? যাঁহার কৃপাগুণে তিনি আধ্যাত্মিক ব্রহ্মোপাসনা প্রচার করিয়া বঙ্গবাসীদিগকে সমূহ উপকৃত করিয়াছেন, তাঁহার কৃপায় সকলই সম্ভব। যাহাহউক ঈশ্বরের কার্য্য এক দিনের জন্যও বন্ধ থাকিতে পারে না। উন্নতি ও প্রকৃতির অবশ্যাম্ভাবী কার্য্য ব্যক্তি বিশেষের মুখাপেক্ষাও করে না। এক্ষণ হইতে ব্রাহ্মসমাজের অবশিষ্ট উন্নতির কার্য্য এবং বিস্তৃত রূপে নানা দেশ দেশান্তরে তাহার প্রচারের ভার কেশব বাবুর মস্তকে পতিত হইল। এখন ব্রাহ্ম-সমাজ যে সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তৎসময়োচিত অভাব সকল পূর্ণ করিতে তিনি এবং তাঁহার সহযোগীগণই উপযুক্ত ছিলেন। সম্মুখস্থ এই সময় অতি ভয়ঙ্কর, ইহা ত্যাগস্বীকার ও সম্মুখযুদ্ধের সময়। কেশব বাবুর কার্য্যবিবরণ বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে আমরা পাঠকগণের নিকট তাঁহার ধর্ম্মজীবনের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত প্রদান করিতেছি, ইহা পাঠ করিলে অনেকে আশা ও উৎসাহ লাভ করিবেন সন্দেহ নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রথম অধ্যায়।

কলিকাতা নগরের কলুটোলাস্থ প্রসিদ্ধ সেন পরিবারে কেশব বাবু জন্ম গ্রহণ করিয়া বর্ত্তমান রীত্যনুসারে বিশ্ব বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন; তাঁহার জীবনের প্রথমাবস্থাতেই কিছু অসাধারণ মহত্ত্ব অভিলক্ষিত হইয়াছিল। একদা দুই কিম্বা আড়াই বৎসর বয়ঃক্রম কালে যখন তিনি মাতৃক্রোড়ে ক্রীড়া করিতেছিলেন, পিতামহ রামকমল সেন তৎকালে তাঁহার বাহু লক্ষণ সন্দর্শন করত বলিয়াছিলেন যে এই শিশু সন্তান আমার গদিতে বসিবার উপযুক্ত হইবে। তিনি বাল্যকালে যখন সমবয়স্কদিগের সঙ্গে ক্রীড়া করিতেন তখন হইতেই স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব ভাব তাঁহার জীবনে প্রকাশ পাইত। সকলের নেতা হইয়া বয়স্যদিগকে পরিচালিত করিতেন, অন্যান্য বালকগণ স্বভাবঃতই তাঁহার অনুগামী হইয়া চলিত। পৌত্তলিক পরিবারের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়া তিনি বাল্য সংস্কার বশতঃ প্রচলিত ধর্ম্মমতের অনুসরণ করিতেন। তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা জননীর সাধুতা ও ভক্তিভাব অজ্ঞাত-

সারে তাঁহার বাল্য জীবনকে অধিকার করিয়াছিল। তাঁহার নিজেরও বালক কাল হইতে পবিত্রতার প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ, জীবনে বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার প্রতি যত্ন ছিল। গাম্ভীর্য্য এবং সচ্চরিত্রতা তাঁহার জীবনের বিশেষ ভূষণ। অনন্তর ইংরাজি বিদ্যালয়ে ক্রমে শিক্ষা লাভ করিয়া সুমার্জ্জিত বুদ্ধির সাহায্যে এবং স্বাভাবিক ধর্ম্ম স্পৃহায় এক ঈশ্বরের ভাব হৃদয়ঙ্গম করেন। ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভেই তাঁহার হৃদয়ে প্রার্থনার প্রতি অনুরাগ অতিশয় বলবতী ছিল। প্রার্থনার মধ্য দিয়াই তিনি ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন; ইংরাজি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রার্থনা রচনা করিয়া কখন কখন অতি নিভৃত স্থানে তাহা পাঠ করিতেন। এই রূপ ভাবে প্রার্থনা করিতে দেখিয়া সহাধ্যায়ী আত্মীয় বয়স্যগণ তিনি খৃষ্টান হইয়াছেন বলিয়া সন্দেহ করিত। সেই খৃষ্টীয়ানী অপবাদের স্রোতঃ অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে। ফলতঃ বাহ্য উপহারশূন্য পূজা ও সহজ বাক্যেতে প্রার্থনা, হিন্দু পরিবারের লোকের নিকট খৃষ্টিয়ান ভাবের সহিত একীভূত বলিয়া সাধারণতঃ বোধ হইয়া থাকে। "ও লর্ড" বলিয়া প্রার্থনা করা খৃষ্টিয়ানেরাই করিয়া থাকে এই রূপ সকলে মনে করিতেন। প্রার্থনার মধ্য দিয়া ধর্ম্মজীবনে প্রবেশ করাতে তাঁহার সাহস পরাক্রম আশা ভরসার অপ্রতুল কোন সময়ে দেখা যায় না।

এমন কি ঘোর বিপদ ও পরীক্ষার মধ্যে ইহাকে অবলম্বন করিয়া তিনি অটল ভাবে অবস্থিতি করেন। প্রার্থনার বলে স্বর্গের কৃপা লব্ধ হওয়া যায় ইহা তাঁহার জীবনের একটি পরীক্ষিত বিষয়। এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের বর্ত্তমানতা ও জীবন্ত অস্তিত্বে বিশ্বাস এবং প্রার্থনার ফলোপধায়িতার উপর নির্ভর এই দুইটি সত্য তিনি আচার্য্য কি উপদেষ্টার সাহায্য ব্যতীত আপনা হইতে স্বভাবতঃই লাভ করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার নিজের কথা এই স্থলে কিছু প্রকাশ করা গেল।

* "প্রতি দিন কেন যে আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি এবং কেমন করিয়াই বা আমি প্রার্থনা করিতে শিক্ষা করিলাম তাহা পরিষ্কার রূপে কাহাকেও বুঝাইতে পারি না। যদি আমি ইহা পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারিতাম, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তেই এ অভ্যাস ছাড়িয়া দিতাম। যদি আমি ইহার আবশ্যকতা কখন উপলব্ধি না করিতাম, অথবা এই প্রার্থনা যদি কোন পুস্তকে কি আচার্য্যের নিকট শিক্ষা করিতাম, তাহা হইলেও কদাপি ইহাতে নিযুক্ত থাকিতাম না। যখন দয়াময় পিতা প্রসন্ন হইয়া আমার হৃদয়ে ধর্ম্মের আলোক প্রকাশ করিলেন, সেই সময়ের আমার ধর্ম্মজীবনের ঐতিহাসিক একটি ঘটনা বলিতেছি। যৎকালে তাঁহার

* Lecture on Prayer at Bombay.

আশীর্ব্বাদে ধর্ম্মের গুরুত্বের প্রতি প্রথম আমার চক্ষু উন্মীলিত হইল, এবং যখন পাপ হইতে মুক্তি লাভের জন্য প্রথম আমার হৃদয়ে সংগ্রাম আরম্ভ হইল, তখন আমি প্রার্থনার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিলাম। আমি দেখিলাম যে আমার হৃদয় অন্ধকারে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, এবং পৃথিবীর মোহ, ইন্দ্রিয় সুখের নানা প্রকার ইচ্ছা, যশঃ খ্যাতি ও বিলাস বাসনার সাংঘাতিক আকর্ষণের অধীনে উহা অবস্থিতি করিতেছে। আমি এক জন দুঃখী পাপী, সম্ভব কি যে, অগণ্য শত্রুর প্রতিকূলে দণ্ডায়মান থাকিতে পারি। দুর্ব্বল শরীর, নির্জ্জীব হৃদয়, মৃতপ্রায় মন লইয়া, অন্তর বাহিরের এই সমস্ত ভয়ানক শত্রু, যাহারা দিন যামিনী আমার আত্মাকে পরাস্ত করিবার জন্য ঘোর বিক্রম প্রকাশ করিতেছে, কেমন করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে স্থির থাকিতে পারি? ঈদৃশ অবস্থায় আমি কোন পুস্তক বা কোন ধর্ম্মাচার্য্যের উপদেশের জন্য অপেক্ষা করিলাম না। সেই গভীর পাপ বেদনার মধ্যে আপনার আত্মার সহিত পরামর্শ করিলাম। সেই আত্মা হইতে অতি সরল ভাষায় হৃদয়গ্রাহী এই আদেশটি প্রাপ্ত হওয়া গেল যে "যদি পরিত্রান চাও তবে প্রার্থনা কর, ঈশ্বর ভিন্ন পাপীকে আর কেহই রক্ষা করিতে পারে না।" তখন আমার উদ্ধত গর্ব্বিত মন বিনীত এবং উন্নত মস্তক অবনত হইল ও অহঙ্কারী

হৃদয় দেখিল যে প্রলোভনের ভীষণ আক্রমণ ও নিঃসহায় অবস্থা হইতে আর কিছুতেই বাঁচাইতে পারে না। অতঃপর আমি পিতার পদতলে নিপতিত হইলাম। চতুর্দ্দিকে ঘোরতর অন্ধকার, তাহার মধ্যে যেন অকস্মাৎ এক দিকে দৃষ্ট হইল স্বর্গরাজ্যের দ্বার দেশে স্বর্ণাক্ষরে "প্রার্থনা" এই শব্দটি লিখিত রহিয়াছে। তাহাতে এই রূপ প্রকাশ পাইতেছে যে প্রার্থনার দ্বার অতিক্রম না করিয়া কেহই সেই ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। বিনীত ভাবে ব্যাকুলতার জীবন্ত প্রার্থনা ব্যতীত কেহই পাপ প্রলোভনকে পরাজয় করিতে পারে না। তখন আমি ইতস্ততঃ কোন বিবেচনা বা সন্দেহ না করিয়া একেবারে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা আরম্ভ করিলাম। সেই দিন অতি সুখের দিন। অতি বিনীত হইয়া গোপনীয় স্থানে প্রাতে এবং রজনীতে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। কোন পরামর্শ বা উৎসাহ দিয়া কোন ভ্রাতা আমাকে সাহায্য করেন নাই। পাছে কেহ আমাকে উপহাস করে, এ জন্য আমিও এ বিষয়টি আত্মীয় বান্ধবগণের নিকট প্রকাশ করিলাম না। কেন না আমি নিশ্চয় জানিতাম যে, যে মুহূর্ত্তে ইহারা অবগত হইবে যে আমি প্রার্থনা করিতেছি, অমনি আমাকে উপহাস বিদ্রূপ করিয়া হয়ত এই স্বর্গীয় মহদনুষ্ঠান হইতে আমাকে প্রতিনিবৃত্তি করিবে। পাছে এই রূপ ঘটে তজ্জন্য আমি

ইহা অত্যন্ত গোপন ভাবে রক্ষা করিতে লাগিলাম। তদনন্তর দিবসের পর দিবস প্রার্থনা করিতে করিতে অল্প দিনের মধ্যে দেখিলাম যেন একটি আলোকের প্রবাহ আমার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া আত্মার অন্ধকার সকল বিদূরিত করিতেছে। অহো! দিগন্তব্যাপ্ত সেই ভয়ঙ্কর পাপান্ধকারের মধ্যে ইহা কি উল্লাসকর চন্দ্রালোকের প্রবাহ! তখন আমি অত্যন্ত শান্তি ও অনির্ব্বচনীয় সুখ অনুভব করিলাম; তখন আমি আনন্দের সহিত পান ভোজন করিতে পারিলাম এবং বন্ধুগণের সহবাস, শয়নের শয্যা আমার নিকট শান্তিপ্রদ হইল। আমি নিশ্চয় তোমাদিগকে বলিতেছি যে আমার জীবনে এমন একটি সময় আসিয়াছিল যখন আমি আমোদ আহ্লাদ হাস্য কৌতুক সকল প্রকার আনন্দ পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। বোধ হইত যেন পৃথিবী অন্ধকারময়, কেন না আমার হৃদয় অন্ধকারে পূর্ণ ছিল। জানি না অদ্য আমি কোথায় থাকিতাম যদি আমার সেই দয়াময় পরমোপকারী ঈশ্বর তৎকালে এই পরিত্রাণপ্রদ প্রার্থনার শাস্ত্র আমার নিকট প্রকাশ না করিতেন। যদি ঈশ্বর আমাকে প্রার্থনা করিতে শিক্ষা না দিতেন, তোমরা অদ্য এই বেদীর উপর আমাকে বক্তৃতা করিতে দেখিতে না। এই নিদারুণ চিন্তাও আমি সহ্য করিতে পারি না; ইহাতে আমাকে এককালে বিহ্বল করিয়া

ফেলে! প্রার্থনাই আমার নিকট মুক্তির প্রথম সূত্র হইয়াছিল; ইহা দ্বারা নীত হইয়া আমি সত্যান্বেষণে প্রবৃত্ত হই। এই প্রার্থনাই আমাকে ধর্ম্মশাস্ত্র ও ধার্ম্মিক মনুষ্যদিগের নিকট পরিচয় করিয়া দেয় এবং উহার মধ্য দিয়া আমি আধ্যাত্মিক সাধনের প্রয়োজনীয় উপায় সকল সেই পিতার দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া এত দূর আসিয়াছি।"

কেশব বাবুর জীবনের আর একটি প্রধান লক্ষণ এই, যাহা সত্য ও জীবগণের কল্যাণপ্রদ বলিয়া বিশ্বাস করেন তাহা প্রচার না করিয়া থাকিতে পারেন না। নিজ জীবনের উন্নতির সহিত এই কর্ত্তব্যের অভেদ্য সম্বন্ধ, তদ্ভিন্ন পরিত্রাণ লাভ করা অসম্ভব বলিয়া তিনি বোধ করেন। বস্তুতঃ ধর্ম্মামৃত যিনি একবার আস্বাদন করিয়া তৃপ্তানুভব করিয়াছেন, তিনি তাহা ভ্রাতা ভগ্নীদিগকে বিতরণ না করিয়া থাকিতে পারেন না। কেশব বাবু যখন প্রার্থনার প্রত্যক্ষ ফল লাভ করিয়া শোক তাপ যন্ত্রণা হইতে শান্তি পাইলেন, তখন স্বভাবতঃই সেই স্বর্গীয় দেবদুর্লভ-অমৃতময় ভাব ভ্রাতাদিগের মধ্যে প্রচার করিবার জন্য ইচ্ছা জন্মিল। পরে কতকগুলি সমবয়স্ক ভ্রাতাকে লইয়া আপনাদের বাটীতে "গুড উইল ফ্রেটারর্ণিটি" অর্থাৎ ভ্রাতৃসভা নামে একটি ক্ষুদ্র সভা স্থাপন করেন, তথায় সকলে একত্র হইয়া প্রার্থনা এবং ধর্ম্মসম্বন্ধে বক্তৃতাদি করিতেন; কখন বা তত্ত্ববোধিনী হইতে কোন

কোন অংশ পঠিত হইত। সত্য প্রচারের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ইহার পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার মনে সঞ্চারিত হইয়াছিল। যাহাতে সকলে ধর্ম্মানুসন্ধিৎসু হইয়া জীবনের শ্রেয় লাভার্থে যত্নবান্ হয় তজ্জন্য বিবিধ উপায় চিন্তা করিতেন। কখন এক এক খণ্ড ক্ষুদ্র কাগজে "হে পথিকগণ! এই পৃথিবীতে শান্তি নাই তোমরা কি চিন্তা করিতেছ?" "মৃত্যুকে স্মরণ কর।" এই রূপ লিখিয়া অন্ধকার রজনীতে সকলের অগোচরে তাঁহাদের বাটীর নিকট প্রকাশ্য রাস্তার এক স্থানে সেই কাগজ আটা দিয়া বসাইয়া দিতেন। সত্যের প্রতি এমনি দৃঢ়তর বিশ্বাস ছিল যে, মনে করিতেন এই লেখা যে একবার পাঠ করিবে তাহারই মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইবে। কখন কখন ঐ কাগজ তাড়াতাড়িতে উল্‌টো বসান হইত। পথিক লোকেরা মনে করিত বুঝি কোন্ পাদরিতে এই কার্য্য করিয়া থাকে।

কেশব বাবুর সমুদায় কার্য্য প্রণালী ও মতের সহিত তাঁহার সহযোগী বয়স্যদিগের মতের মিল হইত না, তথাপি কেমন একটি আকর্ষণ শক্তি ছিল যে তাঁহারা কেশব বাবুর অনুগত বাধ্য হইয়া তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্যে যোগ না দিয়া থাকিতে পারিতেন না। যখন এইরূপে মনে ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত হইয়াছিল, সেই সময় শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বক্তৃতা অকস্মাৎ

তাঁহার হস্তগত হয়। ইহার পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজের কোন ব্যক্তির সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল না। ঐ পুস্তক পাঠ করিয়া দেখিলেন যে তাঁহার মতের সঙ্গে উহা ঐক্য হইল; তখন ভাবিলেন এ প্রকার যদি ব্রাহ্মধর্ম্মের মত হয় তবে আমার সঙ্গে কোন বিভিন্নতা নাই। তদনন্তর সমাজের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট মনোগত ভাব ব্যক্ত করিয়া এক পত্র লিখিলেন, পরে ক্রমে ক্রমে দেবেন্দ্র বাবুর সঙ্গে পরিচয় হইল। তিনিও কেশব বাবুর বাটীতে সেই ক্ষুদ্র ভ্রাতৃসভায় আসিয়া মধ্যে মধ্যে উৎসাহ দান করিতেন। এই রূপে কেশব বাবুর সহিত ব্রাহ্মসমাজের প্রথম যোগ সম্বন্ধ হয়।

ব্রাহ্মসমাজে যোগ দান করিয়া ক্রমে ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক যখন উহার মূলান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তাহার গুরুতর অভাব সকল তাঁহার দৃষ্টি পথে পতিত হইল। দেখিলেন যে কেবল ভাবের এবং অসম্পূর্ণ ন্যায় যুক্তি বিজ্ঞানের উপর ব্রাহ্মধর্ম্ম অস্থির ভাবে অবস্থান করিতেছে। এইরূপ অবস্থা দর্শন করিয়া ভাবিলেন যে বিশুদ্ধ জ্ঞান ব্যতীত কখন ধর্ম্ম থাকিতে পারে না, তখন ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব অনুসন্ধানের জন্য ইয়োরোপীয় বিজ্ঞান শাস্ত্র সকল গাঢ় মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে দিবানিশি অবিশ্রান্ত পরিশ্রম সহকারে প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারদিগের

পুস্তক সকল পাঠার্থে পুস্তকালয়ে গমন করিতেন। অনেক চিন্তা ও অনুসন্ধানের পর ধর্ম্মের পত্তনভূমি যে মানব প্রকৃতির সাধারণ সম্পত্তি একমাত্র আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ সহজ জ্ঞান তাহা দৃঢ় প্রত্যয় হইল। তদনন্তর পুরাতন ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সংস্কার করিয়া জ্ঞান যুক্তি প্রার্থনা অনুষ্ঠান উদারতা প্রভৃতি মহদ্ভাব দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মকে সুসজ্জিত করিয়াছেন।

বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর তাদৃশ তরুণ বয়সে এরূপ বিষয় বিরাগ এবং ধর্ম্মেতে অনুরাগ দেখিয়া পরিবারস্থ আত্মীয়গণ তাঁহাকে সংসারী করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের উত্তেজনায় এবং আবশ্যক বোধে কিছু দিন তাঁহাকে বিষয় কার্য্যও করিতে হইয়াছিল। সে অবস্থাতেও তিনি অবসর কালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক ইংরাজিতে লিখিতেন এবং কাজকর্ম্মের মধ্যে সত্য পালন ও মহত্ত্ব রক্ষার প্রতি বিশেষ চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তাঁহার জীবন অন্যবিধ উদ্দেশ্য সাধনে সৃষ্ট হইয়াছিল। সর্ব্বতোভাবে স্বর্গস্থ প্রভুর সেবা করা এবং এই জ্ঞান সভ্যতার সময়ে নাস্তিকতা অবিশ্বাসের মরুভূমি মধ্যে বিশুদ্ধ সত্যধর্ম্মের ভক্তি ও বিশ্বাসের বীজ রোপণ করা যাঁহার লক্ষ্য, পার্থিব প্রভুর অধীন হইয়া অবস্থিতি করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব, অল্পকাল পরে সে কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের পবিত্র কার্য্যে জীবন

উৎসর্গ করিলেন। বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম কালে শরীর মনের সমুদায় শক্তি দেশহিতকর ব্যাপারে নিয়োগ করিয়া অদ্যাবধি জ্বলন্ত উৎসাহ সহকারে নিঃস্বার্থভাবে পৃথিবীস্থ নরনারীগণের সেবার্থে নিযুক্ত রহিয়াছেন। কেশব বাবু প্রথমে ব্রাহ্ম হইয়া যখন দেবেন্দ্র বাবুর বাটীতে গমনাগমন করেন, সেই সময় হইতে তাঁহার প্রতি অত্যাচার আরম্ভ হইয়া ক্রমাগত উন্নতির সহিত তাহা চলিয়া আসিতেছে। ঠাকুর পরিবারের লোকের সহিত হিন্দু পরিবারস্থ লোকের গতি বিধি আহার ব্যবহার তৎকালে নিরাপদে হইবার সময় ছিল না, বর্ত্তমান সময়েও এ প্রকার কার্য্য হিন্দুদিগের নিকট জাতি বিনাশের কারণ বলিয়া পরিগণিত হয়। এই কারণে কেশব বাবুকে অনেক প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া সমাজে যাইতে হইত।

এক্ষণে ব্রাহ্মদিগের পক্ষে যে রূপ অনুকূল অবস্থা তখন এত দূর ছিল না। তখন সমাজে গিয়া কেবল উপাসনা মাত্র করাই মহা পরীক্ষার বিষয় ছিল। কেশব বাবু যখন দেবেন্দ্র বাবুর নিকট পরিচিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইলেন, তখন তাঁহার প্রতি পরিবারস্থ আত্মীয়গণের যথেষ্ট পীড়ন আরম্ভ হইল। বয়োজ্যেষ্ঠ অভিভাবক ও গুরু জনের নিকট তিনি এক জন তরুণ বয়স্ক যুবা হইয়া এ প্রকার হিন্দুধর্ম্মের ও লোকাচার দেশাচার বিগর্হিত

কার্য্যে দিন দিন অগ্রসর হইতেছেন, ইহা কেমন করিয়া সহজে শান্ত ভাবে চলিতে পারে। সকলেই ক্রোধে অভিমানে স্ফীত হইয়া ভ্রূকুটি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, অনেক প্রকার ষড়-যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই ভীত বা পরাঙ্মুখ হইবার নহেন। যতই প্রতিবন্ধক ততই স্বাধীনতার বল দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পরিবার মধ্যে যেমন নিষ্ঠুর নির্য্যাতন, অন্য দিকে আবার ততোধিক পরিমাণে দেবেন্দ্র বাবুর স্নেহ বাৎসল্য। দেবেন্দ্র বাবু পিতার ন্যায় তাঁহাকে হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক আলিঙ্গন এমন একটি সময় হইয়াছিল যখন কেশব বাবুকে নিজ বাটী পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বাসন দণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছে। তাঁহার সন্তানবৎসলা মাতা ভিন্ন পরিবারস্থ সকলেই প্রায় বিপক্ষ হইয়াছিলেন। প্রচলিত উপধর্ম্মের বিধি অনুসারে আত্মীয়েরা একবার তাঁহাকে মন্ত্র গ্রহণের জন্য অনেক যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি জগৎগুরু জগদীশ্বরের নিকট যে মহামন্ত্র পাইয়াছিলেন তাহা দ্বারা পৃথিবীর অপদার্থ শিষ্যবিত্তাপহারক গুরুদিগের অসারতা ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার দিব্যজ্ঞানে উপলব্ধি হইয়াছিল। এই সময় তাঁহাকে লইয়া ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হয়।

দেবেন্দ্র বাবু যে বার সমাজের আচার্য্যের পদে কেশব বাবুকে অভিষিক্ত করেন, সেই সময় কিছু বিশেষ

অত্যাচার হইয়াছিল। তিনি সপরিবারে উক্ত দিবস দেবেন্দ্র বাবুর বাটীতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হওয়াতে বাটীর সকলে ব্যাঘাত দিতে লাগিলেন, কিছুতেই যাইতে দিবেন না; পরিশেষে দ্বারবান্দিগকে বর্হিদ্বার বদ্ধ করিয়া পথ রোধ করিতে অনুমতি দিলেন। কিন্তু কোন প্রতিবন্ধক তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারিল না। সহধর্ম্মিণীকে লইয়া তিনি সেই বদ্ধ দ্বার সমীপে উপনীত হইলেন। তাঁহারা দুই জনেই তখন অতি অল্প বয়স্ক। বাটীর পরিবারস্থ সকলে নিকটে দণ্ডায়মান, তাঁহাদি- [illegible] অতিক্রম করিয়া স্বাধীন ভাবে স্ত্রীকে সমভিব্যাহারে [illegible] দেবেন্দ্র বাবুর বাটীতে প্রথম যাওয়া সকলেরই নিকট নূতন ঘটনা। তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে বাটীর এক জন প্রাচীন ভৃত্য এই বলিয়া প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিল যে, তুমি ভদ্র লোকের মেয়ে, তুমি ইহাঁর সঙ্গে কোথায় যাও? এই রূপে পরিবারস্থ সকলের দ্বারা পরি- বেষ্টিত হইয়া তিনি একাকী এক বিষম পরীক্ষার মধ্যে নিপতিত হইলেন। অবশেষে আপনার সহধর্ম্মিণীকে অতি উৎসাহের সহিত এই কথা বলিলেন, হয় আমার সঙ্গে অগ্রসর হও, নতুবা পরিবারস্থ গুরু জনের দিকে পশ্চাৎ গামী হও; এই সময়। এই বাক্য বলিয়া মহা বিক্রম সহকারে বর্হিদ্বার উদ্ঘাটনপূর্ব্বক সপরিবারে স্বীয় সাধু সংকল্প সিদ্ধ করিতে বহির্গত হইলেন। তাঁহার

তেজস্বিতা ও পরাক্রম দেখিয়া কেহ আর বাধা দিতে পারিলেন না। সেই অপরাধে তাঁহার বাটী আসা কিছু দিনের জন্য রহিত হইয়াছিল। এমন কি উৎকট পীড়ায় মুমূর্ষু হইলেও অতি কষ্টে একটি সামান্য বাটীতে কাল যাপন করিতে হইয়াছে। কিছু দিন এই রূপে গত হইলে শেষে বাটীতে প্রত্যাগমন করিতে অনুমতি পান। তাঁহার মাতা কিন্তু এক দিনের জন্যও স্নেহের ত্রুটি প্রদর্শন করেন নাই। এই সময়ে দেবেন্দ্র বাবু যথোচিত সাহায্য দান করিয়াছিলেন।

সত্যের কি বিশাল পরাক্রম! ক্রমে সেই প্রকাণ্ড পৌত্তলিক পরিবার পরাস্ত হইল, সেখানে ঈশ্বরের রাজ সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়া পরব্রহ্মের জয় ধ্বনি উত্থিত হইল। অনন্তর সেই বাটীর মধ্যে মহা সমারোহপূর্ব্বক কেশব বাবুর প্রথম পুত্রের নামকরণ ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশুদ্ধ বিধান মতে সম্পন্ন হয়। সে দিন সেই বৃহৎ পরিবারের সকলেই বাটী পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তর যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তখন শত শত ব্রাহ্মে সম্মিলিত হইয়া আনন্দের সহিত সেই শুভ কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। তিনি কিসের বলে এই মহৎ কার্য্য সাধন করিলেন? শারীরিক বা বিদ্যার বলে নয়, ধনের অথবা মনুষ্যের বলেও নয়, কিন্তু সত্যের অপরাজিত শক্তিকে অবলম্বন করিয়া করুণা-ময় পিতার কৃপার সাহায্যে আপনার সাধু উদ্দেশ্য

সিদ্ধ করিতে সক্ষম হইলেন। এক্ষণে সেই পরিবারের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুমোদিত কোন কার্য্যই অবশিষ্ট থাকিতেছে না। বর্ষে বর্ষে সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে শত সহস্র ব্রাহ্মের রসনা হইতে দয়াময় নামের সুমধুর গম্ভীর নিনাদ সমুত্থিত হইয়া সেই আলয়কে প্রতিধ্বনিত করিতেছে। এক্ষণে সেই বাটী হইতে কত প্রকার উন্নতির স্রোতঃ নিঃসারিত হইতেছে তাহা আমরা দেখিতেছি। ফলতঃ "সত্যমেব জয়তে" এই মহা বাক্যের জীবন্ত প্রমাণ এখানে আমরা কেশব বাবুর জীবনে স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। পর্ব্বতসমান বিঘ্নরাশি অতিক্রম করিয়া তাঁহার সাধু ইচ্ছার আশাতিরিক্ত ফল উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি ধনহীন, অল্পবয়স্ক হইলেও পৃথিবী তাঁহার মহৎ কার্য্য কখন অস্বীকার করিতে পারিবে না। সেই নিঃস্বার্থ পরিশ্রমের মহোপকারী ফল সকলে এক দিন গ্রহণ করিবেই করিবে। এখনও চতুর্দ্দিকের এই সমস্ত অকৃতজ্ঞতা, অহঙ্কার ও অত্যাচার ভেদ করিয়া কত বিধবা, কত নিঃপীড়িত মাতা পিতা স্ত্রী পুত্র বন্ধুগণের উচ্ছ্বসিত হৃদয় হইতে আশীর্ব্বাদ ও কৃতজ্ঞতার ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। তাঁহার মহদনুষ্ঠান সকলের গুরুতর মূল্য এখন অনেক লোকে স্বীকার করিতে লজ্জা ও অবমাননা মনে করেন বটে, কিন্তু এমন দিন আসিবে যখন তাঁহার জীবনের মহত্ত্ব স্মরণ করিয়া কত ব্যক্তি কৃতজ্ঞ-

হৃদয়ে অশ্রু বিসর্জ্জন করিবেন। সেই মঙ্গলময় বিধাতা তাঁহার পবিত্র পরিশ্রমের প্রচুর ফল বিধান করিয়াছেন এবং করিতেছেন। এইরূপে তাঁহার ধর্ম্মজীবন আরম্ভ হইয়া ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে মিলিত হয়। ১৭৮১ শক হইতে ১৭৮৬ শকে প্রচার কার্য্যালয় স্থাপন হওয়া পর্য্যন্ত দেবেন্দ্র বাবুর সহিত এক যোগে প্রায় ছয় বৎসর কাল ব্রাহ্ম-সমাজের সেবা করেন, তদনন্তর সেই সর্ব্বনিয়ন্তা বিধাতার কোন গূঢ় অভিপ্রায় সাধনোদ্দেশে পরম প্রীতিকর সেই আনন্দের যোগ বিয়োগ হইয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রচার কার্য্যালয় স্থাপিত হওয়ার পর স্বাধীন ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের উদার ভাব নানা স্থানে প্রচার হইতে লাগিল। এই সময়ে আরও কতিপয় উৎসাহী ব্রাহ্ম বিষয়কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পরিবার প্রতিপালনের ভার ঈশ্বরের চরণে সমর্পণপূর্ব্বক প্রচারকের গুরুতর ব্রত অবলম্বন করেন। এক্ষণে আর এক প্রকার অভিনব ভাব ব্রাহ্মসমাজের জীবনে প্রবেশ করিল। প্রভূত উদ্যম সহকারে প্রচারকগণ শত শত ক্রোশ পরিব্রজন করিয়া পরিত্রাণের মঙ্গল সমাচার

চতুর্দ্দিকে প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অন্যান্য ব্রাহ্ম বন্ধুগণ তাঁহাদিগের পরিবার প্রতিপালনের ভার লইলেন। এক দিকে যেমন পুরাতন সমাজ তাঁহাদিগকে বিদায় করিয়া দিল, অন্যদিক্ হইতে সাধারণ ব্রাহ্মগণ তেমনি সেই নিরাশ্রয় ব্রাহ্মদলকে সম্ভবমত সাহায্য দানে অগ্রসর হইলেন। ঐ সমুদায় বিবাদ আন্দোলনের মধ্যে তখন পর্য্যন্ত "ইণ্ডিয়ান মিরর" ব্রাহ্মসমাজের যন্ত্রে মুদ্রিত হইত। সেই আন্দোলনের সময় এক জন ব্রাহ্ম একখানি প্রেরিত পত্র মিরারে প্রকাশ করিবার জন্য পাঠান, তাহাতে হিন্দু পৌত্তলিকতা পোষণকারী ব্রাহ্মগণের প্রকৃত ছবি চিত্রিত ছিল, সেই পত্র লইয়া মহা গোলযোগ উপস্থিত হয়। সমাজের কর্ম্মচারী ও কর্ত্তৃপক্ষ ঐ পত্র প্রকাশ হওয়ার পক্ষে ব্যাঘাত দেন এবং মিররের সত্ত্বাধিকার হস্তগত করিবার জন্য অনেক সাংসারিক উপায় অবলম্বন করেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কেশব বাবু প্রভৃতি সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইলে এমন কতকগুলি লোক আবির্ভূত হন যাঁহাদের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মের কোন সম্পর্ক ছিল না; কেবল বিচ্ছেদের অগ্নিকে বিশেষরূপে প্রজ্বলিত করা একমাত্র তাঁহাদের কার্য্য ছিল। এই সময় "নাশেনাল পেপার" জন্ম গ্রহণ করিয়া যুবা ব্রাহ্মদলকে নির্য্যাতন করিতে প্রবৃত্ত হন। তখন ব্রাহ্মদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ-

লক্ষিত হইত। এ সম্বন্ধে কএকটি প্রকাণ্ড সভা হইয়া বক্তৃতা হইয়াছিল। সেয়ালদহ ষ্টেসেনে কেশব বাবু এক উৎসাহকর বক্তৃতা দান করেন তাহাতে বহু সংখ্যক লোকের সমাগম হয়। তদনন্তর কেশব বাবু প্রভৃতি ছয় জন ব্রাহ্ম প্রধান আচার্য্য মহাশয়কে যে এক আবেদন পত্র লিখিয়াছিলেন, এবং তিনি সেই পত্রের যে প্রত্যুত্তর দান করেন, তাহা এ স্থলে প্রকাশ করা গেল।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর,

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টী ও প্রধান আচার্য্য

মহাশয় সমীপেষু।

বিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন।

কএক বৎসরাবধি ব্রাহ্মসমাজের যেরূপ উন্নতি হইয়া আসিয়াছে তদ্দর্শনে ব্রাহ্ম মাত্রেরই হৃদয় উল্লাস-পূর্ণ হইয়াছে, এবং ইহাতে ঈশ্বরের করুণা ও সত্যের মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া অনেকেই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি সমধিক অনুরক্ত হইয়াছেন। এই উন্নতি, সমগ্র ও জীবন্ত ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। চতুর্দ্দিকে দেশ বিদেশ ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকল ধাবিত হইতেছে; যুবাবৃদ্ধ নরনারী, নির্ধন সধন, জ্ঞানী ও জ্ঞানহীন, সকল প্রকার লোকেই ইহার শরণাপন্ন হইতেছে; ব্রাহ্মের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, এবং ব্রাহ্মসমাজের শাখা প্রশাখা নানা স্থানে সংস্থাপিত হইতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ইহার গভীরতাও

বৃদ্ধি হইতেছে। ইহা যেমন অধিকতর লোককে এক বিশ্বাস সূত্রে গ্রথিত করিতেছে, তেমনি আবার প্রত্যেকের জীবনে গভীরতর রূপে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

জ্ঞানোন্নতি, প্রীতির বিকাশ, চরিত্রোৎকর্ষ, সামাজিক সংস্কার, ও ধর্ম্ম প্রচার, সকল বিষয়েই উন্নতি দীপ্যমান। কিন্তু আপনার নিকট এ বিষয় বিস্তারিত রূপে বর্ণনা করা অনাবশ্যক। আপনি স্বয়ং যেরূপ অপ্রতিহত অনুরাগ ও যত্ন সহকারে প্রায় ত্রিশ বৎসর ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গল সাধন করিয়াছেন, তাহাতে এখনকার উন্নতি যে আপনার পক্ষে বিশেষ আনন্দকর তাহা আমরা সহজেই অনুভব করিতেছি। আপনি কত সময়ে আনন্দের সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, আমি আশার অতীত ফল লাভ করিয়াছি।

এই উন্নতির স্রোতঃ হইতেই বর্ত্তমান বিরোধ উৎপন্ন হইয়াছে। অনেকেই ব্রাহ্মসমাজের পুরাতন কার্য্য প্রণালীর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। এই অসন্তোষই এক্ষণকার বিবাদের মূলীভূত কারণ। এ বিবাদ আক্ষেপের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা কোন মতে বিস্ময়কর ব্যাপার নহে। পরিবর্ত্তনের সময় এরূপ বিবাদ বিসম্বাদ সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে, এ সময়ে পুরাতন ও নূতন ভাবের সংঘর্ষণ হয়, উভয় পক্ষ সমর্থনের চেষ্টা হইতে তর্ক বিতর্ক ও কলহ বিবাদ উপস্থিত হয়; কিন্তু অবশেষে ঈশ্বর

প্রসাদে সত্যের জয় এবং প্রকৃত কল্যাণের অভ্যুদয় হয়। এক্ষণে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অনেকের যেরূপ বিরাগ ও অসন্তোষ জন্মিয়াছে তাহা কেবল এই সত্যই সপ্রমাণ করিতেছে। জ্ঞানোন্নতি সহকারে ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বাধীনতা, উদারতা ও উন্নতিশীলতা অনেকের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, এবং ইহা যে পৌত্তলিক ও সাম্প্রদায়িক মত, এবং কি সামাজিক কি গৃহ সম্বন্ধীয়, সকল প্রকার পাপ ও অনিষ্টের সম্পূর্ণ বিরোধী তাহাতে তাঁহাদের প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে। এই বিশ্বাসানুবর্ত্তী হইয়া সুশিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ের অনেকেই ব্রাহ্মসমাজের শাসন প্রণালী, ও কার্য্য প্রণালী অপ্রশস্ত এবং সাম্প্রদায়িক লক্ষণাক্রান্ত ও উন্নতির প্রতিরোধক জানিয়া তাহার সহিত যোগ রাখিতে অক্ষম হইয়াছেন। বর্ত্তমান কলহ কোন বৈষয়িক ব্যাপার সম্ভূত নহে, ইহা স্বার্থপরতা নিবন্ধন বৈরভাব মূলকও নহে, ইহা ধর্ম্মোন্নতির জন্য নিঃস্বার্থ সংগ্রাম—ইহা নব্য ব্রাহ্মদিগের হৃদিস্থিত ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নত আদর্শের সহিত ব্রাহ্মসমাজের পুরাতন অবস্থার বিরোধ। সুতরাং এ অবস্থাতে ব্রাহ্মসমাজে কতকগুলিন পরিবর্ত্তন নিতান্ত আবশ্যক। কালের উন্নত ভাবের সহিত যোগ রাখিয়া জনসমাজের নূতন ভাব ও নূতন অভাব অনুসারে ইহার কার্য্য প্রণালী পরিবর্ত্তন না করিলে ইহা অগ্রগামী লোকদিগের অনুরাগ বিরহিত হইয়া স্বীয় মহানু উদ্দেশ্য

সংসাধন করিতে অক্ষম হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন উন্নতির ধর্ম্ম, ব্রাহ্মসমাজকেও সেইরূপ উন্নতিশীল করা কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য জ্ঞানের অনুরোধে অদ্য আমরা বিনীত ভাবে নিম্নলিখিত কএকটি প্রস্তাব আপনার উদার বিবেচনার উপর নির্ভর করিতেছি, আপনি যথা বিহিত বিধান করিবেন।

১ম। ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য বা উপাচার্য্য বা অধ্যেতা, কেহ সাম্প্রদায়িক বা জাতিভেদ সূচক কোন চিহ্ন ধারণ করিবেন না।

২য়। সাধু, সচ্চরিত্র ও জ্ঞানাপন্ন ব্রাহ্মেরাই কেবল বেদীর আসনের অধিকারী হইবেন।

৩য়। ব্যাখ্যান, স্তোত্র ও উপদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার, প্রশস্ত ও নিরপেক্ষ ভাব প্রকাশ পাইবে। কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি অবজ্ঞা বা ঘৃণাসূচক বাক্য উহাতে ব্যবহৃত হইবে না, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করা উহার উদ্দেশ্য থাকিবে। যদ্যপি উপাসনা সম্বন্ধে উল্লিখিত নূতন প্রণালী অবলম্বনে আপনি স্বীকৃত না হন, তাহা হইলে সাধারণ ব্রাহ্মদিগকে ঐ প্রণালী অনুসারে অপর দিনে ব্রাহ্মসমাজ গৃহে উপাসনা করিতে অনুমতি দিয়া বাধিত করিবেন। ইহা হইলে উভয় দিক্ রক্ষা হইবে এবং ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে তৎপরিবর্ত্তে সদ্ভাব সঞ্চারের সম্ভাবনা হইবে।

যদ্যপি ইহাতেও আপনি অস্বীকৃত হন, তাহা হইলে আমাদিগকে পৃথক্ ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন বিষয়ে সৎ-পরামর্শ দিবেন।

নিতান্ত বশম্বদ

কলিকাতা, ১৯শে আষাঢ়, শকাব্দা ১৭৮৭।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন
" উমানাথ গুপ্ত
" মহেন্দ্রনাথ বসু
" যদুনাথ চক্রবর্ত্তী
" নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
" প্রতাপচন্দ্র মজুমদার

আগামী ২১ আষাঢ় মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ১টার সময় এই আবেদন পত্রের প্রতিলিপি লইয়া আমরা মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইব, আপনি এ বিষয়ে সম্মতি প্রদানে অপ্যায়িত করিবেন। শ্রীযুক্ত কেশবন্দ্র সেন আমাদিগের প্রবক্তা স্বরূপে আমাদের মতামত ব্যক্ত করিবেন।

শ্রীউমানাথ গুপ্ত
" মহেন্দ্রনাথ বসু
" যদুনাথ চক্রবর্ত্তী
" নিবারনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
" প্রতাপচন্দ্র মজুমদার

ওঁতৎসৎ

প্রীতি ভাজন

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত বাবু উমানাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু, শ্রী যুক্ত বাবু যতুনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত বাবু নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার

মহাশয় সমীপেষু।

সাদর নিবেদন।

১। তোমাদের ১৯ আষাঢ়ের পত্র পাইয়া তোমারদের অভিপ্রায় ও সেই অভিপ্রায় অনুযায়ী প্রার্থনা অবগত হইলাম। তোমারা যে ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান কার্য্য প্রণালীতে অসন্তুষ্ট হইয়া নূতন প্রণালী সংস্থাপনে উদ্যত হইয়াছ, ইহা ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিরই লক্ষণ। আমিও বিলক্ষণ অবগত আছি যে কেবল ব্রাহ্মসমাজের নয় কোন প্রকার জনসমাজেই চিরকাল একবিধ প্রণালী প্রচলিত রাখিবার নিমিত্তে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়া সামাজিক নিয়মের নিতান্ত বিরুদ্ধ, কাল সহকারে মনুষ্যের অবস্থা পরিবর্ত্ত হইয়া উঠে, সেই পরিবর্ত্ত সহকারে পুরাতন সামাজিক প্রণালীও পরিবর্ত্তিত করিতে হয়, তাহা না করিলে উন্নতির পক্ষে অনেক ব্যাঘাত উপস্থিত হইতে পারে। ব্রাহ্মসমাজে কদাপি এ নিয়মের অন্যথা হয় নাই। যখন যখন যে যে বিষয়ের যে প্রকার পরিবর্ত্ত আবশ্যক হইয়াছিল,

সাধ্যানুসারে তাহা সম্পন্ন করা গিয়াছে এবং এক্ষণেও সেই রূপ নিয়ম চলিতেছে।

২। অনেকে ব্রাহ্মধর্ম্মকে পৌত্তলিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা এবং সামাজিক ও গৃহসম্বন্ধীয় সকল প্রকার পাপ ও অনিষ্টের সম্পূর্ণ বিরোধী বলিয়া যে প্রগাঢ় বিশ্বাস করিয়াছেন তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এ প্রকার বিশ্বাস না থাকিলে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের ফল লাভ হয় না। এই বিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হইয়া সুশিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ের অনেকেই যে ব্রাহ্মসমাজের শাসন প্রণালী, উপাসনা প্রণালী ও কার্য্য প্রণালী অপ্রশস্ত এবং সাম্প্রদায়িক লক্ষণাক্রান্ত ও উন্নতির প্রতিরোধক জানিয়া তাহার সহিত যোগ রাখিতে অক্ষম ও তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রণালী অবলম্বনে উন্মুখ হইয়াছেন, এবং তন্নিমিত্তে তোমরা একত্র হইয়া যে তিনটি প্রস্তাব করিয়াছ, তাহা আহ্লাদের সহিত বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

৩। তোমাদের প্রথম প্রস্তাব এই যে "ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য বা উপাচার্য্য বা অধ্যেতা কোন সাম্প্রদায়িক বা জাতিভেদ সূচক চিহ্ন ধারণ করিবেন না।" জাতি বিভাজক গোত্র প্রকাশক যে সকল উপাধি সাম্প্রদায়িক ও জাতিভেদ সূচক দীপ্যমান চিহ্ন স্বরূপ রহিয়াছে, বোধ হয় তাহা রহিত করা তোমাদের উদ্দেশ্য নয়। জাতিভেদ সূচক একমাত্র উপবীতই তোমাদের প্রস্তাবের লক্ষ্য।

আমি এক্ষণে এ প্রস্তাবে নানা কারণে সম্মত হইতে পারি না। যে সকল কারণে ইহাতে অসম্মতি প্রদর্শন করিতেছি, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

৪। অনুষ্ঠান প্রণালী প্রচার ও প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে ব্রহ্মোপাসনা প্রচলিত হইয়াছিল, সেই সময় অবধি যাঁহারা উৎসাহপূর্ব্বক শ্রদ্ধার সহিত ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছিলেন, এক্ষণকার কৃতানুষ্ঠান ব্রাহ্মদিগের ন্যায় তাঁহারাও দুর্ব্বিসহ তাড়না সহ্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন এবং অনেককে তাহা সহ্য করিতেও হইয়াছিল। বর্ত্তমান অনুষ্ঠান প্রণালী এবং তোমাদের ন্যায় উন্নত ব্রাহ্মদিগকে লাভ করা তাঁহারদিগেরই উৎসাহ ও আন্দোলন ও ধৈর্য্যের ফল। তোমরাও প্রথমে কেবল ব্রহ্মোপাসনার নিমিত্তে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছিলে, এবং অদ্যাপি হয়তো তোমারদের মধ্যে এমত লোক আছেন যে যিনি ব্রহ্মোপাসনা ব্যতীত আর কিছুতেই যোগ দিতে পারেন না। পুরাতন ও নব্যদিগের মধ্যে অনেকে অদ্যাপি অনুষ্ঠানে অগ্রসর হইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহারা ও তোমরা কেহই আমার অনাদরের বস্তু নহ। তোমরা উভয় পক্ষই সদ্ভাবে ও সাধুভাবে মিলিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি সাধন কর, তাঁহাদের বল তোমাদের নূতন বলে মিলিত হইয়া তাহাকে আরও পোষণ করুক এবং তোমাদের দৃষ্টান্তে তাঁহারদের

উৎসাহ বর্দ্ধিত হউক, এই আমার অভিলাষ। তোমাদের পরস্পর বিচ্ছেদ উপস্থিত হইলে তোমরাও অপেক্ষাকৃত হীনবল হইয়া পড়িবে, এবং তাঁহারাও তোমাদের সাহায্য অভাবে আরো মৃতুগতি হইবেন। এই উভয় ঘটনাই আমার ক্লেশকর ও ব্রাহ্মসমাজের অহিতকর। যে সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে এইরূপ ঘটনার সম্ভাবনা, তাহা পরিহার করা আমার পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য। তোমারদের প্রথম প্রস্তাবের অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য আরম্ভ হইলেই এই অনিষ্ট ঘটনা সংঘটিত হইবার আর কোন কারণই অবশিষ্ট থাকিবে না। আবার তোমারদের অভিপ্রায় সম্পন্ন না হইলে তোমারাও পৃথক্ হইয়া সেই রূপ ঘটনা সংঘটিত করিতে পার, এই ভাবিয়া তোমারদের ইচ্ছার অনুরোধে যদি তাঁহাদের প্রতি উপেক্ষা করি, তাহা হইলে নিতান্ত পক্ষপাত করা হয়। যাঁহারা যে ভাবের সহিত এত কাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারদের সেই ভাব সত্ত্বে কি প্রকারে তাঁহারদিগকে পূর্ব্বাধিকার হইতে বঞ্চিত করি? তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে যে সকল অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তোমরা যদি ঔদার্য্য গুণে তাহা সহ্য করিতে পার, এবং প্রীতিপূর্ব্বক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার তুল্য তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া গমন করিতে পার, তাহা হইলে প্রথম প্রস্তাব দ্বারা যে সকল উন্নতির কল্পনা করিতেছ, তাহা অপেক্ষাও অধিকতর

উন্নতি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। তোমরা যে প্রকার অগ্রসর হইতেছ; এরূপ করিলে তাহার আনুকূল্য ব্যতীত ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা নাই। তোমরা যে সাধু লক্ষ্য সিদ্ধ করিবার জন্য ধাবমান হইতেছ, ইহাঁদেরও তাহাই লক্ষ্য, কেবল উপায় অবলম্বন বিষয়ে তোমারদের পরস্পরে মতভেদ দৃষ্ট হইতেছে।

৫। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রস্তাব উত্থাপন করা বাহুল্য। জ্ঞানানুসারে সম্ভব মত উক্ত দুই প্রস্তাবের অনুযায়ী কার্য্য চিরকালই হইয়া আসিতেছে এবং চিরকালই তদনুসারে চলিতে হইবে।

৬। তোমরা লিখিয়াছ যে "যদ্যপি উপাসনা সম্বন্ধে উল্লিখিত নূতন প্রণালী অবলম্বনে আপনি অস্বীকৃত হন, তাহা হইলে সাধারণ ব্রাহ্মদিগকে ঐ প্রণালী অনুসারে অপর দিনে ব্রাহ্মসমাজ গৃহে উপাসনা করিতে অনুমতি দিয়া বাধিত করিবেন।" ইহার দ্বারা বোধ হইতেছে যে তোমরা যে কএকটী ব্রাহ্ম ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থাতে অসন্তুষ্ট হইয়াছ, সেই অতি অল্প সংখ্যক কএকটিকেই সাধারণ ব্রাহ্ম বলিয়া গ্রহণ করিতেছ; বাস্তবিক তোমারদের সহিত মিলিত হন নাই, এমন এত ব্রাহ্ম রহিয়াছেন যে, তাঁহাদের সংখ্যা তোমাদের অপেক্ষা অনেক অধিক। তোমাদের ও তাঁহাদের সকলেই সাধারণ ব্রাহ্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। যদি সকলকে

সাধারণ মনে করিয়া তাঁহারদের জন্য অপর দিনে উপাসনা করিবার প্রস্তাব করিয়া থাক, তাহা হইলে এপ্রস্তাব নিতান্ত অনাবশ্যক হইয়াছে। কেন না উপাসনার জন্য যে যে দিন নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা সাধারণ ব্রাহ্মদিগের দ্বারা উপাসনা মণ্ডপ অলঙ্কৃত হইয়া থাকে। তাহাতে তাঁহারা আপনাদের মনের আনন্দই ব্যক্ত করেন।

৭। তোমরা যদি আপনাদের জন্য আর একটি দিন প্রার্থনা করিয়া থাক, তাহাতেও সম্মত হইতে পারি না বলিয়া দুঃখিত হইতেছি। তোমরা লিখিয়াছ যে "ইহা হইলে উভয় দিক্ রক্ষা হইবে এবং ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, তৎপরিবর্ত্তে সদ্ভাব সঞ্চারের সম্ভাবনা হইবে।" আমার নিশ্চয় প্রতীত হইতেছে যে ইহা হইলে আরও অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গৃহে তাহা হওয়াও সুসংগত বোধ হয় না। ইতি পূর্ব্বে এই রূপ নিয়ম করিয়াছিলাম যে মাসের প্রথম বুধবার তোমাদের অভিলষিত ব্যক্তিরা বেদীতে আসন গ্রহণ করিয়া উপাসনা সম্পন্ন করিবেন, ইহা হইলে অতিরিক্ত দিনের আবশ্যক তোমারদের মনে হইত না, অথচ নির্ব্বিঘ্নে একটি পরিবর্ত্তনের ও উন্নতির সোপান নির্দ্ধার্য্য হইত। এই রূপ নিয়মে উপাসনা কার্য্যও চলিয়াছিল এবং কএকবার তোমারদের জন্য প্রতীক্ষা করাও হইয়াছিল, কিন্তু তৎকালে তাহাতেও

তোমারদের অভিরুচি না হওয়াতে আমি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিলাম। এই ক্ষণে পূর্ব্ববৎ একত্র মিলিয়া উপাসনা ব্যতীত ঐক্যের আর কোন সম্ভাবনা নাই।

৮। তোমারদের শেষ কথা এই যে আমি কিছুতেই সম্মত না হইলে তোমরা পৃথক্ ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিবে এবং তন্নিমিত্তে আমার নিকট সৎপরামর্শ প্রার্থনা করিয়াছ। একমেবাদ্বিতীয়ং পরব্রহ্মের উপাসনা বিস্তারের জন্য ব্রাহ্মসমাজ স্থানে স্থানে যত সংস্থাপিত হয়, ততই মঙ্গল। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম প্রবর্ত্তক মহাত্মা রামমোহন রায়ের উপদেশ অবলম্বন করিয়া ইহাতে আমি এই পরামর্শ দিতেছি যে যাহাতে পরমেশ্বরের প্রতি মন ও বুদ্ধি, হৃদয় ও আত্মা উন্নত হয়, যাহাতে ধর্ম্ম প্রীতি পবিত্রতা ও সাধু ভাবের সঞ্চার হয়, সেই সমাজের উপাসনা সময়ে এই প্রকার বক্তৃতা, ব্যাখ্যান, স্তোত্র ও গান ব্যবহৃত করিবে।

৯। উপরি উক্ত সকল হেতুতে বাধ্য হইয়া তোমারদের ইচ্ছার অনুকূল অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারিলাম না, ইহাতে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবে না। স্বস্তি হউক, শান্তি হউক, মঙ্গল হউক, তোমাদের নিকট ঈশ্বর সর্ব্বদা প্রকাশিত থাকুন।

কলিকাতা	নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
২৩ আষাঢ় ১৭৮৭ শক।	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

দেবেন্দ্র বাবুর গভীর ভাবপূর্ণ শ্রুতিমধুর পত্র খানি পাইয়া নব্যদলস্থ ব্রাহ্মগণ পুরাতন সমাজের আশা এক কালে পরিত্যাগ করিলেন। এই প্রত্যুত্তর পত্রে সত্য, স্বাধীনতা ও উদারতাকে যে লোকাচার, ভদ্রতা, সাংসারিক প্রণয়ের নীচে গণ্য করা হইয়াছে, তাহা মনোনিবেশ পূর্ব্বক একবার পাঠ করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন। অতঃপর কেশব বাবু কতিপয় সহযোগী ও দীন দরিদ্র সত্যানুরাগী শিষ্যকে লইয়া দেশে দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। ইতি পূর্ব্বে বিদেশস্থ ব্রাহ্মদিগের সহিত কলিকাতার ব্রাহ্মদিগের তাদৃশ ঘনিষ্ঠতা ছিল না; যখন প্রচারকেরা ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন তখন বিদেশস্থ ভ্রাতাদিগের সহানুভূতি তাঁহাদের দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। প্রচারকদিগের বক্তৃতা উপাসনা ও আলোচনায় নির্জ্জীব পুরাতন ব্রাহ্মধর্ম্ম তিরোহিত হইয়া তাহা নব ভাব ধারণ করিল। সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মধর্ম্মের স্থানে উদার ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রচারকগণের বিদ্যা বুদ্ধি ক্ষমতা যদিও সমধিক উন্নত ছিল না, কিন্তু তাঁহাদের ব্যাকুলতা নিঃস্বার্থতা এবং ত্যাগস্বীকার অতীব প্রশংসনীয় থাকাতে যথেষ্ট উপকার সাধিত হইয়াছে। তাঁহাদের পরিশ্রম কোথাও নিষ্ফল হয় নাই। অতি অল্প পরিশ্রমে প্রচুর ফল উৎপন্ন হইয়াছে। ঈশ্বরের কার্য্য নিঃস্বার্থ ভাবে সম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করিলে যে

ঈশ্বর স্বয়ংই তাহার সহায়তা করেন, ইহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইয়াছে।

এই অবস্থায় অগ্রসর ব্রাহ্ম এবং প্রচারকগণ কিরূপ ভয়ানক পরীক্ষায় পতিত হইলেন, সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই তাহা বুঝিতে পারিতেছেন। এক্ষণে তাঁহাদের মত অনুষ্ঠান, সামাজিক আচার ব্যবহার, সমস্ত কার্য্য প্রণালী সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মাবলম্বীদিগের নিতান্ত অপ্রীতিকর হইল। এক দিকে প্রাচীন কুসংস্কারসেবী হিন্দুগণ জাতি কুল স্বার্থ সম্ভ্রম বিনাশ আশঙ্কায় সেই দীন হীন কতিপয় যুবার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইলেন, অন্য দিকে খৃষ্টীয়ান ধর্ম্ম যাজকগণ আপনাদের পরিশ্রম নিষ্ফল দেখিয়া নানা মতে ব্রাহ্মদিগের উপর মনের শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যতই খৃষ্টীয়ান ধর্ম্ম গ্রহণের সংখ্যা কম হইতে লাগিল, এক শ্রেণীর পাদরি সাহেবদের ক্রোধ হিংসা ততই বলবতী হইতে লাগিল। এক দিকে যেমন অশিক্ষিত ভ্রমান্ধ পৌত্তলিকদিগের বিদ্বেষ ভাবপূর্ণ আরোপিত দোষ ঘোষণা, অপর দিকে ইয়ং বেঙ্গল কৃতবিদ্য দলের তেমনি গ্লানি অত্যাচার এবং বাক্য যন্ত্রণা, ইহারই মধ্যে তাঁহারা পতিত হইলেন। পৃথিবীতে অতি অল্প লোকই ছিলেন যাঁহারা এই বিপন্নদিগের সহায়তা করিতে পারিতেন। অন্যের সাহায্য লাভ করা দূরে থাকুক, ব্রাহ্মেরাই অধিকতর নির্যাতন

করিতে সংকল্প করিলেন। সত্য-ব্রত প্রতিপালনের জন্য চিরদিনের আত্মীয় বন্ধু, স্নেহময় জনক জননী ও প্রতিবাসী সকলেরই অপ্রিয় হইতে হইল। চতুর্দ্দিকে অকূল সমুদ্র, তাহার মধ্যে সহায় সম্পত্তি বিহীন হইয়া কএক ব্যক্তি স্ত্রী পুত্র পরিবার সহ ভাসিতে লাগিলেন। বাহিরের বিপক্ষদিগের বিষাক্ত বাক্যবাণে, আত্মীয়বর্গের নিষ্ঠুর নির্যাতনে দিবানিশি তাঁহাদের শরীর মন ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল। সংসার মধ্যে শান্তি লাভের আর কোথাও স্থান ছিল না। সকলের পরিত্যাজ্য হইয়া যাঁহার স্নেহ প্রীতিতে এত দিন সান্ত্বনা পাইয়াছিলেন, তিনিও পরিত্যাগ করিলেন। প্রধান আচার্য্য মহাশয় উপযুক্ত সময়ে আপনার স্নেহ বাৎসল্য ভাব প্রত্যাহরণ করিয়া লইলেন। কি করিবেন, অনন্যগতি হইয়া ঈশ্বরের আদেশ পালনের জন্য পরম আত্মীয় বন্ধুদিগের নিদারুণ ব্যবহার সকল অম্লান বদনে সহ্য করিতে হইল। ইহাঁরা মস্তক রক্ষা করেন এমন স্থানও ছিল না। কেবল ইহাতেই শেষ হইল না, যাঁহারা বন্ধু ছিলেন, তাঁহারা শত্রুর ন্যায় কার্য্য করিতে লাগিলেন। অবশ্য, ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিবার প্রথমাবস্থায় এই পৃথিবীতে অনেক পবিত্রাত্মা মহাপুরুষদিগের শোণিত স্রোতঃ প্রবাহিত হইয়াছে, বিশ্বাসের জন্য শত সহস্র নরনারী প্রজ্বলিত অনলে ভস্মসাৎ হইয়াছেন,

তাহার তুলনায় এ সকল কিছুই নয় বলিলেই হয়; তথাপি আমাদের দেশে ধর্ম্মের জন্য এ প্রকার নিঃপীড়িত ও নির্ব্বাসিত হওয়া—ইহা একটি আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত বলিতে হইবে। যাঁহারা বিষয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া প্রচার ব্রত অবলম্বন করিলেন, তাঁহাদের সাংসারিক অবস্থা যৎপরোনাস্তি ক্লেশকর ছিল, এমন কি কোন কোন দিন পুত্র পরিবার সহ অতি দীনভাবে অতিবাহিত করিতে হইয়াছে। সামান্য রূপে গ্রাস আচ্ছাদন লাভ করাও সময়ে সময়ে কঠিন হইত। সাধারণ ব্রাহ্মগণের অনির্দ্দিষ্ট দয়ার উপর তাঁহাদের জীবিকা নির্ভর করিত। এক দিকে এই সকল সাংসারিক কষ্ট, বাহিরের বিপক্ষদিগের অত্যাচার, তাহার উপর আবার আন্তরিক রিপুদিগের প্রহার, এই সকল একত্রিত হইয়া অসহায় ব্রাহ্মদিগকে বিধিমতে নির্যাতন করিল। কিন্তু এই বিষম পরীক্ষার মধ্যে কাহারো উৎসাহানল নির্ব্বাপিত হয় নাই; প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তাও শিথিল হয় নাই। সকলেই পরিত্যাগ করিয়াছিল, সমুদায় ধর্ম্মসম্প্রদায় বিপক্ষ হইয়াছিল, কিন্তু সেই ঘোর বিপদ সময়ে দয়াময় পিতার স্নেহপূর্ণ মঙ্গল হস্ত এক দিনের জন্যও অদৃশ্য হয় নাই; তাঁহার অভয় চরণের শীতল আশ্রয় কেবল এক মাত্র তাঁহাদের বিশ্রাম স্থান ছিল। পৃথিবীতলে এক ব্যক্তির অটল উৎসাহ ও প্রচুর

আশা ভরসায় পরিপূর্ণ মহৎ জীবন, এবং স্বর্গেতে সেই ন্যায়বান্ অনন্ত দেবের উদার করুণা প্রতিনিয়ত তাঁহাদিগকে সত্যের পথে, কল্যাণের পথে পরিচালিত করিয়াছে। সে অবস্থায় উপাসনা প্রার্থনাই কেবল এক মাত্র শরীরের বল ও আত্মার অন্ন পান ছিল।

এই ঘোর সাংসারিকতা পূর্ণ স্বার্থপর পৃথিবীতে সত্য ও সরলতার গৌরব নিতান্ত অল্প হইলেও কোন সময়ে না কোন সময়ে মনুষ্যের প্রকৃতিগত দেব ভাবকে তাহা আকর্ষণ করিতে পারে। যেখানে ইন্দ্রিয় সুখ সাধনই এক মাত্র লোকের উদ্দেশ্য, হইকাল ও ইহলোকই সর্ব্বস্ব, সেখানেও যদি কেহ নিঃস্বার্থ ভাবে ধর্ম্মের জন্য অত্যাচার অপমান সহ্য করিয়া দ্বারে দ্বারে নগরে নগরে ভ্রমণ করিতে থাকে, তাহার পরিশ্রম কখন নিষ্ফল হয় না। অল্পকাল পরে সেই সকল নিন্দা দুর্নাম নির্যাতনের মধ্যে দয়াময়ের কৃপাহস্ত সকলকে অভয় দান করিল, প্রপীড়িত দীনাত্মাদিগের ক্রন্দন ধ্বনি পিতার সিংহাসনের নিকটবর্ত্তী হইল, অনতি দীর্ঘ কাল মধ্যে তিনি পাপীদিগের জন্য স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। নির্ব্বাসিত সন্তানদিগকে পরিশেষে তাঁহার রাজ্যে স্থান দিয়া পথশ্রান্তি দূর করিলেন। তাঁহার স্বর্গের অনুপম সুখশান্তি লাভ করিয়া দুঃখী সন্তানদিগের সমুদায় ক্ষতি পূরণ হইয়া গেল। তদনন্তর এক দিকে যেমন উদারতা, নির্ভর, ত্যাগ-

স্বীকার ও উপাসনা দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার বিষয়ে আশাতীত ফল লাভ হইতে লাগিল, অন্যদিকে তেমনি জিগীষা, বিদ্বেষ, নিন্দা, হিংসা শতগুণে বৃদ্ধি হইয়া সত্যের অপলাপ অহংকারের প্রাদুর্ভাব, ব্রাহ্মজীবনের নীচতা প্রদর্শিত হইতে লাগিল। শেষে সাক্ষাৎসম্বন্ধে স্পষ্টরূপে চক্ষুলজ্জাকে বিসর্জ্জন দিয়া সংবাদ পত্রে, বক্তৃতা ব্যাখ্যানে, প্রার্থনায় পর্য্যন্ত কেশব বাবু প্রভৃতিকে জনসমাজে অপদস্থ করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করা হয়, কিন্তু ইহাতে অন্যায় আক্রমণকারীদিগের অপকার ভিন্ন আর কিছুই হয় নাই। যুবক ব্রাহ্মদলও নিশ্চিন্ত ছিলেন না; কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের মত অনুষ্ঠান সম্বন্ধীয় যত কিছু দোষ, সংবাদ পত্র ও বক্তৃতা প্রভৃতি দ্বারা তাহা সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন। যদিও যুবকদলের কোন কোন বিষয়ে ঔদ্ধত্য ভাব ও ক্রোধ দৃষ্টি গোচর হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা সত্যপক্ষ সমর্থনের জন্য মহত্তর উদ্দেশে পরিচালিত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। তাঁহাদের বয়ঃক্রম সুলভ উষ্ম ভাব থাকিলেও লক্ষ্য অতি উচ্চ ছিল এবং মত, অনুষ্ঠান, সাধন প্রণালী সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ, উদার এবং সরল ছিল।

তদনন্তর কিয়দ্দিবসান্তে ১৭৮৭ শকের ৯ই শ্রাবণ দিবসে সিন্দুরিয়াপটীস্থ মৃত গোপাল মল্লিকের ভবনে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় স্বাধীনতা ও উন্নতির জন্য কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে

যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে কেশব বাবু এক অগ্নিময় বক্তৃতা করেন, তাহাতে নগরবাসী বহুতর সম্ভ্রান্ত কৃতবিদ্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকিয়া কেশব বাবুর পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। সেই বক্তৃতায় অনেক অব্রাহ্মেরও হৃদয় নূতন দলের দিকে আকৃষ্ট হয়।

ব্রাহ্মসমাজ দুই ভাগে বিভক্ত হওয়ার পর স্বভাবতঃই কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজকে জীবনহীন হইতে হইয়াছিল। নব্য ব্রাহ্মদল প্রবল স্রোতস্বতীরূপে বিনির্গত হওয়াতে সেই স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের প্রবাহ নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। যদিও প্রধান আচার্য্য মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি কএক জন উন্নত লোক তাহার মধ্যে ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী, মত অনুষ্ঠান সময়ের ও স্বভাবের সমভাবী না হওয়াতে বহুল অর্থ, প্রচুর জ্ঞান সকলই ব্যর্থ হইতে লাগিল। এজন্য দেবেন্দ্র বাবু অর্থ ব্যয় করিতে ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু অর্থ কিম্বা পার্থিব ক্ষমতা কিরূপে ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিবে? সেই অবধি দেবেন্দ্র বাবু আর বড় একটা কলিকাতায় থাকিতেন না। প্রায় সমস্ত বৎসর পর্ব্বতাঞ্চলে কর্ত্তন করিয়া দুই এক মাসের জন্য কেবল বাটীতে আসিতেন। রাশি রাশি অর্থ, বহুবিধ নূতন উপায়, বিচিত্র কৌশল অবলম্বন করিয়া যখন দেখিলেন যে সে সমস্তই ঈশ্বরের ইচ্ছার বিপরীত হইতেছে, পৃথক্

হওয়া অবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত তাঁহার বিশ্বাস প্রচার সম্বন্ধে যত কিছু চেষ্টা করিলেন তাহার কোনটিই তাঁহার আশা পূর্ণ করিতে পারিল না, তখন হতাশ্বাস হইতে লাগিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই সমস্ত স্বচক্ষে দেখিয়াও আপনার অবলম্বিত প্রণালী পরিত্যাগ করিলেন না। ইহাতে তাঁহার মতের দৃঢ়তা বিশেষ রূপে প্রমাণ করিতেছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই সকল চেষ্টাতে অকৃতকার্য্য হইয়া কত সময় খেদ প্রকাশ করিয়াছেন। যাহা হউক, তাঁহার মত ও ভাব নিষ্কর্ম্মা ব্রাহ্মদিগের অপেক্ষা অনেক উন্নত। তাঁহার ইচ্ছা যে উন্নতিশীল ব্রাহ্মেরা অধিক দ্রুত বেগে গমন না করেন, কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজও একেবারে নিশ্চল নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া না থাকেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহার মধ্য পথ কেহই অবলম্বন করিতে চাহেন না। যে সকল সৎবিবেকী অমিশ্র ব্রাহ্ম আনুষ্ঠানিক, তাঁহাদিগকে উন্নতিশীল সমাজের সহিত যোগ দিতেই হইতেছে; ইহা বুঝিয়া দেবেন্দ্র বাবু শেষে এই মীমাংসা করিয়া রাখিয়াছেন যে যাঁহারা ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন তাঁহারা কেশব বাবুর দলেই প্রবিষ্ট হইবেন, কলিকাতা সমাজে কেবল রামমোহন রায়ের আদেশ মতে এক ঈশ্বরের উপাসনা মাত্র হইবে। ফলতঃ অন্যান্য উন্নতির আশা পরিত্যাগ করিয়া তিনি এখন এই ভাবটি স্থির রাখিবার জন্য চেষ্টা করিয়া

থাকেন। তথাপি দুই দল পৃথক্ হওয়ার পর কলিকাতা সমাজ পুস্তক মুদ্রাঙ্কন, তত্ত্ববোধিনী এবং অন্যান্য সম্ভাব্য উপায় দ্বারা দেশের যে সকল উপকার করিয়াছেন তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

১৭৮৮ শকের বৈশাখ মাসে মেডিকেল কালেজের থিয়েটর গৃহে মহাত্মা ঈশার বিষয়ে কেশব বাবু একটি বক্তৃতা করেন তাহা লইয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। সেই বক্তৃতাটি অতীব উৎকৃষ্ট এবং ভাবুকদিগের অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। কিন্তু ইহার উদার ভাব শ্রবণে এক দিকে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকগণ আপনাদের বুঝিবার দোষে প্রতারিত হইয়া মনে করিতে লাগিলেন যে এত দিনে কেশব বাবু তবে খৃষ্টীয়ান হইলেন; আমাদের মনোরথ পূর্ণ হইল, কোন্ চার্চ্চে যোগ দিবেন তখন এই ভাবনা হইতে লাগিল। সকলে মহা আনন্দে পুস্তকাকারে মুদ্রিত সেই বক্তৃতা রাশি রাশি ক্রয় করিয়া যে যাহার আপনার আপনার বন্ধুগণের নিকট দেশে দেশে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। আবার অপর দিকে কতিপয় খৃষ্ট-বিদ্বেষী ব্রাহ্ম কেশব বাবু খৃষ্টীয়ান হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। লর্ড লরেন্স ঐ বক্তৃতা পাঠে বিমোহিত হইয়া সিমলা হইতে কেশব বাবুর নিকট পত্র দ্বারা মনের আনন্দ প্রকাশ করত সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি মিসনরি

দিগের ন্যায় প্রতারিত হন নাই। কেশব বাবু যাহা কিছু বলিয়াছিলেন তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধ না হইলেও সাধারণতঃ তাহার উদার ভাব কাহারো উপলব্ধি হইবার সম্ভাবনা ছিল না। কেন না যাঁহারা সারগ্রাহী, নিরপেক্ষ ভাবে সর্ব্বশাস্ত্রগত পরিশুদ্ধ মুক্তস্বভাব সত্যকে যাঁহারা অকুণ্ঠিত মনে গ্রহণ করেন, জাতি বিশেষের কিম্বা সম্প্রদায় বিশেষের সত্য বলিয়া কখন তাহাকে অনাদর করেন না; তাঁহারাই কেবল সেই বক্তৃতার গভীর তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম। সাম্প্রদায়িক জীবন হয় কুসংস্কারের বশীভূত হইয়া অসংগত কল্পনার অনুসরণ করে, না হয় শুষ্ক-হৃদয় কঠোরজ্ঞানী হইয়া সাধুর দেবভাবকে অবমাননা করত তাঁহাকে আপনার শ্রেণীভুক্ত করিয়া লয়। তদনন্তর ঐ বক্তৃতা পরিষ্কার রূপে বুঝাইবার জন্য কএক মাস পরে "গ্রেট ম্যানের" বক্তৃতা হইয়াছিল। তাহাতে সকল মহাপুরুষ সাধুলোকদিগের প্রতি তাঁহার নিরপেক্ষ শ্রদ্ধা, এবং খৃষ্টকে মহাপুরুষোত্তম বলিয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশ পাওয়াতে খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মযাজকগণ কেশব বাবুকে আক্রমণ করিলেন। এই বলিয়া মিথ্যা অপবাদ দিতে লাগিলেন যে তিনি লোকের ভয়ে আপনার মত পরিবর্ত্তিত এবং প্রত্যাহরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের পুর্ব্বের যত কিছু আশা আনন্দ শেষে ক্রোধ বিদ্বেষ অবিশ্বাসে পরিণত হইল। বস্তুতঃ

তাঁহার উভয় বক্তৃতার মধ্যেই যথোচিত সামঞ্জস্য অবস্থিতি করিতেছে, কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে তাহা অধিকাংশের বুদ্ধিশক্তি ও তর্কশক্তির অগম্য। অধিকন্তু যে সকল ব্রাহ্ম অপর সম্প্রদায়ের যাবতীয় মত অনুষ্ঠানের নিন্দা করাকেই মহৎ কার্য্য বলিয়া জানেন, ঈশার প্রশংসা ধ্বনি, তাঁহার পবিত্র জীবনের স্বর্গীয় কাহিনী তাঁহাদের কর্ণে বিষবৎ প্রতীয়মান হইল। সুতরাং শব বাবু অসাম্প্রদায়িক ভাবে নিরপেক্ষ হইয়া খৃষ্টের ুকরণীয় জীবনের যে সকল মহামূল্য সত্য বলিলেন হা অতি অল্প লোকেই বুঝিলেন। সত্য সত্যই হ্মধর্ম্মের এই উদার ভাবটি বুঝিবার জন্য পৃথিবী এখনও যুক্ত হয় নাই। এই কারণে ব্রাহ্মদিগের কার্য্য প্রণালীর বিচিত্র ঔদার্য্য ভাব দর্শন করত স্থূলদর্শী লোকেরা কিছুই স্থির করিতে পারেন না। এমন কি অনেক ব্রাহ্ম ইহার নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া কখন বিরক্ত কখনবা ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া পড়েন। ঈশার জীবনের বৃত্তান্ত এবং বাইবেলের মহিমা শুনিলে মনে করেন ইহারা খৃষ্টীয়ান, আবার মৃদঙ্গ করতালের সহিত ভক্তিরসাত্মক সংগীত র্ত্তন করিলে সিদ্ধান্ত করেন ইহারা বৈষ্ণব; কখন ব খৃষ্টীয়ান উভয়ই বলিয়া মীমাংসা করেন। কখন কিছুই নিশ্চয় করিতে না পারিয়া বলিয়া থাকেন র মতের কিছুই স্থিরতা নাই। প্রভূত উৎসাহের

সহিত গভীর জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দানে এবং বিবিধ দেশ-হিতকর কার্য্যের সদনুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিলে বলেন ব্রাহ্মেরা কর্ম্মী, জ্ঞানী, বৌদ্ধ; আবার ভক্তি প্রেমে উন্মত্ত হইয়া উপাসনা, সঙ্কীর্ত্তন, উৎসবাদি আধ্যাত্মিক সাধনে প্রবৃত্ত হইলে বলেন ইহারা অন্ধবিশ্বাসী, জ্ঞানহীন, ক্রিয়াহীন; কোন দিকে আর তাহাদিগের নিস্তার নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতা বুঝিতে না পারাতেই বালকের ন্যায় এই সকল অসার মত তাঁহারা প্রকাশ করিয়া থাকেন। বাস্তবি ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত প্রত্যেক বিষয়ের মত অনুষ্ঠানের সারগ্রাহী ভাব একটি নূতন ব্যাপার। সভ্যতা, উন্ন বিদ্যা যাবতীয় বিষয়ে ব্রাহ্মেরা উক্ত ভাব পোষণ করিব জন্য আদিষ্ট হইয়াথাকেন। যাহা হউক, উক্ত দুই বক্তৃতায় যদিও কেশব বাবুকে অনেক দুর্ব্বাক্য নি শুনিতে হইল, কিন্তু তদ্দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের যে যথে উপকার হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই সভ্যতম দেশের অনেক সুবিজ্ঞ জ্ঞানীরা ইহার গভী মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়াছেন।

এই বক্তৃতা শ্রবণে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ বিশে রূপে বিরক্ত হইয়াছিলেন। সেখানে হিন্দু সাম্প্রদায়ি ভাবের প্রাদুর্ভাব বশতঃ উদারতার অভাব ক্রমাগত চলি আসিতেছে, এ জন্য ঈশার এবং খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি দের অত্যন্ত ঘৃণা। যাহা দেবেন্দ্র বাবুর মত তাহাই

কাতা ব্রাহ্মসমাজের মত; তাঁহার মনে বহু দিন হইতে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি অশ্রদ্ধা অঙ্কুরিত হইয়া আছে। এ বিষয়ে রামমোহন রায়ের যে মহৎ ভাব ছিল দেবেন্দ্র বাবু তাহা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তিনি রামমোহন রায়কে গুরু বলিয়া স্বীকার করেন বটে, কিন্তু খৃষ্টের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত বিদ্বেষ। এমন কি তাঁহার মতে সমস্ত ইয়োরোপে ধর্ম্মবিষয়ে স্বাধীনতা নাই। রামমোহন রায় বাইবেল পুস্তক ও খৃষ্টের প্রতি এত দূর ভক্তি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে তাঁহাকে খৃষ্টীয়ানেরা আপনাদের মধ্যে গণ্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি খৃষ্টকে পরিত্রাতা পর্য্যন্ত বলিয়া গিয়াছেন; তাঁহার নিকট বাইবেলের ও অন্যান্য ধর্ম্মের সত্য অনাদৃত ছিল না। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধা সত্ত্বেও তিনি যে অন্যান্য ধর্ম্মের প্রতি সমধিক সম্ভ্রম রক্ষা করিতেন, তাহা তাঁহার লিখিত ট্রষ্ট ডিড পত্রে প্রমাণিত হইতেছে। কিন্তু দেবেন্দ্র বাবু এ বিষয়ে তাঁহার সম্পূর্ণ বিপরীত।

যৎকালে অক্ষয় বাবু ব্রাহ্মসমাজে থাকিতেন, তাঁহার শুষ্ক বৌদ্ধধর্ম্মের ভাব সকলকে খৃষ্ট-বিদ্বেষী করিয়াছিল। অক্ষয় বাবুর প্রখর বুদ্ধি ও তর্কশক্তি প্রভাবে এক দিকে যেমন দেবেন্দ্র বাবু ও অন্যান্য সভ্যগণের অনেক কুসংস্কার ভ্রম অপনীত হইয়াছিল, তেমনি অপর দিকে অন্য ধর্ম্মের সাধুদিগের সহিত ব্যবহার সম্বন্ধে

অতি ভয়ানক মত প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধার পরিবর্ত্তে বিষম ঘৃণানল তিনি উদ্দীপন করিয়া দিয়াছিলেন। যে সময় মিসনরিরা এ দেশে অনেকানেক ভদ্র সন্তানকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেন, তখন ঐ সকল পুরাতন ব্রাহ্মেদের মনে খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি বিষম বিদ্বেষ অগ্নি প্রজ্বলিত হয়। তৎকালকার তত্ত্ববোধিনী অন্বেষণ করিলে দৃষ্ট হইবে যে অক্ষয় বাবু একবার এই বিষয়ে এমন কএকটি প্রস্তাব লিখিয়াছিলেন যাহা পাঠ করিলে তাঁহাকে অত্যন্ত বিদ্বেষ-পূর্ণ সাম্প্রদায়িক বলিয়া বোধ হয়। কথিত আছে যে তাঁহারই দ্বারা দেবেন্দ্র বাবুর মনে খৃষ্টের প্রতি বিদ্বেষ ভাব অঙ্কুরিত হইয়াছে। খৃষ্টের প্রতি দেবেন্দ্র বাবুর এমনি ক্রোধ যে বোধ হয় তাঁহাকে পাইলে তিনি শত বার ক্রুশে বিদ্ধ করেন। ভ্রমান্ধ শিষ্য-দিগের দোষে যে সকল সাধু অবতার রূপে পৃথিবীতে গণ্য হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে তিনি প্রতারক প্রবঞ্চক ঈশ্বরের মহিমাঅপহারক প্রভৃতি শব্দে সম্বোধন করিয়া থাকেন। খৃষ্টীয়ানদিগের প্রতি বৈরনির্যাতন মানসে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ এক সময় বিশেষ রূপে কটী বন্ধন করিয়াছিলেন, ইহার জন্য অনেক প্রকার উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল। সে সময় মহাত্মা ডক্টর ডফ্ এ দেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক দ্বারা খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতেন। ব্রাহ্মেরাও এক জন খৃষ্টবিদ্বেষী ইংরাজকে চাকর রাখিয়াছিলেন,

তাঁহার দ্বারা খৃষ্টীয়ানদিগের বিরুদ্ধে নিন্দা কুৎসা ঘোষিত হইত। এই সাম্প্রদায়িক অনুদার ভাবটি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ মহাপাপ বলিয়া প্রচার করেন। তিনি যেমন এক দিকে অতি নিষ্ঠুর ভাবে প্রত্যেক ধর্ম্মের কুসংস্কার পৌত্তলিকতা ভ্রম বিনাশার্থ সর্ব্বদা প্রস্তুত আছেন, তেমনি যাবতীয় ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সাধুদিগকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে এবং সকল শাস্ত্র হইতে নির্ব্বিবাদ সম্পত্তি সত্যকে গ্রহণ করিতে মস্তক অবনত করেন। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মকে যেমন হিন্দু, মুসলমান কিম্বা খৃষ্টধর্ম্ম বলেন না, কিন্তু মানব প্রকৃতিগত স্বাভাবিক সার্ব্বভৌমিক বলিয়া থাকেন; তেমনি হিন্দু, খৃষ্টীয়ান, মুসলমান ধর্ম্মের লোক-দিগকে শত্রু মনে করেন না, কিন্তু সকলকে ভ্রাতৃ স্নেহ-পূর্ণ নয়নে অবলোকন করিতে আদেশ করেন। এই মহোন্নত উদার ভাবের বশম্বদ হইয়া কেশব বাবু স্বদেশস্থ ও বিদেশস্থ সাধুজীবনের উপর বক্তৃতা দেও-য়াতে দেবেন্দ্র বাবু এবং তাঁহার অনুচরগণ এক-কালে ক্রোধে রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। সেই অবধি প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের মনে যে কি এক ভয়ঙ্কর সংস্কার হইয়াছে তাহা কিছুতেই যাইতেছে না। তিনি সন্দেহ করেন কেশব বাবুর দলস্থ লোকেরা ভিতরে ভিতরে সাধুলোকদিগকে অবতার মনে করে। তিনি যাঁহাদিগকে প্রতারক, ঈশ্বরের মহিমাঅপহারক বলিয়া জানেন,

ইহাঁরা তাঁহাদিগকে সমূহ শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহার এরূপ সন্দেহ কেনই বা না হইবে?

তৃতীয় অধ্যায়।

যে সকল বিবেকী অগ্রগামী ব্রাহ্ম হিন্দুসমাজের শাসন অতিক্রম করিয়া কায়মনোবাক্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুসরণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন তাঁহারা ক্রমে কেশব বাবুর সঙ্গে যোগ দিয়া ব্রাহ্মপরিবার ভুক্ত হইলেন, যাঁহা-দের ঐ রূপ হইবার ইচ্ছা ছিল তাঁহারাও কেশব বাবুর মত অনুষ্ঠান ও সমুদায় সামাজিক কার্য্য প্রণালী অনু-মোদন করিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে যাঁহাদের সমাজ সংস্কার করা কর্ত্তব্য বোধ হইয়াছিল, তাঁহারা কলি-কাতা সমাজের হিন্দুভাবে বদ্ধ থাকিতে পারিলেন না। তখন প্রকৃত রূপে সকলের সমাজবদ্ধ হওয়া হয় নাই, ব্রাহ্মগণ নানাস্থানে বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থান করিতেন। ইতিপূর্ব্বে যে সাধারণ সভা হয় তাহাতে কলিকাতার ব্রাহ্মগণ দলবদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু একটি বিস্তীর্ণ-আয়তন সমাজের সূত্রপাত হয় নাই। তদনন্তর সকল ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাগণকে এক পরিবারে সম্বদ্ধ করিবার জন্য

"ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ" সংস্থাপিত হইল। আধ্যাত্মিক ও সামাজিক মত ও অনুষ্ঠান সম্বন্ধে অতি উন্নত উদার ভাবের উপর এই সমাজ স্থাপিত হয়। যদিও ইহার নাম ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ, কিন্তু ইহার কার্য্যক্ষেত্র ভারতবর্ষের মধ্যেই বদ্ধ নয়; সমুদায় মানব সাধারণের সমাজরূপে ইহাকে গণ্য করিতে হইবে। নিম্ন লিখিত শ্লোকের দ্বারা এ সমাজের উদার প্রশস্ত ভাব প্রতিপন্ন হইতেছে।

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

এই মহান্ ভাব-পূর্ণ শ্লোকটি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিবার সময় রচিত হইয়াছিল। জাতি নির্ব্বিশেষে, ব্যক্তি নির্ব্বিশেষে, দেশ নির্ব্বিশেষে, সমুদায় নরনারীকে সমাজ সম্বন্ধে ও ধর্ম্মবিষয়ে সমান অধিকার দিয়া সকলকে এক ঈশ্বরের উপাসক করা এবং পবিত্র ভ্রাতৃভাবে সকলের সহিত এক পরিবারে বদ্ধ হওয়া ইহার উদ্দেশ্য। ঈশ্বর পিতা, মনুষ্য ভ্রাতা এই মূল সত্যের প্রশস্ত ভিত্তির উপর ইহাকে স্থাপিত করা হইয়াছে। ইহাতে অনুষ্ঠান সম্বন্ধে যদিও কিয়ৎ পরিমাণে প্রত্যেককে স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তজ্জন্য পবিত্র পূর্ণ

আদর্শকে সংকীর্ণ করা হয় নাই। অনেক ব্রাহ্ম এ সমাজের সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হইয়াছেন যাঁহারা কার্য্যতঃ পৌত্তলিকতা ও দূষিত দেশাচারের সহিত সমুদায় সংশ্রব পরিত্যাগ করেন নাই, তথাপি তাঁহারা ইহা অবগত আছেন যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ এ প্রকার মিশ্রধর্ম্মকে পাপ কপটতা বলিয়া ঘোরতর রূপে আক্রমণ করিয়া থাকেন। বিশ্বাস কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে তাহাও সকলে বিদিত আছেন। এক দিকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও উদারতা, অন্য দিকে ন্যায় সত্য পবিত্রতা, ইহারই মধ্যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ অবতীর্ণ হইলেন। এই সমাজের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে লিখিত হইতেছে।

ব্রাহ্মসমাজকে বিধিপূর্ব্বক সমাজবদ্ধ করণার্থে তাহার উৎকৃষ্ট উপায় আলোচনা ও নির্দ্ধারণের জন্য ১৭৮৮ শকের ২৬শে কার্ত্তিক রবিবারে ৩০০ নং চিৎপুর রোড কলিকাতা কালেজগৃহে একটি সভা আহূত হয়, তথায় দুই শতাধিক ব্রাহ্ম ও তিন জন ইয়োরোপীয় দর্শক উপস্থিত ছিলেন।

সভার প্রারম্ভেই বাবু নবগোপাল মিত্র বলিলেন কে এই সভা আহ্বান করিয়াছে? ইহা কোন সভানামের উপযুক্ত হইতে পারে না, অতএব ইহাতে কোন সভাপতি মনোনীত না হয় এবং ইহা এখনি ভঙ্গ হইয়া যায়। কিন্তু অধিকাংশের অনভিমতে সে প্রস্তাব নিষ্ফল হইল।

তদনন্তর বাবু উমানাথ গুপ্ত সভাপতির পদে মনোনীত হইয়া ব্রহ্মোপাসনান্তে কার্য্য আরম্ভ করিলেন। প্রার্থনা সংগীত এবং হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টীয়ান, পারসী ও চীনদিগের ধর্ম্মপুস্তকের নির্ব্বাচিত কতিপয় শ্লোক পাঠান্তে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা সভাপতি মহাশয় আধ্যাত্মিক ভাবে উপস্থিত সভার গুরুতর উদ্দেশ্য সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। তৎপরে বাবু কেশবচন্দ্র সেন গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রথম বক্তব্য প্রকাশ করিয়া এই ভাবে বলিলেন;

আমরা একটি অতি গুরুতর কর্ত্তব্য সাধনের জন্য অদ্য এখানে সকলে সমবেত হইয়াছি। এই কর্ত্তব্য আমাদের নিজের প্রতি, ব্রাহ্মসমাজের প্রতি এবং ভারতবর্ষের প্রতি। আমাদের এক্ষণকার উদ্দেশ্য এই মাত্র যে ব্রাহ্মদিগকে একত্র দলবদ্ধ করিয়া একটি সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন সমাজ সংগঠন করিতে হইবে, এবং আমাদের সমাজের উন্নতি ও দৃঢ়তা সাধন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের বিস্তৃতির জন্য যাহা প্রত্যেকের এবং সাধারণের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এরূপ একটি স্থায়ী সুদৃঢ় ঐক্যবন্ধন আমাদের সমাজস্থ সমস্ত সভ্যদিগের মধ্যে স্থাপন করিতে হইবে। এই অভিপ্রায়ে ঈশ্বর আমাদের সকলকে এই সন্ধ্যাকালে একত্রিত করিয়াছেন। তিনি এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে আমাদিগকে ক্ষমতা বিধান করুন। অতএব আমি ভরসা করি ঈদৃশ ভ্রাতৃবন্ধন সকলেরই অনুমোদনীয় হইবে এবং

প্রত্যেক ব্রাহ্ম সাহায্য হস্ত বিস্তার করিয়া এ কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। যে প্রস্তাব আপনাদের আলোচনার জন্য প্রস্তাবিত হইতেছে তাহা বিস্ময়কর কিম্বা আশ্চর্য্যজনক নহে, কোন প্রকার বৃথা তর্ক বিতর্ক করিবার জন্যও নহে, ইহা প্রত্যেক ব্রাহ্মহৃদয়ের স্বাভাবিক স্পৃহাকে নিমন্ত্রণ করিতেছে। আমরা কোন একটি নূতন বিষয়ও সৃজন করিতে যাইতেছি না, কেবল সংগৃহীত উপাদানে একটি নির্দ্দিষ্ট আকার প্রদান করিতে হইবে। এক ঈশ্বরকে সামাজিক ভাবে উপাসনা করিবার জন্য দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বহু সংখ্যক ব্রাহ্মসমাজ দৃষ্টিগোচর হইতেছে, এবং শত শত ব্যক্তি এই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছেন; তদ্ব্যতীত আমাদের প্রচারকগণ নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের পরিত্রাণপ্রদ সত্য ঘোষণা করিতেছেন; এই সত্য শিক্ষা দিবার জন্য ক্ষুদ্র বৃহৎ পুস্তক সময়ে সময়ে প্রকাশ হইতেছে; এক্ষণে ঐ সমস্ত ব্রাহ্মকে ভ্রাতৃ ঐক্যবন্ধনে সম্বদ্ধ করিয়া একটি দেহরূপে নির্ম্মাণ করিতে হইবে। সকলের সমবেত চেষ্টায় ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাগণকে একটি উৎকৃষ্ট প্রণালী বিশিষ্ট প্রকাণ্ড যন্ত্রের অন্তর্ভূত করিয়া সামাজিক কার্য্য প্রণালীর সুশৃঙ্খলা সম্পাদন করা অদ্যকার উদ্দেশ্য, তাহাই এক্ষণে সকলকে সম্পন্ন করিতে হইবে। এক সাধারণ বিশ্বাসে বিশ্বস্ত হইয়া, সাধারণের মঙ্গলের জন্য আমাদের একত্রিত

হইতে হইবে, পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকা হইবে না, ইহা একটি কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করা উচিত। আমরা ঈশ্বরের ধর্ম্ম সমাজের কার্য্যের সহিত এক করিয়া একটি ব্রাহ্মভ্রাতৃমণ্ডলী নির্ম্মাণ করিব। এমন একটি পরিবার স্থাপন করিব যাহার সাধারণ পিতা ও শাসন কর্ত্তা ঈশ্বর। সেই পবিত্র স্বর্গরাজ্যের তিনিই রাজা হইবেন। তদনন্তর নিম্ন লিখিত কএকটি প্রস্তাব অবধারিত হইল।

১। যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা আপনাদের উপকারের জন্য এবং ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ" নামক সমাজের সভ্যশ্রেণীতে ভুক্ত হইবেন।

২। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ যথা সাধ্য সতর্কতার সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্রতা ও উদারতা রক্ষা করিবেন।

৩। প্রত্যেক দেশের নরনারী যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল মতে বিশ্বাস করিবেন, তাঁহারাই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যশ্রেণীতে গণ্য হইবেন।

৪। সমুদায় ধর্ম্মপুস্তক হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদক শ্লোক সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতে হইবে।

৫। যিনি উৎসাহ ও একাগ্রতার সহিত বহু দিন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য এবং সমাজের কল্যাণ সাধনের জন্য পরিশ্রম করিয়াছেন ও করিতেছেন, সেই ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের

নিকট আমাদিগের প্রগাঢ় কৃতজ্ঞতা সূচক এক খানি অভিনন্দন পত্র উপহার স্বরূপ দেওয়া হউক।

এই কএকটি প্রস্তাব স্থিরীকৃত হইয়া উপাসনান্তে সভাভঙ্গ হয়। এই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সমুদায় সাম্প্রদায়িকতা বিনাশ করিয়া ঈশ্বরের পিতৃভাব এবং মনুষ্যের ভ্রাতৃভাবের উপর বিশুদ্ধ ধর্ম্মসমাজ স্থাপণার্থে মঙ্গলদাতা বিধাতার ইংগিতে উপযুক্ত সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছিল। ইহা পবিত্র উদার উপাদানে নির্ম্মিত হইয়া সময়ের অভাব পরিপূর্ণ করিয়াছে। তদনন্তর স্বদেশ বিদেশস্থ বহুসংখ্যক ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা সমাজভুক্ত হইলেন। প্রথমে দেবেন্দ্র বাবুও এ সমাজের সভ্য হইয়াছিলেন, পরে আপনার নাম উঠাইয়া লইয়াছেন। যুবা ব্রাহ্মদল যখন যে কার্য্য করিয়াছেন প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে তাহার যোগ রাখিতে কখনই ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার সঙ্গে কেশব বাবুর যদিও মতের অনৈক্য আছে, তাহা থাকিলেও উভয়ের মধ্যে কার্য্য বিশেষে একটি স্থানে যোগ থাকে ইহা সকলেরই প্রার্থনা ছিল, কিন্তু তাহা কতকগুলি স্বার্থপর সমাজ. কণ্টক লোকের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে নাই। দুই বিভাগ হওয়ার পরও বিশেষ বিশেষ কার্য্য ইহাঁরা উভয়ে একত্রিত হইয়া নির্ব্বাহ করিয়াছেন। বিচ্ছেদের পর বৎসরের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে ব্রাহ্মিকাগণ সমাজে গিয়া দেবেন্দ্র বাবুর সহিত উপাসনা করিয়াছেন; তাহাতে

দেবেন্দ্র বাবু ব্রাহ্মিকাদিগকে উপাসনান্তে প্রত্যেককে পুস্তক দিয়া আশীর্ব্বাদ করেন এবং ব্রাহ্মিকাগণও তাঁহাকে যথোচিত ভক্তি সহকারে অভিবাদন করেন; কিন্তু তাঁহার বাটীর পরিবারস্থ কোন স্ত্রীলোক ইহাতে যোগ দেন নাই। রামমোহন রায়ের সমাজে ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা একত্র হইয়া উপাসনা করার এই প্রথম দৃষ্টান্ত। পরে যখন ব্রহ্ম-বিদ্যালয় পুনরায় স্থাপিত হয়, তাহাতেও দেবেন্দ্র বাবু কএক বার উপদেশ দিয়াছিলেন। কেশব বাবুর কন্যার নামকরণে দেবেন্দ্র বাবু উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন; এই রূপে অনেকানেক বিষয়ে যোগ চলিয়া আসিয়াছে। অথবা যাঁহারা প্রকৃত রূপে ধর্ম্মের জন্যই কেবল ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছেন তাঁহাদের সহিত কোন কালে যোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনাই বা কি। তবে যাঁহারা নিঃস্বার্থ ভাবে আগমন করেন নাই তাঁহাদের দ্বারা সমধিক অনিষ্ট সংসাধিত হইয়াছে। সহস্র মতভেদ কার্য্যভেদ হইলেও এই স্বর্গীয় ধর্ম্মবন্ধন এককালে বিচ্ছিন্ন হইবার নহে। বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রধান লক্ষ্যই এই যে যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে বিশ্বাস করেন, সহস্র মতভেদ কার্য্যভেদ সত্ত্বেও তাঁহাদিগকে লইয়া এক পরিবারে বাস করিতে হইবে। যাঁহারা ইচ্ছা করেন তাঁহারা হয়ত ইহাতে না যোগ দিতে পারেন, কিন্তু ভারতবর্ষীয় সমাজ কোন

একটি ব্রাহ্মকে এক কালে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। তবে দুর্ব্বলতার জন্য যেমন এক দিকে. ক্ষমা করিবেন, তেমনি অহংকারপুর্ব্বক পাপ করিয়া তাহা সমর্থন করিতে দেখিলে তিরস্কার করিবেন। পাপীকে প্রেম করিয়া তাহার অনুষ্ঠিত পাপকে ঘৃণা করিতে হইবে এই ইহার আদেশ। ভারতবর্ষীয় "ব্রাহ্মসমাজ" এই নামটি শ্রবণে হয়ত অনেকের মনে হইতে পারে যে ইহা একটি সাম্প্রদায়িক নাম, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে; নামের বিশেষণের মধ্যে অসীম উদার ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে পৃথক্ হইয়া একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় নির্ম্মাণ করা উহার উদ্দেশ্য নহে, কেবল পুরাতন ব্রাহ্মসমাজের সঙ্কীর্ণ হিন্দুসীমা ও হিন্দুমূলক ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যন্তরে মানবসাধারণের ধর্ম্ম এবং জগৎব্যাপী ব্রাহ্মসমাজের স্থান সমাবেশ হইবে না বলিয়া উপরোক্ত বিশেষণ বিশিষ্ট ক্ষুদ্র নামধারী সমাজ স্থাপিত হইল। অথবা উহার উদার ভাব দর্শনেই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, তদ্বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা বাহুল্য।

কেশব বাবু এই রূপে বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মদিগকে একত্র সমাজবদ্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করেন; অল্প কএক জন ব্যতীত নানা স্থানের ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাগণ ঐ সমাজভুক্ত হইয়াছেন। যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ

করিয়াও হিন্দুসমাজের মধ্যে আপনাদিগকে বদ্ধ রাখিতে দৃঢ় সংকল্প করিলেন, তাঁহাদের স্বাধীনতার উপর কেইবা হস্তক্ষেপ করিতে পারে। যিনি যেরূপ ভাবে থাকিতে শ্রেয় বোধ করেন তিনি সেই ভাবেই থাকিতে পারেন। একাকী একটি স্বতন্ত্র গণ্ডীর মধ্যে কিম্বা কতকগুলিতে মিলিয়া অপেক্ষাকৃত একটু প্রশস্ত হিন্দুসীমার মধ্যে, যথা ইচ্ছা থাকিতে পারেন, কিন্তু ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ভ্রাতৃ স্নেহ-পূর্ণ প্রসারিত ক্রোড় সকলকে আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। তাহার অসীম আয়তনের মধ্যে ভূলোক দ্যুলোক, ইহকাল অনন্তকাল সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন হইলে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ "আদি ব্রাহ্মসমাজ" নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন। তদনন্তর প্রচারকগণ নূতন সমাজের প্রশস্ত উদার মত সকল দেশ দেশান্তরে প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। উক্ত বৎসর কেশব বাবু প্রভৃতি কএক জন প্রচারক উত্তর পশ্চিম এবং পাঞ্জাব অঞ্চলে গমন করেন, তাঁহাদের দ্বারা তদ্দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ে মহা আন্দোলন হইয়াছিল। বিজয় বাবু বরিশাল, ঢাকা, মৈমনসিংহ প্রভৃতি এবং অঘোর বাবু ত্রিপুরা শ্রীহট্ট কাচার চট্টগ্রাম ভ্রমণ করিয়া অনেক লোকের মোহনিদ্রা ভঙ্গ কয়িয়াছেন। তাঁহাদের উৎসাহ-পূর্ণ বক্তৃতায়,

পবিত্র দৃষ্টান্তে, অনেক ব্যক্তি উপবীত পরিত্যাগ করিয়া ঘৃণিত দেশাচার ও পৌত্তলিকতার দাসত্ব হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন; ইহা দর্শনে আবার অনেক ব্রাহ্ম পশ্চাদ্গামীও হইয়াছেন। তাঁহারা কেবল পশ্চাদ্গামী হইয়াও ক্ষান্ত হন নাই, যাঁহারা অগ্রসর হইতে লাগিলেন তাঁহারদের উন্নতির পথে কণ্টক হইলেন। যাঁহারা অগ্রসর হইতে সাহসী হইয়া সমুদায় কপটতার বন্ধন ছিন্ন করিলেন, তাঁহাদের শত্রু গৃহের মধ্যে, সমবয়স্ক বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে, স্বীয় মতাবলম্বী ভ্রাতাদিগেরও মধ্যে ছিল। পূর্ব্ববাঙ্গালা ও অন্যান্য মফস্বল প্রদেশে এই সময় হইতে অত্যাচারের অগ্নি প্রজ্বলিত হয়।

পূর্ব্ববাঙ্গালার মধ্যে ঢাকা প্রধান স্থান, প্রচারকদিগের গমনের পূর্ব্বে তথাকার নিতান্ত হীন দশা ছিল; শেষে অল্প দিনের মধ্যে সেখানে যথেষ্ট উন্নতি দৃষ্ট হইয়াছে। এখন সেখানে শত শত কৃতবিদ্য যুবা সমাজমন্দিরের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিতেছেন। অনেকে যেমন পূর্ব্বকার নিদ্রিত ধর্ম্মভাব হইতে জাগ্রৎ হইয়া পৌত্তলিকতা ও মিশ্র ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক অমিশ্র ব্রাহ্ম হইলেন, আর এক দিকে তেমনি আবার অল্পবিশ্বাসী অল্পউৎসাহী কত কত ব্যক্তি পরিবার, প্রতিবাসী ও হিন্দুসমাজের ভয়ে ভীত হইয়া হৃদ্গত বিশ্বাসকে গোপন করিতে লাগিলেন। এই সমস্ত পরিবর্ত্তন, ভীরুতা, বিশ্বাসহীনতার মধ্যেও স্থানে স্থানে

এক একটি যাঁহারা ঝড় তুফানের প্রবল আঘাত সহ্য করিয়া তিষ্টিয়া আছেন, তাঁহাদের জীবন সুশিক্ষিত সমাজের আদর্শ স্বরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কোন কোন ব্যক্তির প্রতি অত্যাচার অপমান এত দূর হইয়া গিয়াছে যে তাহা স্মরণ করিলেও আনন্দ হয়। এই নির্জ্জীব ভীরুপ্রকৃতি বঙ্গবাসীদিগের মধ্যে সত্যের জন্য যে এরূপ কষ্ট স্বীকার করা, ইহা সাধারণের চক্ষে যতই কেন সামান্য বলিয়া বোধ হউক না, বস্তুতঃ ইহা অতি আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সত্যের অনুরোধে নিঃপীড়িত ব্যক্তিদিগকে আপনার মান অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া অতি দীন ভাবে কালযাপন করিতে হইল; যাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি ছিল তিনি তাহাতে বঞ্চিত হইলেন, পিতা মাতা ভাই বন্ধু পরিত্যাগ করিল, কত ব্যক্তির ধোপা নাপিত ভৃত্য পাচক রহিত হইল, নগরের মধ্যে বাসস্থান প্রাপ্ত হওয়াও কঠিন হইয়াছিল। যাঁহারা সকলের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া পরিবার পুত্রের সহিত গৃহহীন ধনহীন হইলেন, তাঁহাদিগকে বিশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ধর্ম্মভাববিহীন পৌত্তলিক ও কুসংস্কারযুক্তা স্ত্রীদিগের জন্য তাঁহাদিগকে অনেক নির্যাতন সহ্য করিতে হইল। গৃহের মধ্যে অবাধ্য সংসারাসক্ত পরিবার এ প্রকার মহদাশয় যুবাদিগের পক্ষে একটি বিষম পরীক্ষার বিষয় ছিলেন। যাহাহউক,

এই সমুদায় ত্যাগস্বীকার করিয়া ক্রমে ক্রমে নানা স্থান হইতে ব্রাহ্মগণ ধর্ম্মরাজ্যের অধিবাসী হইতে লাগিলেন। স্বদেশী বিদেশী, আত্মীয় পর, বন্ধু শত্রু হইল; আবার চিরঅপরিচিত দূর দেশবাসী কত ব্যক্তি সহোদর অপেক্ষাও প্রিয়তম স্নেহাস্পদ হইলেন। কত বিধবা অনাথা আশ্রয় পাইলেন, কত সধবাও বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিলেন। কত নীচ জাতি উচ্চ জাতি হইল, সমাজচ্যুত জাতি কুলবিহীন ঘৃণিত ব্যক্তিরাও এখানে পরম সমাদরে গৃহীত হইলেন। কত দেবপূজক নরনারী সন্তানকে ছিন্নউপবীত দেখিয়া কেশব বাবু ও অন্যান্য প্রচারকদিগকে শাপান্ত করিল; কেশব বাবুর অমঙ্গলোদ্দেশে কত পৌত্তলিক নরনারী শিবপূজা স্বস্ত্যয়ন পর্য্যন্তও করিয়াছেন। এক দিকে যেমন নিন্দা, গ্লানি, অভিসম্পাৎ, তেমনি অপর দিকে আবার রাশি রাশি আশীর্ব্বাদ, কৃতজ্ঞতা, ভক্তি; কত সুরাপায়ী অসচ্চরিত্র যুবার পরিবার হইতে তাঁহার মস্তকে পুষ্প বৃষ্টি হইয়াছে। প্রচারকেরা কত অন্ধকার পল্লি মধ্যে তিরস্কৃত অবমানিত হইয়া আবার ঠাকুর আদরে পরম ভক্তি সহকারে কত স্থানে সেবিত হইয়াছেন। এই রূপে হিন্দুসমাজের মধ্যে এক ঘোর বিপ্লব আসিয়া সমস্ত ভারতকে আন্দোলিত করিয়াছিল।

ঈশ্বরের রাজ্যের কি অদ্ভুত ব্যাপার তাহা ভাবিলে

চমৎকৃত হইতে হয়। এক এক জন ব্রাহ্মের জীবনে কত আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। শত সহস্র বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কোথা হইতে ব্রাহ্মেরা আসিয়া একত্রিত হইলেন তাহা স্মরণ করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। কত শত ঘোর পাষণ্ড নবজীবন লাভ করিয়াছেন, কত অহঙ্কারী বিনীত হইয়া এখন ঈশ্বরের সেবা করাই জীবনের সার করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের এই স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য স্থূলদর্শী ব্যক্তিদিগের মনকে সহসা আকর্ষণ করিতে পারে না এবং অনেক দুর্ব্বলতা অভাব পাপ কলঙ্ক ইহার মধ্যে এখনও অবস্থিতি করিতেছে; অথবা তাহা কোথায় বা না আছে, কিন্তু একজন সাধু যিনি এই পৃথিবীর বিষয় গূঢ় রূপে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন, তিনিই কেবল বলিতে পারেন ব্রাহ্মসমাজের কি মহিমা। তাঁহার নয়নে নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে একটি উজ্জ্বল আলোকের ন্যায় ইহা প্রতীয়মান হইবে।

ব্রাহ্মসমাজ যে কি এক মহৎ ব্যাপার তাহা সামান্য জ্ঞানে বুঝিবার কাহারো সাধ্য নাই। ইহার এই অনুজ্জ্বল আলোক পৃথিবীর সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত প্রতিবিম্বিত হইতেছে। ইহা আপনার গুণে আপনি চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইতেছে। প্রচারের উপায় সকল অতি সামান্য, অর্থের স্বচ্ছলতা নাই, বিদ্যালয় নাই, তাদৃশ

উপযুক্ত বিদ্বান্ প্রচারকও অধিক নাই, তথাপি সময়ের কেমন আশ্চর্য্য গতি, সত্যের কেমন অসাধারণ শক্তি, অতি সহজে প্রচুর উন্নতি সাধিত হইয়াছে। জনসমাজে লোকদিগের নিকট সম্ভ্রান্ত মান্য গণ্য হইতে হইলে যে সকল গুণ আবশ্যক করে ব্রাহ্মেদের তাহা অতি অল্পই ছিল, তথাপি ব্রাহ্মসমাজের নামে অনেকের ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছে। প্রচারকগণ যখন যে দেশে গমন করিয়াছেন তখনই সেই সেই দেশে আশাতিরিক্ত সমাদর প্রীতি লাভ করিয়াছেন, ধর্ম্মের নামে তাঁহাদের সামান্য ক্ষমতাও অসামান্য প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। যদিও ইহাঁরা সকল প্রকার পৌত্তলিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী হইয়া দেশীয় প্রচলিত আচার ব্যবহারের দোষ ঘোষণাপূর্ব্বক হিন্দুসমাজের অপ্রিয় ভাজন হইয়াছিলেন, আপনাদের বিশ্বাস কার্য্যে পরিণত করিতে কাহারো মুখাপেক্ষা করিতেন না, লৌকিক ব্যবহার ও শিষ্টাচারের বিরুদ্ধ হইলেও সত্যকেই একমাত্র সার মনে করিয়াছিলেন, তথাপি ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে ব্রাহ্মধর্ম্মের অত্যন্ত বিরোধীগণও তাঁহাদিগকে সম্মান করিয়াছেন। কত সম্ভ্রান্ত ধার্ম্মিক হিন্দুদিগের বাটীতে ও পল্লিতে কেশব বাবু বক্তৃতা করিয়াছেন আর প্রাচীন হিন্দুগণ শ্রদ্ধার সহিত তাহা শ্রবণ করিয়া ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন। সহস্র সহস্র লোক শত্রু হইলেও

প্রচারকদিগের বক্তৃতার স্থলে গবর্ণর জেনেরেল প্রভৃতি অতি উন্নত পদস্থ রাজপুরুষ হইতে প্রাচীন হিন্দু পর্য্যন্ত সকলকেই উপস্থিত থাকিতে দেখা গিয়াছে। ইহা দ্বারা এই প্রকাশ পাইতেছে যে নিষ্কপট ভাবে সরল ভাষায় সত্য প্রচার করিলে তাহা সকলেরই হৃদয়গ্রাহী হয়। আরও ইহা দ্বারা এইটি বিশেষ রূপে প্রমাণিত হইতেছে যে যাঁহারা দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া কৌশলপূর্ব্বক ধর্ম্ম প্রচার করিতে চাহেন, কপট বেশ ধারণ করত লোকের পাপ দুর্ব্বলতাকে প্রকারান্তরে উৎসাহ দিয়া অনুরাগ আকর্ষণ করিবেন মনে করেন, জনসমাজে বিরাগভাজন হইবার ভয়ে সত্যের সরল সুন্দর মূর্ত্তিকে বিকৃত করিয়া লোকের সমক্ষে ধারণ করেন, তাঁহাদের উহা নিতান্ত ভ্রম। অথবা তাহা স্বার্থ সাধনের একটি অন্যতর উপায়।

এই মহাব্যাধিটি ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অত্যন্ত অনিষ্ট সাধন করিতেছে। "আনন্দবাদী" নামে জগতে অভিহিত উল্লিখিত ভ্রান্ত কৌশলকারীদিগের প্রেয়ের পথে পতিত হইয়া সুখাসক্ত কত শত দুর্ব্বল ব্যক্তি শ্রেয়ের পথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছেন। ইহাঁ-দের প্রদর্শিত উপায় সকল এমনি চমৎকার রূপে চিত্রিত যে উহা দর্শন মাত্র লোকের মন একেবারে মোহিত হইয়া যায়। ইহার বিশেষ আকর্ষণ এই যে সে পথে গমন করিলে

সংসার ও ধর্ম্ম উভয়কেই সমান ভাবে সেবা করা যাইতে পারে। তাহাতে যুক্তি কিম্বা প্রমাণ, ন্যায় কিম্বা বিজ্ঞান কিছুরই অভাব নাই, দৃষ্টান্তও চারিদিকে জাজ্বল্যমান। ইহার ভাষা ও রচনা প্রণালীর এমনি মাধুর্য্য, উদাহরণ সকল এমনি সুসংলগ্ন যে তাহা পাঠ করিলে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না; বুদ্ধি নৈপুণ্য, অলঙ্কার চাতুর্য্য, সাধনের সুবিধাও বিলক্ষণ আছে। কিন্তু উহার বিচিত্র বর্ণানুরঞ্জিত সুচিক্কণ আবরণ ভেদ করিয়া অন্তর প্রদেশে দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাইবে যে তাহা বিষম হলাহলে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। কত উদ্যমশীল যুবা উহার বাহ্য সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া অভ্যন্তরস্থ কালকূট গরল পান করত হত হইয়াছেন এবং হইতেছেন তাহা স্মরণ করিলে হৃদয় ব্যথিত হয়। এই সাংঘাতিক মতটি আপাততঃ অনেকেরই আদরণীয় হইয়া উঠিয়াছে। স্থূল দৃষ্টিতে সে মতের বিরুদ্ধে কিছু দোষ দৃষ্ট হয় না, কিন্তু কার্য্যতঃ উক্ত মতটি কপটতা ও স্বার্থপরতার প্রসূতি, উহা পাপরূপ পিশাচদিগের অন্ধকারাবৃত গভীর গহ্বর এবং বিষম দুর্গন্ধ-পূর্ণ নরকের দ্বারস্বরূপ। ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য শত্রুর মধ্যে এইটি প্রধানতম শত্রু। ইহা ধর্ম্মের নামে প্রতারণা, কর্ত্তব্যের নামে স্বার্থপরতা, উদারতার নামে যথেচ্ছাচার এবং সভ্যতার নামে পশুভাব চরিতার্থ করা মাত্র। এ সকল নীচ কার্য্য

যদি সংসারের নামে কিম্বা প্রচলিত উপধর্ম্মের নামে অনুষ্ঠিত হইত, তাহা হইলে তত অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকিত না; কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের নামে সম্পন্ন হওয়াতে সমূহ অমঙ্গলের কারণ হইয়া রহিয়াছে। কিঞ্চিৎ সুবিধার জন্য উল্লিখিত অনিষ্টকর কৌশল অবলম্বন করাতে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে স্বার্থপরতা আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। এই কারণ বশতঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম সংসারের অধীন হইয়া শেষে উহার স্বর্গীয় আকর্ষণ অনেকের নিকট পুরাতন হইয়া যায়, সুতরাং বহুসংখ্যক ব্রাহ্ম অল্প দিনের মধ্যে সকল কার্য্য শেষ করিয়া চলিয়া যান। ক্রমাগত এই একটি শোচনীয় অবস্থা দেখা যাইতেছে যে, এক সময় যাঁহারা উৎসাহ উদ্যমে পরিপূর্ণ হইয়া ব্রাহ্মসমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন, তাঁহারাই আবার সময়ে এ ধর্ম্মের পরম শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। সেই সকল ব্যক্তির চরিত্রের অস্থিরতা দেখিয়া যে লোকে ব্রাহ্মধর্ম্মের স্থায়িত্ব বিষয়ে সংশয় করেন তাহা ভ্রমাত্মক হইলেও নিতান্ত অসংগত নহে। কত স্থানে কত সমাজ কত প্রকার বাহ্যাড়ম্বর দেখা গেল, আবার কিছু দিনান্তে সে সমস্ত সমূলে বিলুপ্ত হইল তাহাও দেখা গিয়াছে। বর্ষে বর্ষে নূতন নূতন কত লোক আসিতেছেন, কিন্তু তাহার মধ্যে অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারেন। মূলে ঐ কপটতা অবস্থিতি করাতে অনেকের অকাল মৃত্যু সন্দর্শন করিতে হয়।

তৎকালে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ যদি অপৌত্তলিক ও অকপট প্রণালীতে ধর্ম্ম প্রচারের জন্য সম্মুখ সংগ্রামে অগ্রসর না হইতেন, তাহা হইলে সকল ব্রাহ্মসমাজের অবস্থাই একরূপ হইত। ফলতঃ এ সমস্ত দেখিয়া এখন আর অস্থিরচিত্ত যুবাদিগের উৎসাহের উপর কাহারো বিশ্বাস হয় না, সমাজ স্থাপন হওয়ার সংবাদ শুনিলে আর পূর্ব্বের ন্যায় তাদৃশ আহ্লাদ হয় না। তবে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে ঐ রূপ সমাজ হইতেই প্রকৃত ব্রাহ্মসমাজ উৎপন্ন হইয়াছে; অন্তরে সাধু ইচ্ছা থাকিলে উহাকে প্রথম সোপান গণ্য করা যাইতে পারে।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রথম অধিবেশনের প্রস্তাব অনুসারে প্রধান আচার্য্য মহাশয়কে যে অভিনন্দন পত্র দেওয়া হইয়াছিল তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে।

অভিনন্দন পত্র।

ভক্তিভাজন মহর্ষি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর,
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য মহাশয়
শ্রীচরণেষু।

আর্য্য, যে দিন দেশ হিতৈষী ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা রামমোহন রায় বঙ্গদেশে পবিত্র ব্রহ্মোপাসনার জন্য একটি সাধারণ গৃহ প্রতিষ্ঠিত করিলেন, সেই দিন ইহার প্রকৃত মঙ্গলের অভ্যুদয় হইল। বহুকালের অজ্ঞান নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া বঙ্গদেশ নূতন জীবন প্রাপ্ত হইল, এবং কুসংস্কার

হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন ভাবে উন্নতির পথে পদ সঞ্চরণ করিতে লাগিল। কিন্তু উক্ত মহাত্মার অনতিবিলম্বে পরলোক প্রাপ্তি হওয়াতে তৎপ্রদীপ্ত ব্রহ্মোপাসনা রূপ আলোক নির্ব্বাণোন্মুখ হইল, এবং সকল আশা ভঙ্গ হইবার উপক্রম হইল। এই বিশেষ সময়ে ঈশ্বর আপনাকে উত্থিত করিয়া বঙ্গদেশের ধর্ম্মোন্নতির ভার আপনার হস্তে অর্পণ করিলেন। আপনি নিঃস্বার্থ ভাবে ও অপরাজিত চিত্তে বিগত ত্রিশ বৎসর এই গুরুভার বহন করিয়া যে অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন তাহাতে আমরা অপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা ঋণে বদ্ধ হইয়াছি। যে বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মোপাসনা বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছিল, তাহা পুনরুদ্দীপন করিবার জন্য আপনি ১৭৬১ শকে তত্ত্ববোধিনী সভা * সংস্থাপন করেন, তথায় অনেক কৃতবিদ্য যুবক ধর্ম্মালোচনা দ্বারা কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইলেন এবং ব্রহ্মোপাসনার দ্বারা হৃদয় মনকে বিশুদ্ধ করিতে সক্ষম হইলেন। এই সভার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং অবিলম্বে বহুসংখ্যক সভ্য দ্বারা ইহা পরিপূর্ণ হইল। যাহাতে আপনাদের আলোচনার ফল আরও বিস্তীর্ণ রূপে প্রচারিত হয় এই উদ্দেশে আপনি ১৭৬৫ শকে সুবিখ্যাত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

* দেবেন্দ্র বাবুর নিজের লেখাতে প্রকাশ আছে যে তত্ত্ববোধিনী সভা তাঁহার সহিত সমাজের যোগ হওয়ার পূর্ব্বে স্থাপিত হয়।

প্রকাশ করিলেন। এই পত্রিকা দ্বারা বঙ্গভাষা প্রকৃত রূপে সংগঠিত ও অলঙ্কৃত হইয়াছে এবং অপরা ও পরা বিদ্যার বিবিধ তত্ত্ব সমুদায় বঙ্গদেশে ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের নানা স্থানে প্রচারিত হইয়াছে। এই রূপে তত্ত্ববোধিনী সভা ও রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ পরস্পর সাহায্য দ্বারা ব্রহ্মোপাসকদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাঁহাদিগকে একবিশ্বাস সূত্রে গ্রথিত করিয়া দলবদ্ধ করিবার জন্য আপনি যথা সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিলেন। এই প্রকৃষ্ট উপায় দ্বারা আপনি উপাসনাকে বিশ্বাস ভূমিতে বদ্ধমূল করিলেন, এবং ব্রহ্মোপাসকদিগকে বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম্মে সম্প্রদায়ীভূত করিলেন। এই রূপে ব্রাহ্মসমাজ সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন হইয়া ক্রমশঃ উন্নত হইতে লাগিল, এবং ইহার দৃষ্টান্তে স্থানে স্থানে শাখা সমাজ সংস্থাপিত হইল। কিন্তু পবিত্র ধর্ম্মের উন্নতির স্রোতে অধিক কাল অসত্য তিষ্ঠিতে পারে না। এ কারণ বেদাদি গ্রন্থের অভ্রান্ততা বিষয়ক যে ভয়ানক মত এই সমুদায় ব্যাপারের মূলে গূঢ় রূপে স্থিতি করিতেছিল, তাহা যখনই বিশুদ্ধ জ্ঞান চর্চ্চাতে প্রকাশিত হইল, তখনই বিবেকের অনুরোধে ও ঈশ্বরের আদেশে আপনি উহা পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগকে তাহা হইতে মুক্ত করিতে যত্নবান্ হইলেন। হিন্দুশাস্ত্র মন্থন করিয়া পূর্ব্বে

সত্যামৃত লাভ করিয়াছিলেন, পরে তন্মধ্যে গরল দৃষ্ট হওয়াতে আপনি তদুভয়কে ভিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; এবং অবশেষে ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে হিন্দুশাস্ত্রোদ্ধৃত সত্য-সংগ্রহ প্রচার করিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ প্রণালীও সুতরাং পরিবর্ত্তিত লইল। গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া আপনি ব্রাহ্মধর্ম্মের কএকটি নির্ব্বিরোধ মূলসত্য নির্দ্ধারণ করত তদুপরি ব্রাহ্মমণ্ডলীকে স্থাপন করিলেন। এই রূপে সমাজ সংস্কার করিয়া আপনি কয়েক বৎসর পরে হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিলেন। তথায় দুই বৎসরকাল অবস্থান করত হৃদয় মনকে উপাসনা, ধ্যান ও অধ্যয়ন দ্বারা সমধিক উন্নত করিয়া সেখান হইতে প্রত্যাগত হইলেন; এবং দ্বিগুণিত উদ্যম ও নিষ্ঠা সহকারে বিশুদ্ধ প্রণালীতে সংস্কৃত সমাজের উন্নতি সাধনে নিযুক্ত হইলেন। যে ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ে আপনি সপ্তাহে সপ্তাহে ব্রাহ্মধর্ম্মের নির্ম্মল মুক্তিপ্রদ জ্ঞান নিয়মিত রূপে বিতরণ করিয়া নব্য সম্প্র-দায়ের অনেককে ঈশ্বরের পথে আনিয়াছেন, এবং যে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশ গুলি গ্রন্থবদ্ধ হইয়া প্রচারিত হওয়াতে শত শত লোকে এখনও ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস বুঝিতে সক্ষম হইতেছে, আপনিই তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু আপনার যথার্থ মহত্ত্ব তখনও পর্য্যন্ত সম্যক্ রূপে প্রকাশ পায় নাই। যখন আপনি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্যরূপে পবিত্র বেদী

হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের মহান্ সত্য সকল বিবৃত করিতে লাগিলেন, তখনই আপনার হৃদিস্থিত মহোচ্চ ও সুগভীর ভাব নিচয় লোকের নিকট প্রকাশিত হইল; এবং বিশেষ রূপে ঈশ্বরের দিকে উপাসকদিগের হৃদয়কে আকর্ষণ করিলেন। কত দিন আমরা সংসারের পাপ তাপে উত্তপ্ত হইয়া সমাজে আসিয়া আপনার হৃদয় বিনিঃসৃত জ্ঞানামৃত লাভে শীতল হইয়াছি; কত দিন আপনার উৎসাহকর উপদেশ দ্বারা আমাদের অসাড় ও মুমূর্ষু আত্মা পুনর্জীবিত হইয়াছে এবং আপনার প্রদর্শিত আধ্যাত্মিক রাজ্যের গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্যে পুলকিত হইয়া সংসারের প্রতি বীতরাগ হইয়াছে। সেই সকল স্বর্গীয় অনুপম "ব্যাখ্যান" পরে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। আমরা তৎশ্রবণ দ্বারা যে মহোপকার লাভ করিয়াছি, বোধ করি অনেকে পাঠ করিয়া তাদৃশ ফল প্রাপ্ত হইবেন। পরন্তু ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে এই অমূল্য পুস্তক ভবিষ্যতে দেশ বিদেশে উপযুক্ত রূপে সমাদৃত হইবে। এই প্রকার সাধারণ ভাবে আপনি স্বীয় হৃদিস্থিত আদর্শ অনুসারে ব্রাহ্মমণ্ডলীর কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, আবার বিশেষ রূপে আমাদের মধ্যে কেহ কেহ আপনার পুত্র সদৃশ স্নেহ পাত্র হইয়া পরম উপকার লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা আপনার জীবনের গূঢ়তম মহত্ত্ব অনুভব করিয়া এবং আপনার উপদেশ ও দৃষ্টান্তে এবং

পবিত্র সহবাসে উন্নত হইয়া আপনাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করেন এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে আপনাকে যথার্থ বন্ধু ও সহায় জানিয়া চিরজীবন আপনকার নিকট কৃতজ্ঞতা ঋণে বদ্ধ থাকিবেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে প্রীতির ধর্ম্ম এবং কঠোর জ্ঞান, শূন্য অনুষ্ঠানের অতীত, তাহা আপনারই নিকট ব্রাহ্মেরা শিক্ষা করিয়াছেন, এবং আপনারই উপদেশ ও দৃষ্টান্তে তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের আধ্যাত্মিক পবিত্রতা ও আনন্দ হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

এই সকল মহোপকারে উপকৃত হইয়া আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ও ভক্তিস্থচক এই অভিনন্দন পত্রখানি অদ্য আপনাকে উপহার দিতেছি। শূন্য প্রশংসাবাদ করা আমাদের অভিপ্রায় নহে, কেবল কর্ত্তব্যেরই অনুরোধে এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতারই উত্তেজনায় আমরা এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইয়াছি। আপনার মহত্ত্বের অযোগ্য এই উপহারটি গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে পরম বাধিত করিবেন। পরমেশ্বর আপনার হৃদয়ে বিমলানন্দ বিধান করুন, আপনার সাধু কামনা সকল পূর্ণ হউক এবং আপনার ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হউক।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি।

চতুর্থ অধ্যায়।

মানব জীবন বিশ্বাসেতে জীবিত থাকে, বাহিরের কার্য্য তাহার ফলস্বরূপ। ভক্তিরূপ জীবনীশক্তি না থাকিলে কাহার বলে তিনি চিরদিন দেশহিতকর ব্রত পালন করিতে পারেন? শূন্যগর্ভ কার্য্যে উৎসাহ অধিক দিন থাকিতে পারে না। অনেক সমাজসংস্কারক আছেন যাঁহারা ধর্ম্মের আবশ্যকতা স্বীকার করেন না, মনে করেন বাহিরের ক্ষমতায় দেশের দুর্নীতি সংশোধন করিবেন। কিন্তু তাঁহাদের সেই উৎসাহ উদ্যম কত দিন থাকে? প্রথমতঃ কিছু দিন নব উৎসাহে উত্তেজিত হইয়া তাঁহারা অনেক কার্য্য করেন বটে, কিন্তু পরীক্ষা আসিলেই সে উৎসাহ অধ্যবসায় এককালে শিথিল হইয়া যায়। সেই জীবন্ত ঈশ্বরের ধর্ম্মকে পত্তনভূমি না করিলে ধর্ম্ম কিম্বা সমাজ সংস্কার হইতে পারে না। দেশহিতৈষীর মস্তকে যখন চারিদিক্ হইতে নিন্দা গ্লানি অন্তর্ভেদী মিথ্যাপবাদ সকল আসিয়া পতিত হয়, তখন কি তিনি আপনার অনুষ্ঠিত কার্য্যগুলি স্মরণ করিয়া শান্তি লাভ করিতে পারেন? জীবন্ত ধর্ম্মবল না থাকিলে সংস্কারের কার্য্য বাল্য ক্রীড়ার ন্যায় হইয়া উঠে। বাহিরের কতকগুলি হিতকর অনুষ্ঠানে মত্ত

থাকিলে মনুষ্য-হৃদয়ের গূঢ় ধর্ম্মপিপাসাও কখন নিবারিত হয় না। এ জন্য কথিত আছে যে "মনুষ্য কার্য্যেতে নহে, কিন্তু বিশ্বাসেতে জীবিত থাকে।" হৃদয় যখন হৃদয়নাথের অদর্শনে শূন্য হইয়া থাকে, তখন লোকের প্রশংসাবাদ কি তৃপ্তকর হয়? একটু পরিশ্রম করিলে হয়ত বাহিরের প্রশংসনীয় অনেক কার্য্য করা যায়, কিন্তু যাঁহার কার্য্য তাঁহাতে যদি আন্তরিক দৃঢ় ভক্তি না থাকে, তবে সকলই নীরস জীবনশূণ্য হইয়া পড়ে। ব্রাহ্মধর্ম্ম ক্ষণিক উৎসাহ বা কার্য্যের বাহ্যাড়ম্বরে চিরদিন থাকিতে পারে না। যাহাকে জীবনের সঙ্গে একীভূত করিতে হইবে, কেবল কার্য্য তাহার জীবন হইতে পারে না; কার্য্য কেবল জীবনের প্রকাশ মাত্র।

এক্ষণে ব্রাহ্মজগতের আধ্যাত্মিক পরিবর্ত্তনের সময়, ব্রাহ্মজীবনের দ্বিতীয় সংস্কারের কাল উপস্থিত হইল। এখন আর পুরাতন প্রণালীগত উপাসনা প্রার্থনা সংগীত বা অনুষ্ঠান হৃদয়কে তৃপ্ত করিতে পারিল না; স্থায়ী এবং জীবন্ত ভক্তির ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রয়োজন হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মগণ কার্য্যেতে উৎসাহী হইয়া বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের দ্বারা বীরত্ব সরলতা প্রদর্শন করিলেন বটে; যে কার্য্যেতে যিনি হস্তক্ষেপ করিলেন তাহাতেই তিনি কৃতকার্য্য হইতে লাগিলেন; কিন্তু জীবনের শূন্যতা, হৃদয়ের কঠোর শুষ্ক ভাব তখনও বিদূরিত হইল না। বর্ষার

রমণীয় উজ্জ্বল সৌন্দর্য্যে বিভূষিত হইবার পূর্ব্বে গ্রীষ্মোত্তাপে বৃক্ষলতা সকল যেমন রসহীন হইয়া বিকৃত আকার ধারণ করে, তদ্বৎ সকলের মুখশ্রী মলিন, পরীক্ষার সহস্র আঘাতে দেহ মন অবসন্ন হইয়াছিল। কঠোর কর্ত্তব্যের গুরু ভার বহন করিতে করিতে সকলে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। যিনি প্রেমময় পিতা, অমৃতের সাগর আনন্দধাম, তাঁহার কার্য্য করিয়া যদি হৃদয়ে শান্তি লাভ না করা যায়, তাহা হইলে নিতান্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়। কার্য্য অনেক করিতে লাগিলেন বটে কিন্তু হৃদয়ের শান্তিরূপ পুরস্কার লাভে বঞ্চিত রহিলেন। সে সময় প্রচারকদিগের পরিমিত অন্নবস্ত্রাভাবে বাহ্যদৃশ্য যেমন দরিদ্রের ন্যায় হীন হইয়াছিল, আত্মাও সেই রূপ প্রেমভক্তির অভাবে নীরস শ্রীবিহীন হইয়াছিল। সেই দিন বড় দুঃখের দিন গিয়াছে। উপাসনা পুরাতন এবং কঠোর কর্ত্তব্যের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে হৃদয়ের পিপাসা শান্তি হইত না। যে উপাসনা জীবনের এক মাত্র অন্নপান, সকল দুঃখ তাপ দূর করিবার অদ্বিতীয় উপায়, তাহা যদি ভক্তিশূন্য জীবনবিহীন হইল, তবে আর ব্রাহ্মেরা কার শক্তিতে কার্য্য করিবেন? এই প্রকার অবস্থাতে মতামত লইয়াই কেবল দিন অতিবাহিত হয়। সাধন ভজনের প্রতি তাদৃশ দৃষ্টি থাকে না, উপাসনা কালে নিদ্রা আসিয়া আকর্ষণ করে, ধর্ম্মের গূঢ় গম্ভীরার্থ-পূর্ণ মহাবাক্য

সকল কর্ণে আর সুধা বর্ষণ করিতে পারে না, সংসারের সর্ব্বগ্রাসী সুখ-প্রিয়তা ক্রমে ক্রমে মস্তক উত্তোলন করিতে থাকে। এ সমস্ত সাংঘাতিক রোগে অনেককে আক্রমণ করিয়াছিল। যাঁহাদের দৃষ্টান্তে লোকের মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ হইবে, মৃত আত্মা জীবন লাভ করিবে তাঁহাদের এরূপ দুর্দ্দশা নিতান্ত শোচনীয়। কিন্তু মঙ্গলের লক্ষণ এই ছিল যে ইহাতে তাঁহারা সুখী ছিলেন না। মতের কিম্বা অনুষ্ঠানের ধর্ম্মে যে কেবল জীবন ধারণ করা যায় না, জীবন্ত ভক্তির ধর্ম্মের প্রয়োজন, সে অভাব বোধ করিতেছিলেন।

আধ্যাত্মিক জগতে এই রূপে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মদের আত্মা মুমূর্ষু প্রায় হইলে পুনরায় মঙ্গল-ময় পিতা স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত করিলেন; দুঃখ-ভারাক্রান্ত দুর্ব্বল সন্তানদিগের প্রতি প্রসন্ন মুখ প্রকাশ করিলেন। অতঃপর সর্ব্বরোগ-বিনাশক সেই পুরাতন উপসনা আরম্ভ হইল। উহারই মধ্যে যে অমৃতের কূপ প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিতি করিতেছিল, নব উদ্যম ও দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে তাহা খনন করিতে লাগিলেন। যাহা এত দিন পুরাতন নীরস বলিয়া প্রতীয়মান হইত, তাহারই অভ্যন্তরে যে চিরনূতন ভাবরসের অনন্ত উৎস লুক্কায়িত রহিয়াছে তাহা কেহ অবগত ছিলেন না। অনন্তর কেশব বাবুর পরামর্শে এবং দৃষ্টান্তে তাঁহার

বাটীতে প্রচারকগণ প্রতিদিন প্রাতঃকালে স্নানান্তে বিশেষ রূপে উপাসনা আরম্ভ করিলেন। অনেক দিনের শুষ্ক শান্তিহীন হৃদয়ে এক্ষণে স্বভাবতঃই ব্যাকুলতা অধিক হইল।

আহার পান যেমন নিয়ম পালনের জন্য কিম্বা কর্ত্তব্যানুরোধে সম্পন্ন করা অসম্ভব, তাহাতে তৃপ্তি লাভ করাই এক মাত্র উদ্দেশ্য থাকে, তাহা না হইলে কষ্টানুভব হয়; তদ্রূপ উপাসনাতে যদি প্রতিদিনের হৃদয়-ভার গ্লানি যন্ত্রণা বিদূরিত না হইয়া কেবল নিয়ম রক্ষা মাত্র হয়, তাহাতে সাধকের কেবল যন্ত্রণারই বৃদ্ধি। জড়রাজ্যে যেমন তেমনি ধর্ম্মের রাজ্যে সকলি প্রত্যক্ষ সত্যের ব্যাপার। বৃথা পণ্ডশ্রম করিয়া চিরকাল আলস্য বৃত্তি চরিতার্থ করিতে কেহ পারে না; কিন্তু যথার্থ নিয়মে সাধন করিলে, উপযুক্ত রূপে কর্ষণ করিলে তাহা হইতে অমৃতফল উৎপন্ন হইবেই হইবে। সেই ন্যায়বান্ বিশ্বপতি অন্তরে থাকিয়া সাধকের মনোবাঞ্ছা জানিতেছেন। যখন সাধক বাক্যেতে তাঁহাকে এবং হৃদয়েতে সংসার লাভের জন্য প্রার্থনা করেন, তখন তাঁহার অন্তরের ইচ্ছাই পূর্ণ হয়; কিন্তু যখন সরল হৃদয়ে কেবল সেই পিতাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া কাতর ভাবে ক্রন্দন করেন, তখন তিনি সেবকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না করিয়া থাকিতে পারেন না। যে যাহা

তাঁহার নিকট ভিক্ষা যাচ্ঞা করে তিনি তাহা সকল জানিতে পারেন, এবং সেই অনুসারে তাহাকে তাহা দান করেন। তাঁহার রাজ্যে অবিচার নাই, তাঁহার দ্বার হইতে দরিদ্র ভিক্ষুক শূন্য হস্তে কদাপি প্রত্যাগমন করে না; সাধন করিয়া কেহ কখন বঞ্চিত হয় না; তাঁহাকে প্রাণ সমর্পণ করিয়া কাহার কখনও অমঙ্গল হয় নাই। তিনি বাঞ্ছাকল্পতরু ভক্তবৎসল পিতা, তাঁহারই দ্বারে প্রতিদিন ঐ সকল অসহায় দীন দরিদ্র ব্রাহ্মগণ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

১৭৮৯ শকের ভাদ্র হইতে নিয়মিত রূপে উপাসনা আরম্ভ করিয়া তাঁহারা তদ্বিষয়ে গূঢ় তত্ত্ব সকল অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। উপাসনা সম্বন্ধীয় যে সকল মত ও ভাব আছে, তৎসংক্রান্ত যে সকল উন্নত বাক্য সচরাচর শ্রুত হওয়া যায় তাহার প্রত্যক্ষ সত্যতা উপলব্ধি করিবার নিমিত্তে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। উপাসনার সূক্ষ্ম ভাব অবগত হইবার জন্য শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের নিকট প্রতি বুধবার অপরাহ্নে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে সকলে যাইতেন, তিনিও তাঁহার নিজ জীবনের পরীক্ষিত আধ্যাত্মিক জ্ঞান ঐ সকল মুমূক্ষু-দিগকে আনন্দের সহিত বুঝাইয়া দিতেন। তিনি এক দিন বলিয়াছিলেন যে এরূপ ব্যাকুলতা ও প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে ঈশ্বর-দর্শন না হইলে পান ভোজন

করিব না। এই সময়ে প্রধান আচার্য্য মহাশয় কখন বা কেশব বাবুর বাটীতে আসিতেন। বর্ত্তমান উপাসনা প্রণালী তৎকালে প্রস্তুত হয়। সময়ের উপযোগী দেশীয় সরল ভাষায় সাধারণের হৃদয়গ্রাহী করিয়া এই উপাসনা প্রণালী প্রস্তুত হইয়াছে। প্রধান আচার্য্য মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের যখন যে অভাবটির জন্য খেদ প্রকাশ করিয়াছেন, অনতিবিলম্বে সে সমস্ত অভাব তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যদিগের দ্বারা পূর্ণ হইতে সন্দর্শন করিয়াছেন, এমন কি শেষে তাহার আতিশয্য সন্দর্শনে তিনি স্বয়ংই মহা অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়াছেন। যখন অনুষ্ঠানের জন্য দুঃখিত হইয়াছিলেন, তখন অনুষ্ঠানের স্রোতঃ চলিতে লাগিল। অবশেষে সঙ্কর বিবাহ বিধবা বিবাহ পর্য্যন্ত হইতে দেখিয়া মহা প্রমাদ গণনা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন ব্রহ্ম-দর্শন না হইলে পান আহার করিবে না এই রূপ কঠোর প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে, অনুরাগী সাধকগণের মনে তাহা উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইল। স্বভাবতঃই তখন তাঁহারা ঈশ্বর বিরহে আকুল ছিলেন, তাহার উপর প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের এই সাধু উপদেশ, সুতরাং সে বাক্য পরম আদরণীয় হইল। বাস্তবিকই কেহ কেহ সেই আদেশানুসারে অতি-কঠোর আরম্ভ করিলেন। কেহ বা মধ্যে মধ্যে কেহ প্রতিদিনই অনাহারে সমস্ত দিবস ধ্যান, আরাধনা প্রার্থ-

নায় অতিবাহিত করিতেন। পাঁচ ছয় ঘণ্টা উপাসনাদি করিয়া প্রচার কার্য্যালয়ের অন্যান্য কার্য্য করিতেন, পরে যথাসময়ে রজনী যোগে আহার হইত। এই রূপে ক্রমে দিন দিন ব্যাকুলতা কাতরতা পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতি উদাসীন হইয়া কেহ বা সমস্ত দিনই উপাসনা করিতেছেন, পরিশেষে এতদূর হইয়া উঠিল যে প্রধান আচার্য্য মহাশয় পর্য্যন্ত উহাতে অনাস্থা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মেরাও এ সকল দেখিয়া শুনিয়া মহা বিরক্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন যে এ প্রকার সাধন অনিষ্টকর, ইহা উদাসীন ও সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম, এ অতিশয় মন্দ দৃষ্টান্ত। সকল কর্ত্তব্য অবহেলা করিয়া দিবানিশি কেবল উপাসনা করা উচিত নয়। এ আবার কি প্রকার ধর্ম্ম যে সমুদায় দিন উপবাস করিয়া উপাসনা করা? এই রূপে কেহ বিদ্রূপচ্ছলে কেহ ঈষদ্ ক্রোধভরে নানা প্রকার মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যাঁহাদের হৃদয়ে পবিত্রতা ও শান্তির অভাব জনিত কিছু মাত্র ক্লেশ বোধ ছিল, তাঁহাদের নিকট ঐ সকল কঠোর সাধন নিতান্ত অর্থশূন্য বোধ হয় নাই।

এই রূপে কিছু দিন গত হইলে যাঁহারা ব্যাকুলতার সহিত প্রাত্যহিক উপাসনা আরম্ভ করিলেন, ক্রমে তাঁহাদের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইতে লাগিল। অল্প

দিন পরে ভক্তি রাজ্যের অদৃষ্ট-পূর্ব্ব মধুর প্রেম জ্যোতির ঈষদ্ আভা সাধকগণের অন্ধকার হৃদয়াকাশে অভ্যুদিত হইল। এই সৌভাগ্যের দিনে ভক্তি পথের একটি পরম উৎকৃষ্ট উপকরণ তাঁহারা পাইয়াছিলেন। সেই উপকরণটি সঙ্কীর্ত্তন প্রণালী যাহা সাধারণের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচারের একটি সহজ উপায়। এই সঙ্কীর্ত্তনের প্রথা যে রূপে প্রথমে প্রবর্ত্তিত হয় তাহা বর্ণিত হইতেছে।

যখন উপাসনার বিশেষ আধ্যাত্মিক ব্যাপার লইয়া সকলে সদাসর্ব্বদা নিযুক্ত আছেন, এমন সময়ে একদা সঙ্কীর্ত্তনের কথা উত্থাপিত হইল, কেহ কেহ বলিলেন সঙ্কীর্ত্তনের সুর অতি মনোহর; পরে স্থির হইল একজন বৈষ্ণবকে আনইয়া সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করা হয়। তদন্তর সকলেই বৈষ্ণবের মুখে মৃদঙ্গের সহিত সঙ্কীর্ত্তনের গান শ্রবণ করিয়া প্রীত হইলেন এবং তাহা আপনাদের মধ্যে প্রবর্ত্তিত করণের ইচ্ছা করিলেন। পরে কেশব বাবু এক খানি মৃদঙ্গ ক্রয় করিয়া গৃহের এক পার্শ্বে নিভৃত স্থানে রাখিয়াছিলেন, মধ্যে মধ্য তাহা বাজাইতেন। সঙ্কীর্ত্তনের সুললিত সংগীত তাঁহাদের সে সময়ে বিশেষ উপযোগী হইয়াছিল। ১৭৮৯ শকের ২৩ আশ্বিনে কীর্ত্তনের গান আরম্ভ হয়। প্রথমে বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় কীর্ত্তনের সুরে নিম্নলিখিত সংগীত দুইটি প্রস্তুত করেন।

পাপে মলিন মোরা চল চল ভাই।
পিতার চরণে ধরি কাঁদিয়ে লুটাই রে।
পতিতপাবন পিতা ভকত বৎসল;
উদ্ধারেন পাপী জনে দেখি অসহায় রে।
প্রেমের জলধি তিনি সংসার পাঁথারে;
পতিত দেখিয়ে দয়া তাই এত হয় রে।
বিলম্ব কর না আর ভুলিয়ে মায়ায়;
ত্বরিত লইগে চল তাঁর পদাশ্রয় রে।

পতিতপাবন, ভকতজীবন অখিলতারণ বল্‌রে সবাই। বল্‌রে বল্‌রে বল্‌রে সবাই। যাঁরে ডাকুলে হৃদয় শীতল হবে। যাঁরে ডাকুলে পাপী তরে যাবে। ওরে এমন নাম আর পাবি নারে।

এই সংগীতের দ্বারা তৎকালকার হৃদয়ের ভাবের পরিবর্ত্তন অবগত হওয়া যাইতেছে। এই গান কীর্ত্তন করিয়া পাপ-ভারাক্রান্ত আত্মা সকল শান্তি লাভ করিতে লাগিলেন। ক্রমে আরও দুই একটি সংগীত প্রস্তুত হইল। সকলের অভিলাষ যে মৃদঙ্গের সহিত ঐ গান সকল কীর্ত্তন করিয়া তৃপ্ত লাভ করেন, কিন্তু কেহই তখন বাজা-ইতে জানিতেন না। সেই কীর্ত্তনের সুরে সংগীত আপা-মর সাধারণ সকলেরই প্রীতিকর হইল, কিন্তু রাশীকৃত গোচর্ম্ম পরিবেষ্টিত কদর্য্য-মূর্ত্তি মৃদঙ্গ অনেকেরই ক্রোধ

রহস্য উদ্দীপন করিতে লাগিল। বর্ত্তমান শতাব্দীর সভ্যতার সময়ে সেই অপ্রিয় দর্শন খোল যে এত দিন পরে আবার বৈরাগীদিগের নিকট হইতে কৃতবিদ্য সুসভ্য যুবাদিগের ক্রোড়ে উত্থিত হইবে ইহা আর কে আশা করিয়াছিল? কেশব বাবুর দ্বিতীয় কন্যার নামকরণ উপলক্ষে যে দিন উপাসনা হয়, সেই দিন হইতে খোল প্রকাশ্য রূপে ব্যবহৃত হয়। সে উপাসনায় দেবেন্দ্র বাবু আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। ইহার দ্বারা পুনরায় কুসংস্কার পৌত্তলিকতা আসিবে বলিয়াও অনেকের আশঙ্কা ছিল। কিন্তু যাঁহারা উহা প্রথমে সমাজের মধ্যে আনিলেন তদ্দ্বারা তাঁহাদের যথেষ্ট উপকার হইল। পরে ক্রমশঃ উপাসনার মধ্যে ইহা একটি উত্তম অঙ্গ রূপে পরিগৃহীত হইয়াছে। একে তখন তাঁহাদের হৃদয়ের বলবতী পিপাসা, তাহাতে আবার নূতন সঙ্কীর্ত্তনের ভক্তিরসাত্মক গান, স্বর্গের অমৃত ফল বলিয়া সে সমস্ত প্রতীত হইল। প্রথম প্রথম খোল দর্শনে ব্রাহ্মেরা অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন, কেবল বিরক্ত হইয়াই ক্ষান্ত হইতেন এমন নহে, মহা ক্রোধান্বিত হইয়া তাহার প্রবর্ত্তকদিগকে আক্রমণ করিতেন। ফলতঃ সংগীতরসের ভাব অপেক্ষা সুর ও তাল মান রাগ রাগিণীর প্রতি যাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল, প্রথমতঃ উহাতে তাঁহাদের

সমধিক প্রীতি লাভ হইত না, বরং তাহা ক্রোধ ও বিরক্তিই উৎপাদন করিত। এই খোল অবতীর্ণ হইয়া কতকগুলি অতিরিক্ত গণ্ডগোল আনয়ন করিয়াছে। কিন্তু যাঁহারা ভক্তি সাধনের উপকরণ রূপে ইহা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের আশা নিষ্ফল হয় নাই। পূর্ব্বে উপাসনা শেষ হইলে হয় এমনি ছিল, এক্ষণে অনশনে প্রায় সমস্ত দিবসই অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এই রূপ উপাসনার পর ব্রহ্মোৎসরের সৃষ্টি হয়।

প্রথমে ১৭৮৯ শকের ৯ অগ্রহায়ণ তারিখে প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত উপাসনার উৎসব হইয়াছিল। সংগীত সঙ্কীর্ত্তন উদ্বোধন আরাধনা ধ্যান প্রার্থনা পাঠ আলোচনা বক্তৃতা এই সমুদয়ের এক প্রণালী প্রস্তুত হইয়া সমস্ত দিন উপাসনা হয়। এই অভিনব কল্যাণকর আধ্যাত্মিক মহোৎসবের বিষয় কেশব বাবু প্রথমে দেবেন্দ্র বাবুর নিকট উত্থাপন করেন, দেবেন্দ্র বাবু মহা আনন্দ সহকারে তাহাতে অনুমোদন করিয়া স্বয়ং সেই উৎসব ক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে সে রূপ উৎসব তখন একটি নূতন ব্যাপার। যদিও মাঘোৎসবে বর্ষে বর্ষে আদি সমাজে এবং প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে মহা সমারোহ হইত, কিন্তু ইহা তদপেক্ষা সম্পূর্ণ রূপে আধ্যাত্মিক এবং অধিকতর সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন। ঐ দিবস নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ব্রাহ্মগণ

স্নান করিয়া উৎসব মন্দিরে সমাগত হইলেন। কেশব বাবুর ভবনে সেই উৎসব ক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল; তথায় সমস্ত দিন উপাসনা হইয়া এক আশ্চর্য্য স্বর্গীয় ভাব প্রকাশিত হয়। সঙ্কীর্ত্তনের নূতন সংগীতে অনেকেই তৃপ্ত হইয়াছিলেন। ফলতঃ উপাসনার তাদৃশ আনন্দোৎসব ইহার পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজে আর কখন কেহ দেখেন নাই। সে উৎসবে বহু লোকের সমাগম হয়, তাহাতে উভয় দলের ব্রাহ্মেরাই যোগ দিয়াছিলেন। ক্রমে দিবাবসান হইলে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া ব্রহ্মনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে উন্মত্ত হইলেন। সমস্ত উপাসকমণ্ডলী এই রূপে প্রমত্ত হইয়া যখন গান করিতেছেন, এমন সময়ে সেই ব্রাহ্মমণ্ডলীর মধ্যে ভক্তিভাজন প্রিয়দর্শন মহর্ষি প্রধান আচার্য্য মহাশয় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে পাইয়া আরও দ্বিগুণ উৎসাহ হইল, অবশেষে তাঁহাকে মধ্য স্থলে করিয়া সকলে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। পরে সায়ংকালীক উপাসনা আরম্ভ হইল। প্রধান আচার্য্য মহাশয় যখন "প্রাতঃকালে আনন্দ রূপমমৃতং, মধ্যাহ্ন কালে আনন্দ রূপমমৃতং, সন্ধ্যা কালে আনন্দ রূপমমৃতং" এই কথা বলিয়া উদ্বোধন আরম্ভ করিলেন তখন চারিদিক্ প্রশান্ত ভাবে পূর্ণ। তিনি যে কএকটি মহাবাক্য উচ্চারণ করিয়া উপাসনা আরম্ভ করিলেন তাহা উপাসকগণের হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে যাইয়া বিদ্ধ করিল।

তদনন্তর কেশব বাবু দণ্ডায়মান হইয়া একটি উৎসাহকর বক্তৃতা করিলেন, পরে সংগীত হইয়া উৎসব ভঙ্গ হইল। এই উৎসবের জীবন্ত উৎসাহের ভাব চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মদিগের মনে এক পবিত্র আনন্দ বিধান করিয়াছিল।

অতঃপর ক্রমে যখন এই সকল খোল, সংকীর্ত্তন, মহোৎসরের বৃত্তান্ত সংবাদ পত্রে প্রকাশ হইল তখন কৃতবিদ্য যুবকেরা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। আবার অল্প কাল পরে মাঘোৎসব আসিয়া উপস্থিত। সেই দিনে নগরের প্রকাশ্য রাজপথে ব্রহ্মনামের নগর সঙ্কীর্ত্তন হয়। এই বৎসর হইতে ১১ মাঘের সাম্বৎসরিক উভয় দলে পৃথক্ রূপে নির্ব্বাহ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যত দূর যোগ রাখিয়া উভয় দলে কার্য্য করিতে পারেন তজ্জন্য কেশব বাবু চিরদিনই যত্ন করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অন্ততঃ এক বেলা সকলে মিলিত হইয়া মহাত্মা রামমোহন রায়ের সমাজে, আর এক বেলা কোন সাধারণ স্থানে উৎসব হয় এই মানসে কেশব বাবু দেবেন্দ্র বাবুর নিকট যাইয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করায় প্রথমে তাহাতে দেবেন্দ্র বাবু স্বীকৃত হন, এবং তদনুসারে ইণ্ডিয়ান মিরারে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। সাম্বৎসরিকের দিনে সকল ভ্রাতায় মিলিত হইয়া উপাসনা করিবেন ইহা শ্রবণে সকলেরই মনে আনন্দ হইল, কিন্তু

দেবেন্দ্র বাবুর সমাজের কর্ম্মচারীগণ মিরারের বিজ্ঞাপন অস্বীকার করিয়া বিপরীত ভাবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিলেন, মিরারকে কেশব বাবুকে তজ্জন্য মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রচার করা হইল, দেবেন্দ্র বাবু এই সকল ভাব গতিক দেখিয়া মফস্বলে চলিয়া গেলেন; অগত্যা শেষে কেশব বাবু পৃথক্ রূপে উৎসব করিতে বাধ্য হন।

এ বৎসরের সাম্বৎসরিক উৎসব অতি সমারোহের সহিত নির্ব্বাহ হইয়াছিল। নগর সঙ্কীর্ত্তনের বিজ্ঞাপন শুনিয়া দেশের যাবতীয় সংবাদ পত্র নিন্দা উপহাস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সুশিক্ষিত ভদ্র লোকেরা দলবদ্ধ হইয়া নগরের পথে পথে হস্তে পতাকা ধারণপূর্ব্বক মৃদঙ্গ কুর-তাল তূরী ভেরীর সহিত সঙ্কীর্ত্তন করিবেন ইহা এক অভিনব ঘটনা, সুতরাং সভ্যসমাজের ব্যক্তিদিগের মহা কৌতূহল জন্মিল। ক্রমে দিন নিকটবর্ত্তী হইলে দেশ দেশান্তর হইতে ব্রাহ্মগণ আসিতে লাগিলেন। পরে নিয়মিত দিবসে নিম্নলিখিত উদার ভাবের সংগীতটি কীর্ত্তন করিতে করিতে সকলে রাজ পথে বাহির্গত হন।

তোরা আয় রে ভাই! এত দিনে দুঃখের নিশি হল অবসান, নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম।

কর সবে আনন্দেতে ব্রহ্মসঙ্কীর্ত্তন, পাপতাপ দূরে যাবে জুড়াবে জীবন।

দিতে পরিত্রাণ করুণানিধান, ব্রাহ্মধর্ম্ম করিলেন প্রেরণ, খুলে মুক্তির দ্বার সকলেরে করেন আবাহন; সে দ্বার অবারিত, কেউ না হয় বঞ্চিত, তথায় দুঃখী ধনী মূর্খ জ্ঞানী সকলে সমান।

নরনারী সাধারণের সমান অধিকার, যার আছে ভক্তি সে পাবে মুক্তি, নাহি জাত্ বিচার।

ভ্রম কুসংস্কার, পাপ অন্ধকার, বিনাশিতে স্বর্গের ধর্ম্ম মর্ত্ত্যে আইল; কে যাবি আয় বিনামূলে ভবসিন্ধু পার, তোরা আয় রে ত্বরায় এবার নাই কোন ভয়, পারের কর্ত্তা মুক্তিদাতা স্বয়ং ঈশ্বর।

একান্ত মনেতে কর ব্রহ্মপদ সার, সংসারের মিছে মায়ায় ভুল না রে আর।

চল সবে যাই, বিলম্বে কাজ নাই, দীননাথের লইগে শরণ; হৃদয় মাঝে হৃদয়-নাথে কর দরশন; ঘুচিবে যন্ত্রণা, পাইবে সান্ত্বনা, প্রভুর কৃপাগুণে অনায়াসে যাবে ব্রহ্মধাম।

নগর সঙ্কীর্ত্তন সম্বন্ধে যে একটি মন্দ সংস্কার পূর্ব্বে ছিল তাঁহারই জন্য অনেকে ইহাতে ঘৃণা প্রদর্শন করিতেন, কিন্তু ইহার অপরূপ পবিত্র গাম্ভীর্য্য দর্শনে ঘোর বিদ্বেষী বিশ্বনিন্দুকদিগের মনও আকৃষ্ট হইয়াছিল। শত সহস্র কৃতবিদ্য যুবা একত্র হইয়া বিনয় ও ভক্তির সহিত ব্রহ্ম-নামের ধ্বনিতে চারিদিক্ শব্দায়মান করিতে করিতে ভারত-বর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি স্থাপনার্থে মৃদু মন্দ গমনে

অগ্রসর হইতে লাগিলেন, নগরের রাজপথে লোকে পরিপূর্ণ হইল, কত দর্শক কৌতূহল নেত্রে দর্শন করিতে করিতে ক্রমে সেই নাম সঙ্কীর্ত্তনে যোগ দান করিলেন। তৎকালকার সেই মনোহর গম্ভীর দৃশ্য লোকের ভক্তি ভাব ভিন্ন তামসিক ভাবকে কখনই উত্তেজিত করিতে পারে না। "সত্যমেবা জয়েতে" "এক মেবাদ্বিতীয়ং" "ব্রহ্মকৃপাহিকেবলং" এই নামাঙ্কিত তিনটি পতাকা প্রাতঃসমীরণের মধুর হিল্লোলে গগণ পথে উড্ডীন হইতে লাগিল; এই রূপে ক্রমে গন্তব্য স্থানে উপনীত হইয়া ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপনান্তর উপাসনা হইলে সকলে নিজ নিজ স্থানে চলিয়া গেলেন। তদনন্তর সিন্দুরিয়াপটীস্থ মৃত গোপাল মল্লিকের সুপ্রশস্ত ভবনে রজনী দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত অবশিষ্ট সময় ধ্যান, আলোচনা, পাঠ এবং বাঙ্গালা উপাসনা ও ইংরাজি বক্তৃতা, উপাসনা, সংগীত হইয়া উৎসব শেষ হয়। ইংরাজি উপাসনা কালে অস্মদ্দেশীয় শাসনকর্ত্তা মহাত্মা লর্ড লরেন্স, লেডি লরেন্স এবং প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণ আসিয়াছিলেন এবং উপাসনা সংগীতে যোগ দিয়াছিলেন। তাহাতে এত লোকের সমাগম হয় যে অনেক সম্ভ্রান্ত ইয়োরোপীয় দর্শক সমুদায় সময় অতি কষ্টে দণ্ডায়মান ছিলেন। সেই মহামহোৎসব

ব্যাপারে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অনেকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে।

সাম্বৎসরিক উৎসবান্তে প্রচারকগণ জীবন্ত ভক্তির ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থে নানাস্থানে বহির্গত হইলেন, অতি অল্পকাল মধ্যে সেই নূতন উপাসনা ও সংকীর্ত্তন প্রণালী তাঁহাদের দ্বারা মফস্বলস্থ ব্রাহ্মসমাজে প্রবর্ত্তিত হইল। কেশব বাবুর প্রবর্ত্তিত সেই সরল উপাসনা প্রণালী এই স্থলে প্রকাশ করা যাইতেছে।

ব্রহ্মোপাসনা প্রণালী।

উপাসনার চারি অঙ্গ,—আরাধনা, কৃতজ্ঞতা, ধ্যান ও প্রার্থনা। ঈশ্বরের নিষ্কলঙ্ক ও পূর্ণ পবিত্রতা স্মরণ করিয়া শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত তাঁহার আরাধনা; আমাদের শরীর মন ও আত্মার কল্যাণের জন্য তিনি যে অপার স্নেহ প্রকাশ করিতেছেন তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার; দয়া ও পবিত্রতা অন্তরে আলোচনা এবং তাঁহাকে জীবন্ত প্রত্যক্ষ-রূপে উপলব্ধি করত ধ্যান; পাপ হইতে পরিত্রাণের জন্য এবং পবিত্রতা, শান্তি ও অনন্ত উন্নতি লাভের জন্য তাঁহার নিকটে বিনীত ভাবে প্রার্থনা; এই চারিটী অঙ্গের সমষ্টি হইলে প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনা হয়। যাহাতে হৃদ-য়ের শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা এবং ব্রহ্মদর্শন ও মুক্তির ইচ্ছা চরি-তার্থ হয় এরূপ প্রণালী অবলম্বন করিলে উপাসনা সম্যক্ রূপে ফলদায়ক হয় এবং উহার যথার্থ লক্ষ্য সাধন হয়। ইহার মধ্যে কোন ভাব সময়ে সময়ে বিশেষ রূপে প্রবল হইয়া উঠে, তখন তাহাই অধিক পরিমাণে প্রকা-শিত হয় এবং অন্যান্য ভাব দুর্ব্বল হয়; যথা অসামান্য লাভের সময় কৃতজ্ঞতা, অথবা পাপ-যন্ত্রণার সময় প্রার্থনা। ইহা অস্বাভাবিক নহে, বরং ইহাতে বাধা দেওয়া অনিষ্ট-

কর। কিন্তু সামাজিক উপাসনা সর্ব্বাঙ্গীন হওয়া উচিত। যাহাতে ইহা দ্বারা হৃদয়ের সমুদয় সাধুভাব উত্তেজিত ও কৃতার্থ হয় এরূপ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এই বিবেচনায় নিম্নলিখিত ব্রহ্মোপাসনা প্রণালী উপাসকমণ্ডলীর ব্যবহারের জন্য আদর্শ রূপে প্রচারিত হইল।

উদ্বোধন।

যে অদ্বিতীয় মহান্ ঈশ্বর এই বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন, যিনি মঙ্গল নিয়মে সমুদয় জড় জগৎকে শাসন করিতেছেন এবং অতুল স্নেহের সহিত অসংখ্য জীব জন্তুকে পালন করিতেছেন, যিনি পাপীদিগের একমাত্র পরিত্রাতা, তিনি এই উপাসনা-মন্দিরে বিদ্যমান; আমরা বিনীত ভাবে তাঁহার উপাসনাতে প্রবৃত্ত হই, তিনি কৃপা করিয়া আমাদের হৃদয়ে ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রেরণ করুন এবং আমাদের উপাসনা সফল করুন।

সঙ্গীত।

রাগিণী ললিত। তাল আড়া।

এসেছি তোমার দ্বারে তোমারি মহিমা শুনে।
দেখ প্রভু কি হয়েছি পুড়িয়ে পাপ আগুনে।
চেয়ে দেখ দয়াময়, শুষ্ক হয়েছে হৃদয়, রাখ রাখ রাখ প্রাণে, দিয়ে স্থান শ্রীচরণে।

প্রভু তোমার কৃপায়, সকলি সম্ভব হয়, শুনেছি নামের গুণে গলে হে পাষাণ; পৃথিবী স্বর্গের প্রায়, মনুষ্য দেবতা হয়, রজনীতে সূর্য্যোদয়, হয় তোমার নামের গুণে।

নমস্কার।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি
শান্তং শিবমদ্বৈতং
শুদ্ধমপাপবিদ্ধং।

তুমি সত্য ও জীবন্ত দেবতা, তুমি জগতের জীবন এবং প্রাণীদিগের প্রাণ, আমরা তোমাকে ছাড়িয়া এক নিমেষ জীবিত থাকিতে পারি না, তুমি অন্তরে বাহিরে পরম সত্যরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছ।

হে সত্যস্বরূপ, জীবনের জীবন, তোমাকে নমস্কার করি।

তুমি নিরাকার জ্ঞানস্বরূপ, সমুদয় জগৎ তোমার জ্ঞান প্রকাশ করিতেছে, তুমি স্বয়ং সর্ব্বজ্ঞ হইয়া আমাদের নিকটে রহিয়াছ, আমাদের বাহিরের অবস্থা ও মনের গূঢ় পাপ তুমি সকলি দেখিতেছ, তোমার নিকটে আমরা কিছুই গোপন করিতে পারি না।

হে সর্ব্বসাক্ষী অন্তর্যামী ঈশ্বর, তোমাকে নমস্কার করি।

তুমি অনন্ত ব্রহ্ম, কোন দিকে তোমার সীমা নাই, তোমার গুণেরও অন্ত নাই, তুমি ভূমা মহান্, তুমি অগম্য অপার, আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি তোমাকে কিরূপে ধারণ করিবে? হে অনাদ্যনন্ত পরম দেবতা তোমাকে নমস্কার করি।

তুমি আনন্দ অমৃত ও শান্তির উৎস, তুমি জীবের যন্ত্রণা দূর কর, এবং বিবিধ সুখ বিধান কর, তোমার সহবাসে তাপিত হৃদয় শীতল হয়, তোমার মধুর নামে সাধকেরা শান্তি লাভ করেন, তোমাভিন্ন আমাদের সুখ আর কোথাও নাই।

হে আনন্দময় শান্তিদাতা, তোমাকে নমস্কার করি।

তুমি দয়াময় করুণাসিন্ধু, তুমি স্নেহের সহিত পিতার ন্যায় আমাদিগকে রক্ষা ও পালন করিতেছ, রোগ বিপদ হইতে রক্ষা করিতেছ, এবং পাপ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য নানা উপায় বিধান করিতেছ, তুমি দীন হীনের সহায় এবং মহাপাপীর পরিত্রাতা। হে দয়াময় করুণানিধান পিতা, তোমাকে নমস্কার করি।

তুমি পবিত্র, নির্ম্মল-স্বভাব, একটী পাপ তোমাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তুমি পুণ্যের জ্যোতি প্রকাশ করিয়া পাপীদিগকে পরিত্রাণ করিতেছ, তোমার নিকটে থাকিলে জীবন পবিত্র হয়।

হে নিষ্কলঙ্ক পরিশুদ্ধ ঈশ্বর, তুমিই আমাদের একমাত্র স্তবনীয় পূজনীয় দেবতা; আমরা তোমার শরণাপন্ন হই, বিনীত ভাবে তোমার উপর নির্ভর করি, পিতা পাতা মুক্তি-দাতা বলিয়া তোমাকে প্রণাম করি।

ধ্যান।

এই যে সর্ব্বসাক্ষী করুণাময় পবিত্র পরম দেবতা, যিনি আমাদের সম্মুখে ও অন্তরে রহিয়াছেন, ইনি আমাদের পিতা রক্ষক ও চিরকালের সুহৃদ, ক্ষণকাল স্থিরচিত্ত হইয়া আমরা এই পরমাত্মাকে হৃদয়ে ধ্যান করি। পিতা কৃপা করিয়া আমাদের নিকট প্রকাশিত থাকুন এবং তাঁহার পবিত্র শান্তিময় সহবাস আমাদিগকে দান করুন।

(ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া উপাসকেরা
ব্রহ্মধ্যান করিবেন।)

সকলে মিলিয়া স্বমসরে
প্রার্থনা।

অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যেতে লইয়া যাও; অন্ধকার হইতে আমাদিগকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাদিগকে অমৃতেতে লইয়া যাও, হে সত্যস্বরূপ, তুমি আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হও। দয়াময়, তোমার যে অপার করুণা তাহার দ্বারা আমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।

সঙ্গীত।

রাগিনী খাম্বাজ। তাল একতালা।

দয়াময় তোমায় এই মিনতি করিহে, অন্য ধনে নাহি প্রয়োজন।

না করি ধন কামনা, না করি যশোবাসনা, কেবল আমার এই প্রার্থনা, সদা হেরি ও চরণ।

প্রার্থনা।

হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদিগকে পাপ হইতে উদ্ধার কর এবং পবিত্রতা ও শান্তি বিধান কর। আমাদের অন্তরে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল এত প্রবল ও বাহিরে এত প্রলোভন যে আমরা নিজের বলে পাপ হইতে উদ্ধার হইতে পারি না। আমরা তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, তুমি আমাদিগকে অসহায় ও দুঃখী জানিয়া রক্ষা কর। অসত্য ও ভ্রম, এবং সকল প্রকার আন্তরিক ও বাহ্যিক পাপ হইতে আমাদিগকে মুক্ত কর, এবং যাহাতে তোমাকে পিতা ও প্রভু বলিয়া ভক্তি ও সেবা করিতে পারি এবং সকল মনুষ্যকে বিশুদ্ধ ভাবে ভ্রাতা ভগিনী বলিয়া প্রীতি করিতে পারি এমন উপায় বিধান কর। তোমার প্রেম-রাজ্য আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে, প্রত্যেক পরিবারে, এবং সমুদয় পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত কর, এবং তোমার

সত্যধর্ম্ম দিন দিন বিস্তার করিয়া তোমার সকল সন্তানকে পুণ্য ও শান্তি বিধান কর।

আচার্য্যের উপদেশ।

শান্তিবাচন।

মুক্তিদাতা পরমেশ্বর আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করুন, আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমরা চিরকাল তাঁহার ভক্ত হইয়া নির্ম্মল মনে শান্তি সম্ভোগ করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

তখন এই সরস প্রেমের উপাসনা ও ভক্তির সাধন-প্রণালী গ্রহণার্থে যেন ব্রাহ্মদের হৃদয় পিপাসার্ত্ত হইয়াছিল। উক্ত নূতন ভাব অনেক মৃত নিরাশ আত্মাকে সজীব করিয়াছে। যাঁহারা প্রেম শান্তি না পাইয়া পিতার দ্বার হইতে প্রত্যাগমন করত সংসারের কূপে নিমগ্ন হইতেছিলেন, তাঁহারা আবার এই ভক্তির সমাচার শ্রবণ করিয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন।

এই সময় কেশব বাবু মুঙ্গের নগরে কিছুকাল অবস্থিত করেন। তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে সে স্থানের অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা ছিল। ১৭৯০ শকের বৈশাখ হইতে উপাসনা আলোচনা সংকীর্ত্তন ও উৎসবের দ্বারা

এক অভূতপূর্ব্ব জীবন্ত ভাবের আবির্ভাব তথায় নিরীক্ষিত হইয়াছে। পিতার প্রেম সমুদ্রের একটি প্রবল তরঙ্গ আসিয়া যেন সকলের হৃদয়কে প্লাবিত করিয়া দিয়াছিল। এক একদিনের উৎসবের উচ্ছ্বসিত ভাবে শুষ্ক নির্জ্জীব হৃদয় সকল উথলিয়া উঠিত। সে সময়কার রচিত সংগীত পাপ-ভারাক্রান্ত মুমূর্ষু আত্মার পক্ষে এমনি উপযোগী হইয়াছিল যে তাহাতে হৃদয়কে বিগলিত করিয়া দিত। এমন কি যাঁহারা উপহাস করিতে আসিতেন তাঁহারাও ব্যাকুলতা ও কাতর ক্রন্দন দেখিয়া আর্দ্র হইতেন। এই রূপে অত্যল্প কালের মধ্যে অনেক লোক সেখানে ব্রাহ্ম হইলেন। সে সময়ে মুঙ্গেরে যিনি গিয়াছেন তিনিই মোহিত হইয়া আসিয়াছেন। নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে সে স্বর্গীয় ভাব ধারণ করিয়া রাখিতে না পারায় শেষে অনেক ব্যক্তি সংসারে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, কিন্তু যে ব্যাপার হইয়াছিল তাহা যে ধর্ম্মরাজ্যের একটি পরমাশ্চর্য্য ঘটনা তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কত পাষাণ-হৃদয় মনুষ্য অনুতাপ অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছেন, উৎসাহে প্রেমে উন্মত্ত হইয়া কত জনা লোকভয়, সুখের ইচ্ছা পরিত্যাগপূর্ব্বক ঈশ্বর প্রেমী হইয়াছেন। সঙ্কীর্ত্তনের ভাবরসে বিহ্বল হইয়া কতব্যক্তি বিলাস সভ্যতা লোকানুরাগে জলাঞ্জলি দিয়াছেন। অনিষ্টের এই একটি কারণ হইয়াছিল যে বাহ্যাড়ম্বরের আতিশয্যের ভাবী ফল কেহ গণনা

করিয়া দেখেন নাই। অন্তরের সারবান্ দৃঢ় বিশ্বাসের প্রতি অধিক দৃষ্টি ছিল না; যাহাতে সহজে উত্তেজিত করে এরূপ বাহিরের উপায় সকলের উপর অধিক নির্ভর দেওয় হইয়াছিল। যাঁহাদের অন্তরে সারবত্তা ছিল তাঁহারা সেই উচ্ছ্বসিত ভাবকে ক্রমে সংযত করিয়া অটল অপরিবর্ত্তনীয় সত্যের উপর বিশ্বাস ও ভক্তিগৃহ নির্ম্মাণ করত নির্ভয়ে অবস্থিতি করিতেছেন, যাঁহারা কেবল বাহিরের মত্ততার উপর আপনাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তাঁহারা শেষে সুরাপায়ীর মত্ততা অবসান হইলে যে রূপ দুর্দ্দশা হয় তাহার ন্যায় অন্ধকার দর্শন করিলেন। যেখানে প্রবেশ করিলে কোন কালে ধর্ম্ম পুরাতন হয় না, যথায় অনন্ত প্রেমের উৎস চিরনূতন ভাবের সহিত অবিশ্রান্ত উৎসারিত হয়, যেখানে সময়ে সময়ে প্রেমের অভাব হইলেও কদাপি বিশ্বাসের অভাব হয় না, সেই স্থানে গমন না করিয়া যাঁহারা বাহিরের আড়ম্বরে সন্তুষ্ট ছিলেন, তাঁহাদিগকে সংসার সহাস্য বদনে গর্ব্বের সহিত পুনুরায় ধৃত করিয়া লইয়া গেল। কিন্তু যাহা প্রকৃত সারবস্তু তাহা অনেকের হৃদয়ের শোণিতের সহিত মিলিত হইয়া আছে। গম্ভীর প্রকৃতি ধীরেরা এখানে একটি বিশেষ শিক্ষা এই লাভ করিলেন, যে ভক্তিরসামৃত যেমন হৃদয়ে স্বর্গীয় আনন্দ বিধান করে, তেমনি উহার প্রবল বেগগামী প্রথম উচ্ছ্বাসের সম্মুখে সার সত্যের অকাল্পনিক

বিশ্বাসকে অবলম্বন করিয়া থাকিতে না পারিলে পর্য্যায়ক্রমে কুসংস্কার কল্পনা, সংশয় অবিশ্বাস, অবশেষে নাস্তিকতা আসিয়া ধর্ম্মরাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। যাহা হউক, সেই ভক্তিপূর্ণ উপাসনা ও সুমধুর নাম সঙ্কীর্ত্তনের প্রকৃত মূল্য ও পবিত্র মহিমা কিছুতেই বিনষ্ট হইবার নহে। সঙ্কীর্ত্তনে যে হৃদয়ভার দূর হয়, পিপাসার্ত্ত তাপিত জীবন তৃপ্ত লাভ করে, তাহা যাঁহারা প্রকৃত ভক্ত সাধক তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজের সঙ্কীর্ত্তনের গান সকল চিরদিন এক একটি মহামূল্য বস্তু বলিয়া সমাদৃত হইবে। যৎকালে এই রূপে নাম সঙ্কীর্ত্তনের মধুরতা তৃষিত হৃদয়কে আর্দ্র করিতেছিল, তখন কেশব বাবু "দয়াময়" নাম মহামন্ত্র সকলকে অবলম্বন করিতে উপদেশ দিলেন। সেই দয়াময় নাম ব্রাহ্মদের বীজমন্ত্র; উহা জীবন মৃত্যুর সম্বল, দুঃখ বিপদের শান্তি, পরীক্ষা প্রলোভন, ভয় ও অত্যাচারে নিরাপদ দুর্গ, এবং সুবিস্তীর্ণ তরঙ্গায়িত ভব সমুদ্রের তরণী স্বরূপ। এই নামের মাহাত্ম্য বিবিধ সংগীত ও বক্তৃতা দ্বারা প্রকটিত হইয়াছে। সংসারের কার্য্যাবসানে এই দয়াময় নাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া ভক্ত সাধকগণ শান্তি লাভ করেন। সত্য সত্যই তাঁহাদের নিকট দয়াল নামের বর্ণে বর্ণে সুধা ক্ষরিত হয়। ঐ নামে শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত এবং মৃতপ্রাণে জীবন সঞ্চারিত হয়; ভক্তের পবিত্র রসনা কেবল সেই

নামামৃত প্রকৃত রূপে আস্বাদন করিতে পারে। মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজে নামের মহিমা ঘোষণা করিয়া কতিপয় শিষ্য সমভিব্যাহারে বাবু কেশবচন্দ্র সেন হিমাচল শিখরে গমন করেন; তৎকালে কেহ কেহ বিষয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সঙ্গী হইয়াছিলেন। সে সময় সর্ব্বত্রই ব্যাকুলতার ভাব প্রত্যক্ষ গোচর হইয়াছে। অনেকে ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয়ে আসিয়াও সংসারের গুরুভার বহন করিতে করিতে যেন অবসন্ন প্রায় হইতেছিলেন, এমন সময়ে প্রচারকদিগের সহিত উপাসনাদি করিয়া তাঁহাদের হৃদয় উথলিত হইতে লাগিল। কেশব বাবু পথিমধ্যে স্থানে স্থানে ভ্রাতাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইতে লাগিলেন, তাঁহার নিকট অনেকে হৃদয়ের দুঃখ প্রকাশ করিয়া কত ক্রন্দন করিলেন। তাঁহাদের মনোবেদনা, সরল বিলাপ অনেকের আবার ক্রোধও উদ্দীপন করিয়াছিল। কেহ আত্মগ্লানিতে অধীর হইয়া শোকে আকুল, কেহবা তাহা দেখিয়া ক্রোধে অগ্নি অবতার, ধর্ম্মরাজ্যে কত ব্যাপারই নয়ন গোচর হইল। ব্রাহ্মবিবাহ বিধিবদ্ধ করণোদ্দেশে কেশব বাবু গবর্ণর জেনেরল লর্ড লরেন্সের নিকট হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিয়াছিলেন, সেখানে কএক মাস অবস্থিতির পর বিবাহ বিধির পাণ্ডুলিপি ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের কাউন্সেলে উপস্থিত করিয়া কিয়দ্দিবসান্তে সকলে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

বহু দিনের নির্জীব শুষ্ক উপাসনার পর ভক্তির সাধন আবিষ্কৃত হইলে সাধারণতঃ সরল হৃদয় ধর্ম্ম পিপাসু ব্রাহ্ম মাত্রেরই নিজ নিজ জীবনের অসাড়তা ও সাংসারিকতা মনে হইয়া তাঁহাদের হৃদয়ে অতি বেগে শোক সিন্ধু উথলিয়া উঠিতে লাগিল। অনেকে প্রগাঢ় মোহ নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া জীবন শূন্য, চারিদিক্ অন্ধকারময় দর্শন করিতে লাগিলেন। এত দিন মতের ধর্ম্ম লইয়া কতকগুলি মৃত নিয়মের অধীনে অবস্থান করিতেন; যখন আত্মার গূঢ় স্থানে দৃষ্টি নিপতিত হইল তখন পূর্ব্বকার অহঙ্কার ধর্ম্মাভিমান চূর্ণ হইয়া গেল। পাপ স্মরণ পূর্ব্বক বিনীত ভাবে অতি দীনাত্মা হইয়া প্রকৃত পরিত্রাণের পথ অবলম্বনের জন্য তখন ব্যাকুল হইলেন। সে সময়কার অভাব অনুযায়ী যে সকল সংগীত নানা স্থানে প্রস্তুত হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে এই ভাব কিয়ৎ পরিমাণে এখনও হৃদয়ঙ্গম করা যায়। এই সকল সংগীত শ্রবণে অনুতাপিত হৃদয় এককালে উদ্বেলিত হইয়া উঠিত। তাদৃশ দরিদ্রাবস্থায় কেহ কেহ সভ্যতা লোকাচার বিস্মৃত হইয়া দীন ভাবে মনের দুঃখ প্রকাশ করিতেন। কেশব বাবু তখন যে

সকল প্রার্থনা ও বক্তৃতা করিতেন, সে সকল হৃদয়কে বিদ্ধ করিত, অতি কঠোর পাষাণময় চক্ষু হইতেও বারি ধারা নিপতিত হইত। এক দিন সেই ভক্তিপূর্ণ উপাসনা দর্শন করত তাঁহার মাতা গলদশ্রু লোচনে বলিয়াছিলেন,—কেশব! তুমি আমার উপায় কি করিলে? আমার ইচ্ছা হয় এই সকল ব্রাহ্মের পদধূলিতে লুণ্ঠিত হই। গ্রন্থ সুদীর্ঘ হইয়া যায় এ জন্য ভয় করি, নতুবা ঐ ধর্ম্মপরায়ণা পুণ্যবতী মহিলার বিষয়ে অনেক লিখিবার ছিল। ভক্তির ব্রাহ্মধর্ম্ম তাঁহার কোমল হৃদয়ে যে এক স্বর্গীয় ভাব মুদ্রিত করিয়াছে তাহা অনির্ব্বচনীয়। সে সময়কার উপাসনায় কোন কোন দিন ব্যক্তি বিশেষের মনে এত দূর পর্য্যন্ত শোক দুঃখ উপস্থিত হইত যে কেহ সে প্রবল বেগ সম্বরণ করিতে সক্ষম হইতেন না। এমন কি কেহ কেহ ভাবে উত্তেজিত হইয়া কত সময় তাঁহাদের আচার্য্যের পদ ধারণপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেন, এবং এ রূপ বাক্য বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিতেন যে সে সকল বাক্য ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কাহাকে সম্বোধন করার প্রথা জনসমাজে প্রচলিত নাই। তাঁহাদের আন্তরিক হৃদয়গত বিশ্বাস অন্য প্রকার থাকিলেও ঐ সকল বাহ্য ব্যবহারের সহিত অত্যন্ত ক্ষমাশীল দয়ালু এবং গভীর মহাসাগরের ন্যায় প্রশস্ত হৃদয় লোক ভিন্ন কেহ সহানুভূতি করিতে পারে না। বস্তুতঃ তাঁহাদের সেই

আন্তরিক ভাবের সমভাবী না হইয়া কেবল যদি বাহিরের অনুষ্ঠান দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে হয়, তাহা হইলে সে সকল ব্যক্তিকে অন্ধবিশ্বাসী কুসংস্কারী বলা অসম্ভব নহে। এই জন্য যাঁহারা উদার ভাবে বিচার না করিয়া আপনার রুচি ও ইচ্ছানুসারে বিচার করিলেন, তাঁহারা মহা বিরক্ত হইয়া কেশব বাবুকে ঈশ্বরের নামে আপনার পূজা প্রচারক বলিয়া তাঁহার সরলতায় অবিশ্বাস করিতে লাগিলেন; এবং ঐ সকল ব্যাকুলাত্মাদিগকে পৌত্তলিক, নরপূজক, লঘুচেতা, অপদার্থ লোক বলিয়া প্রতীত হইল। আশ্চর্য্য এই যে, যে ব্যাকুলতা দর্শনে সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেরই মনে দয়ার সঞ্চার হয়, তাহাতেই সমবিশ্বাসী ভ্রাতাদিগের মনে বিরক্তির ভাব উদ্দীপন করিল। এ সংসারে লোকেরা অন্ন বস্ত্র, সুখ সৌভাগ্যের জন্যই ক্রন্দন করিয়া থাকে, কিন্তু পাপ যাতনা অনুভব করিয়া সংসারাতীত স্বর্গীয় শান্তি বারি লাভের জন্য কাহারো ব্যাকুলতা দর্শন করিলে মনে পারমার্থিক ভাবের অভ্যুদয় হয় না ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। অধিকতর চমৎকার এই যে, ক্ষুধা তৃষ্ণা, রোগ শোকে কাতর হইয়া লোকের দ্বারে ক্রন্দন করিলে সকলের দয়া হয়, সঙ্কটাপন্ন রোগ হইতে মুক্ত হইয়া কত ব্যক্তি চিকিৎসকের পদ ধারণপূর্ব্বক হৃদয়ের উত্তেজিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, ধন মান যশ খ্যাতির জন্য কত ব্যক্তি আপনার স্বাধীনতাকে বিক্রয় করিয়া

অম্লান বদনে সম্পন্নদিগের পদ চুম্বন করিতেছে, সহস্র মিথ্যা তোষামদ বাক্যে প্রভুর মনোরঞ্জন করিয়া স্বার্থ সাধন করিয়া লইতেছে, কত লোক বিষয় রক্ষার জন্য ধনী সম্ভ্রান্তদিগকে ধর্ম্মাবতার বলিয়া দেববৎ সেবা করিতেছে; এ সকলেতে কাহারো মনে তত দূর ভাবান্তর উপস্থিত হইতে দেখা যায় না। কিন্তু ধর্ম্মের জন্য দীনতা স্বীকার করিয়া পরিত্রাণের পথের পরম বন্ধু আচার্যের চরণে প্রণত হইতে দেখিলে ক্রোধে শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠে। অথবা পৃথিবীর শিষ্য-বিত্তাপহারক গুরুদিগের ব্যবহার স্মরণ হইলে এ বিষয়ে ক্রোধ উদ্দীপ্ত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু সামান্য পার্থিব বিষয়ের জন্য যদি এত দূর ব্যাকুলতা ক্রন্দন সম্ভব হয়, তবে ধর্ম্মের জন্য, আত্মার মুক্তির জন্য লোকের সাহায্য লাভার্থে ব্যাকুল হওয়া কেনই না সম্ভব হইবে? ফলতঃ যে কঠিন অবস্থায় কেশব বাবু ও তাঁহার অনুতপ্ত শিষ্যগণ পতিত হইয়াছিলেন তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উভয়ের হৃদ্গত ভাব গ্রহণ করা অতি নিরপেক্ষ এবং ধৈর্য্যশীল মনেরই কার্য্য। বাহিরের লোকে ইহার বিপরীত অর্থ লইয়া আনন্দমনে কেশব বাবুর গ্লানি প্রচার করিবে তাহা কিছুই আশ্চর্য্য নয়, আশ্চর্য্য এই যে যাঁহারা বহু দিন হইতে একত্র থাকিয়া আপনাদের সহোদরসম সহযোগী ও আচার্য্যকে ভালরূপে জানিতেন, তাঁহারাও ইহার যথার্থ তাৎপর্য্য

হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হন নাই। অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসক হইয়াও যে ভাবের আতিশয্য বশতঃ আপনাকে আপনি সংযত করিতে না পারা প্রযুক্ত অবস্থানুসারে আচার্য্যের চরণ ধারণপূর্ব্বক কাতরতা প্রকাশ করিতে পারে, আপনার হীনতা দুর্ব্বলতা নিরাশা স্মরণ করিয়া সাধু ভ্রাতাকে তাহার জন্য প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিতে পারে, এমন একটি অবস্থা মনুষ্যের আছে তাহা কেহ বুঝিলেন না। ঐরূপ অবস্থাপন্ন হইলে দয়ার্দ্র সাধুহৃদয় আচার্য্যের পক্ষে সেই ব্যক্তির জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা যে ভাব রাজ্যের নিয়ম বিরুদ্ধ কার্য্য নহে এবং তদ্ভিন্ন যে অন্য কোন কঠোর উপায় তৎ তৎ কালে অবলম্বন করা মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব, তাহাও কেহ বুঝিলেন না। এ কার্য্য যুক্তি, জ্ঞান, সংস্কার ও সভ্যতার বিরুদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু উহা যে ব্যক্তিগত স্বভাবের নৈসর্গিক কার্য্য তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। হৃদয়ের এই সুকোমল ভাব সংসারের জ্ঞান গর্ব্বিত নির্দ্দয় পদাঘাতে বিদলিত হয়; উদার চেতা ভাবুকগণ সহজেই এ ভাব বুঝিতে পারেন, কেন না ইহা ভাব জগতের একটি গুরুতর সত্য।

যাঁহাদের নিকট কোন কোন ব্রাহ্মের ঐ রূপ ব্যবহার ঘৃণিত বলিয়া বোধ হইল, তাঁহারা তদ্বিষয়ে সূক্ষ্ম বিবেচনা না করিয়া এবং শান্ত ভাবে সে কার্য্যের উৎপত্তি কোথা

হইতে হইল তাহা চিন্তা না করিয়া, পৌত্তলিকতা কুসংস্কার বলিয়া তাহাকে সিদ্ধান্ত করিলেন। দেশের চির প্রথা ও অভ্যাস অনুসারে আচার্য্য কিম্বা উপদেষ্টার নিকট ধর্ম্মোন্নতির প্রত্যাশা করিয়া ব্যগ্রতার সহিত তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা সময় মতে ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে সম্ভব হয় কি না, হৃদয়ে এক মাত্র পরিত্রাতা ঈশ্বরেতে বিশ্বাস রাখিয়া ধার্ম্মিক বন্ধুকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করা এবং উত্তেজনার আধিক্য বশতঃ কখন সেই অনুতাপিত ব্যক্তির পক্ষে বিনয় ভক্তির প্রকাশ আতিশয্য দোষে দূষিত হওয়া সম্ভব কি না তাহা বিবেচনা না করিয়া তাঁহারা ব্যক্তি বিশেষের বাহ্য ক্রিয়া দর্শনে ও দুই এক জনের বাক্য শ্রবণে বিপরীত মীমাংসা করিয়া লইলেন। সময় অপেক্ষা না করিয়া সে কার্য্যকে একেবারেই নরপূজা পৌত্তলিকতা বলিয়া স্থির করা হইয়াছিল। যদিও কারণানুসন্ধিৎসু হইয়া এ বিষয়ের উপর তর্ক বিতর্ক করিলেন, কিন্তু অগ্রে সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া পরে অনুসন্ধান করিলে আপনার পূর্ব্বপোষিত মতই প্রায় শেষে দৃঢ়তর থাকে। জিজ্ঞাসুদিগের মন অগ্রেই ঐ সকল বাহ্য লক্ষণ সন্দর্শনে ভাবান্তরিত হইয়াছিল, সুতরাং প্রশ্ন ও উত্তরে অবিশ্বাস ও বিরক্তিই বর্দ্ধিত হইল। পরিষ্কার রূপে উত্তর প্রদান করিলেও তাহা সন্তোষকর হইত কি না বলা যায় না। কেন না ইতি পূর্ব্বেই

অন্যায় অনুষ্ঠানকারীদিগের প্রতি কতকটা অবিশ্বাস জন্মিয়াছিল। সে প্রকার বাহ্যাড়ম্বর-পূর্ণ বিনয় ভক্তি প্রকাশের অপব্যবহার যে নিতান্ত দূষণীয় এবং অচিরে তাহা যে শূন্যগর্ত্ত উন্মত্ততায় পরিণত হয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাহাতে যদিও বিশ্বাসগত কোন পৌত্তলিকতা কি কুসংস্কার না থাকুক, কিন্তু কার্য্যগত বাহ্যানুষ্ঠান আপনার সীমা অতিক্রম করাতে এই অন্দোলনটি উপস্থিত হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে কোন কোন ব্যক্তি এত দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, তাহা দেখিলে অধুনাতন সুশিক্ষিত যুবাদিগের মনে স্বভাবতঃই ঘৃণার ভাব উদয় হইতে পারে। উহাতে পারিণাম অনিষ্টের আশঙ্কা করা অসংগত নহে; যেহেতু কোন বিষয়েরই আতিশয্য হওয়া অন্যায়, বাহিরের অতিরিক্ত আড়ম্বর যতই সংযত করা যায় ততই অন্তরে প্রগাঢ় সারবত্তা সঞ্চিত হইতে থাকে। যাঁহারা বাহিরের উন্মত্ততার শেষ ফল না জানিয়া উচ্ছ্বসিত ভাবের স্রোতে আপনাদিগকে নিক্ষেপ করিতেন এবং হৃদয়ের গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে না পারিয়া অনেক অসংলগ্ন বাক্য বলিতেন, তাঁহাদিগের ভ্রম দূর করিবার জন্য যদি প্রকৃত সাধু উপায় অবলম্বন করা হইত, তাহা হইলে কাহাকেও আর এ কর্ম্মভোগ ভুগিতে হইত না; তাহা না হইয়া উভয় পক্ষই কিয়ৎ পরিমাণে ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া কঠোর হৃদয়, সংসারী,

অবিশ্বাসী; এবং পৌত্তলিক, নরপূজক, অপদার্থ, এই সকল কথা পরস্পরে বিনিময় করিলেন। প্রকৃত পক্ষে বিচার করিতে গেলে উভয় পক্ষই ইহাতে যথেষ্ট বালকত্ব চাঞ্চল্য ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। তথাপি অত্যন্ত গুরুতর ঘটনা বলিয়া ইহার আদ্যোপান্ত এ স্থলে বিবৃত হইতেছে। যে সকল হৃদয় বিদারক ব্যবহার এ উপলক্ষে দৃষ্ট হইয়াছে তাহা ইতিহাসের মধ্যের একটি প্রধান ঘটনা সন্দেহ নাই, কিন্তু যাহা লইয়া বিবাদ সে অতি সামান্য বিষয়; আপনা হইতেই সে অনুষ্ঠান বিলুপ্ত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। আপাততঃ স্থূল দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিলে যেরূপ গুরুতর বোধ হয়, এবং শেষ ফল যেরূপ দাঁড়াইয়াছিল মূল কারণ সে রূপ কখনই নহে। যেহেতু কেশব বাবুর কোন কোন শিষ্য আপনাদের চঞ্চলতা বশতঃ তাঁহাকে যেরূপ বিপদের অবস্থায় ফেলিয়াছিলেন তাহা স্থায়ী বিশ্বাসের কার্য্য কখনই নহে। অল্পকালের পরেই দেখা গেল যে সে সমস্ত অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। অবশ্য তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই কেশব বাবুকে গুরুর ন্যায় যথোচিত শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া থাকেন, হৃদয়ের সহিত তাঁহাকে প্রীতি করেন; কিন্তু ইহা দেখা গিয়াছে যে কেশব বাবুর দৃষ্টান্ত এবং সদুপদেশ অনুসারে অতি অল্প ব্যক্তিই কার্য্য করিয়া থাকেন; এমন কি

তাঁহার বিপরীত কার্য্য করিতেও কুণ্ঠিত হন না। যাঁহারা অতি আড়ম্বরের সহিত তাঁহাকে শীরোধার্য্য করিয়াছিলেন, তাঁহার আশ্রয় ভিন্ন পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে না বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, পদতলে পড়িয়া তাঁহাকে মহা বিপদগ্রস্ত এবং সমূহ কুণ্ঠিত করিতেন, শেষে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কেশব বাবুর কোন অলৌকিক ক্ষমতা নাই, তিনি আশ্চর্য্য ক্রিয়া দেখাইতে পারেন না এই বলিয়া তাঁহাকে ঘৃণা করত অকর্ম্মণ্য প্রতারক বলিয়া ঘোষণা করিলেন তাহাও দেখা গেল। অনেকের একটি ভ্রমমূলক সংস্কার আছে যে কেশব বাবুর অনুগত শিষ্যগণের স্বাধীন মত নাই, তিনি যাহা বলেন আর সকলে তাহাই করে, কিন্তু এ কথা ঠিক্ নয়; প্রত্যুত তাহার বিপরীতই নয়নগোচর হইয়া থাকে। তিনি নিজের সম্বন্ধে এত দূর স্বাধীনতা সকলকে দেন যে তাহাতে সময়ে সময়ে অনেক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। বর্ত্তমান আন্দোলন সেই স্বাধীনতা দানের ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। নতুবা তিনি যদি কঠোর রূপে ভৎর্সনা কিম্বা শারীরিক বল প্রয়োগ দ্বারা ঐ সকল অনুগত ব্যক্তিকে নিরস্ত করিতে যাইতেন, তাহা হইলে আপত্তিকারীদিগকে কতকটা সন্তুষ্ট করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। তিনি ব্রাহ্মসমাজে আগমন করিয়া বহুবিধ বিচিত্র প্রকৃতির লোকের সহিত ব্যবহার

করত অনেক শিক্ষা লাভ করিয়া এইরূপ বলিয়াছেন যে, যাঁহারা এক সময় অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে মস্তকে ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারাই আবার সময়ে পদতলে বিদলিত করিয়াছেন। সে সময় ভক্তির অনেক অপব্যবহার নয়ন-গোচর হইয়াছে; কেন না অহংকার ও সাম্প্রদায়িকতা বিনয় ও ভক্তির বেশ ধারণ করিয়া অনেকের হৃদয়কে অধিকার করিয়াছিল। কেশব বাবুকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া কেহ কেহ অন্যান্য ভ্রাতার নিকট আবার অবিনীত ও অনুদার হইয়াছেন, ফলতঃ ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে বিনয় একটি অস্বাভাবিক রূপ ধারণ করিয়াছিল। কেশব বাবু এ সম্বন্ধে নিজে নির্দ্দোষী হইয়াও কএক জন শিষ্য কর্ত্তৃক লোকসমাজে অতিশয় নিন্দানীয় হইয়াছিলেন। অপরের কৃত দোষ শেষে তাঁহারই মস্তকে আসিয়া পতিত হইল। উদারতার ত্রুটি বশতঃ অবশেষে গৃহের মধ্যে ঘৃণা বিদ্বেষ ভ্রাতৃ বিরোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এ রূপ সুহৃদ্‌বিচ্ছেদের বিস্তারিত বিবরণ লিখিতে উৎসাহ হয় না, তবে এ আন্দোলনের স্রোতঃ নাকি বহু দূর পর্য্যন্ত চলিয়াছিল এই নিমিত্তে বিস্তারিত রূপে কিছু লিখিত হইতেছে।

অল্প বিশ্বাসীদিগের ধর্ম্মবল পরীক্ষার জন্য ঈশ্বর কখন কি উপলক্ষ আনিয়া দেন তাহা মনুষ্য বুদ্ধির অগোচর। ১৭৯০ শকের কার্ত্তিক মাসে যাই এই

ব্যাপার দুই জন প্রচারক প্রকাশ্য পত্রিকায় প্রচার করিয়া দিলেন, অমনি ব্রাহ্মজগতের মধ্যে কোথা হইতে যেন এক প্রবল বাত্যা সমুত্থিত হইয়া নব কুসুমিত সুকোমল ভক্তি কলিকাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিল; তাহার ভীষণ বেগে কত জনার বিশ্বাসের ভিত্তিমূল বিকম্পিত হইল, অন্তরশূন্য বাহ্যাড়ম্বর-প্রিয় ব্রাহ্মগণ ক্রমে লুক্কায়িত হইতে লাগিলেন। যাঁহারা ঐ সমস্ত আড়ম্বরের মধ্যে প্রমত্ত থাকিয়াও অকাল্পনিক বিশ্বাসকে ধরিয়াছিলেন, এবং যাঁহাদের মনের মধ্যে কোন প্রকার খল কপটতা ছিল না, উক্ত ভয়ঙ্কর ঝটিকা দর্শনে সেই ধীর বুদ্ধিমান্ ব্রাহ্মেরা আপনাদের ভক্তিগৃহকে সুদৃঢ় করিলেন। যাই "ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউসে" প্রচারক দ্বয়ের স্বাক্ষরিত পত্র বাহির হইল, অমনি সপ্তাহ কাল মধ্যে বন্য অগ্নির ন্যায় পত্রিকা হইতে পত্রিকান্তরে তাহা প্রকাশিত হইয়া চারিদিক্ পরিব্যাপ্ত হইল; শেষে মহা সমুদ্র পার হইয়া ইংলণ্ড এমেরিকা পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিল। এমনি হইল যে সংবাদ পত্রে কেশব বাবুর নিন্দা গ্লানি আর ধরে না। ব্রাহ্মসমাজের চিরবিদ্বেষীগণ নানা প্রকার অলঙ্কার দিয়া সেই সংবাদ মুদ্রিত করিতে লাগিলেন, যিনি কখন ব্রাহ্মসমাজের নামও শ্রবণ করেন নাই, তিনিও বলিতে লাগিলেন কেশব বাবুর দ্বারা সর্ব্বনাশ হইল। ডেলি-

নিউসের প্রচারিত পত্র খানি এরূপ অপরিষ্কৃত রূপে জটিল ভাবে লিখিত হইয়াছিল যে তাহাতে বাস্তবিক ঘটনার প্রকৃত বৃত্তান্ত হৃদয়ঙ্গম করিবার কাহারো সাধ্য ছিল না। উহা দর্শন মাত্রেই স্থির হইল যে কেশব বাবু ধূর্ত্ত প্রতারক, ধর্ম্মের নামে আপনার পূজা প্রচার করিতেছেন, তিনি অবতার হইয়া মূর্খ লোকদিগকে পদানত করিতেছেন। যেখানে সেখানে এই কথাই প্রচার হইল। প্রায় এমন কোন সংবাদ পত্র ছিল না যাহা কেশব বাবুর অপবাদ করিতে ক্ষান্ত ছিল। নিন্দা গ্লানির অভিধান নিঃশেষিত হইয়াছিল। ইংরাজি বাঙ্গালা সংবাদ পত্রে, পত্রের উপর পত্র, তার উপর পত্র, বিশ্বস্ত গোপনীয় পত্র প্রকাশিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজকে এককালে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। একজন প্রচারক অবিলম্বেই রণে ভঙ্গ দিয়াছিলেন, কিন্তু অপর জনের উৎসাহ ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কতকগুলি ব্রাহ্ম তাঁহাদের উৎসাহ অনলে আহুতি দিতে লাগিলেন। গোপনীয় পত্র নানা স্থানের ব্রাহ্মসমাজে প্রেরিত হইয়া সকলের মনকে একেবারে আন্দোলিত করিতে লাগিল। কোন উত্তর নাই, সকলে অবাক্ হইলেন। কেশব বাবুর পরমাত্মীয় শিষ্য এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক দুই জন আপনাদের নাম স্বাক্ষর করিয়া পত্র লিখিয়াছেন, কেই বা তাহা অবিশ্বাস করিবে? বিনা বাধায় সেই নিন্দা দুর্নামের স্রোতঃ

দেশ দেশান্তরে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। খৃষ্টীয়ান, হিন্দু এবং পুরাতন ব্রাহ্মসমাজ মহা আনন্দে পুলকিত হইয়া আশা করিতে লাগিলেন এই বার কেশব বাবুর ভরা ডুবিল, উন্নতিশীল ব্রাহ্মেরা এই বার উচ্ছন্ন গেল, ঘঁরে ঘরে বিবাদ করিয়া হতভাগ্যেরা এবার বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। শত্রুমণ্ডলীর মধ্যে জয়ধ্বনি পড়িয়া গেল, কতই আনন্দ কোলাহল হাস্য পরিহাস। প্রকৃত ঘট-নাকে শাখা প্রশাখায় সজ্জিত করিয়া কত বিধরূপে লোকেরা আপনাদের চির সঞ্চিত কামনা চরিতার্থ করিতে লাগিলেন তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। সকলেই খড়্গহস্ত হইয়া ভয়ানক রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করিলেন, কাহাকেই বা ক্ষান্ত করা যাইতে পারে? আপনাদের লোকের বাক্য বাণেই অস্থির, অন্যেরই বা অপরাধ কি? অন্যান্য অপবাদের পর এক্ষণে ব্রাহ্মেরা নরপূজা রূপ মহাদোষে দোষী হইলেন।

সিমলা পর্ব্বত হইতে প্রত্যাগমন করিয়া কেশব বাবু যখন মুঙ্গের নগরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময় এই বজ্রাঘাত সদৃশ সংবাদটি তথায় গিয়া পহুঁছিল। যিনি সংসারের গভীর নির্যাতন সহ্য করিয়া অনাথ দীন দুঃখী কএক জন ভ্রাতার সহিত পিতার সেবা করত সুখে কাল-যাপন করেন, হায়! তাঁহার পক্ষে ইহা কি নিদারুণ সংবাদ। যাঁহাদিগকে সহোদর হইতেও আত্মীয় জ্ঞান

করত হৃদয় মধ্যে স্থান দিয়া প্রগাঢ় কৃতজ্ঞতার সহিত প্রেম করিতেন, তাঁহাদের কর্ত্তৃক এই কার্য্য হইল ইহা কি অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক! ধর্ম্মসাধনের জন্য সকল কষ্টই বহন করিতে হয়, হৃদয়ের বন্ধুদিগের বিচ্ছেদানলেও সময়ে সময়ে দগ্ধ হইতে হয়, কি করিবেন প্রচারক দ্বয়কে তৎক্ষণাৎ এই পত্র খানি লিখিয়া তাঁহাদের প্রতি মঙ্গল কামনা জানাইলেন।

মুঙ্গের,
১৪ই কার্ত্তিক, ১৭৯০ শকঃ।

প্রিয় বিজয়কৃষ্ণ ও যদুনাথ,

সত্যের জয় হইবেই হইবে, সে জন্য ভাবিত হইও না; ঈশ্বর তাঁহার মঙ্গলময় ধর্ম্মরাজ্য স্বয়ং রক্ষা করিবেন। তোমাদের নিকট কেবল এই বিনীত প্রার্থনা যেন বর্ত্তমান আন্দোলনে তোমাদের হৃদয় দয়াময়ের চরণে স্থির থাকে, এবং কিছুতেই বিচলিত না হয়। অনেক দিন হইতে আমার হৃদয়ের সঙ্গে তোমরা গ্রথিত হইয়া রহিয়াছ, তোমাদের যেন কিছুতে অমঙ্গল না হয় এই আমার আন্তরিক ইচ্ছা। অনেক দিন হইতে আমি তোমাদের সেবা করিয়াছি; এখন আমাকে অতিক্রম করিয়া যাহা বলিতে চাও বল, যেরূপ ব্যবহার করিতে চাও কর; কিন্তু দেখ যেন আমার দয়াময় পিতাকে ভুলিও না। এ আন্দোলন সম্বন্ধে আমার যাহা বলিবার তাহা তিনি জানেন।

তিনি তাঁহার সত্য রক্ষা করিবেন, এই বিশ্বাস আমার প্রাণ। তাঁহার চরণে তাঁহার মধুময় নামে আমার হৃদয় শান্তি লাভ করুক।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

তদনন্তর উপাসনা কালে অপরাপর ভ্রাতাদিগের নিকট হৃদয়ের দুঃখ যন্ত্রণা প্রকাশ করিয়া কত বিলাপ করিলেন, আপনার পাপ দুর্ব্বলতা উল্লেখ করিয়া অনুতাপিত অন্তঃ-করণে ভ্রাতাদিগের চরণ সেবার জন্য তাঁহার জীবন; প্রভুত্ব নহে, ভৃত্যত্ব করা তাঁহার ধর্ম্ম; অশ্রুপূর্ণ লো-চনে এ সকল হৃদ্গত ভাব ব্যক্ত করিলেন। সেই আক্ষে-পোক্তি ও ক্রন্দনে পাষাণ বিদীর্ণ হইল, কিন্তু তাঁহার বিনয় বাক্য সকল লোকে অন্য প্রকার অর্থ করিয়া লইল। কি কঠোর! আপনার হৃদয়ের ভ্রাতাদিগের বিষাক্ত বাক্য-বাণে তাঁহার হৃদয় ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল। অতি ঘৃণিত জঘন্য প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে প্রাণ এককালে অস্থির হইল। তদনন্তর কলিকাতায় আসিয়া পরীক্ষার প্রজ্বলতি অনল কুণ্ডে প্রবেশ করিলেন। এখানেও বক্তৃতা ও প্রার্থ-নায় আপনার সরল ভাব সকল ব্যক্ত করিয়া ভ্রাতাদিগের সংশয় দূর করিতে চেষ্টা করিলেন, ভগ্ন হৃদয়ে শোকার্ত্ত ভাবে আপনার জীবনের পাপ দুর্ব্বলতার কথা বলিলেন, সহস্র উপায় দ্বারা বিবাদ ভঞ্জন করিতে যত্ন পাইলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না; বরং আরও অবিশ্বাস সং-

শয় বাড়িতে লাগিল। তিনি যতই হৃদয় দ্বার খুলিয়া মনের দুঃখ প্রকাশ করেন, তস্করের ক্রন্দনের ন্যায় তাহা কৃত্রিম বলিয়া লোকের প্রতীত হয়। কি করিবেন, আপনার দোষ আপনি স্খলন করিবার জন্য একজন চির নির্দ্দোষী অপ্রগল্‌ভ চিত্ত ব্যক্তি আর কি করিতে পারেন? জুড়াইবার স্থান আর কোথাও রহিল না। এমন ভয়ানক অবস্থায় পতিত হইয়া জীবন ধারণ করা, বিশ্বাসকে স্থির রাখা কি কঠিন কর্ম্ম! এই মাত্র তাঁহার হৃদয়ের সান্ত্বনা ছিল যে, তিনি সরল ভাবে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিতে পারিতেন অন্তর্যামী ঈশ্বরের নিকট এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী আছেন। কেশব বাবুর সেই অপবাদটি লোকের এত দূর প্রিয় ও আনন্দজনক হইয়াছিল যে যে দুই জনের দ্বারা প্রথমে এ সংবাদ জগতে প্রচারিত হয়, তাঁহারা এক্ষণে যদি প্রতি দ্বারে দ্বারে গিয়া ঘোষণা করেন যে কেশব বাবুর নিজের কোন দোষ নাই আমাদের ভ্রম হইয়াছিল, তাহা হইলেও লোকের সে কথায় বিশ্বাস করিতে মহা কষ্ট বোধ হয়। এ সমস্ত অবলোকন করিয়া তিনি প্রশান্ত মনে আশায় বুক বাঁধিয়া আপনার কার্য্য পূর্ব্ববৎ সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। ক্রমে সরল জিজ্ঞাসুদিগের সংশয় ভঞ্জন হইয়া গেল, যাঁহারা বুঝিতে চাহিলেন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন। ক্রমে ক্রমে সেই ঘোর অন্ধকার, বিষম ঘটিকা তিরোহিত হইলে পুনরায় মঙ্গলের উজ্জ্বল আভা

আশা উদ্যম, বিশ্বাস ভক্তিকে জীবিত করিল। অনেক নূতন লোকও এই সময়ে যোগ দিয়া এক দিকের ক্ষতি পূর্ণ করিলেন। যাঁহারা কেশব বাবুর অমঙ্গল চিন্তা করিয়া অনেক আশা করিয়াছিলেন তাঁহাদের আবার ইহাঁতে বড় কষ্ট হইতে লাগিল। কি করিবেন, তথাচ সেই প্রিয় বিবাদটিকে রক্ষা করিবার জন্য যথা সাধ্য বক্তৃতা, সংবাদ পত্রে, দুই এক খণ্ড ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকে, প্রার্থনায় পর্য্যন্ত অন্তরের গরল উদ্গীরণ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে বিষে কেবল তাঁহাদেরই জীবন বিষাক্ত হইল। অতঃপর সেই তরঙ্গায়িত বিপদ সাগর শান্ত ভাব ধারণ করিলে কিছু দিনান্তে এক জন প্রচারক স্বীয় মহত্ত্ব ও সরলতা গুণে আপনার ভ্রম সংশোধন করিলেন, এবং কেশব বাবুর এক খানি পত্র প্রকাশিত হইল, তাহাতে ক্রমে ব্রাহ্ম-সমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সরল ব্যক্তিদিগের সংশয় বিদূরিত হয়।

এই ঘটনায় উভয় পক্ষের দোষ গুণ আমরা যত দূর নিরপেক্ষ অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছি তাহা বিশেষ করিয়া এ স্থলে বিবৃত হইতেছে। বস্তুতঃ ইহাতে দুই পক্ষের কিছু কিছু ত্রুটি দুর্ব্বলতা আমরা দেখিতে পাই। প্রচারক দুই জন যে কেবল বাহিরের ঐরূপ গুরু ভক্তির আড়ম্বর মাত্র দেখিয়া অসাধু ভাবে আপনাদের পরম আত্মীয় সুহৃদ্‌গণের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন এবং ত-

দ্বারা তাঁহাদিগকে নির্যাতন করা কিম্বা লোকসমাজে অপদস্থ করাই এক মাত্র তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল, তাহা কখনই স্বীকার করিতে পারা যায় না। কেন না ঐ দুই জন অতি পবিত্র চরিত্র ব্রাহ্ম, তাঁহারাও ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির জন্য অনেক ত্যাগস্বীকার ও যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মে কোন প্রকার কলঙ্ক দেখিলে যথার্থই তাঁহাদের হৃদয় ব্যথিত হইতে পারে। নরপূজা এবং পৌত্তলিকতার কোন সুস্পষ্ট কারণ তাঁহারা ব্যক্তি বিশেষে সন্দর্শন করিয়াই তদ্রূপ আশঙ্কা করিয়াছিলেন। মুঙ্গের নগরে এ বিষয়ে অনেক আন্দোলন হয়। অথবা সমুদায় বিবাদের উৎপত্তি স্থানই ইঁহাকে বলা যাইতে পারে। এক জন ব্রাহ্ম তর্ক করিতে করিতে উক্ত প্রচারকের এক জনকে এ প্রকার কোন কথা বলিয়াছিলেন যাহাতে কেশব বাবুকে মধ্যস্থের ন্যায় তিনি যেন বিশ্বাস করেন এরূপ প্রকাশ পাইয়াছিল। কার্য্যতঃ তিনি কেশব বাবুকে সে ভাবে দেখিতেন কি না তাহাতে সন্দেহ আছে; কিন্তু তর্কের সময় আপনার মত অনুষ্ঠান সমর্থনের জন্যই হউক, অথবা জিগীষা বশতঃই হউক স্পষ্টরূপে ঐ রূপ ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার এই কথায় এবং অন্যান্য কএক জন ব্রাহ্মের বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ ভক্তি প্রকাশ দেখিয়া আপত্তিকারীদিগের সন্দেহ ক্রমে বদ্ধমূল হয়। আর এক জন প্রচারক কেশব বাবুর সঙ্গে সিমলা পর্ব্বতে ছিলেন, অনেকানেক পত্রে অসংগত

ভাষা প্রয়োগ এবং ভক্তি প্রকাশের নানাবিধ বিশেষণ শব্দ পাঠ করিয়া তাঁহারও মনে অবিশ্বাস হইয়াছিল। প্রচারক দ্বয় ব্যতীত আরও কতকগুলি নিরপেক্ষ সরল-হৃদয় ব্রাহ্ম বিদেশে থাকিয়া এ সমস্ত ব্যাপার পরস্পরের মুখে শ্রবণ করত অনিষ্ট গণনা করিয়াছিলেন। ফলতঃ বাহ্য লক্ষণ যেরূপ প্রকাশ হইয়াছিল তাহা দর্শনে কতকটা সন্দেহ হওয়া অসম্ভব বোধ হয় না। তবে তাহাতে এক-কালে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাদৃশ অসদুপায় অবলম্বন করাতে এবং সাধারণ ভাবে নর-পূজা বলিয়া উহাকে ঘোষণা করাতে নিতান্ত ঔদ্ধত্য ও অধীরতা প্রকাশ পাই-য়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আর একটি কারণ এই যে, যাঁহারা কেশব বাবুকে ঐ রূপে ভক্তি করিতেন এবং ধর্ম্মসাধনের বিশেষ বিশেষ বাহ্য অনুষ্ঠান অবলম্বন করিতেন, অন্যে সেরূপ না করিলে তাঁহাদের প্রতি কিছু অনুদার ব্যবহার হইত, জিজ্ঞাসা করিলে কেহ তাঁহাদিগকে সে বিষয় ভাল করিয়া বুঝাইয়াও দিতেন না; এবং ভালরূপে প্রসন্ন মনে তাঁহাদের সহিত বাক্যালাপ কি সহবাসও বড় হইত না। যাঁহাদিগের সাধন ভজনের উপায় অন্যবিধ ছিল, এবং পরমোপকারী আচার্য্য কেশব বাবুর প্রতিও আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল, তাঁহাদিগের স্বাধীন মতকে যথোচিত শ্রদ্ধা করা হইত না। এমন কি এই ভাব হইতে "বৌদ্ধব্রাহ্ম" ও "ভক্ত ব্রাহ্ম" দুই পৃথক্ নাম

পর্য্যন্ত সৃষ্ট হইল। অধিকন্তু সেই সময় নূতন এমন কতক গুলি লোক সমাজে আসিয়াছিলেন যাঁহারা অত্যন্ত বাহ্যাড়ম্বর করিতেন, অথচ তাঁহাদের ভিতরে গোলযোগ ছিল। তখন অনেক অসংগত কল্পনা ও স্বপ্নের কথাও শ্রুত হওয়া গিয়াছে। অন্ধ উৎসাহে পরিচালিত ও ছদ্মবেশী জন কতক লোকের দ্বারাও কেশব বাবুকে অনেক যন্ত্রণা পাইতে হইয়াছে। তিনি তাঁহাদের সাময়িক সাধুভাব ও ভক্তি বিনয় দেখিয়া প্রতারিত হইয়াছিলেন। সেই সকল ব্যক্তি অনেক আড়ম্বর করিয়া এখন তাঁহাকে নিন্দা করিয়া থাকে। এই সকল নানা কারণে কতকগুলি ব্রাহ্ম বিপক্ষ হইয়া উঠিলেন। সকলেই অপরিপক্ক-মতি যুবা, সুতরাং ক্রমে পরস্পরের প্রতি স্নেহ ভ্রাতৃভাব হ্রাস হইতে লাগিল। কিন্তু যুবা কি অপরিপক্ক-মতি বলিয়া তাঁহারা দুষ্ট বালকের ন্যায় কেহই ক্ষমার পাত্র নহেন। এই প্রবল উত্তেজনার সময় প্রচারক দ্বয় আর সময় অপেক্ষা না করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের নরপূজা দোষ স্খলন উদ্দেশে ভ্রাতাদিগের বিরুদ্ধ ব্যবহার সংবাদ পত্রে প্রচার করিয়া দেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধুতার সহিত যোগ থাকিলেও উপস্থিত দোষ সংশোধন বিষয়ে যে উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল তাহা অতি নিকৃষ্ট। যে পরিমাণে অসদুপায় অবলম্বিত হয় সেই পরিমাণে মুখ্য উদ্দেশ্যকে কলঙ্কিত করে। ভ্রাতাদিগকে নির্যাতন করিবার ইচ্ছা

না থাকিলেও কার্য্য ফল তাহাই শেষে দাঁড়াইয়াছিল। সেরূপ অস্থিরতার সময় প্রকাশ্য পত্রের সাহায্যে প্রিয়-তম বন্ধুদিগের দোষ সংশোধন করিতে প্রবৃত্ত হওয়াতে স্বভাবতঃই আংশিক রূপে নিকৃষ্ট ভাব তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং মানব স্বভাব সুলভ সেই অসাধু ভাব পাঁচ জনের উৎসাহে ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া মূল উদ্দেশ্যকে বিকৃত করিল। যাঁহাদের বিরুদ্ধে দোষ ঘোষিত হয় ন্যায়ের ও ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণের অনুরোধে তাঁহারাও ঔদার্য্য ও ক্ষমাগুণে তাহা সহ্য করিতে পারেন নাই, সুতরাং শেষে উভয় পক্ষেরই ত্রুটি ইহাতে দৃষ্ট হইয়াছে।

সহস্র প্রকার অকল্যাণ সুহৃদ্ভেদ হইলেও তৎকালে যে ভক্তির স্রোতটি ব্রাহ্মসমাজকে প্লাবিত করে তাহাকে স্বর্গের দান ভিন্ন আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। কেবল তাহার যথার্থ ব্যবহার না হওয়াতেই কিয়ৎপরিমাণে বিকৃত হইয়াছিল। যাঁহারা কেশব বাবুকে বিশেষ ভক্তি করিতেন এবং উন্মত্ত হইয়া আশা ও অনুতাপের সহিত ধর্ম্ম সাধন করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে দুই একজন ভিন্ন সকলেরই সে সময়কার অনুষ্ঠান অপৌত্তলিক এবং আন্ত-রিক কৃতজ্ঞতার নিদর্শন বলিয়া প্রতীত হয়; কেবল ভক্তির প্রথম উচ্ছ্বাসকে সংযত করিতে না পারায় আতিশয্য দোষে তাহা দূষিত হইয়াছিল। যে দুই এক জনার এ সম্বন্ধে মূলগত ভ্রমাত্মক বিশ্বাস ছিল তাঁহারা ব্রাহ্মসমা-

জের নিকট অল্প দিন পরেই বিদায় লইয়াছেন। যাঁহাদের বিশ্বাসগত কোন কুসংস্কার ছিল না,' সময়ের ও অবস্থানুসারে কার্য্যের আড়ম্বর ছিল, তাঁহাদের হৃদয় ক্রমশঃ স্থির হ্রদের ন্যায় প্রশান্ত হইয়া সত্যের পথে, পরিত্রাণের পথে অগ্রসর হইতেছে। এই ঘটনাতে কেশব বাবু যে কঠিন অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন তাহার সহিত সমহৃদয়তা প্রকাশ করিতে অতি অল্প লোকেই পারিতেন। বাহিরে নিরাপদে দণ্ডায়মান থাকিয়া অনায়াসেই বলা যাইতে পারে কেশব বাবু কেন তাহা নিবারণ করিলেন না? তাদৃশ অবস্থাপন্ন অনুগত দুঃখী ভ্রাতাদিগকে সে কার্য্য হইতে সহসা প্রতিনিবৃত্ত করা কতদূর সহজ কার্য্য তাহা কেবল কেশব বাবুর ন্যায় অবস্থাপন্ন লোকেই বলিতে পারেন। তিনি নিজে জানিতেন আপনি এ সম্বন্ধে নিরপরাধী এবং তাঁহার অনুগত শিষ্যদিগকেও বিশ্বাস করিতেন তাঁহারা কখন অন্ধ বিশ্বাসী পৌত্তলিক নহেন, সেই জন্য কোন অনিষ্টাশঙ্কা করেন নাই। এত দিন পরে আবার সেই পুরাতন মত পুরাতন ব্রাহ্মদিগকে কেমন করিয়াই বা বলিবেন যে ব্রাহ্মধর্ম্মে মধ্যস্থ নাই, মনুষ্যের সহিত ঈশ্বরের অব্যবহিত সম্বন্ধ? যে ব্রাহ্মধর্ম্ম তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর সম্পত্তি, যাহার বিশুদ্ধতা সংরক্ষা করিয়া জগতে প্রচার করা তাঁহার জীবনের এক মাত্র প্রিয়তম লক্ষ্য, বিশ বৎসর

বয়ঃক্রমের সময় হইতে হৃদয়ের শোণিত দিয়া সহস্র অত্যাচার, বন্ধুবিচ্ছেদ, মর্ম্মভেদী গ্লানি অবমাননা মস্তকে বহনপূর্ব্বক প্রাণগত যত্নে যাহা পালন করিয়া আসিতেছেন; তিনি যে জন কতক দীন হীন শিষ্যের নিকট ঈশ্বরের প্রাপ্য ভক্তি গ্রহণ করিয়া সুখী হইতে পারেন না, সে ভাব চিন্তা করিলেও যাঁহার হৃৎকম্প হয়, এ কথা এক জন অতি সামান্য লোক, কেশব বাবুর পরম শত্রুকেও স্বীকার করিতে হইবে। ঐ সমস্ত দেখিয়া ভবিষ্যৎবাণীর ন্যায় তিনি পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন যে এই আড়ম্বরের পর কুসংস্কার, কল্পনা, স্বপ্ন প্রভৃতি অনেক দোষ ঘটিতে পারে। যাহা হউক মুঙ্গেরের সেই ব্যাপারে কত দুশ্চরিত্র সুরাপায়ী, কত কঠোর-হৃদয় সংসারের কীটাণু-কীটদিগের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব দেখা গিয়াছে। অভাবতঃ এক বৎসর কালও যে তাহারা দুষ্কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অনুতপ্ত হইয়াছিল ইহাতেই ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা মহীয়ান্ হইবে। সেই সকল কৃপাপাত্রেরা যখন অনুতাপের গ্লানিতে ব্যথিত হইয়া তাহাদের পরিত্রাণের পথ দর্শকের সাধুতার উপর বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক অতি কাতর ভাবে তাঁহাকে প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিত, যখন অন্যান্য পরিত্রাণার্থী ব্যাকুল-হৃদয় সাধকগণ হৃদয়ের শুষ্কতা অনুভব করিয়া শান্তি লাভের জন্য সেই পরম সুহৃদ্ আচার্য্যের সাহায্য প্রার্থনা করিতেন, তখন তিনি কেমন

করিয়া কঠোর উপদেশের আঘাতে তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারেন? সে অবস্থায় তাহাদের সহিত সংগ্রাম করাও তাদৃশ মহৎ প্রকৃতি দয়ার্দ্র চিত্ত ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব। এ বিষয়ে তাঁহার নিজের কথা আমরা জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহা এ স্থলে প্রকটিত হইতেছে। ঐ সকল অকল্যাণকর বাহ্যাড়ম্বরের প্রারম্ভেই কেন তিনি বিশেষ উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক নিবারণ করিলেন না? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়াছেন "আমি ক্রমাগত ব্রাহ্মসমাজে দেখিয়া আসিতেছি যে যে ভাব যখন প্রবল হয় তখন ঐ রূপ হইয়া থাকে, পরে আবার আপনি তাহা প্রকৃতিস্থ হয়। এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া আমি তত দূর অনিষ্টাশঙ্কা করি নাই। তথাপি আমার সঙ্গে কিরূপ সম্বন্ধ রাখিয়া চলিতে হইবে তাহা আমি বার বার বলিয়াছি, কিন্তু সেই প্রবল উন্মত্ততার সময় আমার সে কথা বিনয়ের কথা বলিয়া পরিগণিত হইত। যখন কেহ আমার পদ ধারণ করিয়া ঐ রূপ কাতরতার সহিত প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিতেন, তখন ভয়েতে আমার হৃৎকম্প হইত; ভাবিতাম কোন্ সময় কে কি করিয়া বসে। কোন কোন ঘটনাতে হাত দিয়া বাধাও দিয়াছি। এই আশঙ্কা করিতাম যে ইহার পর কল্পনা স্বপ্ন অনেকে দেখিবেন, তদ্ভিন্ন এত দূর হবে তাহা মনে করি নাই। যখন আমাকে সেই বিপদে পড়িতে

হইত, তখন কোন প্রকার উপদেশ কি শারীরিক বল প্রয়োগ করা অসম্ভব। যদি সেরূপ কিছু করিতাম, তাহা হইলে হয়ত আরও বিপদে পড়িতে হইত। সেই পরীক্ষার সময় আমার কত যে ভয় হইত তাহা বলিতে পারি না। আমার কোন কোন বিশেষ অনুগত ভ্রাতাদিগের প্রতি আশীর্ব্বাদ ও হৃদয়ের মঙ্গল ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়াছি বটে, কিন্তু তাহা সেই ভাবের পোষকতার জন্য নহে যে ভাবে কোন কোন ভ্রাতা আমাকে প্রণাম করিতেন এবং ব্যাকুলতার সহিত মনের বেদনা প্রকাশ করিতেন।" উক্ত আন্দোলনের বহু দিন পরে আমরা গোপনে এই ভাবের কথা তাঁহার মুখে শুনিয়াছি অবশ্য ঐ সকল শব্দ অধিকাংশ আমাদের। এ সম্বন্ধে বিজয় বাবুর ভ্রম সংশোধন পত্র, ঠাকুরদাস বাবুর প্রশ্ন ও কেশব বাবু কর্ত্তৃক তাহার উত্তর ক্রমণ্বয়ে এই স্থলে উদ্ধৃত করা গেল।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন—

ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রতি কএক জন ব্রাহ্ম ভ্রাতার ভক্তি প্রকাশে আতিশয্য দর্শনে ব্যথিত হইয়া তন্নিবারণের জন্য আমি বিগত আশ্বিন মাসে উহা সাধারণের গোচর করিয়াছিলাম। সেই সময় হইতে এই ব্যাপার লইয়া ব্রাহ্মমণ্ডলীর মধ্যে

মহা আন্দোলন চলিতেছে, এবং অনেক স্থলে উহাতে ভয়ানক বিবাদ বিসম্বাদ উৎপন্ন হইয়াছে। অনেকে উৎসাহপূর্ব্বক পরস্পরের গ্লানি প্রচার করিতেছেন এবং অনেক দুর্ব্বল চিত্ত ব্যক্তির অবিশ্বাস ও কুসংস্কার বৃদ্ধি হইতেছে। এ সমুদায় অনিষ্ট ফল দেখিয়া আমি যার পর নাই দুঃখিত হইয়াছি। আমিই অনেকটা এই আন্দোলনের মূল কারণ, এই জন্য আমার আরও বিশেষ দুঃখ হইতেছে; অতএব ইহার অনিষ্ট ফল নিবারণের জন্য আমার এ সময়ে চেষ্টা পাওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। আমার পূর্ব্বাবধি হৃদ্গত ভাব কি এবং আন্দোলন সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া আমি যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহা ব্রাহ্মমণ্ডলীর নিকট বিনীত ভাবে প্রকাশ করিতেছি। ঈশ্বর করুন যেন এই পত্র দ্বারা সকলের সন্দেহ বিবাদ দূর হয় এবং সকলের মধ্যে সত্য ও সদ্ভাবের বিস্তার হয়।

আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছিলাম, এখনও বলিতেছি যে, উল্লিখিত ভ্রাতারা যে প্রণালীতে ভক্তি প্রকাশ করেন তাহা আমার বিবেচনায় দূষণীয় ও অনিষ্টকর। কিন্তু এ রূপে ভক্তি প্রকাশ করা ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরুদ্ধ মত ও ভাব হইতে উৎপন্ন হয় কি না তাহা আমি পূর্ব্বে বিশেষ রূপে জানিতাম না। বাহ্যিক আড়ম্বরের অবশ্যই দূষিত মূল থাকিবে ইহা মনে করিয়া আমি আমার ভ্রাতাদিগকে

মনুষ্য উপাসনা দোষে দোষী সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম এবং এ সম্বন্ধে মুঙ্গের ও এলাহাবাদে যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলাম তাহার কেহই স্পষ্ট উত্তর না দেওয়াতে আমার উক্ত সংস্কার দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল। এক্ষণে আমার সে সংস্কার নাই। আমি অনুসন্ধান করিয়া এবং দেখিয়া স্থির করিয়াছি যে কেবল বাহ্যিক কার্য্য এবং শব্দে আতিশয্য দোষ আছে। তাঁহাদের মতে কোন দোষ নাই। যাঁহারা এই রূপ ব্যবহার করেন তাঁহাদের মধ্যে কেহই মনুষ্য উপাসনা করেন না, এবং ঈশ্বর, অথবা মুক্তিদাতা, অথবা পাপী ও ঈশ্বরের মধ্যবর্ত্তী জ্ঞানে কোন মানুষের নিকটে প্রার্থনা করেন না। কেশব বাবুর প্রতি তাঁহারা যেরূপ ব্যবহার করেন তাহা যতই অযৌক্তিক হউক না, তথাপি আমি কখনই এরূপ মনে করিতে পারি না যে তাঁহারা উক্ত মহাশয়কে ভক্ত পরিবারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং পরম উপকারী বন্ধু ভিন্ন অন্য কোন ভাবে দেখেন। এই রূপ বাহ্যিক ব্যবহার মনুষ্যের প্রতি যতই অল্প হয় ততই ভাল, কেন না তদ্দ্বারা অপরের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। অতএব আমি ভ্রাতাদিগকে বিনীত ভাবে অনুরোধ করি যে, তাঁহাদের নিজের মত যদিও বিশুদ্ধ, তাঁহারা দুর্ব্বল ভ্রাতাদিগের মঙ্গলের জন্য যেন ভক্তির এমন সকল বাহ্য লক্ষণ রহিত করেন যদ্দ্বারা ঐ সকল ব্যক্তিদিগের অপকার হইতে পারে।

কেবল মুঙ্গেরে খৃষ্ট সম্বন্ধে যে দুইটি সংগীত হইয়াছিল তাহা আমার বিবেচনায় ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরুদ্ধ। কিন্তু আমি শুনিলাম ব্রাহ্মসমাজে ঐ সংগীত গান করা হয় নাই, সুতরাং উহা লইয়া আন্দোলন করা অপ্রয়োজন।

ভক্তিভাজন কেশব বাবুর প্রতি আমি কখনই দোষারোপ করি নাই। অপর ভ্রাতারা তাঁহাকে সম্মানার্থ যেরূপ ব্যবহার করুন না কেন, তিনি তজ্জন্য দায়ী নহেন। তিনি সে রূপ সম্মানের অভিলাষী নহেন, তজ্জন্য কাহাকেও অনুরোধ করেন নাই, বরং ইহা যে তাঁহার অভিপ্রেত নহে তাহা অনেক বার বলিয়াছেন। তিনি স্পষ্টরূপে তৎকালে ঐ রূপ সম্মান প্রকাশে নিষেধ করেন নাই তাঁহার কেবল এই টুকু ত্রুটি আমি দেখিয়াছিলাম, এ তদ্ব্যতীত বর্ত্তমান আন্দোলনে তাঁহার অণুমাত্র অপরাধ নাই, ইহা আমি নিশ্চয় রূপে বলিতে পারি।

এক্ষণে আমার শ্রদ্ধাস্পদ ভ্রাতা যদুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছি যে তিনি আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া বর্ত্তমান আন্দোলন হইতে নিবৃত্ত হউন, তাঁহার আশঙ্কা করিবার আর কোন কারণ নাই, এখন নিরর্থক ভ্রাতাদিগের দোষ ঘোষণা করিলে পিতার নিকট অপরাধী হইতে হইবে। তাঁহারা যখন স্পষ্ট স্বীকার করিতেছেন ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও পূজা করেন না তখন তাঁহাদিগকে অবিশ্বাস করা অন্যায়। এত কাল

যাঁহাদের সংসর্গে থাকিয়া আমরা আত্মার উন্নতি সাধন করিয়াছি, তাঁহাদিগের সরল সত্য বাক্যে অবিশ্বাস করিয়া তাঁহাদিগকে নির্যাতন করা অকৃতজ্ঞতার কার্য্য সন্দেহ নাই। তাঁহারা ভক্তিভাজন কেশব বাবুকে যে প্রণালীতে সম্মান প্রদান করিয়া থাকেন, সেই প্রণালীতে তাঁহারা অন্যান্য শ্রদ্ধাভাজন ভ্রাতাকেও যথা পরিমাণে সম্মান করেন। ইহা দ্বারা তাঁহাদিগের মত সম্বন্ধে কোন বিরুদ্ধ ভাব দেখা যায় না; কারণ সাধু ভক্তদিগকে শ্রদ্ধা করা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ কার্য্য। অতএব আসুন পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় এক পরিবারে মিলিত হইয়া দয়াময় পিতার রাজ্যে শান্তি সংস্থাপন এবং বিস্তার-পূর্ব্বক পরস্পরে অমূল্য ভ্রাতৃ সৌহার্দ্দ সম্ভোগ করি। পরিশেষে সমুদায় ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগের নিকট আমার সানুনয় নিবেদন এই যে, তাঁহারা কেশব বাবুকে অকারণে এবং নিষ্ঠুর ভাবে আক্রমণ না করেন, এবং তাঁহার অনুগত শিষ্যদিগের প্রতি মনুষ্যোপাসনা দোষারোপ না করেন। আমার হৃদ্গত বিশ্বাসসূচক এই পত্র পাঠ করিয়া তাঁহারা সকল সংশয় দূর করুন। বর্ত্তমান গোলযোগে চতুর্দ্দিকে যে প্রকার ভয়ানক শুষ্কতার মহা-মারী উপস্থিত হইয়াছে তাহা দ্বারা যে কত ভ্রাতার সর্ব্বনাশ হইতেছে তাহা বলা যায় না। এক্ষণে বিশেষ উৎসাহের সহিত এই মহামারী নিবারণ এবং প্রকৃত

বিশ্বাস ও ভক্তি বিস্তারে যত্নশীল হইয়া আপনাদিগের এবং দেশস্থ ভ্রাতাদিগের মঙ্গল সাধন করুন।

১৫ই আষাঢ়, ১৭৯১ শক। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন

মহাশয় সমীপেষু

সম্মান পুরঃসর নিবেদন মিদং

ব্রাহ্মমণ্ডলী যে আপনাকে লইয়া ঘোরতর আন্দোলনে আন্দোলিত হইতেছেন মহাশয়ের তাহা অবিদিত নাই। কেহ বা আপনাকে কোপ দৃষ্টিতে অবলোকন করিতেছেন, কেহ বা দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইয়া বিষণ্ন বদনে আপনার দিকে চাহিয়া আছেন। আপনকার বিপক্ষ স্বপক্ষ উভ-য়েই উৎপীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। অনেক নিরপেক্ষ লোকেও কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছেন না। অনেকের এ রূপ সংস্কার জন্মিয়াছে যে, আপনার দ্বারাই নিষ্কলঙ্ক ব্রাহ্মসমাজ কলঙ্কিত হইল, আপনার দ্বারাই ব্রাহ্মসমাজে নরপূজা প্রবেশ করিল, আপনার দ্বারাই অনেক ব্রাহ্ম খৃষ্টান হইয়া গেল, এবং ব্রাহ্মমণ্ডলী নেড়া নেড়ীর দল হইয়া উঠিল, আপনার দ্বারা ব্রাহ্ম-সমাজের যে রূপ উন্নতি হইতেছিল, সেই রূপ দুর্গতিও হইল। প্রায় বৎসরাবধি এই আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছে, ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া উঠিতেছে। আপ-

নার মৌনাবলম্বনই ইহার প্রধানতম কারণ। অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছেন যে, আপনকার বিরুদ্ধে যে সমস্ত বলা হইতেছে সকলই সত্য, নতুবা আপনি নিরুত্তর হইয়া রহিয়াছেন কেন? সত্য বটে উপাসনা কালে ঈশ্বর সমীপে সময়ে সময়ে আপনি মনের দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু সেটী কয় জন ব্রাহ্ম শুনিতে পান। সাধারণ সমীপে এতাবৎকাল আপনি কিছুই বলেন নাই। ইহাতে যে সাধারণের আপনার প্রতি কুসংস্কার বদ্ধমূল হইবে, তাহা বিচিত্র নহে। যদি বলেন যে, এই সমস্ত হৃদয়ভেদী বাক্যের আমি কি উত্তর দিব, অন্তর্যামী ঈশ্বরত আমার মনের ভাব সকলই জানেন, লোকাপবাদে আমার ক্ষতি কি? সে কথা বলিলে চলিবে না। আপনি যে কিরূপ মহৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা কি আপনি জানেন না? সকল ব্রাহ্মের চক্ষুঃ যে আপনার উপরে পড়িয়াছে, ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি দুর্গতি অধিক পরিমাণে যে আপনার মতের উপর নির্ভর করিতেছে। এরূপ যদি না হইত তবে এ আন্দোলন উপস্থিত হইত না। অতএব এই কয়েকটী প্রশ্নের উত্তর দানে উদ্বিগ্ন ব্রাহ্মমণ্ডলীকে সুস্থির করিবেন। এতৎসম্বন্ধে যদি আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক বলিবেন। ইহা নিশ্চয় জানি যে এই পত্র লিখিয়া আমি আপনার হৃদয়ে আঘাত করিলাম, আপনাকে কাঁদাইয়া ছাড়িলাম।

কিন্তু কি করি উপায়ান্তর নাই। সাধারণ সমীপে আপনার মনের ভাব প্রকাশ করা অতীব আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

বিনীত ভাবে নিবেদন, আপনি যেন মনে করেন না যে, আমি নিজের সন্দেহ ভঞ্জনার্থ মহাশয়কে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধিত করিতেছি। সরল হৃদয়ে বলিতেছি মহাশয়ের প্রতি আমার কোন সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান আন্দোলন সম্বন্ধে এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিতেছি তন্মধ্যে মহাশয়ের হৃদ্‌গত ভাব প্রকাশ করিবার মানসেই এই পত্র লিখিতে বাধিত হইলাম।

প্রথম প্রশ্ন—মনুষ্য স্বয়ং পাপীর পরিত্রাতা হইতে পারেন কি না?

দ্বিতীয় প্রশ্ন—মনুষ্যকে ভক্তি করা কত দূর সঙ্গত?

তৃতীয় প্রশ্ন—আপনার কি এরূপ বিশ্বাস যে, আপনি মধ্যবর্ত্তী হইয়া প্রার্থনা করিলে পাপীর পরিত্রাণ হয়?

চতুর্থ প্রশ্ন—কোন কোন ব্রাহ্ম আপনার প্রতি যে প্রণালীতে শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন আপনি কি তাহার অনুমোদন করেন? যদি না করেন তবে উহা নিবারণ করেন না কেন?

এই যে চারিটী বিষাক্তবাণে আপনার কোমল হৃদয় বিদীর্ণ করিলাম, ক্ষমাগুণে আমাকে ক্ষমা করিবেন।

কলিকাতা, } অনুগত
৯ আষাঢ়, ১৭৯১ শক। } শ্রীঠাকুরদাস সেন।

প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু ঠাকুরদাস সেন।

মহাশয় সুহৃদ্বরেষু

প্রীতিপূর্ণ নমস্কার,

বর্ত্তমান আন্দোলনে আমি যে কি পর্য্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না; সে দুঃখ সময়ে সময়ে ঈশ্বরের নিকট ও ভ্রাতাদিগের নিকট অশ্রুরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। আমার বিশেষ দুঃখের কারণ এই যে আমি বহু দিন হইতে যাঁহাদিগের সঙ্গে একত্র বাস করিলাম, ভ্রাতা নির্ব্বিশেষে একহৃদয় হইয়া যাঁহাদের সঙ্গে জীবনের সকল কার্য্যে সম্বদ্ধ হইয়াছিলাম, যাঁহাদিগকে মনের কথা ও হৃদয়ের প্রীতি উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলাম, তাঁহারা আমাকে বুঝিতে পারিলেন না, তাঁহারা আমাকে মহা ভয়ানক ও সর্ব্বাপেক্ষা হৃদয় বিদারক অপরাধে সাধারণের নিকট অপরাধী করিতে চেষ্টা করিলেন। এক মাত্র পরিত্রাতা ঈশ্বরকে ভক্তির সহিত উপাসনা, যাহা আমার বিশ্বাস ও জীবনের লক্ষ্য, তাহা বিলোপ করিবার দোষ আমার প্রতি আরোপ করা হইল। নিকটস্থ বন্ধুরা আমাকে এত দিনের পর অহঙ্কারী, কপট, পিতার প্রভুত্ব অপহারক, পৌত্তলিকতার প্রবর্ত্তক ও আত্মপূজা প্রচারক বলিয়া অভিযোগ করিলেন! ইহা অপেক্ষা আর কি ভয়ানক পাপে তাঁহারা আমার জীবনকে কলঙ্কিত করিতে

পারেন? বন্ধুরা ইহা অপেক্ষা আর কি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে পারেন? এ স্থলে ইহার প্রতিবাদই বা কি- রূপে করি? বন্ধুদিগের নিকট এই ভয়ানক দোষ খণ্ডন করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আমি অহঙ্কারী নহি, পিতার গৌরব আমি অপহরণ করি না, কোন্ মুখে তাঁহাদের নিকট এই কথা বলিব? আবার যখন স্মরণ করি যে, তাঁহারা আমাকে অবিশ্বাস করেন, এবং আমার প্রতিবাদ শুনিয়াও তাঁহাদের প্রত্যয় হয় নাই তখন আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার চিন্তাতেই হৃদয় বিদীর্ণ হয়। যদি ভ্রাতারা আমার মত ও চরিত্র বাস্তবিক উক্ত দোষে দূষিত মনে করেন, করুন; যদি সে দোষ ঘোষণা করিতে চান করুন। ঈশ্ব- রের নিকটে আমি এ বিষয়ে নিরপরাধী আছি এই আমার যথেষ্ট, তিনি যদি আমাকে দোষী না করেন মনুষ্যের মিথ্যা অপবাদে আমার কিছুই ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। উক্ত ভ্রাতাদিগের নিকট আমার এই মাত্র অনুরোধ, তাঁহারা যেন মনে না করেন যে, আমার প্রতি নির্দ্দয় ব্যব- হার করাতে আমি রাগ বা ঘৃণা করিয়া তাঁহাদিগকে পরি- ত্যাগ করিয়াছি। আমি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। কেন না তাঁহারা যে আমাকে আক্রমণ করি- তেছেন তাহা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য নহে. কিন্তু আমার মত ও চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহাদের ঐ রূপ সরল বিশ্বাস; আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধ হইলেও সরল বিশ্বাসের

প্রতি আমার শ্রদ্ধা রাখা কর্ত্তব্য। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা আমার অনেক উপকার করিয়াছেন এবং তজ্জন্য আমি তাঁহাদিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা ঋণে আবদ্ধ। তৃতীয়তঃ তাঁহাদের ও তাঁহাদের পরিবারের সেবা করিবার ইচ্ছা আমার হৃদয়ের সঙ্গে গ্রথিত আছে। তাঁহাদের সঙ্গে আমার একটী বিশেষ নিগূঢ় সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছে, তদ্বিরুদ্ধে তাঁহাদিগকে ঘৃণা বা ক্রোধ বশতঃ অতিক্রম করা আমার পক্ষে মহাপাপ, তাহা হইতে ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন।

আপনি যে কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন উহার সদুত্তর প্রদানে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু নিতান্ত আক্ষেপের বিষয় এই যে, আমি দশবৎসর কাল বক্তৃতা ও পুস্তক দ্বারা সাধারণের নিকট এবং বন্ধুমণ্ডলী মধ্যে আমার মত ও বিশ্বাস প্রচার করিয়াছি, এখন কি আমার নিজের আবার ঐ বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হইবে? এমন কি কোন বন্ধু নাই যিনি এত দিন আমার নিকট যাহা শুনিয়াছেন তাহা নিরপেক্ষ ভাবে যথার্থ রূপে ব্যক্ত করিতে পারেন? যাহা হউক আপনি যখন আমাকে দোষী জ্ঞান করেন না; এবং কেবল সাধারণের মঙ্গল উদ্দেশে এবং বন্ধুভাবে প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমি উহার যথোচিত উত্তর লিখিতে বাধ্য হইলাম।

(১) ঈশ্বর পাপীর একমাত্র পরিত্রাতা। মনুষ্য এবং

জড় জগৎ পরিত্রাণ পথে সহায় হইতে পারে, কিন্তু পরিত্রাণ করিবার ক্ষমতা ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও নাই। সাধু ব্যক্তিরা উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাদিগের মহোপকার করেন, ঈশ্বরের সাহায্যে অতিশয় জঘন্য লোকদিগকে সত্যের পথে আকর্ষণ করেন এবং অতি ভয়ানক ভয়ানক পাপ হইতে নিবৃত্ত করেন। কিন্তু তাঁহারা যতই উন্নত পবিত্র হউন না কেন তাঁহারা কাহাকেও পরিত্রাণ করিতে পারেন না। অনন্ত পুণ্য, দয়া ও শক্তি বিশিষ্ট ঈশ্বর ভিন্ন কেহ পরিত্রাণ করিতে পারেন না।

(২) সকল মনুষ্যকে ভ্রাতা নির্ব্বিশেষে প্রীতি করা ও পিতা মাতা আচার্য্য প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে ভক্তি করা কর্ত্তব্য। মনুষ্যকে মনুষ্যজ্ঞানে যত দূর ভক্তি করা যায় তাহাতে কিছুমাত্র দোষ হইতে পারে না। গুরুভক্তি ও সাধুসেবা কদাপি দূষণীয় নহে, বরং উহা স্বাভাবিক এবং ধর্ম্মানুরাগের অনিবার্য্য ফল। গুরু বা সাধুকে পূর্ণ ব্রহ্ম অথবা ঈশ্বরের সমান অথবা তাঁহার একমাত্র অভ্রান্ত অবতার জ্ঞানে ভক্তি করা ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরুদ্ধ।

(৩) আমি মধ্যবর্ত্তী হইয়া প্রার্থনা করিলে ঈশ্বর যে আমার অনুরোধে বা আমার পুণ্যগুণে অপরকে ক্ষমা অথবা পরিত্রাণ করিবেন আমার কখন এরূপ ভ্রম হয় নাই। তবে ইহা আমি বিশ্বাস করি যে, সরল ভাবে পরস্পরের মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের নিকট আমাদের সকলেরই

প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য, এবং সে প্রার্থনা ভক্তি সম্ভূত হই-লেই দয়াময় পিতা তাহা সুসিদ্ধ করেন। এই মতের অনু-বর্ত্তী হইয়া ব্রাহ্মেরা সময়ে সময়ে আমাকে এবং অপরা-পর বন্ধুদিগকে ঈশ্বরের নিকট তাঁহাদের হিতের জন্য প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিয়া থাকেন। যে ধর্ম্ম ঈশ্ব-রকে অপরিবর্ত্তনীয় মঙ্গলস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করে এবং প্রত্যেক পাপীকে তাঁহার অব্যবহিত সন্নিধানে আসিয়া উপাসনা করিবার অধিকার দান করে, সে ধর্ম্মে মধ্যবর্ত্তি-ত্বের মত স্থান পায় না।

(৪) যে প্রণালীতে আমার কোন কোন ভ্রাতা আমাকে সম্মান করিয়া থাকেন আমি কখনই তাহা অনু-মোদন করি না। কেন না প্রথমতঃ আমি উহার উপযুক্ত নহি। লোকে যেরূপ আমাকে সাধুবাদ করেন আমার হৃদয় সেরূপ নহে, ইহা আমি সর্ব্বদাই অনুভব করি-তেছি। বন্ধুরা আমার নিকট যে সকল উপকার লাভ করিয়াছেন তাহাতে আমার অপবিত্র মনের গৌরব কিছু-মাত্র নাই, ঈশ্বরই তাহার মূল কারণ, কেন না তিনি সামান্য নিকৃষ্ট উপায় দ্বারা অনেক সময় জগতের হিত সাধন করেন। সুতরাং বন্ধুগণের শ্রদ্ধা ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা কেবল দয়াময় ঈশ্বরেরই প্রাপ্য; তাহাতে আমার অধি-কার নাই, এবং তাহা গ্রহণ করিতে আমার অযোগ্য মন কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হয়। আমার অবশ্যই স্বীকার করিতে

হইবে যে আমার ব্রাহ্মভ্রাতাদিগের মধ্যে অনেকের ঈশ্বর-ভক্তি ও সাধুতা আমার অপেক্ষা অধিক, এবং আমার পরিত্রাণের একটী বিশেষ উপায়। দ্বিতীয়তঃ বাহ্যিক সম্মানের আড়ম্বর আমার বিবেচনায় অন্যায় ও অনাবশ্যক। প্রকৃত শ্রদ্ধা ভক্তি আন্তরিক, বাহ্যিক লক্ষণের হ্রাস হইলে উহার বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু পক্ষান্তরে শ্রদ্ধা প্রকাশের আতিশয্য হইলে অপরের অনেক অনিষ্ট হইতে পারে; এ জন্য উহা যত পরিহার করা যায় ততই ভাল।

উল্লিখিত সম্মান সম্বন্ধে আমার অমত ও সঙ্কোচ আমি বার বার বন্ধুদিগের নিকট প্রকাশ করিয়াছি, কিন্তু বোধ করি হৃদয়ের উত্তেজনা বশতঃ তাঁহারা আমার কথা গ্রাহ্য করেন নাই, এবং আমার অনিচ্ছা জানিয়াও তাঁহাদের যখন যেরূপ ইচ্ছা হইয়াছে তখন সেই রূপ ব্যবহার করিয়াছেন। আমি যে স্পষ্ট অনুজ্ঞা দ্বারা উক্ত ব্যবহার নিষেধ করি নাই কিম্বা কঠোর শাসন দ্বারা তন্নিবারণের চেষ্টা করি নাই ইহার গূঢ় কারণ আছে। আমি নিশ্চয় জানিতাম এরূপ বাহ্যিক সম্মানের আড়ম্বর ব্রাহ্মদিগের মধ্যে দীর্ঘ কাল থাকিবে না। উহা হৃদয়ের সাময়িক উত্তেজনার ফল; সুতরাং ঐ উত্তেজনা ক্রমে স্থির হইলেই বাহিরের আতিশয্য দোষ পরিমিত হইবে। যদি উহাতে বিশ্বাসের দোষ থাকিত,

যদি আমার বন্ধুরা উপধর্ম্ম ও কুসংস্কারের অনুবর্ত্তী হইয়া আমাকে অবতার অথবা মধ্যবর্ত্তী জ্ঞানে পূজা করিবার জন্য ঐ রূপ বাহ্য সম্মান করিতেন, তাহা হইলে উহা স্থায়ী হইয়া মহা অনিষ্টের হেতু হইয়া উঠিত। কিন্তু আমি কখনই এ দোষে তাঁহাদিগকে অপরাধী মনে করিতে পারি না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে তাঁহারা কেবল নবানুরাগের প্রথম উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন এবং তজ্জন্যই বাহ্যানুষ্ঠানের আতিশয্য দোষে দোষী হইয়াছেন। স্বাভাবিক নিয়মে ঐ বেগ সুস্থির হইবে সন্দেহ নাই। এখনই ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, অপরের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিবার আমার অধিকার নাই। বন্ধুদিগকে অধীন করিয়া অনুরোধ ও আদেশ দ্বারা আমার মতের দিকে আনয়ন করা আমার প্রবৃত্তি ও ধর্ম্মসংস্কার উভয়েরই বিরুদ্ধ। তাঁহারা স্বাধীন ভাবে উন্নত হন এবং ধর্ম্মের অনুরোধে ও ঈশ্বরের আদেশে সত্যের পথে অগ্রসর হন এই আমার ইচ্ছা, এবং ইহা আমার তাবৎ শিক্ষা ও শাসনের নিয়ম। "এই কার্য্য কর, এই কার্য্য করিও না" আমি বিশেষ করিয়া এরূপ শিক্ষা প্রদান করি না; কি সত্য কি ঈশ্বরের আদিষ্ট ইহা সাধারণ রূপে বুঝাইতে চেষ্টা করি, কেন না তদ্দ্বারা সকল অবস্থাতে মনুষ্য আপনা আপনি কর্ত্তব্য জানিয়া স্বাধীন ভাবে তাহা সম্পাদন করিতে

পারেন। এ নিয়মের অন্যথা আমি করিতে পারি না। কেন না আমার অনুরোধে যদি কেহ কোন কার্য্য করেন আমি তজ্জন্য ঈশ্বরের নিকট দায়ী; সুতরাং এ অপরাধ হইতে আমি দূরে থাকিতে চেষ্টা করি; এবং এই জন্যই দৃঢ়তা সহকারে আমি সকল সময়ে উক্ত নিয়মের অনুসরণ করিয়া থাকি। ইহাতে বন্ধুরা কখন কখন অপ্রসন্ন ও বিরক্ত হন; কিন্তু কি করি ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিতেই হইবে। বর্ত্তমান আন্দোলন সম্বন্ধে আমি স্পষ্টরূপে নিষেধ করি নাই বলিয়া যে আমি নিশ্চিন্ত আছি তাহা নহে; সাধারণ রূপে উহার দোষ গুণ বুঝাইতে এবং উভয় পক্ষকে সদুপদেশ দিতে আমি ত্রুটি করি নাই, এবং আমি আশা করি তাঁহারা আপনারা ক্রমে সত্যাসত্য বুঝিয়া ঈশ্বরের আদেশে সত্য পথ অবলম্বন করিবেন। যদি বন্ধুদিগের মধ্যে কেহ আমার উপদেশ শুনিয়া তদনুরূপ বিশ্বাস ও কার্য্য না করেন, আমি সে জন্য কঠোররূপে তাঁহাকে নির্যাতন বা পরিত্যাগ করিতে পারি না। ব্রাহ্মধর্ম্ম বীজে বিশ্বাস থাকিলেই আমার নিকট সকলে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিগণিত ও সমাদৃত হন; অতিরিক্ত বিষয়ে কাহারও ভ্রম বা অবিশ্বাস থাকিলে আমার ত্যাগ করিবার অধিকার নাই, বরং নিকটে রাখিয়া ক্রমে তাঁহাকে সত্যের পথে আনিতে হইবে। বিশেষতঃ নিতান্ত দীন ভাবে যাঁহারা আমাকে ভাই বলিয়া

অনেক দিন হইতে আমার আশ্রয় লইয়াছেন, যাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ পিতৃমাতৃহীন ও নিরাশ্রয় এবং নিরুপায়, যাঁহারা অনুতপ্ত ও ব্যাকুল হৃদয়ে ধর্ম্মের কঠোর সাধনে কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমি বিদায় করিতে পারি না; তাঁহাদিগের উন্নত ভাব পোষণ ও সামান্য ভ্রম দূর করা আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। নির্দ্দয়রূপে এমন ভ্রাতাদিগকে বিদায় করিলে আমি ঘোর অপরাধে অপরাধী হইব।

ঈশ্বর প্রসাদে সকল ব্রাহ্মভ্রাতা সদ্ভাবে মিলিত হইয়া সত্যের পথে, কল্যাণের পথে অগ্রসর হউন এবং শান্তি সম্ভোগ করুন এই আমার প্রার্থনা।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ব্রাহ্মেরা পরীক্ষার অনলে দগ্ধ বিদগ্ধ হইয়া পিতার শান্তি নিকেতনে প্রবেশার্থ নিমন্ত্রিত হইলেন, তাঁহাদের নির্যন্ত্রিত বিকলাঙ্গ স্নেহময়ী পরম মাতার সুশীতল হস্ত স্পর্শে শীতল হইল, চারিদিক্ হইতে সৌভাগ্যের সুমন্দ সমীরণ প্রবাহিত হইয়া আশা ও ভক্তি কলিকাকে পুনর্ব্বার প্রস্ফুটিত করিতে লাগিল। কিন্তু সেই দেব প্রসাদ ঈষদ্ বিকশিত ভক্তি কুসুম আন্দোলনের নির্দ্দয় কর স্পর্শে মলিন ও বিদলিত হইয়া গিয়াছিল। তাহার মধুরতা স্মরণ হইলে আক্ষেপে হৃদয় এখনও শোকার্ত্ত হয়। যাহা হউক তাঁহার প্রেমের রাজ্যে চিরদিন কেহ দুঃখ ভোগ করেনা, তিনি অনুগত উপাসকদিগের উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য জননীর ন্যায় মধ্যে মধ্যে সুখ সৌভাগ্য মুক্ত হস্তে পরিবেষণ করেন। নরপূজা আন্দোলনের স্রোতঃ মন্দীভূত হইলে নিরাশ্রয় অসহায় ব্রাহ্মদিগের উপাসনা মন্দির নির্ম্মিত হইতে লাগিল। ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে দ্বারে দ্বারে যাচ্ঞা করিয়া সকলে অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এজন্য কত লোকের নিকট তিরস্কৃত ও অবমানিত হইতেও হইয়াছে। অনন্তর উক্ত

বৎসর ব্রহ্মমন্দিরের অসম্পন্ন অবস্থাতে তথায় সাম্বৎসরিক উৎসব হইল, "দয়াময়" নামের নগর সঙ্কীর্ত্তনে নগরের রাজপথ আবার প্রতিধ্বনিত হইল। এবারে পিতার দয়ার মহিমা বিশেষ রূপে পরিকীর্ত্তিত হয়। ভক্তির প্রেমসুধা যাহা পিতা করুণা করিয়া আশ্রিত দরিদ্র সন্তানদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন, সেই অমৃত রসে শুষ্ক তরু সকল মুঞ্জরিত হইল, পাপদগ্ধ হৃদয় সান্ত্বনা লাভ করিল। তদনন্তর কিছু দিবস পরে ব্রহ্মমন্দিরে নিয়মিত উপাসনা প্রতিষ্ঠা করা হয়।

১৭৯১ শকের ৭ই ভাদ্র দিবসে উক্ত উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সময় ব্রাহ্মসমাজের গৃহবিবাদ ভঞ্জনের জন্য কেশব বাবু পুনরায় চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রধান আচার্য্য মহাশয় আসিয়া ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এই বাসনায় তাঁহাকে বিশেষ রূপে তিনি অনুরোধ করিয়াছিলেন। তখন প্রধান আচার্য্য মহাশয় বোলপুর শান্তি নিকেতনে থাকিতেন। এ বিষয়ে তিনি এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে কোন গাথা কি বন্দনা, প্রার্থনা কি বক্তৃতা, সংগীত কি স্তোত্রে পৌত্তলিকতা কিম্বা মধ্যবর্ত্তিত্বের ভাব না থাকে, এক ঈশ্বর ভিন্ন কোন অবতারের পূজা না হয় এরূপ করিয়া এক খানি ট্রাষ্টডিড্ প্রস্তুত হয়। কিন্তু শেষে যখন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের উদার আদর্শ অনুসারে তাঁহার অনু-

মোদনীয় নিয়ম পত্র প্রস্তুত বিষয়ে কোন আপত্তি রহিল না, এবং তদ্বিষয়ে পরিষ্কার রূপে তাঁহাকে পত্র লেখা হইল, তখন তিনি আর কোন উত্তর দিলেন না। সুতরাং বাধ্য হইয়া কেশব বাবু তাঁহার আশা পরিত্যাগ করিলেন। এই উপলক্ষে উক্ত দিবস ব্রহ্মমন্দিরে মহা সমারোহের সহিত সমস্ত দিন ব্রহ্মোৎসব হইয়াছিল, তাহাতে দয়াময়ের দয়া অবিশ্রান্ত ধারে বর্ষিত হয়। এক একটি ব্রহ্মোৎসবে যে সকল অদ্ভুত ব্যাপার নয়নগোচর হইয়াছে তাহা অতি অনির্ব্বচনীয়; তাহার উৎসাহের জীবন্ত জ্যোতিতে কত মৃত নিরাশ জীবনে প্রাণ দান করিয়া গিয়াছে। ব্রহ্মমন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হইলে প্রতি রবিবারে সেখানে আনন্দের বাজার বসিতে লাগিল। অনেক সম্ভ্রান্ত প্রাচীন ও কৃতবিদ্য যাঁহারা পূর্ব্বে ধর্ম্ম-বিষয়ে উদাসীন ছিলেন, তাঁহারা আগ্রহের সহিত নিয়মিত উপাসক শ্রেণীভুক্ত হইলেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজের উদার আদর্শ ব্রহ্মমন্দিরে অনেক পরিমাণে কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। কেশব বাবুর প্রচারিত সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণ ধর্ম্ম যাহা জ্ঞান ভক্তি পবিত্রতা ও সদনুষ্ঠানে সুসজ্জিত, যে ধর্ম্মের মধ্যে তিনি জ্ঞানের গৌরব, ভক্তির মাহাত্ম্য, নামের মহিমা, সাধুসঙ্গের আবশ্যকতা, পবিত্রতার সৌন্দর্য্য, ব্যক্তি ও দেশ নির্ব্বিশেষে সত্য ও সাধুতা সম্বন্ধে উদারতা, ঈশ্বর প্রেম ও ঈশ্বর সেবার সামঞ্জস্য পর্য্যায়

ক্রমে যথা সময়ে প্রদর্শন করিয়া তাহাতে নরনারীর সমতুল্য অধিকার বুঝাইয়া দিয়াছেন; এবং সময়ের অভাবানুসারে উন্নতির যাবতীয় উপকরণ যাহার মধ্যে নির্দ্দেশ করিয়া তিনি স্বীয় স্বর্গীয় মহত্ত্বের পরিচয় দান করিছেন, সাধারণ নরনারীতে মিলিত হইয়া সেই সমগ্র ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্রহ্মমন্দিরে সকলে সাধন করিতে লাগিলেন। হিন্দু পরিবারের ভদ্র মহিলাগণও সেখানে আসিতে লাগিলেন। এই ব্রহ্মমন্দির ব্রাহ্মদের অতি যত্নের ধন। বহু পরিশ্রমে ভিক্ষা দ্বারা ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার সংগঠনেও ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতা ও স্বদেশীয় ভাব বিদ্যমান আছে। উপাসনা প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর সেখানে ধর্ম্মদীক্ষা প্রবর্ত্তিত হইল, উপাসকমণ্ডলী স্থাপিত হইল, প্রতি রবিবারের বক্তৃতায় কত নূতন ভাব নূতন মতপ্রকাশ হইতে লাগিল। এত দিন পরে এখন নির্ব্বাসিত ব্রাহ্মদল একটি আশ্রয় পাইলেন। বহুল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করত সত্যের রাজ্য এই রূপে সংস্থাপিত হইয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছে। ব্রহ্মমন্দির ব্যবহার করিবার নিয়ম পত্র এবং উপাসকমণ্ডলীর প্রতি কেশব বাবুর অষ্ট উপদেশ এ স্থলে প্রকাশিত হইল।

নিয়ম পত্র।

অদ্য সপ্তদশ একনবতি শকাব্দে ৭ ভাদ্র রবিবাসরে

এত দ্বারা আমি সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি যে, এই গৃহ ও এতৎ সংক্রান্ত ভূমি খণ্ড যাহার সীমা নিম্নে বর্ণিত হইয়াছে ইহা "ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির" নামে আখ্যাত হইল; যথা, দক্ষিণ দিকে মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট নামক রাজপথ, পূর্ব্ব দিকে শ্রীকালীচরণ সোম ও শ্রীমহেন্দ্রলাল সোমের ভূমি, উত্তর দিকে শ্রীভোলানাথ মিত্র ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র পাঠকের ভূমি ও গৃহ, এবং পশ্চিম দিকে শ্রীগোবিন্দচন্দ্র পাঠকের ভূমি ও গৃহ। অদ্য ঈশ্বর প্রসাদে সাধারণ ব্রাহ্মদিগের ব্যবহারার্থ এই গৃহে সামাজিক ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রতি দিন, অন্ততঃ প্রতি সপ্তাহে, এই গৃহে এক মাত্র অদ্বিতীয় পূর্ণ অনন্ত সর্ব্বস্রষ্টা সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বমঙ্গলময় ও পবিত্র ঈশ্বরের উপাসনা হইবে। এখানে কোন সৃষ্ট বস্তুর আরাধনা হইবে না। কোন মনুষ্য বা নিকৃষ্ট জীব বা জড় পদার্থ, ঈশ্বর জ্ঞানে বা ঈশ্বরের সমান জ্ঞানে বা ঈশ্বরের অবতার জ্ঞানে, এখানে পূজিত হইবে না; এবং ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহার নিকটে বা কাহার নামে প্রার্থনা স্তব বা সংগীত হইবে না, কোন খোদিত বা চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি অথবা কোন বাহ্যিক চিহ্ন যাহা সম্প্রদায় বিশেষে পূজার্থ বা কোন বিশেষ ঘটনা স্মরণার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে বা হইবে তাহা এখানে রক্ষিত হইবে না। এ গৃহে কোন জীবের প্রাণ বধ করা হইবে না;

এখানে আহার পান ও কোন প্রকার আমোদ হইবে না। এখানে যে উপাসনা হইবে তাহাতে কোন সৃষ্ট জীব বা পদার্থ যাহা সম্প্রদায় বিশেষে পূজিত হইয়াছে বা হইবে তাহার প্রতি বিদ্রুপ বা অবমাননা করা হইবে না। কোন বিশেষ পুস্তক এখানে ঈশ্বর প্রণীত ও অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত ও সমাদৃত হইবে না; কিন্তু কোন পুস্তক যাহা বিশেষ সম্প্রদায় কর্ত্তৃক অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে বা হইবে তাহার প্রতি বিদ্রুপ বা অবমাননা করা হইবে না। কোন সম্প্রদায়কে নিন্দা উপহাস বা বিদ্বেষ করা হইবে না। এখানকার কোন স্তোত্র প্রার্থনা সংগীত উপদেশ বা ব্যাখ্যান, কোন প্রকার পৌত্তলিকতা সাম্প্রদায়িকতা বা পাপের অনুমোদন ও তৎপ্রতি উৎসাহ দান করিবে না। যদ্দ্বারা সকল নর নারী জাতি বর্ণ ও অবস্থা নির্ব্বিশেষে এক পরিবারে আবদ্ধ হইতে পারেন, এবং উদার ও পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের সাহায্যে সকল প্রকার ভ্রম ও পাপ পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞান ভক্তি ও সাধুতাতে উন্নত হইতে পারেন, এমন ভাবে ও প্রণালীতে এখানে উপাসনা হইবে। ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকেরা আপনাদের ও সাধারণের মঙ্গল উদ্দেশে উল্লিখিত নিয়ম অনুসারে এখানে উপাসনা করিবেন।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন

ব্রাহ্মদিগের প্রতি উপদেশ।

রবিবার প্রাতঃকাল ৩০ কার্ত্তিক ১৭৯১ শক।

(১) প্রতিদিন একমাত্র পূর্ণ অনন্ত সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বমঙ্গলময় ও পবিত্র ঈশ্বরের উপাসনা করিবে।

১। সৃষ্ট কোন মনুষ্য বা নিকৃষ্ট জীব বা জড় পদার্থের পূজা করিবে না।

২। পৌত্তলিক পূজা সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপে যোগ দিবে না।

৩। পৌত্তলিকতাতে উৎসাহ দিবে না।

৪। যাহাতে পৌত্তলিক পূজা বিনষ্ট হয় তজ্জন্য চেষ্টা করিবে।

(২) সর্ব্বস্রষ্টা ঈশ্বরকে পিতা জানিয়া সকল নরনারীকে ভ্রাতা ভগিনী নির্ব্বিশেষে প্রীতি করিবে।

১। অবস্থা জাতি বা সম্প্রদায় বিশেষে কাহাকেও ঘৃণা করিবে না।

২। যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবে না।

৩। জাতিভেদ সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠানে যোগ বা উৎসাহ দিবে না।

৪। যাহাতে সকল জাতি এক পরিবারে সম্বদ্ধ হয় তজ্জন্য চেষ্টা করিবে।

(৩) সত্যবাদী হইবে।

১। স্পষ্ট মিথ্যা কহিবে না এবং এ প্রকার বাক্ চাতুরী করিবে না যদ্দ্বারা অন্যের মনে মিথ্যা সংস্কার জন্মে।

২। মিথ্যা কহিতে ইচ্ছা করিবে না।

৩। কপটতা পরিত্যাগ করিবে।

৪। যাহাতে মিথ্যার বিনাশ ও সত্যের প্রকাশ হয় তজ্জন্য চেষ্টা করিবে।

(৪) পরোপকার করিবে।

১। কাহারও অনিষ্ট করিবে না।

২। পরের অনিষ্ট সাধন করিতে ইচ্ছা করিবে না এবং পরসুখে কাতর হইবে না।

৩। সাধ্যানুসারে ক্ষুধিতকে আহার, তৃষ্ণার্ত্তকে জল, রোগীকে ঔষধ, দরিদ্রকে ধন, মূর্খকে জ্ঞান, অধার্ম্মিককে ধর্ম্মোপদেশ দিবে।

৪। যাহাতে জনসমাজের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয় তজ্জন্য চেষ্টা করিবে।

(৫) ন্যায় ব্যবহার করিবে।

১। যাহার যাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিবে না।

২। যাহাতে অপরের অধিকার আছে তাহা বিনা অনুমতিতে গ্রহণ করিবে না।

৩। অপরের ধনহানি সুখহানি মানহানি করিবে না।

৪। অপরের অন্যায় হয় এমত ইচ্ছা করিবে না।

(৬) ক্ষমাশীল হইবে।

১। অত্যন্ত উৎপীড়িত হইলেও বৈরনির্যাতন করিবে না।

২। মনে মনে কাহারও প্রতিহিংসা করিবে না।

৩। যাহারা শত্রুতা করে তাহাদের মঙ্গল ইচ্ছাও চেষ্টা করিবে।

৪। যাহাতে বিবাদ মীমাংসা হয় এবং কুশল ও শান্তি বিস্তার হয় তজ্জন্য চেষ্টা করিবে।

(৭) জিতেন্দ্রিয় হইবে।

১। বিবাহিতা ভার্য্যা ভিন্ন কোন নারীকে গ্রহণ করিবে না।

২। অপবিত্র দৃষ্টিতে কোন নারীকে দর্শন করিবে না।

৩। মনে মনে ব্যভিচার করিবে না।

৪। স্ত্রী জাতির প্রতি সর্ব্বদা হৃদয়ে পবিত্র প্রীতি ধারণ করিবে।

(৮) সংসার ধর্ম্ম পালন করিবে।

১। শ্রদ্ধা সহকারে পিতা মাতার সেবা করিবে।

২। ভ্রাতা ভগিনীদিগকে প্রীতি করিবে, এবং যত্নের সহিত পুত্র কন্যাদিগের শরীর ও আত্মাকে পোষণ করিবে।

৩। স্বামী স্ত্রী বিশুদ্ধ প্রণয়ে সম্বদ্ধ হইয়া সংসার ও ধর্ম্মপথে পরস্পরের সহকারী হইবে।

৪। সংসারের তাবৎ কার্য্য ব্রাহ্মধর্ম্মের আদেশানুসারে সাধন করিবে।

সপ্তম অধ্যায়।

চত্বারিংশ মাঘোৎসবের পর প্রচারকগণের সম্মুখে একটি বিস্তীর্ণ কার্য্য ক্ষেত্রের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছিল। বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বাবু গৌরগোবিন্দ রায়, বাবু অমৃতলাল বসু দাক্ষিণাত্য প্রদেশে মলবার উপকূলে বিলোয়ার নামক এক প্রকার অসভ্য শূদ্রজাতি কর্ত্তৃক আহুত হইয়া তথায় গমন করেন। প্রতাপ বাবু বোম্বাই ও মান্দ্রাজ নগরেও দুই চারিটি ইংরাজি বক্তৃতা দ্বারা তত্রত্য অধিবাসীগণকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার গমনের অল্পকাল পরেই মান্দ্রাজে কএকটি উপাসনাসমাজ স্থাপিত হইয়াছে। বাবু অঘোরনাথ গুপ্ত আসাম অঞ্চলের অতি দুর্গম স্থানে বিবিধ বিপদ রাশি অতিক্রম করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় ঘোষণা করেন

এবং কেশব বাবু ইংলণ্ডে গমন করেন। অতি দুরতিক্রমণীয় সাগর মহাসাগর নদ নদী পর্ব্বত ভেদ করত তাঁহারা ঐ সকল প্রদেশে গমন করিয়া প্রত্যেকেই আশাতিরিক্ত ফল লাভ করিয়াছিলেন। অসভ্য মাঙ্গালোর দেশে অনেক পরীক্ষা প্রতিবন্ধকের পর ঈশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তথায় প্রচারকগণ যে রূপ কষ্ট স্বীকার করিয়া ঈশ্বরের আজ্ঞা প্রচার করেন তাহা ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে একটি নূতন ব্যাপার।

কেশব বাবু এখানকার সমুদায় কার্য্যের সুচারু নিয়ম স্থাপনপূর্ব্বক ১৭৯১ শকের ৫ই ফাল্গুন তারিখে ইংলণ্ডে যাত্রা করিবার বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া যথাসময়ে দেশস্থ ভ্রাতা ও ব্রাহ্ম বন্ধুদিগের নিকট বিদায় গ্রহণান্তে নির্দ্ধারিত দিবসে অর্ণবপোতে আরোহণ করিলেন। কেবল ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু নিঃস্বার্থ ভাবে দেশের সাধারন মঙ্গল কামনা করিয়া লোকের নিন্দা, নিরুৎসাহ বাক্য, বিদ্বেষপূর্ণ ঘ্নণিত মত শ্রবণ করিতে করিতে মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিলেন। স্বদেশের হিতের জন্য আপনার আত্মীয় বন্ধুবান্ধব পরিবার পুত্র পরিত্যাগ করিয়া তিনি বহু দূরদেশে চলিলেন, তথাপি কত লোক বলিতে লাগিল যে ইনি কেবল আপনার গৌরব প্রচার করিতে যাইতেছেন। সাধারণতঃ এক জন দেশস্থ মনুষ্য কিম্বা হিন্দুজাতির হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়াও

সহৃদয়তা প্রকাশ করত কেহ উৎসাহ বর্দ্ধন করিল না, প্রত্যুত সহস্র প্রকারে বাধা দিতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার সংকল্প অতি উচ্চ, এ সকল লোক তাঁহাকে স্বদেশহিতৈষী বলিয়া স্বীকার না করিলেও তিনি ঈশ্বরের কার্য্য করিতে কখনই নিরস্ত নহেন। তাঁহার কার্য্য তিনি করিলেন; সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া বিনীত ভাবে তাঁহাদের নিকট বিদায় লইলেন। অবশ্য প্রকৃত স্বদেশহিতৈষী ও ব্রাহ্ম বন্ধুগণের শুভ ইচ্ছা তাঁহার হৃদয়ে যথেষ্ট উৎসাহ দান করিয়াছিল। তাঁহারা সকলে অর্থের দ্বারা কিছু কিছু সাহায্যও করিয়াছিলেন।

কেশব বাবু ইংলণ্ডে গমন করিবেন এই সংবাদ শ্রবণে তদ্দেশস্থ অনেকানেক প্রধান ব্যক্তির আহ্লাদ ও প্রীতিপূর্ণ পত্র সকল ইতিপুর্ব্বেই আসিয়াছিল। তথাকার ইউনিটেরিয়ান খৃষ্টীয়ানগন একটি বিশেষ সভা আহ্বান দ্বারা কেশব বাবুকে সাদরে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তদনন্তর তিনি বন্ধুগণের প্রণয় বিস্ফারিত মধুর আলিঙ্গনে আলিঙ্গিত হইয়া সজল নয়নে জাহাজে আরোহণ করিলেন। পথিমধ্যে সাগরবক্ষে পোতের উপরেও দুই দিন ব্রহ্মোপাসনা ও বক্তৃতা হইয়াছিল। আরও পাঁচজন ব্রাহ্ম ভ্রাতা তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন। পরে যথাসময়ে তিনি লণ্ডন নগরে উপনীত হইয়া মহা সমাদরে

গৃহীত হন। তাঁহাকে ইংলণ্ডের মহা মহা জ্ঞানী ও ধনী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ বাহু প্রসারণপূর্ব্বক পরম আহ্লাদ সহকারে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি মনুষ্য প্রদত্ত সম্মানের অতীত বস্তুর প্রার্থী হইলেও এত অধিক সম্মান সেখানে পাইয়াছিলেন যাহা কোন কালে কোন ভারত-বাসী প্রাপ্ত হন নাই, কেহ তদ্রূপ কল্পনাও কখন করেন নাই। তাঁহার গমনে লণ্ডন এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থানে মহা অন্দোলন হইয়াছিল। পৃথিবীর সংবাদ পত্র পাঠক-গণ মাত্রেই এই মহৎ ব্যাপার শ্রবণ করিয়াছেন বলিলেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। শত শত ইয়োরোপীয় নরনারী ব্যাকুলতার সহিত তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ প্র-ত্যাশা করিতেন। একবার তাঁহার সঙ্গে হস্ত কম্পন এবং দুই একটি কথা বার্ত্তা হইলেই তাঁহারা আন-ন্দিত হইতেন। তথাকার বিখ্যাত ভজনালয় সকলে তিনি এক ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া আধ্যাত্মিক ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। এক এক সভাতে সহস্র সহস্র লোকে তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া মোহিত হইয়া যাইতেন। "হ্যানোবার স্কোয়ার" নামক গৃহে দশটি ভিন্ন ভিন্ন খৃষ্টীয়ান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ এবং বহু সংখ্যক ধর্ম্মযাজক ও সহস্র শ্রোতা একত্রিত হইয়া মহা সমারোহের সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করত ব্রাহ্মসমাজের মহৎ কার্য্যের জন্য সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এই মহৎ ব্যাপারটি কেবল ইয়োরোপের মধ্যে নহে, কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসের মধ্যে ইহা একটি নূতন ঘটনা। একজন অকপট অপৌত্তলিক ব্রাহ্মের সম্মানার্থ বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী দ্বারা এ প্রকার উদার ভাবের সভা কোন কালে কোথাও হয় নাই। দশটি সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্ম্ম যাজকগণ সকল প্রকার সঙ্কুচিত ভাব ও সাম্প্রদায়িকতা পরিত্যাগ করিয়া একজন এক ঈশ্বরবাদী ব্রাহ্মকে হৃদয়ের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন, সেই সভ্যতম দেশের পণ্ডিত-চূড়ামণি সকল বিদ্যা ও ধনের অভিমান পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট প্রত্যুপকার স্বীকার করিলেন, ইহা হইতে আশাতীত আনন্দজনক ঘটনা আর কি হইতে পারে। কিন্তু যতই তিনি সেখানে সমাদৃত হইতে লাগিলেন, দেশস্থ বিদ্বেষী লঘুচিত্ত ভ্রাতাগণের হৃদয়ে সে সকল সংবাদ যেন শেল রূপে বিদ্ধ হইতে লাগিল। এ ঘটনাকে হিন্দুজাতির গৌরব এবং ভারতের সৌভাগ্য বলিয়া গণ্য না করিয়া এক জন ব্যক্তির মান বৃদ্ধি হইল অধিকাংশ লোক ইহাই মনে করিলেন। কেশব বাবু সেখানে মহারাণী, প্রধানতম রাজ পুরুষ ও ধর্ম্মযাজক, সুবিখ্যাত পণ্ডিত, ধনী লর্ড ও সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ হইতে মধ্যবিৎ শ্রেণীর সাধারণ নরনারী পর্য্যন্ত সকলের নিকট হইতেই প্রীতি ও সম্মান পাইয়াছিলেন। একদা পাঁচ ছয় সহস্র লোক পূর্ণ একটি সুপ্রসিদ্ধ ভজনালয়ে ভারতবাসীর

প্রতি ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য বিষয়ে যে সুদীর্ঘ বক্তৃতা দান করেন তাহাতে স্বদেশের দুঃখ দুর্গতি সে দেশের প্রধান লোকদিগের নিকট বিশেষ রূপে বিদিত হয়। ইংরাজ রাজ্যের বক্ষস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া বীরপরাক্রমে এ দেশবাসী অধার্ম্মিক ইংরাজদিগের অন্যায় অত্যাচার সকল নির্ভয়ে মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। সুরাপান নিবারণ, স্ত্রী শীক্ষা, সাধারণের শিক্ষা, ধর্ম্মবিষয়ে উদারতা এবং ভক্তির আবশ্যকতা এই কএকটি প্রধান বিষয় তাঁহার বক্তৃতার বিশেষ বিষয় ছিল। ধর্ম্ম সম্বন্ধে সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতা ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে যেখানে যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহা শ্রদ্ধার সহিত লোকে শ্রবণ করিয়া ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছে। আধুনিক খৃষ্টসমাজের দোষ ও প্রচলিত খৃষ্টধর্ম্মের অনুদারতা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, কিন্তু প্রধান প্রধান লোকেরা প্রশস্ত হৃদয়ে ছাত্রের ন্যায় তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। কেশব বাবুর গমনে সে দেশের অনেকের হৃদয়ে প্রকৃত উদার অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের ভাব জাগ্রৎ হইয়াছিল। নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, যাহাদের দুঃখের বৃত্তান্ত সকল সেখানে তিনি দ্বারে দ্বারে নগরে নগরে বলিয়া বেড়াইলেন, যাহাদের কল্যাণের জন্য অতি কাতর ভাবে রাজ পুরুষদিগের নিকট কত মিনতি করিলেন, তাহারাই আবার তাঁহাকে আঘাত করিতে উদ্যত হইল।

তাহাদেরই অভাব তিনি সেখানে জানাইলেন, কিন্তু তিনি বলিলেন এই জন্য অভিমানী অহংকারী ব্যক্তিরা তাহা একবার স্বীকারও করিল না। নীচপ্রকৃতি ইংরাজদিগের পদাঘাতে অস্থির হইয়া সর্ব্বদাই যে সকল লোক তাহাদিগকে অভিসম্পাত করে, কেশব বাবু তাহাদের দোষ সেখানে যাই বলিলেন অমনি উহারা তাহার বিপরীত দিকে চলিল। ঐ সকল ব্যক্তি নির্লজ্জ হইয়া বলিতে লাগিল যে কেশব বাবু অন্যায় রূপে ইংরাজদিগকে নিন্দা করিয়াছেন। যাহা হউক, তিনি যাহা অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছিলেন, সাধ্যমত তাহা প্রতিপালন করিতে ত্রুটি করিলেন না। শত শত বক্তৃতা দ্বারা সে দেশের লোকের হৃদয় আকর্ষণ করিলেন। এত দূর পরিশ্রম করিয়াছিলেন যে শেষে শরীর দুর্ব্বল হইয়া কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইতে হইয়াছিল। কেশব বাবু যে সময় ইংলণ্ডে উপনীত হন সে সময় তাঁহার জন্য বাস্তবিকই আশা করিতেছিল। হৃদয়শূন্য শুষ্ক মতানুগত খৃষ্টসমাজে তিনি যে সকল সরল ভক্তি বিশ্বাসের কথা বলেন, তাহা শ্রবণে কত নরনারী অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছেন, "তুমি যেরূপ বলিলে এরূপ কখন শুনি নাই" অনেকের হৃদয় হইতে এরূপ কথা উত্থিত হইয়াছে। ধর্ম্মনীতি ও রাজনীতি এবং সামাজিক বিষয়ে সে দেশের যে সকল দোষ আছে সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে দণ্ডায়মান

হইয়া তীব্রতর সরল ভাষায় তাহা বলিয়াছেন। তাঁহার যাবতীয় উপদেশ তত্রত্য ব্যক্তিগণ বিনীত হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ প্রদান করিতেও কিছু মাত্র ত্রুটি করেন নাই।

কেশব বাবু তত্রত্য নারীগণের কপট সৌন্দর্য্যের ও পরিচ্ছদের বিরুদ্ধে এবং এ দেশীয় নীচ শ্রেণীর অত্যাচারী ইংরাজদিগের অন্যায় ব্যবহারের কথা স্পষ্টাভিধানে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণে সেখানকার প্রশস্তহৃদয় ব্যক্তিরা যেমন এক দিকে উপদেশ রূপে গ্রহণ করেন, তেমনি এ দেশের অভিমানী ইংরাজেরা ক্রোধে অগ্নি মূর্ত্তি ধারণ করেন। মহা আস্ফালন করিয়া কেশব বাবুকে হস্তে পাইলে বধ করেন এমনি হইয়া উঠিয়াছিল। ফলতঃ তাঁহার সাহস ও সরলতার যথোচিত পুরস্কার সেই খানেই হইয়াছে। তিনি লণ্ডন মহানগরীতে উপনীত হইলে অত্যল্প কালের মধ্যে সুবিস্তীর্ণ খৃষ্টীয়ান জগতে এক অভূতপূর্ব্ব আন্দোলন সংঘটিত হয়। চারি পাঁচ সহস্র সুসভ্য জ্ঞানী জন পরিপূর্ণ মহাসভার মধ্য স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া অকুতো ভয়ে নিরপেক্ষ হৃদয়ে অনর্গল ইংরাজি ভাষায় যে সকল বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা দ্বারা সহস্র লোকের করতালী ও প্রসংশাধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল। তিনি মদ্য ব্যবসায়ের ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে অতি পরাক্রমের সহিত খৃষ্টীয়ান

গবর্ণমেন্টকে ভৎর্সনা করেন। ইংরাজ জাতির প্রতি যেমন কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিয়াছেন, তেমনি তাঁহাদের স্বার্থপরতা অন্যায় অত্যাচার ও অনবধানতার জন্য স্পষ্ট বাক্যে তিরস্কারও করিয়াছেন। অতি বদান্য উদারচিত্ত "ইউনিটেরিয়ান" খৃষ্টীয়ানেরা তাঁহাকে ভ্রাতা অপেক্ষাও স্নেহ করিয়াছিলেন। কেশব বাবুর ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য অন্যূন দশ সহস্র মুদ্রা তাঁহারা ব্যয় করেন; ইহাঁরা ব্রাহ্ম-সমার্জের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র সন্দেহ নাই। মফস্বলস্থ প্রসিদ্ধ স্থান সমূহের ব্যক্তিরাও অভিনন্দন পত্র, কত বিধ উপহার দিয়া হৃদয়ের প্রীতি প্রকাশ করিয়াছেন। নারীকুল-ভূষণ কুমারী কলেট কেশব বাবুর এক জন বিশেষ বন্ধু; তিনি স্বয়ং প্রটেষ্টান্ট খৃষ্টীয়ান হইয়া তাঁহার অনেকানেক পুস্তক বক্তৃতা সেই সময়ে প্রচার করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছিলেন। মহাত্মা লর্ড লরেন্সও যথোচিত উপকার করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত কত খৃষ্টীয়ান পরিবার তাঁহাকে অতি পরম যত্নে আপনাপন বাটীতে রাখিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিয়াছেন। সে দেশের ধার্ম্মিকা মহিলাদিগের নিঃস্বার্থ প্রীতি দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হইয়াছি।

কেশব বাবুর ইংলণ্ডের যে মহৎ কার্য্য তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইবার নহে। সত্য সত্যই তাঁহা দ্বারা ইংলণ্ড ও

ভারতবর্ষের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ যোগ সম্পাদিত হইয়াছে। যে দেশ পূর্ব্বে কেবল কল্পনায় অনুভূত হইত, এক্ষণে তাহা অতি নিকটস্থ ও পরিচিত বলিয়া বোধ হয়। এ সকল উচ্চ বিষয় পুরাতন না হইলে কেহ হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবে না। ভবিষ্যতে ইহার বিস্তারিত বিবরণ যদি কেহ কখন লিখিতে পারেন, তাহা হইলেই ঠিক হইবে। এই রূপে কেশব বাবু গ্রাম হইতে গ্রামে, নগর হইতে নগরে শত শত প্রকাশ্য সভায় ও সুপ্রসিদ্ধ স্থানে ক্ষুদ্র বৃহৎ অন্যূন ডেড় শত বক্তৃতা দিয়াছিলেন। প্রায় ছয় মাস কাল সেখানে থাকিয়া অবশেষে এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের স্বাধীন ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় স্তম্ভ স্থাপন করিয়া সহস্র সহস্র লোকের আশীর্ব্বাদ প্রণয় প্রীতি গ্রহণপূর্ব্বক মাতৃভূমিতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। ঈশ্বর প্রসাদে নিরাপদে স্বদেশে উপস্থিত হইলে বহু সংখ্যক বন্ধু ও সমবিশ্বাসী ভ্রাতাদিগের দ্বারা পরম আদরে গৃহীত হন।

অষ্টম অধ্যায়।

কেশব বাবু ইংলণ্ডে পরব্রহ্মের জয় ঘোষণা করিয়া স্বদেশ প্রত্যাগমনপূর্ব্বক প্রভূত উদ্যম সহকারে কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। "ভারত-সংস্কার সভা" নামে একটি সভা স্থাপন করিয়া তাহাকে পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত করেন; যথা—স্ত্রী শিক্ষা, সুলভ সাহিত্য, ব্যবসায়ী লোকদিগকে বিদ্যা দান, সুরাপান নিবারিণী, এবং দাতব্য। উক্ত সভার অন্তর্গত সুলভ সাহিত্য বিভাগে "সুলভ সমাচার" নামক এক পয়সা মূল্যের এক খানি সাপ্তাহিক বাঙ্গালা সংবাদ পত্র প্রচারিত হয়। সেই পত্র অল্প দিনের মধ্যে সাত আট সহস্র করিয়া বিক্রীত হইয়াছিল। পরে এক পয়সা মূল্যের দৈনিক সাপ্তাহিক ইংরাজি বাঙ্গালা সংবাদ পত্র বঙ্গ দেশের ও ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে বাহির হইয়াছে। এক সুলভ সমাচার দ্বারা এ দেশে যে অদ্ভুত ব্যাপার হইয়া গিয়াছে তাহা চিন্তা করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। পথে ঘাটে রেলওয়ে নৌকায় হাটে বাজারে যেখানে সেখানে সংবাদ পত্র বিক্রীত হইতে লাগিল। যাহারা কোন কালে ইহার আস্বাদ জানিত না তাহারা সংবাদ পত্র পাঠ করিতে শিক্ষা করিল।

ইহাতে কত লোকের জীবিকার উপায় হইল। এই রূপে জ্ঞানোন্নতির এক অভূতপূর্ব্ব সহজ উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। কেশব বাবু বিলাত হইতে আসিয়া দুই তিন মাসের মধ্যে অনেক কার্য্য করেন। এমন কি ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এইরূপ কার্য্যের আধিক্য দেখিয়া অনেক কার্য্য-প্রিয় ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিদ্বেষী লোক পর্য্যন্ত ব্রাহ্মদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। কার্য্যের প্রতি অনুরাগী দেখিয়া তাঁহারা বলিতে লাগিলেন যে ব্রাহ্মেরা এখন আর বৃথা বাগাড়ম্বর করে না। ফলতঃ ভক্তির ধর্ম্মের পর সেবার ধর্ম্ম এই সময়ে কার্য্যতঃ প্রচারিত ও অনুষ্ঠিত হয়। প্রেম-বিগলিত হৃদয়ে আধ্যাত্মিক সাধনের সহিত অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের দ্বারা ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনের সামঞ্জস্য সাধন করিবার ভাব এই সময় বিশেষ রূপে আবির্ভূত হইল। যে "ইণ্ডিয়ান মিরার" পূর্ব্বে পাক্ষিক ছিল কিছু দিন পরে সাপ্তাহিক হয়, তাহাকে কেশব বাবু এই বৎসর পৌষ মাস হইতে দৈনিক করেন। ইংরাজি দৈনিক সংবাদ পত্র বঙ্গবাসীদিগের দ্বারা প্রচারিত হওয়ার এই প্রথম দৃষ্টান্ত। তদ্ব্যতীত তিনি ভারত-সংস্কার সভার অন্যান্য বিভাগে স্ত্রী নর্ম্ম্যাল বিদ্যালয় প্রভৃতি অনেক নূতন কার্য্যের সূত্রপাত করিয়াছেন যাহার আশানুরূপ উন্নতির বিবরণ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

কেশব বাবুর স্বদেশ প্রত্যাগমনের কিছু দিবসান্তে প্রধান আচার্য্য মহাশয় পর্ব্বত পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিলেন এবং এক চত্বারিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবের কালও নিকটবর্ত্তী হইল। এই সময় উভয় পক্ষের মধ্যে সম্মিলন সংস্থাপনের জন্য আবার বিশেষ রূপে চেষ্টা হইয়াছিল। দেবেন্দ্র বাবু ও কেশব বাবু উভয়ে এক-ত্রিত হইয়া মিলন বিষয়ে অনেক কথা বার্ত্তা কহেন। প্রধান আচার্য্য মহাশয় যেরূপ স্নেহের সহিত এবার ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহাতে সকলেরই আশা হইয়াছিল যে নিশ্চয়ই পুনঃসম্মিলন হইবে। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে দেবেন্দ্র বাবুর পূর্ব্বে যেরূপ অশ্রদ্ধার ভাব ছিল, তৎসম্বন্ধে তাঁহার মত পরিবর্ত্তনের কথা প্রকাশ করিলেন; কেবল খৃষ্টকে ভক্তি করার প্রতি তাঁহার বিশেষ আপত্তি রহিল। পরে দুই দিবস ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া বিশেষ অনুরাগের সহিত তিনি উপাসনায় যোগ দিয়াছিলেন। শেষে এই স্থির হইল যে তাঁহারা দুই জনে নাম স্বাক্ষর করিয়া এক সন্ধি পত্র প্রচার দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে সদ্ভাব বিস্তার করিবেন। উক্ত সন্ধি পত্র রচনা করিবার ভার কেশব বাবুর প্রতি অর্পিত হইলে তিনি অবিলম্বে এইরূপে সন্ধিপত্র রচনা করিয়া দেবেন্দ্র বাবুর নিকট প্রেরণ করেন।

"কএক বৎসর হইতে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যে বিভাগ

হইয়াছে তদ্দ্বারা অনেক বিষয়ে উন্নতি এবং কিয়ৎ পরিমাণে অসদ্ভাব জনিত অনিষ্ট হইয়াছে। যাহাতে ঐ অনিষ্ট নিবারণ হয় এবং উভয় পক্ষের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হয় তাহার উপায় অবলম্বন করা নিতান্ত আবশ্যক। আদি ব্রাহ্মসমাজ ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ এত দিন স্বতন্ত্র ভাবে কার্য্য করাতে প্রত্যেকের উদ্দেশ্য কি এবং ধর্ম্মমত ও সামাজিক সংস্করণ রীতি সম্বন্ধে প্রত্যেকের বিশেষ ভাব কি তাহা স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। এক্ষণে উভয়ে যদি পরস্পরকে বুঝিয়া উদার ভাবে ভিন্নতার প্রতি উপেক্ষা করেন এবং ঐক্য স্থলে যোগ রাখিয়া সাধারণ লক্ষ্য সাধনে যত্নবান্ হয়েন, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ হইবে সন্দেহ নাই। এই উদ্দেশে আমরা মিলিত হইয়া অদ্য এই সন্ধি পত্র প্রকাশ করিতেছি। এতদ্দ্বারা ভারতবর্ষের সমুদায় ব্রাহ্মমণ্ডলীর নিকট আমরা বিনীত ভাবে নিবেদন করিতেছি যে তাঁহারা যেন এই সম্মিলনে আমাদের সহযোগী হয়েন্। যে কএকটী মত লইয়া দুই পক্ষে বিরোধ ও বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল তাহার মীমাংসা নিম্নে লিখিত হইল।

১। ব্রাহ্মেরা ঈশ্বর ব্যতীত কাহারও উপাসনা করিতে পারেন না, এবং কোন মনুষ্যকে উপাস্য দেবতা অথবা পরিত্রাণের এক মাত্র সোপান বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন না।

২। ব্রহ্মেরি অব্যবহিত সহবাস লাভ ব্রহ্মোপাসনার প্রাণ, ব্যক্তি বিশেষের মধ্যবর্ত্তিত্ব স্বীকার করা ইহার বিরুদ্ধ।

৩। অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাসনা ব্রাহ্মদিগের মূল বিশ্বাস ও ঐক্যস্থল, অতএব এইটী অবলম্বন করিয়া উভয় পক্ষের যোগ রাখা কর্ত্তব্য।

৪। সমাজসংস্কার সম্বন্ধে পৌত্তলিকতা ও অপবিত্রতা পরিহার ব্যতীত অন্যান্য ব্যাপারে ব্রাহ্মদিগের স্বাধীনতা আছে।

৫। আদি ব্রাহ্মসমাজ যথাসাধ্য হিন্দু জাতির সহিত যোগ রাখিয়া পুরাতন প্রণালীতে ব্রহ্মোপাসনা প্রচার করিতেছেন, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সকল জাতির মধ্যে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচার এবং যাবতীয় সামাজিক কার্য্য ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের মতানুসারে অনুষ্ঠান করিতে যত্নবান্ হইয়াছেন; প্রত্যেকে আপন আপন স্বতন্ত্রতা স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া পরস্পরের সহিত যোগ দিবেন।”

১ লা মাঘ, শ্রী—
১৭৯২ শক। শ্রী—

এই সন্ধিপত্র যখন লিখিত হইতেছে এমন সময়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রস্তাবিত সুখ সম্মিলনের মূলচ্ছেদক এক প্রবন্ধ বাহির হইল। তাহা পাঠ করিয়া সকলে বিস্ময়াপন্ন হইলেন। পরে দেবেন্দ্র বাবু নিম্নলিখিত পত্র খানি কেশব বাবুকে লিখিয়াছিলেন।

"শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দ
আচার্য্য মহাশয়
কল্যাণবরেষু।

প্রাণাধিকেষু।

আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রধান প্রধান ব্রাহ্মদিগের মত লইয়া প্রতীত হইল যে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে পরস্পরের সহিত আন্তরিক প্রণয় সঞ্চার ব্যতীত কোন সন্ধি পত্র প্রকাশ করিলে আমাদের ইচ্ছা সম্পন্ন হইতে পারে না। এই সাম্বৎসরিক উৎসবে তদ্রূপ ঘনিষ্ঠতা হইবার একটি উপায় আমার মনে হইতেছে। তাহা এই যে এই উপলক্ষে ব্রহ্মোপাসনা এক দিনে দুই স্থানে না হইয়া দুই দিনে হয়। ১১ মাঘ আদি ব্রাহ্মসমাজে আদি ব্রাহ্মসমাজের নির্দ্দিষ্ট রীতিতে তাহা সম্পাদিত হউক আর ১০ অথবা ১২ মাঘ যে দিন ভাল বোধ হয় তথাকার নির্দ্দিষ্ট রীতিতেই সাম্বৎসরিক উপাসনা অনুষ্ঠিত হউক। তাহা হইলে সকল ব্রাহ্মই পর্য্যায়ক্রমে এক স্থানে মিলিত হইতে পারেন। এই রূপ হইলে কোন ব্রাহ্মের মন কোন বিষয়ে ক্ষুব্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। এ প্রস্তাবে তোমার অভিপ্রায় জানিতে পারিলে আহ্লাদিত হই।

আদি ব্রাহ্মসমাজ, নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী
২ রা মাঘ, ১৭৯২ শক। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণ।"

এই পত্র এবং তত্ত্ববোধিনীর লেখা পাঠ করিয়া সম্মি-

লন সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে লাগিল, তথাপি কেশব বাবু যথা সাধ্য যোগ রাখিবার জন্য এইরূপে প্রত্যুত্তর দান করিলেন।

কলুটোলা
২ মাঘ ১৭৯২ শক

"শ্রদ্ধাস্পদেষু।

সন্ধি-পত্র আপনার ইচ্ছাতেই প্রস্তুত হইয়াছিল, এখন যদি আপনি উহা সম্পূর্ণ রূপে অস্বীকার করেন তাহা হইলে হৃদয় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইবে। যাহা হউক, আন্তরিক প্রণয় যে সর্ব্বাগ্রে স্থাপন করা কর্ত্তব্য তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনি যে উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা হওয়া সুকঠিন। ১১ মাঘ উপলক্ষে ঐ দিবস ব্রহ্মমন্দিরে সমস্ত দিন উৎসব হইবে এই রূপ স্থির হইয়াছে এবং গত কল্য সংবাদ পত্রে উহা সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হইয়াছে। সুতরাং উক্ত দিবস আমরা কোন মতে ছাড়িতে পারি না। আপনি যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক রবিবারে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা কার্য্য সমাধা করেন আমরা সকলেই বাধিত হইব। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার কিয়দংশ পাঠ করিয়া দেখিলাম যে আমাদের সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা ঠিক নহে। লেখক যদি যথার্থ কথা বলিতেন কাহারও ক্ষোভ হইত না।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন"

তদনন্তর কেশব বাবুর ইচ্ছানুসারে ১০ই মাঘ প্রাতঃকালে ব্রহ্মমন্দিরে উপাচার্য্যের কার্য্য করিতে দেবেন্দ্র বাবু সম্মত হওয়াতে তদনুসারে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। প্রধান আচার্য্য মহাশয় ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া বেদী গ্রহণ করিবেন এ সংবাদে ব্রাহ্মসমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি মাত্রেই যথোচিত আনন্দিত হইলেন। পুরাতন প্রণয়ের ভাব ব্রাহ্মদিগের মনে সমুদিত হইল, মহা উৎসাহ ও আহ্লাদের সহিত সকলে নির্দ্দিষ্ট সময়ে ব্রহ্মমন্দিরে সমাগত হইলেন। বহু লোক-সমাকীর্ণ ব্রহ্মমন্দিরের পবিত্র বেদীর উপরে যখন প্রধান আচার্য্য মহাশয় উপাসনা কার্য্য আরম্ভ করিলেন তখন বোধ হইতে লাগিল যেন সেই পূর্ব্বকার সুখের দিন পুনরায় প্রত্যাগমন করিয়াছে। তিনি উপাসনান্তে ঈশ্বরের প্রেম বিষয়ে একটি সুমধুর বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু মনুষ্যের মানসিক অবস্থা কি পরিবর্ত্তন শীল! যখন বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সকলের হৃদয় আনন্দে প্রফুল্ল হইতেছে এমন সময় প্রধান আচার্য্য মহাশয় বক্তৃতার মূল বিষয় পরিত্যাগ করিয়া একেবারে হঠাৎ প্রেমের বিপরীত পথে ধাবমান হইলেন। ব্রহ্মমন্দিরের নিয়ম বিরুদ্ধ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া তিনি খৃষ্ট সম্প্রদায়ের ও খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি আক্রমণ করিলেন। সহসা তাঁহার বক্তৃতার ও বাহ্য ভঙ্গীর এইরূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়া উপাসকমণ্ডলীর হর্ষে বিষাদ উপস্থিত হইল। তাঁহার

আচরণ দেখিয়া ক্রমে সকলের হৃৎকম্প হইতে লাগিল। কি করিবেন কোন উপায় নাই, হস্ত পদ একেকালে বদ্ধ। একে উপাসনার সময়, তাহাতে প্রধান আচার্য্য মহাশয়কে বিশ্বাসপূর্ব্বক আপনা হইতে বেদী সমর্পণ করা হইয়াছে, অথচ চক্ষের সম্মুখে ব্রাহ্মধর্ম্মের ও ব্রহ্মমন্দিরের উদার নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ হইতে চলিল; তাঁহারা উভয় সঙ্কটে পতিত হইলেন। শেষে তাঁহার এক একটি বাক্য বিষাক্ত বাণের ন্যায় সকলের হৃদয়কে বিদ্ধ করিতে লাগিল। ব্রহ্মমন্দিরের বক্ষস্থলে বসিয়া প্রশংসার ব্যপদেশে কেশব বাবুকে অবমাননা করা হইল। দেবেন্দ্র বাবুর বক্তৃতার সেই শেষ অংশ যাহা দ্বারা সম্মিলনের মূল. চ্ছেদন হইল, এবং যদ্দারা পূর্ব্বের সদ্ভাব যে কিছু ছিল তাহাও বিনাশ হইয়াছে, সেই অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

"ধন্য কেশব চন্দ্রকে যে তিনি এই ব্রহ্মমন্দির সংস্থাপন করিয়া ব্রহ্মের আরাধনার জন্য আমাদের সকলকে এখানে অবকাশ দিয়াছেন। ধন্য কেশব চন্দ্রকে যে তিনি এখানে এই সমুদয় সাধুমণ্ডলীকে ঈশ্বর মহিমা কীর্ত্তনে অবকাশ দিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য সমুদ্র তাঁহাকে বাধা দিতে পারে না, পর্ব্বত তাঁহাকে বাধা দিতে পারে না। পৃথিবীময় ব্রাহ্মধর্ম্ম ঘোষণা করিবার জন্য তাঁহার ব্রত। যেমন উৎসাহ তেমনি উদ্যম। যাহা তিনি কল্যাণ মনে

করেন তাহাই অনুষ্ঠানে পরিণত করেন। দূর দেশ তাঁহার নিকট দূর নয়। ধন্য কেশব চন্দ্রকে যে প্রণয় সূত্রে এত সাধু লোককে একত্র করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে আমি অনুনয়পূর্ব্বক বলি যে, তিনি ইহার সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টকে না আনেন, ইয়োরোপ এবং আসিয়ার মধ্যবর্ত্তী খৃষ্ট যেন না হয়, ঈশ্বর এবং আত্মার মধ্যে কোন প্রকার ব্যবধান যেন না থাকে। আমরা সকল প্রকার অবতার পরিত্যাগ করিয়া ১১ মাঘের উৎসব করিতেছি। আমরা কোন প্রকার অবতারের নাম গন্ধ সহিতে পারি না। অবতারগণ হৃদয় মনের স্বাধীনতা অপহরণ করে, তাহাদিগের হইতে সাবধান হইতে হইবে। যদিও ব্রহ্মমন্দিরে কোন পুত্তলিকা প্রবেশ করিতে পারে না, এ স্থান আক্রমণ করিতে পারে না, তথাপি ব্রাহ্মগণ! মন্দিরের দ্বারে খৃষ্টরূপ এক বিভীষিকা রহিয়াছে, অদ্য ব্রহ্মমন্দিরে কত লোক আসিতে পারিত যদ্যপি দ্বারে খৃষ্টরূপ বিভীষিকা না থাকিত। যাহাতে কোন প্রকার ভয় উদ্বেজনা সংশয় না থাকে এ প্রকার ব্রাহ্মধর্ম্মের পথ পরিষ্কার কর। কেশব চন্দ্রের বক্তৃতা আগ্রহ একাগ্রতা যদি ব্রাহ্মধর্ম্মের উপর খৃষ্টের ছায়াও দেয়, তবে আমাদিগের দুঃখেতে হৃদয় প্লাবিত হইয়া যায়। আমরা চাই কেবল ঈশ্বরকে, তাঁহার কোন সীমায় যেন কোন অবতার না আনি। ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বাধীন ধর্ম্ম, স্বাধীনতা না থাকিলে ব্রাহ্মধর্ম্ম জীবন্ত ধর্ম্ম হইবে না।

খৃষ্টধর্ম্মের সংস্পর্শে স্বাধীনতা পলায়ন করে। খৃষ্টের নামে আমাদিগের মধ্যে কত বিবাদ বিসম্বাদ আসিয়াছে পূর্ব্বে যাহার নামও ছিল না। খৃষ্টের নামে এমনি যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হইয়াছে কেহ জানে না যে কিরূপে তাহা নির্ব্বাণ করিবে। খৃষ্টের নামে ইয়োরোপ শোণিতে প্লাবিত হইয়াছে, দুর্ব্বল ভারতবর্ষে একবার আসিলে তাহার অস্থি চর্ম্ম চূর্ণ হইবে। স্বাধীনতার বিপরীত যাহা কিছু তাঁহাই খৃষ্টধর্ম্ম। খৃষ্টের নামে পোপের ক্ষমতা কত, প্রতাপ কত! রাজারাও তাহার নামে কম্পিত হন। ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বাধীন ধর্ম্ম, খৃষ্টধর্ম্মের মধ্যে প্রথমে পোপের ধর্ম্ম স্বাধীনতা হরণ করিল। তাহার প্রতাপে প্রটেষ্টান্ট ধর্ম্মেরও স্বাধীনতা গিয়াছে। পরাধীনতা খৃষ্টধর্ম্মের সমুদায় অধিকার করিয়াছে, স্বাধীন ধর্ম্ম আমাদিগের ব্রাহ্মধর্ম্ম, আমরা আর বিদ্বেষ ভাব সহ্য করিতে পারি না। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে খৃষ্ট নাম যেন না আসে। সেই প্রেম-সূর্য্যের উদয়ে সকল অন্ধকার দূর হইয়া যাউক। তেত্রিশ কোটি দেবতা ব্রাহ্মধর্ম্মের নিকট পরাস্ত হইয়াছে। আর যেন কোন পরিমিত দেবতা আমাদিগকে বিভীষিকা না দেখায়।"

দেবেন্দ্র বাবুর বক্তৃতাদি শেষ হইলে কেশব বাবু এই প্রার্থনা দ্বারা সকলের ব্যথিত হৃদয়ে কথঞ্চিত সান্ত্বনা বিধান করেন।

"দয়াময় পরমেশ্বর এই পবিত্র মন্দির মধ্যে এত ক্ষণ

বর্ত্তমান থাকিয়া আমাদিগের অদ্যকার প্রার্থনা শ্রবণ করিলেন। তিনি কৃপা করিয়া অদ্যকার প্রার্থনা পূর্ণ করুন। যাহাতে তাঁহার মন্দির মধ্যে প্রেমের, উদারতার, শান্তির সংস্থাপন হয়, তিনি সেই রূপ আশীর্ব্বাদ করুন। সকল সম্প্রদায়ের প্রতি যেন আমাদের প্রেম হয়, কোন সাধুর প্রতি বিদ্বেষ বা অশ্রদ্ধা না জন্মে। সকল দেশের সকল জাতির নর নারীকে এক পরিবার করিয়া ভাই ভগ্নী বলিয়া যেন আমরা ভাল বাসিতে পারি, তিনি আমাদিগকে এমন প্রীতি দান করুন। যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি এই ব্রহ্মমন্দির সংস্থাপন করিলেন, কৃপা করিয়া তাহা সফল করুন, শান্তির আলয় করুন। এখানে যেন পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধার উদয় হয়, সর্ব্ব প্রকার বিদ্বেষ ভাব দগ্ধ হয়। কোন সাম্প্রদায়িক বিবাদ বিসম্বাদ যেন এখানে স্থান না পায়। সকল প্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তিনি বঙ্গ দেশকে উদ্ধার করুন, জগৎকে রক্ষা করুন। পূর্ব্ব পশ্চিম সমুদায় পৃথিবীকে প্রেম স্রোতে ভাসাইয়া জগতের মঙ্গল করুন। ঈশ্বরের প্রত্যেক পুত্র কন্যা যেন শান্তি সুধা গ্রহণ করিয়া হৃদয়কে শীতল করেন। যে জন্য এ মন্দির স্থাপিত হইয়াছে তাহা যেন সুসিদ্ধ করেন। আজ আমরা যে কামনা হৃদয়ে লইয়া এখানে আগমন করিয়াছি তাহা তিনি পূর্ণ করুন।”

অঃতপর ব্রহ্মমন্দির হইতে অতি বিষণ্ণ হৃদয়ে ব্রাহ্মেরা গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। কি আশা, কি আনন্দ লইয়া গিয়াছিলেন আর কি রূপ মুমূর্ষু হইয়া অবসন্ন মনে ফিরিয়া আসিলেন! একে সাম্বৎসরিক আনন্দোৎসবের সময়, তাহাতে এ প্রকার প্রত্যাশার অতীত মর্ম্মভেদী ব্যবহার ইহাতে মনের ভাব কিরূপ হইতে পারে তাহা সহৃদয় পাঠকগণ অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। এই রূপে ১০ মাঘের প্রাতঃকাল অতিবাহিত হইয়া পরে অপরাহ্নে নগর সঙ্কীর্ত্তনের আয়োজন হইতে লাগিল। কিন্তু যে পর্য্যন্ত কেশব বাবু শোকার্ত্ত ভাবে একটি প্রার্থনা না করিয়াছিলেন, তত ক্ষণ পর্য্যন্ত দুর্ব্বিসহ অন্তর্দাহ এবং বিষণ্ণতা অন্তর হইতে কাহারো অন্তর্হিত হয় নাই। নগর সঙ্কীর্ত্তনে বাহির হইবার পূর্ব্বে উপাসনা প্রার্থনা করিতে করিতে যেন একটি প্রকাণ্ড উৎসাহের স্রোতঃ আসিয়া সকলের হৃদয়কে প্লাবিত করিল। আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন যখন প্রাতঃকালের গভীর নির্যাতন উল্লেখ করিয়া কাতর স্বরে কৃতাঞ্জলি পুটে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, তখন সকলের হৃদয়ে শোক মিশ্রিত উৎসাহের অগ্নি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। পরে কীর্ত্তন করিতে করিতে সকলে রাজপথে বাহির হইলেন। এ বৎসর বহু সংখ্যক লোকের সমাগম হয়; এমন কি সমস্ত পথ অতি কষ্টে সকলকে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। অনুমান পাঁচ ছয়

সহস্র লোক একত্রিত হইয়াছিলেন। "চল যাই পিতার শ্রীমন্দিরে নিরখী সেই প্রেম আননে" এই অংশটি গান করিতে করিতে যখন সকলে মন্দিরের সমীপবর্ত্তী হইতেছিলেন, তৎকালকার দৃশ্য অতীব সুন্দর ও মনোহর হইয়াছিল। এই সমস্ত লোক প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে মন্দিরের মধ্যে আর কিছু মাত্র স্থান ছিল না। কোন প্রকারে আচার্য্য ও গায়ক ভিতরে প্রবেশ করিয়া উপাসনা কার্য্য আরম্ভ করিলেন। মন্দিরের সম্মুখ ভাগে রাজপথ সহস্র সহস্র লোক দ্বারা পরিপূর্ণ হইল। ব্রাহ্মগণ মন্দিরের বহির্ভাগে চারি দলে বিভক্ত হইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতেন লাগিলেন। সেই সময়ের স্বর্গীয় ভাব যিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তিনিই মোহিত হইয়া গিয়াছেন। বাহিরে মধুর মৃদঙ্গ ও করতালের সহিত নামসঙ্কীর্ত্তনের ধ্বনিতে যেমন চুতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, মন্দিরাভ্যন্তরে আচার্য্য মহাশয় বেদী হইতে সুমধুর গম্ভীর নিনাদে উদ্বোধন হইতে বক্তৃতা পর্য্যন্ত তেমনি অগ্নি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এ দিকে সমস্ত উপাসকমণ্ডলী এক একবার ভীমরবে "ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্" বলিয়া যেন আগ্নেয় গিরির ন্যায় উৎসাহের অগ্নি উদ্গীরণ করিতেছিলেন। তখন বোধ হইতে লাগিল যেন সঙ্কীর্ত্তনের ও বক্তৃতার এক একটি বাক্য তড়িতের ন্যায় অন্তরে প্রবেশ

করিয়া সকলকে উন্মত্ত করিয়া তুলিতেছে। সত্য সত্যই ব্রহ্মমন্দির তখন আনন্দের মেলারূপে প্রতীয়মান হইয়াছিল। ফলতঃ প্রাতঃকালের দেবেন্দ্র বাবুর সেই কএকটি বাক্য যেন নিদ্রিত ব্যাঘ্রকে জাগ্রৎ করিয়া দিয়াছিল। উপাসনান্তে নানা দলে বিভক্ত হইয়া ব্রাহ্মগণ নগরের ভিন্ন ভিন্ন পল্লি মধ্যে ব্রহ্মনাম প্রচার করেন।

প্রাতঃকালের সেই মৃত ভাবের সহিত রজনীর জীবন্ত ভাবের তুলনা করিয়া দেখিয়া সকলে এই রূপ বলিতে লাগিলেন যে দেবেন্দ্র বাবুর দ্বারাই এত দূর উৎসাহ অনল প্রজ্বলিত হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে এ প্রকার আঘাত পাইলে অনেক উপকার হইতে পারে সন্দেহ নাই। দেবেন্দ্র বাবু প্রাতঃকালের বক্তৃতার মধ্যে বলিয়াছিলেন খৃষ্টের বিভীষিকা ব্রহ্মমন্দিরের দ্বার দেশে প্রতিবন্ধক স্বরূপ রহিয়াছে বলিয়া ব্রাহ্মসমাজে অনেক লোক আসেন না, কিন্তু রজনীর ব্যাপার যদি তিনি একবার স্বচক্ষে দেখিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহার উক্ত রূপ সংস্কার সেই দিনেই চলিয়া যাইত। যাহা হউক যে কাজটি তিনি করিয়া গেলেন তাহাতে সম্মিলনের আশা এক কালে বিলুপ্ত হইয়া গেল। অধিকন্তু যাহা কিছু প্রণয় সদ্ভাব পূর্ব্বে ছিল, সম্মিলন করিতে গিয়া সে টুকু পর্য্যন্তও নিম্মূল হইল।

এই স্থান হইতে ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তের প্রথম খণ্ড

সমাপন করিয়া পাঠকবর্গের নিকট আমরা বিদায় গ্রহণ করিতেছি। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মদের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা প্রকাশ করিয়া আমরা তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলাম না। কেনং না ইহার উন্নতির স্রোতঃ অন্তঃসলীলা নদীর ন্যায় জ্ঞান সভ্যতার সহিত মিশ্রিত হইয়া পৃথিবীস্থ সমস্ত লোকসমাজে প্রবেশ করিতেছে। বহু সংখ্যক স্বাধীন চিন্তাশীল জ্ঞানীগণ ইহার সঙ্গে সংযুক্ত রহিয়াছেন। যে পরিমাণে বিশুদ্ধ জ্ঞান, পবিত্র নীতি ও সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, সেই পরিমাণে ইহার রাজ্য বিস্তৃত হইতেছে। যাবতীয় উন্নতির পত্তন ভূমি এই ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম। ভারতবর্ষ, ইয়োরোপ ও এমেরিকার মধ্যে গূঢ় রূপে এই অগ্নি জ্বলিতেছে। এক্ষণে ভারতবর্ষের এবং বঙ্গদেশের প্রধান প্রধান নগর ও পল্লিতে ব্রহ্মোপাসনা-সমাজ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্ম বলিয়া স্বীকার করেন এমত সুশিক্ষিত লোক বহু সংখ্যক আছেন। অথবা এক্ষণে কৃতবিদ্যদিগের মধ্যে যাঁহারা সচ্চরিত্র ধর্ম্ম পরায়ণ• তাঁহারা প্রায়ই এই ধর্ম্মে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। বিগত পঞ্চদশ বৎসরের মধ্যে ইহা ভারতের নানা স্থানে প্রচারিত হইয়াছে। এমেরিকার "স্বাধীন ধর্ম্মসভা" হইতে ভ্রাতৃ ভাব-পূর্ণ যে সকল পত্র সময়ে সময়ে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া থাকে তাহা পাঠ করিলে ব্রাহ্মমাত্রেরই এই আশা বর্দ্ধমূল হইবে যে, স্বাধীন ব্রাহ্ম-

ধর্ম্ম এখন পৃথিবীর প্রত্যেক সভ্যসমাজে অতি আশ্চর্য্য রূপে কার্য্য করিতেছে। সম্প্রতি ইংলণ্ডে রেভারেণ্ড ভয়ছি নামক এক মহাত্মা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থ সম্মুখ যুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। এমেরিকার স্বাধীন ধর্ম্মসভার বাৎসরিক কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলে ইহাতে আরও নিঃসংশয় হওয়া যায়। সে দেশে মহাত্মা থিয়োডোর পারকারের রোপিত সত্য ধর্ম্মের বীজ এত দিনে অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। উক্ত স্বাধীন ধর্ম্মসভায় বিগত সাম্বৎসরিকের দিনে ব্রাহ্মসমাজের প্রেরিত কএক খণ্ড ক্ষুদ্র পুস্তককে উল্লেখ করিয়া জনৈক বক্তা এই রূপে তাঁহাদের মনোগত ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন।

"যখন পৌত্তলিক রাজ্য কলিকাতা হইতে খৃষ্টীয়ান এমেরিকায় ঐ সকল পুস্তক আসিয়াছে ইহা বাস্তবিকই একটি অদ্ভুত ব্যাপার। আমার বিবেচনায় ঐ সমস্ত ভারতীয় পুস্তকের মধ্যে এমেরিকার ট্র্যাক্‌ট সোসাইটির মুদ্রিত পুস্তকাপেক্ষা অপরিমিত রূপে জীবনের প্রকৃত অন্ন অবস্থিতি করিতেছে। ঐ সোসাইটি এই সকল পুস্তক গ্রহণ করুন, তাহা পাঠ করুন, আপনার নিজের পুস্তক জ্ঞান করত তাহা পুনঃমুদ্রিত করিয়া দেশের সর্ব্বস্থানে প্রেরণ করুন। আমি বিশ্বাস করি ইহা দ্বারা এই সোসাইটি ও তাহার প্রতিপোষকগণের মধ্যে ধর্ম্মের যথার্থ পুনঃজন্ম উৎপন্ন হইবে এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ভাব, কঠোরতা ও

প্রতিবন্ধক সকল বিদূরিত হইবে। যদি কিছু সময় থাকিত তাহা হইলে আমি ঐ সকল পুস্তক পাঠ করিয়া দেখাই-তাম ব্রাহ্মসমাজের কি উন্নত ও পবিত্র বিশ্বাস। আমরা শুনিলাম বাবু কেশবচন্দ্র সেন স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবার পূর্ব্বে এমেরিকায় আসিবেন মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু ইংলণ্ডে নানা প্রকার কার্য্যে আবদ্ধ হওয়াতে তাঁহাকে সে সঙ্কল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছে। আমরা আশা করি যে বর্ত্তমান বর্ষের মধ্যে কোন সময়ে তিনি আসিবেন। যখন আসিবেন, "স্বাধীন ধর্ম্মসভা" অবশ্য ভাতৃভাব-পূর্ণ প্রমুক্ত হৃদয়ে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে দণ্ডায়মান হইবে, এবং ভরসা করি অপরাপর ধর্ম্মাবলম্বীরাও তাঁহাকে সসম্ভ্রমে ভদ্রতার সহিত গ্রহণ করিবেন। আমরা এখানে অকপট হৃদয়ে সম্পূর্ণ সরলতার সহিত সেই মহৎ কার্য্যের জন্য তাঁহাকে আমাদের সাধু কামনা জানাইব যদ্দ্বারা তিনি হিন্দু ও খৃষ্টীয়ানকে সমান রূপে উচ্চতর অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছেন; এবং যে শিক্ষা আধ্যাত্মিক সহযোগীতা, সর্ব্বসামঞ্জস্য ও ভাতৃ-ভাবের দিকে সকলকে পরিচালিত করে।"

মহাসাগর পার হইতে এই রূপে ভ্রাতৃভাবের সুমধুর আহ্বান ধ্বনি এখানে আসিতেছে। আধ্যাত্মিক প্রেম সূত্রে দূর দেশ নিকট হইয়া যাইতেছে। দেখ! আধ্যাত্মিক যোগাকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া চির অপরিচিত দূর দেশবাসী

ব্যক্তি সকল কেমন আশ্চর্য্য রূপে পরস্পরের নিকট পরিচিত এবং প্রিয়তম হৃদয়-বন্ধু হইতেছেন। মানবের মুক্তি-প্রদ বিধাতার সেই মঙ্গলময়ী ইচ্ছা মাধ্যাকর্ষণের ন্যায় ক্রমে সকলকে দয়াময় ঈশ্বরের চরণারবিন্দ মধ্য-বিন্দুর দিকে লইয়া যাইতেছে; নতুবা পৃথিবীর সীমান্ত-বাসী সেই সকল ব্যক্তি দুঃখিনী ভারতের সন্তানদিগকে কেন "ভাই" বলিয়া আলিঙ্গন করিতে আসিবে? ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই সুখের দিন ক্রমশঃ নিকটে আনিয়া দিতেছেন যে দিন কুসংস্কার-পাশ-বিমুক্ত সমুদায় নর-নারী একত্রিত হইয়া সমস্বরে সুবিশাল বিশ্বমন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী সেই বিশ্বপতি অনন্তদেবের যশ ঘোষণা করিবে। ঈশ্বর প্রসাদে সেই দিন নিকটবর্ত্তী হইয়া আমাদের আশা পূর্ণ করুক যাঁহার কৃপায় মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজরূপ শান্তিগৃহের ভিত্তি স্থাপন করেন, মহর্ষি প্রধান আচার্য্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বহু অর্থ ও পরিশ্রম ব্যয় করিয়া তাহার উপর গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন, এবং বাবু কেশব চন্দ্র সেন ঐ ভিত্তির মূল সংস্কার ও সুদৃঢ় করত স্থায়ীরূপে সাধারণের বাসোপযোগী করিয়া সেই গৃহের সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন করিয়াছেন।

সমাপ্তঃ।

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL LIBRARY RAJA RAMMOHANPUR.